শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলায়াং সূচীপত্রং।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
অথ প্রথম পরিচ্ছেদঃ—গ্রন্থকারের শ্লোক পঞ্চে নমস্কার রূপ মঙ্গলাচরণং	১
,, শ্রীচৈতন্য প্রভু শিবানন্দ সেনের কুক্কুরকে কৃষ্ণনাম বলাইয়া মুক্তি দেন, শ্রীরূপের দুই নাটক করণ, অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি, শ্রীরূপের নীলাচলে পুনঃ মহাপ্রভু মিলন, শ্রীরূপের সহ প্রভুর ইষ্টগোষ্ঠী ও ভক্তগণ সহিত প্রভুকে নাটকদ্বয় শ্রবণ করান এবং শ্রীরূপের পুনঃ বৃন্দাবন যাত্রাদি কথনং ...	২
,, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ—নকুল ব্রহ্মচারীদেহে শ্রীমহাপ্রভুর আবেশ, প্রদ্যুম্ন অগ্রে তাঁহার আবির্ভাব, ছোট হরিদাস ত্যাগ, শিবানন্দ সেনের আচার্য্য দর্শন এবং ছোট হরিদাসের দণ্ডরূপ শিক্ষা কথনং	৪৪
,, তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ—শ্রীমহাপ্রভু লোকশিক্ষার নিমিত্ত হরিদাসের প্রতি দণ্ডবিধান করায়, তিনি সেই শিক্ষার নিমিত্ত নিজেচ্ছাপূর্ব্বক দণ্ডের কার্য্য করিয়া দামোদরের বাক্য দণ্ড অঙ্গীকার করেন, হরিদাসের মহিমা কথন এবং হরিনামের মাহাত্ম্য বর্ণনং	৬২
,, চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ—সনাতনের বৃন্দাবন হইতে পুনঃ নীলাচলে প্রভু দর্শন, সনাতনকে দেহ ত্যাগ নিমিত্ত প্রভুর নিষেধ, সনাতনকে জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভুর পরীক্ষা এবং শক্তি সঞ্চারণ করিয়া পুনর্ব্বার বৃন্দাবন প্রেরণ করনং	৮৯
,, পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ—শ্রীরামানন্দ রায়ের নিকট প্রদ্যুম্নমিশ্রের শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণেচ্ছা, শ্রীমহাপ্রভু কর্ত্তৃক শ্রীরামানন্দ রায়ের মহিমা কথন, রঙ্গদেবীর রাধার কৃষ্ণ নাটক উপাখ্যান, এবং স্বরূপের বিগ্রহ মহিমা স্থাপন কথনং ...	১১৪
,, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ—রঘুনাথ দাসের শ্রীমহাপ্রভু সহ মিলন, নিত্যানন্দ আদেশে পাণিহাটিতে চিড়ার মহোৎসব, স্বরূপের নিকট রঘুনাথকে সমর্পণ এবং গুরুমালা দান বিবরণং ...	১৩৮
,, সপ্তম পরিচ্ছেদঃ—বল্লভ ভট্টের মিলন এবং ভক্তগণের মহিমা কথনদ্বারা বল্লভ ভট্টের গর্ব্ব বিনাশ করিয়া তাঁহার প্রতি	

বিষয়। পৃষ্ঠা

শ্রীমহাপ্রভুর কৃপা ইত্যাদি লীলাকথনং ১৭০

অথ অষ্টম পরিচ্ছেদঃ—রামচন্দ্রপুরীর সহিত শ্রীমহাপ্রভুর মিলন এবং পুরীর ভয়ে প্রভুর ভোজন সঙ্কোচ কথনং ১৯০

,, নবম পরিচ্ছেদঃ—গোপীনাথ পট্টনায়কোদ্ধার বিবরণ ইত্যাদি বর্ণনং ২০১

,, দশম পরিচ্ছেদঃ—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর ভক্তদত্ত দ্রব্যাস্বাদন, রাঘব পণ্ডিতের ঝালির সজ্জা, নরেন্দ্রে জলকেলি, গোবিন্দ পরীক্ষা এবং পরিমণ্ডার নৃত্য বর্ণনং ২১৬

,, একাদশ পরিচ্ছেদঃ—হরিদাসের নির্য্যাণ এবং প্রভুর ভক্ত বাৎসল্য প্রকাশ বর্ণনং ২২৯

,, দ্বাদশ পরিচ্ছেদঃ—গৌড় হইতে সস্ত্রীক ভক্তগণের শ্রীমহাপ্রভুর নিকটে গমন এবং জগদানন্দের তৈলভঞ্জন ইত্যাদি কথনং ... ২৪০

,, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদঃ—জগদানন্দের বৃন্দাবন গমন, শ্রীমহাপ্রভুর দেবদাসীকৃত গীত শ্রবণ, রঘুনাথ ভট্টের প্রতি শ্রীমহাপ্রভুর কৃপা এবং তাহাকে শ্রীমহাপ্রভু বৃন্দাবনে প্রেরণ বর্ণনং ... ২৫৪

,, চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদঃ—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর চটক পর্ব্বত গমনরূপ দিব্যোন্মাদ প্রারম্ভ, অস্থি সন্ধি ত্যাগ ভাবের উদ্গম এবং প্রলাপাদি বর্ণনং ২৬৭

,, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদঃ—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর দিব্যোন্মাদাবস্থায় উদ্যান বিলাস এবং বৃন্দাবন ভ্রমণাদি বর্ণনং ২৮৬

,, ষোড়শ পরিচ্ছেদঃ—গৌরাঙ্গ প্রভু কালিদাসকে কৃপা করেন, বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ফল প্রদর্শন, পুরীদাসের কৃষ্ণবর্ণনা, শিবানন্দ সেনের শিশু সন্তান কৃত শ্লোক, শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদের মহিমা এবং বিরহোন্মাদ প্রলাপ আদি কথনং ... ৩০৯

,, সপ্তদশ পরিচ্ছেদঃ—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সিংহদ্বারে পতন এবং কূর্ম্মকারানুভাবোন্মাদ প্রলাপ বর্ণনং ৩৩২

,, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদঃ—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সমুদ্রে পতন এবং এক জালিয়ার জালে উত্তীর্ণ প্রভৃতি লীলা কথনং ... ৩৪৯

,, ঊনবিংশতি পরিচ্ছেদঃ—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর মাতৃভক্তি এবং বিরহ প্রলাপ মুখ সহ হর্ষণাদি বর্ণনং ৩৬৫

,, বিংশতি পরিচ্ছেদঃ—গৌরাঙ্গ প্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্লোকার্থাস্বাদন, শ্রীকৃষ্ণ নামের মহিমা, তাঁহার প্রলাপ এবং প্রথমাবধি বিংশতি পরিচ্ছেদের [illegible] বর্ণনং ৩৮৪

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলায়াং সূচীপত্র সম্পূর্ণং।

অন্ত্যলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েচ্ছ্রুতিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরং ॥১॥
দুর্গমে পথিমেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপা যষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্বলম্বনং ॥২॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥১॥

যং যস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য কৃপা পঙ্গুং খঞ্জং জনং শৈলং পর্ব্বতং লঙ্ঘয়তে, মূকং বাক্শক্তিরহিতং জনং শ্রুতিং বেদাদিকং আবর্ত্তয়েৎ, তং কৃষ্ণচৈতন্যং ঈশ্বরং সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণং অহং বন্দে। ইতি শ্লোকমালা ॥১॥

স্খলন্তী পাদাভ্যাং গতির্গমনং যস্য। সন্তঃ সাধবঃ কৃপাযষ্টিদানেন অবলম্বনং আশ্রয়ঃ সন্তু। ইতি চং ॥২॥

যৎকৃপা পঙ্গুং শৈলং লঙ্ঘয়তে, মূকং শ্রুতিং আবর্ত্তয়েৎ, তং ঈশ্বরং কৃষ্ণচৈতন্যং অহং বন্দে। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

সন্তঃ স্বকৃপাযষ্টিদানেন দুর্গমে পথি অন্ধস্য মুহুঃ স্খলৎপাদগতেঃ মে অবলম্বনং সন্তু। ইত্যন্বয়ঃ ॥২॥

এ পরিচ্ছেদে শ্রীনিবানন্দ সেনের কুক্কুরোদ্ধার, শ্রীরূপ গোস্বামীর নীলাচলে আগমন এবং ভক্তগণ সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নাটকদ্বয় শ্রবণ করেন, ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

অথ ব্যাখ্যা।

যাঁহার কৃপায় পঙ্গুজনকে পর্ব্বত লঙ্ঘন করায়, এবং মূকব্যক্তিকে বেদ আবৃত্তি করায়, সেই ঈশ্বর কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি ॥১॥

সাধুগণ নিজ কৃপারূপ যষ্টিপ্রদানে আমার অবলম্বন হউন, যে আমি দুর্গমপথে অর্থাৎ শাস্ত্রপথে অন্ধ এবং মুহুঃ স্খলিত পদগতি ॥২॥

এই ছয় গুরুর করোঁ চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥২॥
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মমমন্দ মতেগতী।
মৎ সর্ব্বস্ব পদাম্ভোজৌ রাধা মদনমোহনৌ ॥৩॥
দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ,
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ,
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥৪॥
শ্রীমান্রাসরসারম্ভী বংশীবট তটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণু স্বনৈর্গোপী র্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তুনঃ ॥৫॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥৬॥
মধ্যলীলা সংক্ষেপেতে করিল বর্ণন।
অন্ত্যলীলা বর্ণন কিছু শুন ভক্তগণ ॥৪॥
মধ্যলীলার মধ্যে অন্ত্যলীলা সূত্রগণ।
পূর্ব্ব গ্রন্থে সংক্ষেপে করিয়াছি বর্ণন ॥৫॥
আমি জরাগ্রস্থ নিকট জানিয়া মরণ।
অন্ত্যলীলার কোন সূত্র করিয়াছি বর্ণন ॥৬॥
পূর্ব্ব লিখিত সূত্র গণ অনুসারে।
যেই নাই লিখি তাহা লিখিয়ে বিস্তারে ॥৭॥
বৃন্দাবন হৈতে প্রভু নীলাচল আইলা।
স্বরূপ গোসাঞি গৌড়ে বার্ত্তা পাঠাইলা ॥৮॥
শুনি শচী আনন্দিত সব ভক্তগণ।
সবে মিলি নীলাচলে করিলা গমন ॥৯॥

"জয়তাং" ইত্যাদি তিন শ্লোকের টীকা প্রভৃতি আদির প্রথম পরিচ্ছেদে পঞ্চদশাদি তিন শ্লোকে দেখিবেন ॥৩॥—৫॥

মধ্যলীলার অন্ত্যলীলার সূত্র বর্ণনা করিবার কারণ বলিতেছেন "আমি" ইতি। আমি—গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস। কোন—কোন কোন। সূত্র—সংক্ষেপ। অর্থাৎ ইহার মধ্যে যদি আমার মৃত্যু হয়, এই কারণে অন্ত্যলীলার সূত্র বর্ণন মধ্যলীলায় করিয়াছি ॥৬॥—॥৯॥

কুলীনগ্রামী ভক্তগণ আর খণ্ডবাসী।
আচার্য্য শিবানন্দ সনে মিলিলা সবে আসি ॥১০॥
শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধানে।
সবাকে পালন করে দেন বাসা স্থানে ॥১১॥
এক কুক্কুর সঙ্গে শিবানন্দ সনে।
ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে করিয়া পালনে ॥১২॥
একদিন এক নদী পার হৈতে।
উড়িয়া নাবিক কুক্কুর না চড়ায় নৌকাতে ॥১৩॥
কুক্কুর রহিলা শিবানন্দ দুঃখী হৈলা।
দশপণ কড়ি দিয়া কুক্কুর পার কৈলা ॥১৪॥
একদিন শিবানন্দ ঘাটিতে রহিলা।
কুক্কুরকে ভাত দিতে সেবক পাসরিলা ॥১৫॥
রাত্র্যে আসি শিবানন্দ ভোজনের কালে।
কুক্কুর পাঞাছে ভাত সেবকে পুছিলে ॥১৬॥
কুক্কুর ভাত নাহি পায় শুনি দুঃখী হৈলা।
কুক্কুর চাহিতে দশ লোক ধাওয়াইলা ॥১৭॥
চাহিয়া না পাল্য কুক্কুর লোক সব আইল।
দুঃখী হঞা শিবানন্দ উপবাস কৈল ॥১৮॥
প্রভাতে চাহেন কুক্কুর কাহা না পাইল।
সকল বৈষ্ণব মনে চমৎকার হৈল ॥১৯॥
উৎকণ্ঠায় চলি সবে আইলা নীলাচলে।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু মিলিলা সবারে ॥২০॥
সবা লঞা কৈল জগন্নাথ দরশন।
সবা লঞা মহাপ্রসাদ করেন ভোজন ॥২১॥
পূর্ব্ববৎ সবারে প্রভু পাঠাইলা বাসা স্থানে।
আর দিনে প্রাতে আইলা প্রভুর মিলনে ॥২২॥

---

৯ চাহিয়া—শ্রীঅদ্বৈত ॥১০॥ ঘাটি সমাধান—পথকর দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন ॥১১—১২॥ ঘাটিতে—পথকর আদায় স্থানে ॥১৩।১৬॥ ধাওয়াইলা—খুঁজিতে পাঠাইলেন ॥১৭॥ চাহিয়া—অন্বেষণ করিয়া ॥১৮॥—২২॥

আসিয়া দেখিল তবে সেইত কুক্কুরে।
প্রভু পাশে বসিয়াছে কিছু অল্প দূরে ॥২৩॥
প্রসাদ নারিকেল শস্য প্রভু দেন ফেলাইয়া।
রাম কৃষ্ণ হরি কহ বলেন হাঁসিয়া ॥২৪॥
শস্য খায় কুক্কুর কৃষ্ণ কহে বারবার।
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার ॥২৫॥
শিবানন্দ কুক্কুর দেখি দণ্ডবৎ কৈলা।
দৈন্য করি নিজ অপরাধ ক্ষমাইলা ॥২৬॥
আর দিন কেহ তার দেখা না পাইলা।
সিদ্ধ দেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা ॥২৭॥
ঐছে দিব্য লীলা করে শচীর নন্দন।
কুক্কুরকে কৃষ্ণ কহাই করিল মোচন ॥২৮॥
এথা প্রভু আজ্ঞায় রূপ আইল বৃন্দাবন।
কৃষ্ণলীলা নাটক করিতে হৈল তাঁর মন ॥২৯॥
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল।
মঙ্গলাচরণ নান্দী তাহিঞি লিখিল ॥৩০॥
পথে চলি আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে।
কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে ॥৩১॥
এই মতে দুই ভাই গৌড়দেশে আইলা।
গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হৈলা ॥৩২॥
রূপ গোসাঞি প্রভু পাশ করিলা গমন।
প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন ॥৩৩॥
অনুপম লাগি তাঁর কিছু বিলম্ব হৈল।
ভক্তগণের পাছে আইলা লাগ না পাইল ॥৩৪॥
উড়িয়া দেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম।
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিলা বিশ্রাম ॥৩৫॥

ঐছে—ঐ প্রকার। দিব্য—অলৌকিক ॥২৮॥২৯॥ মঙ্গলাচরণরূপ নান্দী, ইহার লক্ষণ পশ্চাৎ "রায় কহে নান্দী শ্লোক" এই স্থলে বলা হইবে। তাহাঞি—শ্রীবৃন্দাবনে ॥৩০॥ কড়চা—খসরা ইতি ভাষা ॥৩১॥ দুই ভাই—শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম ॥৩২॥—৩৫॥

রাত্রে স্বপ্ন দেখে এক দিব্যরূপ নারী।
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিল বহু কৃপা করি ॥৩৬॥
আমার নাটক পৃথক করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হইব বিলক্ষণ ॥৩৭॥
স্বপ্ন দেখি রূপ গোসাঞি করিল বিচার।
সত্যভামার আজ্ঞা পৃথক নাটক করিবার ॥৩৮॥
ব্রজপুরলীলা একত্র করিয়াছি ঘটনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব রচনা ॥৩৯॥
ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে।
আসি উত্তরিলা হরিদাস বাস স্থলে ॥৪০॥
হরিদাস ঠাকুর তাঁরে বহু কৃপা কৈলা।
তুমি যে আসিবে মোরে প্রভুহ কহিলা ॥৪১॥
উপল ভোগ দেখি প্রভু হরিদাস দেখিতে।
প্রতিদিন আইসেন সেদিন আইলা আচম্বিতে ॥৪২॥
রূপ দণ্ডবৎ করেন হরিদাস কহিলা।
হরিদাসে মিলি প্রভু রূপে আলিঙ্গিলা ॥৪৩॥
হরিদাস রূপ লঞা প্রভু বসিলা এক স্থানে।
কুশল প্রশ্ন ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কতক্ষণে ॥৪৪॥
সনাতনের বার্ত্তা যবে গোসাঞি পুছিল।
রূপ কহে তাঁর সনে দেখা না হইল ॥৪৫॥
আমি গঙ্গাপথে আইলাঙ তিহোঁ রাজপথে।
অতএব আমার দেখা নহিল তাঁর সাথে ॥৪৬॥
প্রয়াগে শুনিল তেঁহো গেলা বৃন্দাবনে।
অনুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি কৈল নিবেদনে ॥৪৭॥
রূপে তাহা বাসা দিয়া গোসাঞি চলিলা।
গোসাঞির সঙ্গী ভক্ত রূপেরে মিলিলা ॥৪৮॥
আর দিন মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা।
রূপেরে মিলাইলা সবা সঙ্গে করুণা করিয়া ॥৪৯॥

দিব্যরূপনারী—অলৌকিক রূপবতী স্ত্রী ॥৩৬॥—॥৪৩॥ ইষ্টগোষ্ঠী—কৃষ্ণকথা ইত্যর্থ ॥৪৪॥—॥৫০॥

সবার চরণ রূপ করিল বন্দন।
কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলিঙ্গন ॥৫০॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ তোমরা দুই জনে।
প্রভু কহে রূপে কৃপা কর কায় মনে ॥৫১॥
তোমা দুহাঁর কৃপায় ইহাঁর তৈছে হউ শক্তি।
যাতে বিবরিতে পারেন কৃষ্ণ রসভক্তি ॥৫২॥
গৌড়িয়া উড়িয়া যত প্রভুর ভক্তগণ।
সবার হইল রূপ স্নেহের ভাজন ॥৫৩॥
প্রতি দিন আসি প্রভু করেন মিলনে।
মন্দিরে যে প্রসাদ পান দেন দুই জনে ॥৫৪॥
ইষ্টগোষ্ঠী দোঁহাসনে করি কতক্ষণ।
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করেন গমন ॥৫৫॥
এই মত প্রতি দিনে প্রভুর ব্যবহার।
প্রভু কৃপা পাঞা রূপের আনন্দ অপার ॥৫৬॥
ভক্তগণ লঞা কৈল গুণ্ডিচা মার্জ্জন।
আইটোটা আসি কৈল বন্য ভোজন ॥৫৭॥
প্রসাদ খায়েন হরি বলে সর্ব্ব ভক্তগণ।
দেখি হরিদাস রূপের হরষিত মন ॥৫৮॥
গোবিন্দ দ্বারা প্রভুর শেষ প্রসাদ পাইলা।
প্রেমে মত্ত দুইজন নাচিতে লাগিলা ॥৫৯॥

কায়—শরীর দ্বারা, অর্থাৎ মস্তকে হস্ত প্রদানাদি দ্বারা ॥৫১॥

তৈছে—সেইরূপ। হউ—হউক ॥৫২॥৫৩॥

মন্দিরে—শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে। দুইজনে—শ্রীহরিদাসকে এবং শ্রীরূপকে ॥৫৪॥—॥৫৬॥ আইটোটা—তন্নামক উদ্যান ॥৫৭॥—॥৫৯॥

"কৃষ্ণকে" ইতি। অর্থাৎ শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবনলীলার আরম্ভ ও দ্বারকালীলায় শেষ এরূপ শ্রীকৃষ্ণলীলার নাটক রচনা করিতেছিলেন, তাহাতে শ্রীমহাপ্রভু বলেন এই যে, শ্রীকৃষ্ণ একেবারে ব্রজকে ত্যাগ করিয়া কোথাও গমন করেন না, অতএব তাঁহাকে একেবারে ব্রজের বাহির করিয়া দ্বারকায় তাঁহার লীলা বর্ণনা শেষ করিও না। অপর বিশেষ পর শ্লোকে ব্যাখ্যায় দেখিবেন ॥৬০॥

আর দিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা ॥৫৯॥
কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাহাতে ॥৬০॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্ব খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায়াং ৩২ অঙ্কধৃত যামলবচনং ;—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈবগচ্ছতি ॥৬॥

যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ কৃষ্ণঃ স বহুসম্ভূতঃ সন্ অন্যঃ অন্যপ্রকারঃ চতুর্ভুজত্বেন ক্বচিৎপ্রকট প্রকাশে বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য নৈবগচ্ছতীত্যন্বয়ঃ। প্রকট প্রকাশেতু গচ্ছত্যেব। যথাশ্রুত ব্যাখ্যায়াং তু বহুসম্ভূতস্য কৃষ্ণাদন্যত্বেন নায়কভেদাৎ সমৃদ্ধিমৎসম্ভোগানুপপত্তিঃস্যাৎ লঘু দূর প্রবাসানন্তরং মিলনেন ভবেৎ তত্রৈক নায়কৈক্যৌচিত্যং অন্যথা বহুনায়ক নিষ্ঠত্বে রসাভাবাপত্তিঃ স্যাদিতিদিক্ ॥৬॥

যঃ তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ কৃষ্ণঃ সঃ বহুসম্ভূতঃ (সন্) অন্যঃ (অন্যপ্রকারঃ) বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৬॥

যিনি নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই বসুদেবনন্দনরূপে বৃন্দাবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপ্রকটলীলায় কোথাও গমন করেন না ॥৬॥

"ব্রজ ছাড়ি—" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক।

এখানে এইটি জানিবেন, প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের মথুরাদি গমন আছে, নচেৎ অর্থাৎ মথুরাদি গমন না হইলে বিরহ হয় না, এই বিরহ বিনা সম্ভোগের পুষ্টি হয় না। যথা উজ্জ্বলের বিপ্রলম্ভ প্রকরণে চতুর্থ শ্লোক ;—

"ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টি মশ্নুতে" ইতি।

ইহার অর্থ সহজই আছে। ইহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাদি গমন আছে।

আর এক কথা, তাহা না হইলে কৃষ্ণের প্রবাস হয় না, এই প্রবাস বিনা সম্পন্ন সম্ভোগ হয় না, কেননা প্রবাসাগত কান্তের সহিত সম্ভোগকে সম্পন্ন সম্ভোগ বলে। যথা তত্রৈব সম্ভোগপ্রকরণে ত্রয়োদশ শ্লোক ;—

"প্রবাসাৎ সঙ্গতে কান্তে ভোগঃ সম্পন্ন ইষ্যতে" ইতি।

ইহার অর্থ সহজই আছে।

যদি বলেন বসুদেবনন্দনের পুনরাগমনে ঐ সম্ভোগ হউক ? ইহা হইতে পারে না, কেননা নায়কান্তরে রসাভাব হয়, অতএব নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের

এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
রূপ গোসাঞি মনে কিছু বিস্ময় হইলা ॥৬১॥
পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিল।
জানি পৃথক নাটক করিতে প্রভুর আজ্ঞা হৈল ॥৬২॥
পূর্ব্বে দুই নাটকের ছিল একত্র রচনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব ঘটনা ॥৬৩॥
দুই নান্দী প্রস্তাবনা দুই সংঘটনা।
পৃথক করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা ॥৬৪॥
রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিল।
রথ অগ্রে প্রভুর নৃত্য কীর্ত্তন দেখিল ॥৬৫॥

মথুরাদি গমন আছে।

ইহাতে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন হইতে ব্রজে তিন মাস কাল তদ্বিরহ, তৎপরে উদ্ধবাগমনের পর তাঁহার ব্রজে প্রাদুর্ভাব, দন্তবক্রবধের পর তাঁহার ব্রজে পুনরাগমন।

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতের শ্রীকৃষ্ণামৃতে ১৬৮ শ্লোক;—

"উদ্ধবাং কৃষ্ণসন্দেশ এভি র্যদবধিশ্রুতঃ।
প্রাদুর্ভাব স্তদবধি স্যাদ্‌ব্রজে বনমালিনঃ॥
ব্রজে হারবতী স্বস্য প্রাদুর্ভাবো মুরদ্বিষঃ।
প্রেম সন্দর্শয়ন্ স্বেষু স্ববচঃ সত্যতাক্ষমঃ।
পুনঃ প্রিয়ং হরির্গোষ্ঠং আগচ্ছতি রথাদিনা"॥ ইতি।

উহার অর্থ সহজই আছে। অপর বিশেষ ঐ মূলে এবং কৃষ্ণ-সন্দর্ভে এবং উজ্জ্বলের সম্বৃদ্ধিমান সম্ভোগপ্রকরণে লোচনরোচনী টীকায় তথা শ্রীভাগবতের ১০ স্কং ৭৮ অং "এবং নৌভঙ্ক" ৬ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী প্রভৃতিতে দেখিবেন ॥৫॥

এত কহি—"কৃষ্ণকে বাহির" ইত্যাদি বাক্য কহিয়া ॥৬১॥

সত্যভামা আজ্ঞা দিল—"আমার নাটক পৃথক্" এই পূর্ব্বোক্ত ৩১ পয়ারে। প্রভুর আজ্ঞা হৈল—"কৃষ্ণকে বাহির" এই পূর্ব্বোক্ত ৬০ পয়ারে ॥৬২॥

দুই ভাগ—অর্থাৎ সত্যভামার আজ্ঞায় ললিতমাধব, আর শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞায় বিদগ্ধমাধব, এই দুই নামে দুই নাটক করিব ॥৬৩॥

দুই—দুই নাটকের। নান্দীর লক্ষণ পশ্চাদুক্ত "রায় কহে নান্দী" এই পয়ার ব্যাখ্যায় এবং প্রস্তাবনার লক্ষণ "রায় কহে কোন আমুখে" এই পয়ার ব্যাখ্যায়

প্রভু মুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপ গোসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থ শ্লোক করিল তথাই ॥৬৬॥
পূর্ব্বে সেই সব কথা করিয়াছি বর্ণন।
তথাপি কহিয়ে কিছু সংক্ষেপ কথন ॥৬৭॥
সামান্য এক শ্লোক প্রভু পড়য়ে কীর্ত্তনে।
কেনে শ্লোক পড়ে ইহা কেহ নাহি জানে ॥৬৮॥
সবে এক স্বরূপ গোসাঞি শ্লোকের অর্থ জানে।
শ্লোকানুরূপ পদ করান আস্বাদনে ॥৬৯॥
রূপ গোসাঞি প্রভুর জানি অভিপ্রায়।
সেই অর্থে শ্লোক কৈল প্রভুরে যে ভায় ॥৭০॥

তথাহি কাব্যপ্রকাশে ১ম উল্লাসে ৪র্থ অঙ্কৃত সামান্য শ্লোক ;—

যঃ কৌমারহরঃ সএবহিবরস্তাএব চৈত্রক্ষপা,
স্তেচোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত ব্যাপার লীলাবিধৌ,
রেবারোধসি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥৭॥

তথাহি শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত শ্লোকঃ ;—

প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত,
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুর মুরলী পঞ্চমজুষে,
মনো মে কালিন্দীপুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি ॥৮॥

তালপত্রে শ্লোক লেখি চালেতে রাখিলা।
সমুদ্রস্নান করিবারে রূপ গোসাঞি গেলা ॥৭১॥

দেখিবেন ॥৬৪॥৬৫॥

শ্লোক—বক্ষ্যমাণ অব্যবহিত দুই শ্লোক ॥৬৬॥

পূর্ব্বে—মধ্যের প্রথম পরিচ্ছেদে ॥৬৭॥—॥৭০॥

"যঃ কৌমারহরঃ" এবং "প্রিয়ঃ সোহয়ং" এই দুই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি মধ্যের ১ম, গং ৪ এবং ৭ শ্লোকে দেখিবেন। প্রথম শ্লোকটি সামান্য, দ্বিতীয় শ্লোকটি শ্রীরূপোক্ত ॥৭৮॥

শ্লোক—উক্ত "প্রিয়ঃ সোহয়ং" এই শ্লোক ॥৭১॥—॥৭৩॥

হেনকালে প্রভু আইলা তাঁহারে মিলিতে।
চালে শ্লোক পায়্যা প্রভু লাগিলা পড়িতে ॥৭২॥
শ্লোক পড়ি প্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
হেনকালে রূপ গোসাঞি স্নান করি আইলা ॥৭৩॥
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ প্রাঙ্গণে পড়িলা।
প্রভু তারে চাপড় মারি কহিতে লাগিলা ॥৭৪॥
গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলে কেমনে।
এত কহি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥৭৫॥
সেই শ্লোক লইয়া প্রভু স্বরূপে দেখাইল।
স্বরূপের পরীক্ষা লাগি তাঁহারে পুছিল ॥৭৬॥
মোর অন্তর বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে।
স্বরূপ কহে জানি কৃপা কর্য়াছ আপনে ॥৭৭॥
অন্যথা এ অর্থ কারো নাহি হয়ে জ্ঞান।
তুমি কৃপা করিয়াছ করি অনুমান ॥৭৮॥
প্রভু কহে ইহোঁ আমার প্রয়াগে মিলিলা।
যোগ্য পাত্র জানি মোর কৃপাত হইলা ॥৭৯॥
তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ।
তুমিহ কহিয় ইহাঁয় রসের বিশেষ ॥৮০॥
স্বরূপ কহে যবে এই শ্লোক দেখিল।
তুমি করিয়াছ কৃপা তবহি জানিল ॥৮১॥

তথাহি ন্যায়ঃ ;—

ফলেন ফল কারণ মনুমীয়তে ॥৯॥

তথাহি নৈষধীয়ে তৃতীয় সর্গে ১৭ শ্লোকে দময়ন্তীং প্রতি হংসবাক্যং ;—

স্বর্গাপগা হেমনৃণালিনীনাং নানানৃণালাগ্র ভুজোভজামঃ।
অম্লানরূপাং তনুরূপঋদ্ধিং কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে ॥১০॥

চাপড় মারি—ইহা প্রশংসাসূচক ॥৭৪॥৭৫॥

স্বরূপের পরীক্ষা লাগি—স্বরূপ সেই শ্লোক পরীক্ষা করুন, এই জন্যে। তাঁহারে—স্বরূপকে ॥৭৬॥

কর্য়াছ—করিয়াছ ॥৭৭॥৭৮॥ ইহোঁ—শ্রীরূপ ॥৭৯—৮১॥

কার্য্যদ্বারা সেই কার্য্যের কারণকে অনুমান করে ॥৯॥

চাতুর্ম্মাস্য রহি গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা।
রূপ গোসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥৮২॥
এক দিন শ্রীরূপ করেন নাটক লিখন।
আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন ॥৮৩॥
সম্ভ্রমে দুহেঁ উঠে দণ্ডবৎ কৈলা।
দুহাঁ আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা ॥৮৪॥
কাঁহা পুথি লেখ বলি এক পত্র নিল।
অক্ষর দেখিয়া প্রভু মনে সুখী হৈল ॥৮৫॥
শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি ॥৮৬॥
সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক দেখিলা।
পঢ়িতেই শ্লোক প্রেমে আবিষ্ট হইলা ॥৮৭॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে ১মাঙ্কে ৩৩শ শ্লোকে পৌর্ণমাসী-বাক্যং ;—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে,
কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।

কার্য্যং কর্ত্তৃ নিদানাৎ কারণাৎ গুণানধীতে প্রাপ্নোতি কারণগুণমেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। ইতি তট্টীপ্পনী ॥১০॥

স্বর্গাপগা হেম মৃণালিনীনাং নানামৃণালাগ্রভুজঃ (বয়ং) অন্নানুরূপাং তনু-রূপঞ্চহিং ভজামঃ, কার্য্যং হি নিদানাৎ গুণান্ অধীতে। ইত্যম্বয়ঃ ॥১০॥

স্বর্গ গঙ্গা সমুদ্ভূত স্বর্ণপদ্মিনীগণের নানামৃণাল মূলভোজী আমরা (হংসগণ) খাদ্যানুরূপ দেহ সম্পত্তিকে ধারণ করি, অর্থাৎ স্বর্ণপদ্মিনীর মৃণাল খাই বলিয়া আমাদের দেহ স্বর্ণবর্ণ, কেননা কার্য্য কারণ হইতে গুণকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ কারণের গুণ কার্য্যে থাকে ॥১০॥

শ্রীরূপের শ্লোকদ্বারা তৎপ্রতি প্রভুকৃপার অনুমান বিষয়ক প্রমাণ ন্যায় এবং হংসবাক্য ॥১০॥

চরণে—ইহা সম্মানসূচক বাক্য, অর্থাৎ নিকটে ॥৮২॥

আচম্বিতে—অকস্মাৎ ॥৮৩॥ দুহেঁ—শ্রীহরিদাস এবং শ্রীরূপ, কেননা ঐ দুইজন একস্থানে অবস্থান করেন ॥৮৪॥

কাঁহা পুথি—কোন পুস্তক ॥৮৫॥—॥৮৭॥

চেতঃ প্রাঙ্গণ সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং,
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী ॥১১॥

শ্লোক শুনি হরিদাস হইল উল্লাসী।
নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি ॥৮৮॥
কৃষ্ণ নামের মহিমা শাস্ত্র সাধু মুখে জানি।
নামের মাধুর্য্য ঐছে কাহাঁ নাহি শুনি ॥৮৯॥
তবে মহাপ্রভু দুহেঁ করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥৯০॥
আর দিন মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথ।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ স্বরূপাদি সাথ ॥৯১॥
সবা মেলি চলি আইল শ্রীরূপ মিলিতে।
পথে তাঁর গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে ॥৯২॥

তাণ্ডবং নাট্যং তৎ কুর্ব্বতী নটিবেত্যর্থঃ। তুণ্ডাবলীতি কিমেকেন তুণ্ডেন তুণ্ডসমূহশ্চেল্লভ্যতে তর্হি সুখেন কৃষ্ণকীর্ত্তনং ক্রিয়ত ইতিভাবঃ। কর্ণক্রোড়ে কড়ম্বিনী অঙ্কুরবতী জাতমাত্রাঙ্কুরেত্যর্থঃ কৃতিং ব্যাপারং। ইতি চং ॥১১॥

কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী কিয়দ্ভিঃ অমৃতৈঃ জনিতা (ইত্যহং) ন জানে (যতঃ) তুণ্ডে তাণ্ডবিনী তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে রতিং বিতনুতে, কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং ঘটয়তে, চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং বিজয়তে। ইত্যন্বয়ঃ ॥১১॥

ক ও ষ্ণ এই বর্ণ দুইটি কতপ্রকার অমৃতে জন্মিয়াছে, ইহা বলিতে পারি না, কেননা ঐ বর্ণ দুইটি মুখমধ্যে নটীর মতন নৃত্য করিয়া বহু মুখ লাভের জন্য ইচ্ছা বিস্তার করায়, কর্ণমধ্যে অঙ্কুরিত হইবা মাত্রে অসংখ্য কর্ণের ইচ্ছা করায়, চিত্তরূপ আঙ্গিনার সঙ্গী হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্যাপারকে পরাভব করে ॥১১॥

"এক শ্লোক দেখিলা" ইত্যাদি এই শ্লোক ॥১১॥

উল্লাসী—আনন্দিত ॥৮৮॥

শাস্ত্র এবং সাধু মুখে কৃষ্ণনামের মহিমা শুনিয়াছি ॥৮৯॥

দুহেঁ—শ্রীহরিদাসকে এবং শ্রীরূপকে। মধ্যাহ্ন করিতে—মধ্যাহ্ন স্নান করিবার নিমিত্ত ॥৯০॥—৯২॥

দুই শ্লোক শুনি প্রভুর হৈল মহাসুখ।
নিজ ভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ ॥৯৩॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দের পরীক্ষা করিতে।
শ্রীরূপের গুণ দুঁহারে লাগিলা কহিতে ॥৯৪॥
ঈশ্বর স্বভাব ভক্তের না লয়ে অপরাধ।
অল্প সেবা বহু মানে আত্ম পর্য্যন্ত প্রসাদ ॥৯৫॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ৭০ শ্লোকে;—

ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্,
সেবাং কৃতামপি মনাগ্বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং,
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোঽয়ং ॥১২॥

ভক্ত সঙ্গে প্রভু আইলা দেখি দুই জন।
দণ্ডবৎ হৈয়া কৈল চরণ বন্দন ॥৯৬॥

ভৃত্যস্যেতি। স্বমন্তকং গৃহীত্বা কাঞ্চ্যাং গত মক্রূরং প্রতি শ্রীমদুদ্ধবস্য বর্ণদূতঃ। পিশুনৌ খলসূচকাবিত্যমরঃ। ইতি দুর্গমসঙ্গমনী ॥১২॥

নির্ম্মলমতিঃ অয়ং পুরুষোত্তমঃ শীলেন ভৃত্যস্য গুরূন্ অপরাধান্ অপি ন পশ্যতি, কৃতাং মনাক্ সেবাং অপি বহুধা অভ্যুপৈতি, পিশুনেষু অপি অভ্যসূয়াং ন আবিষ্করোতি। ইত্যন্বয়ঃ ॥১২॥

দুই শ্লোক—পূর্ব্বোক্ত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" এবং "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" এই দুই শ্লোক। পঞ্চমুখ—অর্থাৎ অধিকরূপে ॥৯৩॥

সার্ব্বভৌম এবং রামানন্দ শ্রীরূপকে পরীক্ষা করিবেন বলিয়া শ্রীরূপের গুণ দুঁহারে—ঐ সার্ব্বভৌম এবং রামানন্দকে কহিতে লাগিলেন ॥৯৪॥

শ্রীমহাপ্রভু নিজ স্বভাববশতঃই ঐ রূপের গুণ বলেন, এইটী বলিতেছেন "ঈশ্বর" ইতি। অন্ত পর্য্যন্ত প্রসাদ—আপনাকে পর্য্যন্ত দান করেন ॥৯৫॥

নির্ম্মলবুদ্ধি এই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ নিজ স্বভাববশতঃ ভৃত্যের গুরুতর অপরাধকেও দেখেন না, কিন্তু ভৃত্যকৃত অল্প সেবাকেও অধিক করিয়া গ্রহণ করেন, আর নিন্দুকে নিন্দা প্রকাশ করেন না ॥১২॥

"ঈশ্বর" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥১২॥

ভক্ত সঙ্গে কৈল প্রভু দুহাঁকে মিলন।
পিণ্ডায় বসিলা প্রভু লৈয়া ভক্তগণ ॥৯৭॥
রূপ হরিদাস দুহেঁ বসিলা পিণ্ডাতলে।
সবার আগ্রহে না উঠিলা পিণ্ডার উপরে ॥৯৮॥
পূর্ব্ব শ্লোক পঢ় রূপ প্রভু আজ্ঞা কৈল।
লজ্জাতে না পঢ়ে রূপ মৌন ধরিল ॥৯৯॥
স্বরূপ গোসাঞি তবে সে শ্লোক পড়িল।
শুনি সবাকার চিত্তে চমৎকার হৈল ॥১০০॥

তথাহি শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত শ্লোকঃ ;—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত,
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলী পঞ্চমজুষে,
মনোমে কালিন্দীপুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি ॥১৩॥

রায় ভট্টাচার্য্য বলে তোমার প্রসাদ বিনে।
তোমার হৃদয় এই জানিবে কেমনে ॥১০১॥
আমাতে সঞ্চারি পূর্ব্ব কহিলা সিদ্ধান্ত।
যে সব সিদ্ধান্তের ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত ॥১০২॥
তাতে জানি পূর্ব্বে তোমার পায়াছেন প্রসাদ।
তাহা বিনা নহে তোমার হৃদয়ের অনুবাদ ॥১০৩॥

দুই জন—শ্রীহরিদাস এবং শ্রীরূপ ॥৯৬॥

পিণ্ডায়—গৃহের বহিঃস্থান, দাওয়া ইতি ভাষা ॥৯৭॥

সবার আগ্রহে—সকলে আগ্রহ করিলেও ॥৯৮॥ পূর্ব্ব শ্লোক—পূর্ব্বোক্ত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" এই শ্লোক ॥৯৯॥ "সেই শ্লোক লইয়া প্রভু স্বরূপে দেখাইল" এই পূর্ব্বোক্ত বাক্যমতে স্বরূপের জানা ছিল বলিয়া তাহা পাঠ করেন ॥১০০॥

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি মধ্যের ১ম পং, ৭ম শ্লোকে দেখিবেন "শ্লোক পড়িল" তাহা এই শ্লোক ॥১৩॥

তাহা—রামানন্দ। হৃদয়—তত্তদ্ভাব। এই—শ্রীরূপ ॥১০১॥ আমাতে ইত্যাদি শ্রীরামানন্দ বাক্য। সঞ্চারি—শক্তি সঞ্চার করিয়া। পূর্ব্ব—মধ্যের অষ্টম পরিচ্ছেদোক্ত। কহিলা—কহাইলা। যেহেতু "যে সব" ইত্যাদি ॥১০২॥

হৃদয়ের অনুবাদ—হৃদয়স্থ ভাবের কথন ॥১০৩॥—॥১০৮॥

প্রভু কহে কহ রূপ নাটকের শ্লোক।
যে শ্লোক শুনিলে লোকের যায় দুঃখ শোক ॥১০৪॥
বার বার প্রভু যদি পড়িতে আজ্ঞা দিল।
তবে সেই শ্লোক রূপ কহিতে লাগিল ॥১০৫॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে ১মাঙ্কে ৩৩ শ্লোকে পৌর্ণমাসী-বাক্যং ;—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে,
কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃ প্রাঙ্গণ সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং,
নোজানেজনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী ॥১৪॥

যত ভক্তবৃন্দ আর রামানন্দ রায়।
শ্লোক শুনি সবার হৈল আনন্দ বিস্ময় ॥১০৬॥
সবে বলে নাম মহিমা শুনিয়াছি অপার।
এমন মাধুর্য্য কেহো বর্ণে নাহি আর ॥১০৭॥
রায় কহে কোন গ্রন্থ কর হেন জানি।
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি ॥১০৮॥
স্বরূপ কহে কৃষ্ণ লীলার নাটক করিতে।
ব্রজলীলা পুরলীলা একত্র বর্ণিতে ॥১০৯॥
আরম্ভিয়া ছিলা এবে প্রভু আজ্ঞা পাঞা।
দুই নাটক করিতেছেন বিভাগ করিয়া ॥১১০॥
বিদগ্ধমাধব আর ললিতমাধব।
দুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভুত সব ॥১১১॥
রায় কহে নান্দী শ্লোক পঢ় দেখি শুনি।
শ্রীরূপ শ্লোক পড়ে প্রভুর আজ্ঞা মানি ॥১১২॥

"তুণ্ডে—" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ১১শ, শ্লোকে দেখিবেন। "সেই শ্লোক" তাহা এই শ্লোক ॥১৪॥

"স্বরূপ" ইতি। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী ইতিপূর্ব্বে শ্রীরূপ মুখে দুই নাটক [illegible] শ্রবণ করিয়া এখানে বলিতেছেন, নচেৎ অন্য প্রকারে তাহার জানি[illegible] কোন কারণ দেখা যায় না ॥১০৯—॥১১১॥

শ্রীরামানন্দ রায় প্রথমতঃ বিদগ্ধমাধব নাটক বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন ইত্যাদি। নান্দীর লক্ষণ যথা নাটক চন্দ্রিকায় ;—

তথাহি বিদগ্ধমাধবে ১মাঙ্কে ১ম শ্লোক ;—

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদদমনী,
দধানারাধাদি প্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাং।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গম বিষম সংসার সরণী,
প্রণীতাং তেতৃষ্ণাং হরতু হরিলীলাশিখরিণী ॥১৫॥

রায় কহে কহ ইষ্টদেবের বর্ণন।
প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন ॥১১৩॥
প্রভু কহে কহ কেনে কি সঙ্কোচ লাজে।
গ্রন্থের ফল শুনাহ এই বৈষ্ণব সমাজে ॥১১৪॥

সুধানামিতি। হরিলীলারূপা শিখরিণী রসালা বৃত্তভেদয়োঃ রিতি বিশ্বঃ। তৃষ্ণাং কীদৃশীং সমন্তাৎ সর্ব্বতঃ সন্তাপানাং অধ্যাত্মিকাদীনাং উদ্গমো যস্যাং এবম্ভূতা যা সমন্তাদ্বিষমা দেব নর স্থাবরত্ব প্রাপক লক্ষণা সংসাররূপা সরণিঃ পন্থাঃ তং প্রণীতাং তৎ পর্য্যটন জনিতা মিত্যর্থঃ। হরিলীলা শিখরিণী কীদৃশী চন্দ্রসম্বন্ধিনীনাং সুধানাং মধুরিম্না হেতুনা য উন্মাদঃ অহমেব সর্ব্বতো মাধুর্য্য-শালীতি যোঽহঙ্কার স্তং দময়িতুং শীলং যস্যাঃ সা পুনঃ কথম্ভূতা রাধাদীনাং প্রণয় এব ঘনসারঃ কর্পূরস্তেন সুরভিতাং সৌগন্ধ্যং পক্ষে মনোহারিতরং দধানা সুগন্ধৌচ মনোজ্ঞে চ বাচবৎ সুরভিঃ স্মৃতা ইতি পাঠঃ। ইতি চং ॥১৫॥

চান্দ্রীণাং সুধানাং অপি মধুরিমোন্মাদদমনী রাধাদি প্রণয় ঘনসারৈঃ সুর-ভিতাং দধানা হরিলীলা শিখরিণী সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গম বিষম সংসারসরণী প্রণীতাং তে (তব) তৃষ্ণাং হরতু। ইত্যন্বয়ঃ ॥১৫॥

"আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তুনির্দ্দেশান্যতমান্বিতা"। ইত্যাদি।

উহার অর্থ, আশীর্ব্বাদ, নমস্কার ও বস্তু নির্দ্দেশ, এই তিনের অন্যতমযুক্ত যে মঙ্গলাচরণ, তাহাকে নান্দী বলে ॥১১২॥

চন্দ্রসম্বন্ধী সুধার মাধুর্য্য গর্ব্বকে খর্ব্ব করে, এবং শ্রীরাধা প্রভৃতির প্রণয়রূপ কর্পূরের সৌগন্ধকে ধারণ করিয়াছে, এরূপ শ্রীকৃষ্ণলীলারূপ শিখরিণী তোমার তৃষ্ণাকে (বিবিধ বিষয় বাসনাকে) হরণ করুক, যে তৃষ্ণাটি সকল দিকে আধ্যাত্মিকাদি সন্তাপের উদ্গম হইতেছে এরূপ বিষম সংসার পথ পর্য্যটনে জন্মিয়াছে ॥১৫॥

এইটি নান্দী শ্লোক ॥১৫॥

ইষ্টদেব মহাপ্রভুর সম্মুখে তাঁহার বর্ণনা বলিয়া সঙ্কোচ হয় ॥১১৩॥১১৪॥

তবে রূপ গোসাঞি যদি শ্লোক পড়িল।
শুনি প্রভু কহে এই অতি স্তুতি হৈল ॥১১৫॥
তথাহি বিদগ্ধমাধবে ১মাঙ্কে ২য় শ্লোক ;—
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতু মুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি শ্রিয়ং।
হরিঃ পুরট সুন্দর দ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥১১৬॥
সব ভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া।
সবা কৃতার্থ কৈলে এই শ্লোক শুনাইয়া ॥১১৬॥
রায় কহে কোন আমুখে পাত্র সন্নিধান।
রূপ কহে কাল সাম্যে প্রবর্ত্তক নাম ॥১১৭॥
তল্লক্ষণং নাটকচন্দ্রিকায়াং ১২শ শ্লোকঃ ;—
আক্ষিপ্তঃ কাল সাম্যেন প্রবেশঃ স্যাৎ প্রবর্ত্তকঃ ॥১৭॥

অতি স্তুতি—নিন্দা ॥১১৫॥

"অনর্পিতচরীং" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি আদির ১ম, পরিচ্ছেদে ৪র্থ, শ্লোকে দেখিবেন। এইটি ইষ্টদেবের বর্ণনা শ্লোক ॥১৬॥

শ্লোক—উক্ত "অনর্পিতচরীং" এই শ্লোক ॥১১৬॥

কোন আমুখে—সূত্রধার সহিত নটী প্রভৃতির কি প্রকার কথোপকথনে। পাত্র—নাট্যোক্ত ব্যক্তি। সন্নিধান—রঙ্গস্থলে প্রবেশ। কালসাম্যে—সময় বর্ণনা প্রসঙ্গে। প্রবর্ত্তক—নাট্যোক্তব্যক্তির রঙ্গস্থলে প্রবেশ।

আমুখের লক্ষণ যথা সাহিত্য দর্পণের ৬ষ্ঠ, পরিচ্ছেদে ২৮৭ কারিকা ;—

"নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এববা।
সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্রকুর্ব্বতে ॥
চিত্রৈর্ব্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভি র্মিথঃ।
আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপিসা" ॥ ইতি।

উহার অর্থ, নটী বিদূষক অথবা পারিপার্শ্বিক, ইহারা সূত্রধারের সহিত স্বকার্য্যোত্থ এবং প্রস্তুত সংসূচক বিচিত্র বাক্যদ্বারা যেখানে সংলাপ করে, তাহাকে আমুখ বলে, এই আমুখের অপর একটি নাম প্রস্তাবনা।

প্রবর্ত্তকের লক্ষণ পর শ্লোকে বলিয়াছেন ॥১১৭॥

তত্ত্বৈবোদাহরণমাহ বিদগ্ধমাধবে ১মাঙ্কে ১০ম শ্লোকে ;—

সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্,
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ় নবানুরাগং।
গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ,
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী ॥১৮॥

কালসাম্যেন আক্ষিপ্ত আক্ষেপলব্ধ প্রবেশঃ প্রবর্ত্তকো নাম স্যাদিত্যর্থঃ। ইতি চং ॥১৭॥

তস্যা রজন্যা ঈশ্বরং চন্দ্রং তং প্রসিদ্ধমীশ্বরং কৃষ্ণঞ্চ উপোঢ়ঃ প্রাপ্তো নবোঽনুগতো রাগো রক্তিমা যেন কৃষ্ণপক্ষে স্পষ্টং পূর্ণা অস্পষ্টাঃ গ্রহাঃ নবগ্রহাঃ যস্যাং সা পক্ষে গূঢ়ো গ্রহ আগ্রহো যস্যাঃ সা রুচিং বাতি গৃহ্লাতি ইতি তয়া শোভনয়া রাধয়া বিশাখা নক্ষত্রেণ। কৃষ্ণপক্ষে স্পষ্টং রাধা বিশাখা ইত্যমরঃ। প্রতি বৈশাখ পূর্ণিমায়াং প্রায়ো বিশাখানক্ষত্রস্য সম্ভবাৎ। রঙ্গায় শোভনার্থং কৌতুক-রহস্য মাবিষ্কর্ত্তুং পৌর্ণমাসী তিথিঃ ভগবতী চ। ইতি চং ॥১৮॥

কালসাম্যেন আক্ষিপ্তঃ প্রবেশঃ প্রবর্ত্তকঃ স্যাৎ। ইত্যুদয়ঃ ॥১৭॥

সঃ অয়ং বসন্ত সময়ঃ সমিয়ায়, যস্মিন্ (বসন্ত সময়ে) গূঢ়গ্রহা অসৌ পৌর্ণমাসী পূর্ণং উপোঢ় নবানুরাগং তমীশ্বরং রুচিরয়া রাধয়াসহ রঙ্গায় নিশি সঙ্গময়িতা। ইত্যুদয়ঃ ॥১৮॥

সময় বর্ণনা প্রসঙ্গে আকৃষ্ট নাট্যোক্ত ব্যক্তির রঙ্গস্থলে যে প্রবেশ, তাহাকে প্রবর্ত্তক বলে ॥১৭॥

ইহাতে প্রবর্ত্তকের লক্ষণ বলা হইল ॥১৭॥

সেই এই বসন্ত সময় আসিয়াছে যে ঐ সময়ে গূঢ়নক্ষত্রবতী এই পৌর্ণমাসী (পূর্ণিমাতিথি) প্রাপ্তনবরক্তিমবর্ণ ও পূর্ণতমীশ্বরকে (তমী—রাত্রি, ইহার ঈশ্বর অর্থাৎ চন্দ্র) শোভনা বিশাখানক্ষত্রের সহিত শোভার নিমিত্ত রাত্রিতে মিলিত করিবেন।

কৃষ্ণপক্ষে অর্থ এই যে, সেই বসন্ত সময় আসিয়াছে, যে ঐ সময়ে গূঢ়াগ্রহবতী এই পৌর্ণমাসী (ভগবতী) প্রাপ্তনবানুরাগ ও পূর্ণ সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে শোভনা শ্রীরাধার সহিত কৌতুক রহস্য আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত মিলিত করিবেন ॥১৮॥

"কাল সাম্যে প্রবর্ত্তক" ইহার উদাহরণ এই শ্লোক। এখানে বসন্তকাল বর্ণনায় নাট্যোক্ত পৌর্ণমাসীবেশী ব্যক্তির রঙ্গস্থলে প্রবেশ প্রস্তাব করাতে উহা প্রস্তাবনা ॥১৮॥

রায় কহে প্রয়োচনাদি কহ দেখি শুনি।
রূপ কহে মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি ॥১১৮॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে ১মাঙ্কে ৮ম শ্লোকে সূত্রধারং প্রতি পারিপার্শ্বিকবাক্যং ;—

ভক্তানামুদগাদনর্গল ধিয়াং বর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ,
শীলৈঃ পল্লবিতঃ স বল্লববধূবন্ধোঃ প্রবন্ধোঽপ্যসৌ।
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডববিধে র্বৃন্দাটবী গর্ভভূ,
র্মন্যে মদ্বিধপুণ্যমণ্ডল পরীপাকোঽয় মুন্মীলতি ॥১৯॥

তত্রৈব ৬ শ্লোকে পারিপার্শ্বিকং প্রতি সূত্রধারবাক্যং ;—

অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতি লঘুরূপাদপিবুধাঃ,
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ীবঃ কৃতিরিয়ং।

ভক্তানামিতি তত্রাপি অনর্গলধিয়াং মায়ানাবৃতবুদ্ধিনাং ইতি সভ্যবৈশিষ্ট্যং, শীলৈরিতি স্বভাবোক্ত্যলঙ্কারৈঃ পল্লবিতঃ বিস্তারিতঃ এতেন কথাবৈশিষ্ট্যং, বল্লববধূবন্ধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ইতি বস্তুবৈশিষ্ট্যং, লেভে চত্বরতামিতি বৃন্দাটবী তত্রাপি তদ্গর্ভভূ রাসপীঠরূপা ইতি দেশবৈশিষ্ট্যং, কালবৈশিষ্ট্যঞ্চ বক্ষ্যতে "সোঽয়ং বসন্ত সময়" ইত্যাদিনা। ইতি চক্র ॥১৯॥

অনর্গলধিয়াং ভক্তানাং নিসর্গোজ্জ্বলঃ বর্গঃ উদগাৎ, বল্লববধূবন্ধোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) সঃ অসৌ প্রবন্ধঃ অপি শীলৈঃ পল্লবিতঃ, বৃন্দাটবী গর্ভভূঃ তাণ্ডব-বিধেঃ চত্বরতাং চ লেভে, (এতেন) মন্যে, মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরীপাকঃ অয়ং উন্মীলতি। ইত্যম্বয়ঃ ॥১৯॥

প্রয়োচনার লক্ষণ যথা নাটকচন্দ্রিকায় ;—

"দেশ কাল কথা বস্তু সভ্যাদীনাং প্রশংসয়া।
শ্রোতৃণা মুন্মুখীকরণং কথিতেয়ং প্রয়োচনা"। ইতি।

উহার অর্থ সহজই আছে। গ্রন্থোক্ত "আদি" পদে হৈন্যাদি। "রূপ কহে" ইতি। অর্থাৎ দেশাদির বৈশিষ্ট্য কথন দ্বারা শ্রীমহাপ্রভুর ভক্ত শ্রোতৃ-বর্গকে উন্মুখী করা হইয়াছে ॥১১৮॥

মায়া কর্তৃক অনাবৃত বুদ্ধি ভক্তদিগের স্বভাবোজ্জ্বলবর্গ উদয় হইয়াছে, গোপবধূবন্ধু শ্রীকৃষ্ণে সেই এই সন্দর্ভ স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে ভূষিত, বৃন্দা-বনান্তর্গত রাসস্থলী নাট্যশালাকে লাভ করিয়াছে, ইহাতে এই মানি, মদ্বিজনের পুণ্য সমূহ ফল প্রকাশ পাইতেছে ॥১৯॥

এই শ্লোকে প্রয়োচনা বলা হইল ॥১১৯॥

পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধ মুন্মথ্য জনিতো,
হিরণ্য শ্রেণীনামপহরতি নান্তঃকলুষতাং ॥২০॥
রায় কহে কহ দেখি প্রেমোৎপত্তি কারণ।
পূর্ব্বরাগ বিকার চেষ্টা কাম লিখন ॥১১৯॥
ক্রমে শ্রীরূপগোসাঞি সকলি কহিল।
শুনি প্রভু ভক্তগণ চমৎকার হৈল ॥১২০॥

প্ররোচনাদ্যাদিপদেন স্বদৈন্যাদীনাং গ্রহণং এতদেবাহ অভীতি। বো যুষ্মাকং সিদ্ধার্থান্ বিধাত্রী শীলার্থে তৃন্ প্রকৃত্যা স্বভাবেন ক্ষুদ্ররূপাৎ ব্যঙ্গ পক্ষে তু প্রকৃত্যা লঘুঃ ক্ষুদ্রশ্চাসৌ রূপনামা চেতি স্বনামাপি দ্যোতিতং। স্বরস্বতীতু তদৈন্য মসহমানা তমেবং ভূতং স্থাপয়তি প্রকৃষ্টাংকৃতিং লঘুশীঘ্রং রূপয়তি নিরূপয়তি নিবধ্নাতীত্যর্থঃ। তত্রনিদর্শনা পুলিন্দেন নিকৃষ্ট জাতি-বিশেষেণ সমিধ মুন্মথ্য জনিতো হগ্নিঃ হিরণ্যশ্রেণীনাং অন্তঃ কলুষতাং মালিন্যং কিং নাপ হরতি অপহরত্যেব। ইতি চং ॥ ২০॥

বুধাঃ (হে) প্রকৃতি লঘুরূপাৎ অপি মত্তঃ অভিব্যক্তা হরিগুণময়ী ইয়ং কৃতিঃ বঃ (যুষ্মাকং) সিদ্ধার্থান্ বিধাত্রী, পুলিন্দেন সমিধং উন্মথ্য জনিতঃ অগ্নিঃ হিরণ্যশ্রেণীনাং অন্তঃকলুষতাং কিমু ন অপহরতি। ইত্যন্বয়ঃ ॥২০॥

হে পণ্ডিতগণ! স্বভাবতঃ ক্ষুদ্ররূপ নামক আমা হইতে অভিব্যক্ত হরিগুণময় এই কার্য্যটি তোমাদের পূর্ণমনোরথ বিধান করিবে। চণ্ডালজন যদি কাষ্ঠ মন্থন করিয়া অগ্নি উৎপাদন করে, তবে কি সেই অগ্নি সুবর্ণের মলাক্তে অপহরণ করিতে পারে না, অবশ্য পারে ॥২০॥

পূর্ব্বোক্ত "প্ররোচনাদি" এই আদি পদোক্ত দৈন্যবাক্য এই শ্লোক ॥২০॥

"রায়" ইতি। প্রেমোৎপত্তিকারণ বলিতে এখানে তৎপ্রথমাবস্থা রত্যুৎপত্তিকারণ বলিতে হইবে, কেননা উজ্জ্বলের স্থায়ীভাব প্রকরণে রত্যুৎপত্তিরই কারণ বলিয়াছেন এবং পশ্চাদুক্ত "একস্য শ্রুতমেব" এই শ্লোকটী রত্যুৎপত্তি কারণে উদাহরণ দিয়াছেন।

রত্যুৎপত্তির কারণ যথা উজ্জ্বলের স্থায়ীভাব প্রকরণে প্রথম অঙ্কে ;—

"অভিযোগাদিষ্বরতঃ সম্বন্ধাদভিমানতঃ।
সা তদীয় বিশেষেভ্য উপমাতঃ স্বভাবতঃ।
রতিরাবির্ভবেদেষা মুক্তত্বং যধোত্তরং ॥ ইতি।

প্রেমোৎপত্তি হেতুর্যথা,
তত্রৈব ২য়াঙ্কে ৭ম শ্লোক ;—
একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং,
সান্দ্রোন্মাদ পরম্পরা মুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষস্নিগ্ধঘনদ্যুতি র্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ,
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়েরতিরভূৎ মন্যেমৃতিঃ শ্রেয়সী ॥২১॥

একস্যেতি অত্রায়ং অত্রত্য প্রবন্ধঃ। রাধেয়ং প্রথমং কৃষ্ণনামমাত্রং শ্রুত্বা পরমমধুরত্বেনানুভূয় তন্নামিনি রতি মুবাহ। ততশ্চ বংশীনাদং পরম মধুরত্বেনা-

---

একস্য শ্রুতং এব কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং মতিং লুম্পতি, অন্যস্য বংশীকলঃ সান্দ্রোন্মাদ পরম্পরাং উপনয়তি, পটে বীক্ষণাৎ এষস্নিগ্ধ ঘনদ্যুতিঃ মে

উহার অর্থ। অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয়বিশেষ, উপমা ও স্বভাব, এই সকল কারণে রতির আবির্ভাব হয়, ঐ অভিযোগাদির পর পর উত্তমত্ব।

তাহাতে, আপনাদ্বারা বা পরদ্বারা ভাব প্রকাশকে অভিযোগ বলে। শব্দাদি পাঁচটিকে বিষয় বলে। কুলরূপাদি সামগ্রীর গৌরবকে সম্বন্ধ বলে। অনেক রম্যবস্তু থাকিলেও আমার এইটিই প্রার্থ্য, এইরূপ নিশ্চয়কে অভিমান বলে। পদচিহ্ন গোষ্ঠ ও প্রিয় প্রভৃতি, ইহাকে তদীয়বিশেষ বলে। কোন প্রকারে ইহার সাদৃশ্য, ইহাকে উপমা বলে। বাহুহেতু অনপেক্ষী অর্থকে স্বভাব বলে। অপর বিশেষ মূলে দেখিবেন।

পূর্ব্বরাগ যথা তত্রৈব বিপ্রলম্ভ প্রকরণে পঞ্চমাঙ্কে ;—

"রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শন শ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে" ॥ ইতি।

উহার অর্থ। নায়কনায়িকার সঙ্গমপূর্ব্বে দর্শন এবং শ্রবণাদিজাত যে রতি বিভাবাদি সংযোগে স্বাদ বিশেষময়ী হয়, তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলে।

বিকার—ব্যাধি আদি দশদশা। চেষ্টা—কায়িকাদিব্যাপার।

কামলিখন যথা তত্রৈব ২৬ অঙ্কে ;—

"স লেখঃ কামলেখঃ স্যাৎ যঃ স্বপ্রেম প্রকাশকঃ।
যুবত্যা যূনি যূনাচ যুবত্যাং সংপ্রহীয়তে" ॥ ইতি।

উহার অর্থ, নিজপ্রেম প্রকাশক যে লিখন, তাহাকে কামলেখ বলে, উহা যুবতী যুবার নিকট এবং যুবা যুবতীর নিকট প্রেরণ করে ইতি ॥১১৯।১২০॥

তত্রৈব ২য় অঙ্কে ৬ শ্লোকে ললিতাং প্রতি শ্রীরাধিকা-বাক্যং :—

ইয়ং সখি সুদুঃসাধা রাধা হৃদয় বেদনা।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং পর্য্যবস্যতি ॥২২॥

স্বাদ্য তদাদিনি রতি মুবাহ। ততশ্চ কৃষ্ণাকারং চিত্রং লেখায়াং তথা সকৃদেবা-স্বাদ্য তদ্ভেদেন তস্মিন্ রতিমুবাহ। তত্র যদ্যপি ত্রীণ্যপি তানি স্বাশ্রয়ং শ্রীকৃষ্ণমেব স্ফোরয়িত্বা রতিমুদ্ভাসয়ামাসুঃ তৎস্ফূর্ত্ত্যা সম্ভবে সান সম্ভবেৎ। বক্ষ্যতে চাস্তিক এব লোকোত্তর পদার্থানামিতি তথাপি তদেক স্ফূর্ত্তবপি তত্রিতয়তা মননস্যৈক রূপেহপি পৃথক্ পৃথক্ অনুভবাদেক বস্তুত্বং ন প্রতীত নিত্যত এব জ্ঞেয়ং। কস্যচিদেক জাতীয়ত্বং স্যাদিতি বিতর্কাৎ অত আহ পুরুত্রয়ে রতিরভূদিতি। প্রথমং তাবৎ পরপুরুষে রতিরেবাযোগ্যা কিমুত তত্রয়ে। তস্মাৎ মৃতিরেব শ্রেয়সীতি মৃতিংবিনা দুষ্পরিহরেয়ং রতি ধিক্কারিণ্যেবেতিভাবঃ। ইতি লোচনরোচনী ॥২১॥

কুৎসায়ামিতি বেদনায়া রনিবৃত্তৌ চিকিৎসকস্যৈব নিন্দা স্যাদিত্যর্থঃ। ইতি চং ॥২২॥

মনসি লগ্নঃ, কষ্টং, ধিক, পুরুষ ত্রয়ে রতিঃ অহুং, মৃতিঃ শ্রেয়সী, (ইতি) মন্যে। ইত্যন্বয়ঃ ॥২১॥

সখি (হে) ইয়ং রাধা হৃদয়বেদনা সুদুঃসাধা, যত্র কৃতা চিকিৎসা অপি কুৎসায়াং পর্য্যবস্যতি। ইত্যন্বয়ঃ ॥২২॥

এক জনের শ্রুতমাত্র কৃষ্ণ এই নামাক্ষর আমার বুদ্ধি লোপ করিল, আর এক জনের বংশী শব্দ আমাকে উন্মত্তী করিতেছে, চিত্রপটে বীক্ষণমাত্র স্নিগ্ধ-জলদকান্তি এই এক জন আমার মনে সংলগ্ন হইল, ইহা বড় কষ্ট, আমাকে ধিক্, কেননা একেত পরপুরুষে রতি, তাতে আর তিন জন পুরুষে রতি হইয়াছে, অতএব আমি মৃত্যুকেই মঙ্গল মানি ॥২১॥

এই শ্লোকে প্রেমোৎপত্তির কারণ এবং পূর্ব্বরাগ বলা হইল ॥২১॥

হে সখি! রাধার এই হৃদয়বেদনা আরোগ্য হইবার নহে, কেননা যে বেদনায় কৃত চিকিৎসাও নিন্দাতে পর্য্যবসান হইতেছে, অর্থাৎ বেদনার নিবৃত্তি না হওয়াতে চিকিৎসার নিন্দা হইতেছে ॥২২॥

এ শ্লোকে বিকার (ব্যাধি) বলা হইল ॥২২॥

উদ্ভবের ২য় অঙ্কে ৪৮ শ্লোকে প্রাকৃতভাষায়াং কন্দর্প লোকো যথা ;—

ধরি অপরিচ্ছন্দ গুণং, সুন্দর মহমন্দিরে তুমং বসসি।
তহ তহ রুদ্ধসি বলিঅং, জহ জহ চইদাপলাএমি ॥২৩॥

চেষ্টা যথা,

তদ্ভবের ২য় অঙ্কে, ১৩ শ্লোকে নুপুরবাক্যং ;—

অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ড খণ্ড মচিরাদুৎকম্পমালম্বতে,
গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনান্মুহুরসৌ সাস্রং পরিক্রোশতি।
নোজানে জনয়ন্পূর্ব্বনটনক্রীড়া চমৎকারিতাং,
বালায়াঃ কিলচিত্তভূমি মবিশং কোহয়ং নবীনগ্রহঃ ॥২৪॥

ত্বয়া প্রতিচ্ছন্দগুণং সুন্দর মম মন্দিরে ত্বং বসসি।
তথা তথা রুদ্ধসি বলিতং যথা যথা চকিতা পলায়ে ॥২৩॥
টীকা, প্রতিচ্ছন্দগুণং চিত্রপটরূপং তৎসূত্র স্থা। ইতি চং ॥২৩॥
শিখণ্ডখণ্ডং ময়ূরপুচ্ছখণ্ড ॥ নটনং নৃত্যং তত্রপরা ক্রীড়য়া চমৎকারিতাং। ইতি চং ॥২৪॥

সুন্দর (হে) তুমং পরিচ্ছন্দগুণং ধরি অ মহ মন্দিরে বসসি, তহ তহ বলিঅং রুদ্ধসি, চইদা জহ জহ পলাএমি। ইত্যন্বয়ঃ ॥২৩॥

অসৌ (রাধা) অগ্রে শিখণ্ডখণ্ডং বীক্ষ্য অচিরাৎ উৎকম্পং আলম্বতে, গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনাৎ মুহুঃ সাস্রং পরিক্রোশতি, নঃ জানে কঃ অয়ং নবীনগ্রহঃ অপূর্ব্বনটনক্রীড়াচমৎকারিতাং জনয়ন্ বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিং অবিশৎ। ইত্যন্বয়ঃ ॥২৪॥

হে সুন্দর! তুমি (শ্রীকৃষ্ণ) চিত্রপটে রূপ ধারণ করিয়া আমার মন্দিরে বাস করিতেছ, সেই সেই স্থানে বলপূর্ব্বক আমাকে রুদ্ধ করিতেছ, আমি চকিতা হইয়া যে যে স্থানে পলায়ন করি ॥২৩॥

এ শ্লোকে কামলিখন বলা হইল ॥২৩॥

সেই শ্রীরাধা অগ্রে ময়ূরপুচ্ছ দেখিবা মাত্র কম্পিতা হইতেছে, গুঞ্জাকুল বিলোকনে বারম্বার ক্রন্দনের সহিত চিৎকার করিতেছে, কিন্তু উহার কারণ জানিনা, বোধ হয় কোন নূতন গ্রহ অপূর্ব্ব নৃত্য ক্রীড়ার চমৎকারিতা জন্মাইয়া বালা শ্রীরাধার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, তবে কিনা গ্রহাবেশে ঐরূপ কেহ হয় না, অতএব উহা নূতন গ্রহাবেশ ইতিভাব ॥২৪॥

এ শ্লোকে চেষ্টা বলা হইল ॥২৪॥

ব্যবসায়ঃ যথা,

তত্রৈব ২য়াঙ্কে ৩৫ শ্লোকে বিশাখাং প্রতি রাধাবাক্যং ;—

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং,
মুধা মা রোদীর্ম্মে কুরু পরমিমা মুত্তরকৃতিং।
তমালস্য স্কন্ধে সখিকলিত দোর্ব্বল্লরিরিয়ং,
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ ॥২৫॥

রায় কহে কহ দেখি ভাবের স্বভাব।
রূপ কহে ঐছে হয় কৃষ্ণ বিষয় ভাব ॥১২১॥

তত্রৈব ২য়াঙ্কে ১৬ শ্লোকে নান্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসী বাক্যং ;—

পীড়াভি র্নবকালকূটকটুতা গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো,
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধা মধুরিমাহঙ্কার সঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে,
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্র মধুরা স্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥২৬॥

রায় কহে কহ সহজ প্রেমের লক্ষণ।
রূপ গোসাঞি কহে সাহজিক প্রেম ধর্ম্ম ॥১২২॥

অকারুণ্য ইতি উত্তরকৃতিঃ অন্ত্যেষ্টিকর্ম্মঃ। ইতি চং ॥২৫॥

কৃষ্ণঃ যদি ময়ি অকারুণ্যঃ, তব ইদং কথং আগঃ; মুধা মা রোদীঃ, পরং মে ইমাং উত্তরকৃতিং কুরু। সখি (হে) তমালস্য স্কন্ধে কলিতদোর্ব্বল্লরিঃ ইয়ং তনুঃ বৃন্দারণ্যে যথা চিরং অবিচলা তিষ্ঠতি। ইত্যন্বয়ঃ ॥২৫॥

শ্রীকৃষ্ণ যদি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইলেন, ইহাতে হে সখি! তোমার কি দোষ আছে, অর্থাৎ কোনই দোষ নাই, অতএব আর তুমি বৃথা রোদন করিও না, ইহার পর আমার এই অন্ত্যেষ্টি কর্ম্ম কর এই যে, হে সখি! তমালবৃক্ষ স্কন্ধে বাহুলতা বেষ্টন করিয়া এই দেহ বৃন্দাবনে যেন চিরকাল অবিচল থাকে, অর্থাৎ আমার মৃতদেহকে তমাল বৃক্ষে রাখিবে ॥২৫॥

এই শ্লোকে চেষ্টান্তর্গত ব্যবসায় (মরণ নিশ্চয়) বলা হইল ॥২৫॥

ভাবের—প্রেমের। ঐছে—এইরূপ। অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ "পীড়াভিঃ" এই শ্লোকানুরূপ ॥১২১॥

"পীড়াভিঃ" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি মধ্যে ২য়, পরিচ্ছেদে ৭ শ্লোকে দেখিবেন। এই শ্লোকে ভাবের স্বভাব বলা হইল ॥২৬॥

তত্রৈব ৫মাঙ্কে ৪র্থ শ্লোকে মধুমঙ্গলং প্রতি পৌর্ণমাসী-বাক্যং ;—

স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং,
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরীহাস শ্রিয়ং বিভ্রতী।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী,
প্রেম্নঃ স্বারসিকস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া ॥২৭॥

রাগ পরীক্ষানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চাত্তাপো যথা, তত্রৈব ৩১ শ্লোকে ;—

শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী,
স্বান্তে শান্তিদূরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাঞ্চিষ্যতি।

কীদৃশং নিরভিসন্ধেঃ প্রেম্নঃ লক্ষণং তত্রাহ "স্তোত্রং" ইতি। দোষেণ ক্ষয়িতামিতি কমপি গুণাদিক মুপাধি মালম্ব্য জায়তে চেৎ তদা দোষ দর্শনেন ক্ষীনো ভবতি গুন দর্শনেন বৃদ্ধো ভবতি। নিরুপাধিস্তু দোষ গুণে নাপেক্ষতে। ইতি চং ॥২৭॥

যত্র স্তোত্রং তটস্থতাং প্রকটয়ং চিত্তস্য ব্যথাং ধত্তে, নিন্দা অপি পরীহাস শ্রিয়ং বিভ্রতী প্রমদং প্রযচ্ছতি, কেন অপি দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং অনাতন্বতী কস্যচিৎ স্বারসিকস্য প্রেম্নঃ প্রক্রিয়া বিক্রীড়তি। ইত্যন্বয়ঃ ॥২৭॥

সহজ—স্বাভাবিক, অর্থাৎ নিরুপাধি। সাহজিক প্রেমধর্ম্ম অর্থাৎ প্রেমের ধর্ম্মই নিরুপাধি ॥১২২॥

যে প্রেমে প্রশংসা ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া চিত্তের বেদনাকে ধারণ করে, অর্থাৎ প্রশংসা করিলে দুঃখ বোধ হয়, নিন্দা ও পরিহাস সম্পত্তিকে ধারণ করিয়া আনন্দ প্রদান করে, অর্থাৎ নিন্দায় পরিহাস বোধে আনন্দ হয়, এইরূপ অনির্ব্বচনীয় ও স্বাভাবিক প্রেমের অনুষ্ঠান ক্রীড়া করিতেছে, যে অনুষ্ঠান কোন দোষে হ্রাস হয় না এবং কোন গুণে বৃদ্ধি হয় না। অর্থাৎ গুণাদি উপাধি অবলম্বন করিয়া যদি প্রেম জন্মায় তবেই দোষ দর্শনে তাহা ক্ষীণ হয়, এবং গুণ দর্শনে বৃদ্ধি হয়, কিন্তু নিরুপাধি প্রেম দোষ এবং গুণকে অপেক্ষা করে না। তবে বিনা দোষ এবং গুণকে অপেক্ষা করে না এরূপ প্রেমকে নিরুপাধি প্রেম বলে, ইতিভাব ॥২৭॥

এই শ্লোকে নিরুপাধি প্রেমের লক্ষণ বলা হইল ॥২৭॥

কিম্বা পামর কামকার্ম্মুক পরিত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন্,
হা মৌগ্ধ্যাৎ ফলিনী মনোরথলতা মূরীময়োন্মূলিতা ॥২৮॥

তত্রৈব ২য়াঙ্কে ১২ শ্লোকে শ্রীরাধিকাবাক্যং ;—

যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা গুর্ব্বীগুরুভ্যস্ত্রপা,
প্রাণেভ্যোপি সুহৃত্তমাঃ সখি তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোপি মহাত্ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো,
ধিক্ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী ॥২৯॥

তত্রৈব ২য়াঙ্কে ৩৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীরাধিকা-বাক্যং ;—

গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো নিজসহজ বাল্যস্য বলনা,
দভদ্রং ভদ্রং বা কিমিব হি ন জানীমহিমনাক্।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথ মশরণাং কামপিদশাং,
কথং বা ন্যায্যা তে প্রথয়িতু মুদাসীনপদবীং ॥৩০॥

তত্রৈব ২য়াঙ্কে ২৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণসমক্ষং শ্রীললিতা-বাক্যং ;—

অন্তঃ ক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিলবয়ং যামোহদ্য যাম্যাং পুরীং,
নায়ং বঞ্চন সঞ্চয় প্রণয়িনং হাস্যং তথাপ্যুজ্ঝতি।
অস্মিন্ সম্পুটিতে গভীর কপটৈ রাভীরপল্লীবিটে,
হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং প্রেমা গরীয়ানভূৎ ॥৩১॥

তত্রৈব ৩য়াঙ্কে ৭ম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি পৌর্ণমাসী-বাক্যং ;—

হিত্বা দূরে পথিধবতরো রন্তিকং ধর্ম্মসেতো,
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরু শিখরিণং বংহসা লঙ্ঘয়ন্তী।
লেভে কৃষ্ণার্ণব নবরসা রাধিকা বাহিনী ত্বাং,
বাধীচিভিঃ কিমিব বিমুখী ভাব মস্যাস্তনোষি ॥৩২॥

রায় কহে বৃন্দাবন মুরলী নিঃস্বন।
কৃষ্ণ রাধিকার কৈছে করিয়াছ বর্ণন ॥১২৩॥

"শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং" ইত্যাদি "হিত্বাদূরে" ইত্যন্ত পাঁচটি শ্লোকে শ্রীরামানন্দ রায়ের প্রশ্ন না থাকায় ঐ শ্লোক কয়েকটি অধিক পাঠ বলিয়া বোধ হয় ॥২৮॥—॥৩২॥

কহ তোমার কবিত্ব শুনি হয় চমৎকার।
ক্রমে রূপ গোসাঞি কহে করি নমস্কার ॥১২৭॥

তত্র বৃন্দাবনং যথা তত্রৈব ১মাঙ্কে ১৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যং ;—

সুগন্ধৌ মাকন্দ প্রকর মকরন্দস্য মধুরে,
বিনিস্যন্দে বন্দীকৃত মধুপবৃন্দং মুহুরিদং।
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈ শ্চন্দন গিরে,
র্মমানন্দং বৃন্দা বিপিন মতুলং তুন্দিলয়তি ॥৩৩॥

তত্রৈব ১মাঙ্কে ১৬ শ্লোকে শ্রীদামানং প্রতি শ্রীবলদেব-বাক্যং ;—

বৃন্দাবনং দিব্যলতা পরীতং,
লতাশ্চ পুষ্প স্ফুরিতাগ্রভাজঃ।
পুষ্পাণিচ স্ফীত মধুব্রতানি,
মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারি গীতাঃ ॥৩৪॥

তত্রৈব ১মাঙ্কে ২৯ শ্লোকে মধুমঙ্গলং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ;—

কচিদ্ভৃঙ্গীগীতং কচিদনিল ভঙ্গী শিশিরিতা,
কচিদ্বল্লীলাস্যং কচিদমল মল্লী পরিমলঃ।

মাকন্দ প্রকরস্য আম্রসমূহস্য মকরন্দ পুষ্পরসঃ তস্য বিনিঃস্যন্দে গলিতে মধুরে মাধুর্য্যে তুন্দিলয়তি বর্দ্ধয়তি। ইতি চং ॥৩৩॥

মাকন্দ প্রকরমকরন্দস্য বিনিস্যন্দে সুগন্ধৌ মধুরে মুহু বন্দীকৃত মধুপবৃন্দং চন্দনগিরেঃ মন্দোন্নতিভিঃ অনিলৈঃ কৃতান্দোলং ইদং বৃন্দাবিপিনং মম অতুলং আনন্দং তুন্দিলয়তি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩৩॥

মুরলী এবং তাহার নিঃস্বন—শব্দ। কৈছে—কিপ্রকার ॥১২৩॥

ক্রমে—বৃন্দাবন, মুরলী, তাহার নিঃস্বন, কৃষ্ণ ও রাধিকা, ইহাদের যথাক্রমে পর পর শ্লোকে বর্ণনা করেন ॥১২৪॥

তাহাতে বৃন্দাবনের বর্ণনা করিতেছেন তিন শ্লোকে।

সমস্ত আম্র মধুর স্ফীত ও সুগন্ধি মাধুর্য্যে ভ্রমর সমূহকে বন্দীভূত করিয়াছে, এবং মলয় পর্ব্বতের মৃদু অথচ খর বায়ু দ্বারা আন্দোলিত হইতেছে, এরূপ এই বৃন্দাবন আমার (শ্রীকৃষ্ণের) অতুল আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে ॥৩৩॥

"বৃন্দাবনং" এই শ্লোকের টীকা নাই, এবং অন্বয় সহজ আছে। বৃন্দাবন দিব্যলতাবেষ্টিত, ঐ লতা সকল প্রফুল্লিত পুষ্পবিশিষ্ট, ঐ পুষ্প সকল মত্তমধুকর-যুক্ত, ঐ মধুকর সকল শ্রবণ সুখদ গানে বিশিষ্ট ॥৩৪॥

কচিদ্ভ্রাবাশালী করকফলঙ্কালী রসভরো,
হরীকাণাং বৃন্দং প্রমদয়তি বৃন্দাবন মিদং ॥৩৫॥

মুরলী যথা তত্রৈব ৩য়াঙ্কে ১ম শ্লোকে ;—

পদাদ্বষ্ঠাঙ্গুষ্ঠদ্বয়মসিত রত্নৈরুভয়তো,
বহন্তী সঙ্কীর্ণৈর্মণিভিররুণৈ স্তৎ পরিসরৌ।
তয়োর্ম্মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমলজাম্বুনদময়ী,
করে কল্যাণীয়ং বিহরতি হরেঃ কেলিমুরলী ॥৩৬॥

শিরিতঃ স্থিতা, ধারাগোনী পংক্তিক্রমবিন্যাস বিশিষ্টা, করকফলকালী দাড়িম্বফলশ্রেণী, হরীকানাং শ্রবণ নাসিকা নেত্র ত্বগ্রসনানাং। ইতি চং ॥৩৫॥

উভয়তঃ শিরসি পুচ্ছে চ অঙ্গুষ্ঠদ্বয় পরিমিতং প্রদেশং ব্যাপ্য অসিতরত্নৈ-রিন্দ্রনীলমণিভিঃ পরামৃষ্টা খচিতা। তৎপরিসরৌ অরুণৈ র্মণিভিঃ সঙ্কীর্ণৌ শিরো দ্বয়ুষ্ট দ্বয়ান্তরমঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং ব্যাপ্য পুচ্ছাঙ্গুষ্ঠদ্বয়াৎ পূর্ব্বমঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং ব্যাপ্য যৌ যৌ পরিসরৌ তৌ ব্যাপ্যোভয়ার্ধঃ তয়োঃ মধ্যে তথৈব ব্যাখ্যেয়ং হীরৈরুজ্জ্বলং যৎ বিমলং জাম্বুনদং কনকং তন্ময়ী। ইতি চং ॥৩৬॥

উভয়তঃ অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং (ব্যাপ্য) অসিতরত্নৈঃ পরামৃষ্টা, অরুণৈঃ মণিভিঃ সঙ্কীর্ণৌ তৎপরিসরৌ বহন্তী, তয়োঃ মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমলজাম্বুনদময়ী কল্যাণী ইয়ং কেলি মুরলী হরেঃ করে বিলসতি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩৬॥

এ শ্লোকের অন্বয় সহজই আছে। কোন স্থানে ভ্রমরীগণের গান, কোন স্থানে বায়ুর শীতলতা, কোন স্থানে লতা সকলের নৃত্য, কোন স্থানে নির্ম্মল মল্লিকা পুষ্পের সুগন্ধ, কোন স্থানে ধারাবিশিষ্ট দাড়িম্বফলশ্রেণীর রস সমূহ, এইরূপে এই বৃন্দাবন ইন্দ্রিয় সমূহকে আনন্দিত করিতেছে ॥৩৫॥

ভ্রমরীগান, বায়ুশীতলতা, লতানৃত্য, মল্লীকাগন্ধ ও দাড়িম্বরস, এই পাঁচটি বিষয় যথাক্রমে কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, নাসিকা ও জিহ্বা, এই পাঁচ ইন্দ্রিয়কে আনন্দিত করিতেছে।

"সুরভৌ" ইত্যাদি তিন শ্লোকে বৃন্দাবনের বর্ণনা করা হইল ॥৩৫॥

বৃন্দাবনের বর্ণনা করিয়া তিন শ্লোকে মুরলীর বর্ণনা করিতেছেন।

মস্তক এবং পুচ্ছে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া ইন্দ্রনীল মণিদ্বারা খচিত, এবং অরুণবর্ণ মণিদ্বারা ব্যাপ্ত তৎপরিসর অর্থাৎ মস্তকের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের পর অঙ্গুষ্ঠদ্বয় আর পুচ্ছের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের পূর্ব্ব অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ব্যাপিয়া স্থিত যে দুই

তত্রৈব ৫মাঙ্কে ১৯ শ্লোকে বিশাখা সমক্ষং শ্রীরাধিকা-বাক্যং ;—

সদ্বংশত স্তবজনিঃ পুরুষোত্তমস্য,
পাণৌ স্থিতি মুরলিকে সরলাসিজাত্যা।
কস্মাদ্ভয়া সখি গুরো র্বিষয়া গৃহীতা,
গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা ॥৩৭॥

তত্রৈব ৪র্থাঙ্কে ৮ম শ্লোকে পদ্মাংপ্রতি চন্দ্রাবলীবাক্যং ;—

সখি মুরলি বিশাল ছিদ্র জালেন পূর্ণা,
লঘুরতি কঠিনা ত্বং নীরসা গ্রন্থিলাসি।
তদপি ভজসি স্বশ্চ্ছন্দানন্দ সান্দ্রং,
হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন ॥৩৮॥

কস্মাদ্ গুরোঃ শকাসাদীক্ষা গৃহীতা। কস্মাৎ কারণাৎ ইতি বা ইতি চক্র ॥৩৭॥

মুরলিকে (হে) সদ্বংশতঃ তব জনিঃ, পুরুষোত্তমস্য পাণৌ স্থিতিঃ, জাত্যা সরলা অসি, সখি (হে) ত্বয়া কস্মাৎ গুরোঃ সকাসাৎ বিষয়া গোপাঙ্গনাগণ বিমোহন মন্ত্রদীক্ষা গৃহীতা। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩৭॥

প্রদেশ, তাহাকে বহন করিতেছে, এবং সেই প্রদেশের মধ্যে অবশিষ্ট স্থান হীরকোজ্জ্বল নির্ম্মল জাম্বুনদ স্বর্ণময়, এরূপ এই কল্যাণী কেলি মুরলী কৃষ্ণ করে বিরাজ করিতেছে ॥৩৬॥

মুরলীর স্বরূপ যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগে ১ম লহরী ১৮৮ শ্লোক ;—

"হস্তদ্বয়মিতায়ামা মুখরন্ধ্র সমন্বিতা।
চতুঃস্বরছিদ্রযুক্তা মুরলী চারুনাদিনী"। ইতি।

উহার অর্থ, যাহা দ্বিহস্তপরিমিত, মুখে ছিদ্রযুক্ত, চারিটি স্বরের ছিদ্রযুক্ত এবং মনোহর শব্দ বিশিষ্ট, তাহাকে মুরলী বলে ॥৩৬॥

হে মুরলিকে ! উত্তমবংশে (উত্তম বাঁশে) তোমার জন্ম, উত্তম পুরুষের (শ্রীকৃষ্ণের) হস্তে অবস্থান, জাতিতে সরলা (সরল নামক বাঁশ বিশেষ) হও, হে সখি ! তুমি কোন গুরুর নিকট হইতে গোপাঙ্গনাগণের বিমোহন বিবশ (সদ্বংশ জন্মাদি বিপরীত) মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ ॥৩৭॥

মুরলীস্বনং যথা তত্রৈব ১মাঙ্কে ১৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি মধুমঙ্গলবাক্যং ;—

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্মুহুস্তম্বুরুং,
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মারয়ন্ বেধসং।
ঔৎসুক্যাবলিভির্ব্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্র মাঘূর্ণয়ন্,
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ ॥৩৯॥

লঘুঃ ক্ষুদ্রা। শশ্বন্নিরন্তরং যচ্চুম্বনানন্দং তেন সান্দ্রো নিবিড়ো যো হরিকরস্য পরিরম্ভ আলিঙ্গনং দৃঢ়তরগুহনমিতি যাবৎ। ইতি চং ॥৩৮॥

অম্বুভৃতঃ সমুদ্রান্ বা মেঘান্, ধ্যানাদন্তরয়ন্ ধ্যানং ত্যাজয়ন্, ঔৎসুক্যাবলিভিঃ রসাতলস্থস্য মম কেন ভাগ্যেন তন্নিকট গমনং ভবিষ্যতি ইত্যৌৎসুক্য সমূহৈঃ, চটুলয়ন্ চঞ্চলী কুর্ব্বন্, ভোগীন্দ্রং অনন্তং। ইতি চং ॥৩৯॥

সখি মুরলি (হে) ত্বং বিশাল ছিদ্রজালেন পূর্ণা, লঘুঃ, অতি কঠিনা, নীরসা, গ্রন্থিলা অসি, তদপিকেন পুণ্যোদয়েন শশ্বচ্চুম্বনানন্দ সান্দ্রং হরিকর পরিরম্ভং ভজসি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩৮॥

বংশীধ্বনিঃ অম্বুভৃতঃ রুন্ধন্, তুম্বুরুং মুহুঃ চমৎকৃতি পরং কুর্ব্বন্, সনন্দন মুখান্ ধ্যানাৎ অন্তরয়ন্, বেধসং বিস্মারয়ন্, ঔৎসুক্যাবলিভিঃ বলিং চটুলয়ন্, ভোগীন্দ্রং আঘূর্ণয়ন্, অণ্ডকটাহভিত্তিং ভিন্দন্ অভিতঃ বভ্রাম। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩৯॥

হে সখি! মুরলি! তুমি বিস্তার ছিদ্র (দোষ) সমূহে পূর্ণা, ক্ষুদ্রা, অতিকঠিনা, রসবিহীনা এবং গ্রন্থিযুক্তা (ক্রূরা) হও, তথাপি তুমি কোন পুণ্যফলে নিরন্তর নিবিড়চুম্বনানন্দযুক্ত কৃষ্ণকরালিঙ্গনকে প্রাপ্ত হইয়াছ ॥৩৮॥

"পরামৃষ্টা" ইত্যাদি তিন শ্লোকে মুরলীর বর্ণনা করা হইল ॥৩৮॥

মুরলীর বর্ণনা করিয়া এক শ্লোকে তাহার নিঃস্বনের বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের বংশীশব্দ সমুদ্রতরঙ্গকে অথবা মেঘের গতাগতিকে রোধ করিয়া থাকে শ্রেষ্ঠ তুম্বুরু ঋষিকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া ব্রহ্মাসক্ত সনন্দাদি ঋষিগণকে ধ্যান ত্যাগ করাইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাকে সৃষ্টি নির্ম্মাণ ভুলাইয়া ঔৎসুক্য পরম্পরা দ্বারা ধৈর্য্যশালী বলিকে চঞ্চল করিয়া পৃথিবীধর অনন্তদেবের মস্তক ঘুরাইয়া ব্রহ্মাণ্ডরূপ কটাহ (কড়া) ভেদ করিয়া বাহিরে যাইবার নিমিত্ত সর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিতেছে ॥৩৯॥

এই শ্লোকে মুরলী নিঃস্বনের বর্ণনা করেন ॥৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণো যথা তত্রৈব ১মাঙ্কে ১৩ শ্লোকে নান্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং ;—

অয়ং নয়ন দণ্ডিত প্রবর পুণ্ডরীকপ্রভঃ,
প্রভাতি নবজাগুড় দ্যুতি বিড়ম্বিপীতাম্বরঃ।
অরুণ্যজ পরিক্রিয়া দমিতদিব্যবেশাদরো,
হরিন্মণি মনোহর দ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গোহরিঃ ॥৪০॥

তথাহি ললিতমাধবে ৪র্থাঙ্কে ১৫ শ্লোকে ললিতা শ্রীরাধা মাহ ;—

জঙ্ঘাধস্তটসন্ধিদক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং
সাচি স্তম্ভিত কন্ধরং সখি তিরঃ সঞ্চারি নেত্রাঞ্চলং।
বংশী কুট্মলিতে দধানমধরে লোলাঙ্গুলী সঙ্গতাং,
বিভ্রৎভ্রূ ভ্রমরং বরাঙ্গি পরমানন্দং পুরঃ স্বীকুরু ॥৪১॥

তত্রৈব ১মাঙ্কে ৪৪ শ্লোকে শ্রীরাধা ললিতা মাহ ;—

কুলবর তনু ধর্ম্ম গ্রাব বৃন্দানি ভিন্দন্,
স্মিমুখি নিশিতদীর্ঘ পাঙ্গ টঙ্ক চ্ছটাভিঃ।
যুগপদময় পূর্ব্বঃ কঃপুরো বিশ্বকর্ম্মা,
মরকতমণিভিত্তৌ গৌর্ত্তকক্ষাং চিনোতি ॥৪২॥

প্রভয়া কান্ত্যা অভিনব জাগুড়স্য কুসুমস্য দ্যুতিং প্রভাং বিড়ম্বয়িতুং নপ্রবর্ত্তীকর্ত্তুং শীলং যস্য এবম্ভূতং পীতাম্বরং যস্য সঃ। পরিক্রিয়া অলঙ্কারঃ। ইতি চং ॥৪০॥

এ শ্লোকের অন্বয় সহজ আছে। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করিতেছেন।

নয়ন শোভায় প্রফুল্ল নীলকমলপ্রভা পরাভবকারী, কান্তিদ্বারা নূতন কুঙ্কুমের কান্তিকে তিরস্কার করে এরূপ পীতাম্বরধারী, বনোদ্ভব পুষ্পাদি রচিত অলঙ্কার দ্বারা দিব্যবেশে অনাদরকারী, এবং ইন্দ্রনীলমণি অপেক্ষাও মনোহর কান্তিদ্বারা উজ্জ্বল অঙ্গবিশিষ্ট এই শ্রীহরি বিরাজ করিতেছেন ॥৪০॥

এ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করিয়াছেন ॥৪০॥

ললিতমাধবের "জঙ্ঘাধঃ" ইত্যাদি "মণেরুন্মণিমণ্ডলী" ইত্যন্ত শ্লোক তিনটিকে এখানে অধিক পাঠ বলিয়া বোধ হয়, কেননা বিদগ্ধমাধবস্থিত বর্ণনা প্রসঙ্গে ললিতমাধব বর্ণনা হইতে পারেনা, বিশেষতঃ "দ্বিতীয় নাটকের" ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ বাক্যে ললিতমাধব কথা পৃথক্ উত্থাপন করিবেন ॥৪১॥ —॥৪৩॥

তত্রৈব ১মাঙ্কে ৪১ শ্লোকে শ্রীরাধিকাং প্রতি ললিতা-বাক্যং ;—

মহেন্দ্রমণিমণ্ডলী মদবিড়ম্বিদেহদ্যুতি,
র্ব্রজেন্দ্র কুল চন্দ্রমাঃ স্ফুরতি কোপি নব্যো যুবা।
সখি স্থির কুলাঙ্গনা নিকর নীবি বন্ধার্গল,
ছিদা করন কৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ ॥৪৩॥

শ্রীরাধা যথা বিদগ্ধমাধবে ১মাঙ্কে ২০ শ্লোকে পৌর্ণমাসী-বাক্যং ;—

বলাদক্ষ্ণো র্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং,
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবন মুল্লঙ্ঘয়তিচ।
দশাং কষ্টামষ্টাপদমপিনয়ত্যাঙ্গিক রুচি,
র্ব্বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিলরূপং বিলসতি ॥৪৪॥

তত্রৈব ৫মাঙ্কে ১৪ শ্লোকে মধুমঙ্গলং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ;—

বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং,
শতপত্রংবত শর্ব্বরীমুখে।
ইতি কেন সদাশ্রিয়োজ্জ্বলং,
তুলনা মর্হতি মৎপ্রিয়াননং ॥৪৫॥

লক্ষ্মীঃ শোভাঃ, কবলয়তি তুচ্ছকরোতীত্যর্থ, অষ্টাপদং সুবর্ণ। ইতি চং ॥৪৩॥

শত পত্রং পদ্মং। শর্ব্বরীমুখে সন্ধ্যাকালে। ইতি চং ॥৪৫॥

(রাধায়াঃ) অক্ষ্ণোঃ লক্ষ্মীঃ নব্যং কুবলয়ং বলাৎ কবলয়তি, মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনং উল্লঙ্ঘয়তি চ, আঙ্গিককচিঃ অষ্টাপদং অপি কষ্টাং দশাং নয়তি, (অতঃ) রাধায়াঃ কিমপি বিচিত্রং কিল রূপং বিলসতি। ইত্যধ্বয়ঃ ॥৪৪॥

বিধুঃ দিবা বিরূপতাং এতি, বত শত পত্রং শর্ব্বরী মুখে বিরূপতাং এতি, ইতি সদাশ্রিয়া উজ্জ্বলং মৎপ্রিয়াননং কেন (সহ) তুলনাং অর্হতি।

ইত্যধ্বয়ঃ ॥৪৫॥

শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করিতে তিন শ্লোকে শ্রীরাধার বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীরাধার নয়নকান্তি নবনীলকমলকান্তিকে পরাভব করিতেছে, এবং মুখের উল্লসিতা প্রফুল্ল কমল বনাপেক্ষাও অধিক, এবং অঙ্গকান্তি স্বর্ণ কান্তিকেও তিরস্কার করিতেছে, অতএব শ্রীরাধার অনির্ব্বচনীয় আশ্চর্য্যরূপ প্রকাশ পাইতেছে ॥৪৪॥

তত্রৈব ২য়াঙ্কে ৪৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ;—

প্রমদ রসতরঙ্গ স্মের গণ্ডস্থলায়াঃ,
স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতা লাস্যভাজঃ।
মদকলচলভৃঙ্গী ভ্রান্তি ভঙ্গীং দধানো,
হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ ॥৪৬॥

রায় কহে তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী ব্যবহার ॥১২৫॥
রূপ কহে কাহাঁ তুমি সূর্য্যসম ভাস।
মুঞি কোন ক্ষুদ্র যেন খদ্যোত প্রকাশ ॥১২৬॥
তোমার আগে ধাষ্ট্য এই মুখ ব্যাদান।
এত বলি নান্দী শ্লোক করিল ব্যাখ্যান ॥১২৭॥

স্মরেতি। কন্দর্পকার্ম্মুকসদৃশভ্রূলতায়া যল্লাস্যং নৃত্যং চাকল্যমিতি যাবৎ তদ্ভজতে তস্যাঃ। অধাক্ষীৎ দদাহ এতেন কটাক্ষস্যাগ্নিত্বে রূপণং রূপভেদাজ্ জ্ঞাতব্যং। ইতি চং ॥৪৬॥

প্রমদরসতরঙ্গ স্মের গণ্ডস্থলায়াঃ স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতা লাস্যভাজঃ পক্ষ্মলক্ষ্যাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) মদকলচলভৃঙ্গী ভ্রান্তি ভঙ্গীং দধানঃ কটাক্ষঃ ইদং হৃদয়ং অদাঙ্ক্ষীৎ। ইত্যম্বয়ঃ ॥৪৬॥

চন্দ্র দিবসে শোভাবিহীন হয়, পদ্ম সন্ধ্যাকালে শোভাবিহীন হয়, ইহাতে দিবানিশি সমান শোভায় উজ্জ্বল শ্রীরাধা মুখ কাহারও সহিত তুলনা প্রাপ্ত হয় না ॥৪৫॥

আনন্দরসতরঙ্গে যাহার গণ্ডস্থল ঈষৎ হাস্যযুক্ত, যাহার কন্দর্পধনুতুল্য ভ্রূরূপ লতা নৃত্য করিতেছে, সেই সলোমাক্ষী শ্রীরাধার কটাক্ষ আমার (শ্রীকৃষ্ণের) এই হৃদয়কে দাহ করিয়াছে, যে কটাক্ষ মদমত্ত এবং চঞ্চল ভ্রমরীর ভ্রান্তিভঙ্গীকে ধারণ করিয়াছে। "অধাক্ষীৎ" স্থানে "অদাঙ্ক্ষীৎ" পাঠে দহন করিয়াছে ॥৪৬॥

"বল্লাদস্যোঃ" ইত্যাদি তিন শ্লোকে শ্রীরাধার বর্ণনা করিয়াছেন ॥৪৬॥

তোমার—শ্রীরূপের। দ্বিতীয় নাটকের—ললিতমাধব নাম নাটকের। নান্দীর লক্ষণ এই পরিচ্ছেদে "রায় কহে নান্দী শ্লোক" এই ১১২ পয়ার ব্যাখ্যায় দেখিবেন ॥১২৫॥১২৬॥

তথাহি ললিতমাধবে ১অঙ্কে ১ম শ্লোকে ;—

সুররিপুসুদৃশাং মুরোজকোকা,
মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ।
চির মখিল সুহৃচ্চকোর নন্দী,
দিশতু মুকুন্দযশঃ শশী মুদং বঃ ॥৪৭॥

দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি রায় পুছিলা।
সঙ্কোচ পাইয়া রূপ কহিতে লাগিলা ॥১২৮॥

তত্রৈব ১অঙ্কে ২য় শ্লোকে সূত্রধারঃ স্বেষ্টদেবং প্রণমতি ;—

নিজ প্রণয়িতা সুধা মুদয় মাপ্লুবন্ যঃ ক্ষিতৌ,
কিরত্যল মুরীকৃত দ্বিজকুলাধিরাজ স্থিতিঃ।
স লুঞ্চিত তম স্ততির্ম্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী,
বশীকৃত জগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিস্তন্যতু ॥৪৮॥

সুররিপুসুদৃশাং অসুরস্ত্রীণাং উরোজা স্তনা এব কোকাশ্চক্রবাকাস্তান্, খেদয়ন্নিতি স্বপ্রধান নরকাদি মহাসুর বধজনিতবশঃ শ্রবণ পলায়িত পতীনাং তাসাং করসংসর্গাভাবাৎ স্তনগতখেদঃ। অশেষ সুহৃচ্চকোরং নন্দয়তি আনন্দয়তি সঃ পক্ষে স্পষ্টং। ইতি চং ॥৪৭॥

উরীকৃতা অঙ্গীকৃতা দ্বিজকুলাধিরাজস্য স্থিতি র্মর্য্যাদা যেন সঃ। ইতি চং ॥৪৮॥

সুররিপুসুদৃশাং উরোজ কোকান্ মুখকমলানি চ খেদয়ন্ অখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী অখণ্ডঃ মুকুন্দবশঃ শশী চিরং বঃ মুদং দিশতু। ইত্যন্বয়ঃ ॥৪৭॥

যঃ ক্ষিতৌ উদয়ং আপ্নুবন্ নিজপ্রণয়িতাসুধাং অলং কিরতি, সঃ উরীকৃত দ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ লুঞ্চিততমস্ততি বশীকৃত জগন্মনা শচীসুতাখ্যঃ শশী কিমপি শর্ম্ম বিস্তনোতু। ইত্যন্বয়ঃ ॥৪৮॥

ধার্ষ্ট্য—প্রগল্‌ভতা অথবা নির্লজ্জতা। মুখব্যাদান—মুখবিস্তার অর্থাৎ কোন কথা বলা ॥১২৭॥

অসুরবরমহিলাদিগের স্তনরূপ চক্রবাককে এবং মুখকমলকে দুঃখযুক্ত করিতেছে, নিখিল বন্ধুগণরূপ চকোরকে আনন্দিত করিতেছে, এরূপ শ্রীকৃষ্ণযশশ্চন্দ্র চিরকাল তোমাদিগকে আনন্দ প্রদান করুক ॥৪৭॥

এইটি নান্দী শ্লোক ॥১৭॥

শ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে তাহার গুণকীর্ত্তন করিতে সঙ্কোচ হইয়াছিল ॥১২৮॥

শুনিয়া প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস।
বাহিরে কহেন কিছু করি রোষাভাষ ॥১২৯॥
কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কাব্য সুধাসিন্ধু।
তার মধ্যে মিথ্যা কেনে স্তুতি ক্ষারবিন্দু ॥১৩০॥
রায় কহে রূপের কাব্য অমৃতের পুর।
তার মধ্যে এই কবিত্ব দিয়াছেন কর্পূর ॥১৩১॥
প্রভু কহে রায় তোমার ইহাতে উল্লাস।
শুনিতেই লজ্জা লোকে করে উপহাস ॥১৩২॥
রায় কহে লোকের সুখ ইহার শ্রবণে।
অভীষ্ট দেবের স্মৃতি মঙ্গলাচরণে ॥১৩৪॥
রায় কহে কোন অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ।
তবে রূপ গোসাঞি কহে তাহার বিশেষ ॥১৩৫॥

তথাহি ললিতমাধবে ১মাঙ্কে ১১ শ্লোকে নটীং প্রতি সূত্রধারবাক্যং ;—

নটত্বা কিরাত রাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা।
সমরে তেন বিধেয়ং গুণবতি তারাকর গ্রহণং ॥৪৯॥

যিনি পৃথিবীতে উদয় হইয়া নিজ প্রেমরূপ সুধা বিতরণ করিতেছেন, শ্রেষ্ঠ দ্বিজকুলাধিপতিকে স্বীকার করিয়াছেন, অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে নষ্ট করিয়াছেন এবং জগজ্জনমনকে বশীভূত করিয়াছেন, সেই শচীসুতনামক চন্দ্র অনির্ব্বচনীয় সুখ প্রদান করুন ॥৩৮॥

এই শ্লোকে দ্বিতীয় নান্দী বলিয়াছেন ॥৩৮॥

শুনিয়া—ঐ শ্লোক শ্রবণ করিয়া ॥১২৯॥

তোমার—শ্রীরূপের ॥১৩০॥— ॥১৩৫॥

কোন অঙ্গে—অর্থাৎ প্রস্তাবনার ভারতীবৃত্তির প্ররোচনা বীথী ও প্রহসন এই তিনটি অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে কোন অঙ্গ অঙ্গীকার করিয়াছ। পাত্রে প্রবেশ—অর্থাৎ কিরূপ প্রস্তাবনায় নাট্যোক্ত ব্যক্তির সভায় প্রবেশ, প্রস্তাবনার লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত "রায় কহে কোন অমুখে" এই ১১৭ পয়ার ব্যাখ্যায় দেখিবেন। তবে—উক্ত অঙ্গাদির।

ঐ অঙ্গ যথা সাহিত্যদর্পণে ৬ষ্ঠ, পরিচ্ছেদে ১৮৬ কারিকা ;—

"তত্রাঃ প্ররোচনা বীথী তথা প্রহসনা মুখে। অঙ্গানি" ইতি।

উদ্ঘাত্যক নাম এই আমুখ বীথী অঙ্গ ॥১৩৬॥

তল্লক্ষণং যথা সাহিত্যদর্পণে দৃশ্যশ্রব্যনিরূপণে ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ৩২ পয়ার ;—

পদানিহগতার্থানি তদর্থ গতয়ে নরাঃ।
যোজয়ন্তি পদৈ রন্যৈ স্তদুদ্ঘাত্যক উচ্যতে ॥৫০॥

কিরাতরাজং বংশং কলানিধিনা চন্দ্রেণ পক্ষে কৃষ্ণেন গুণবতি সময়ে পূর্ণ মনোরথ নাম্নি সময়ে। তারা নক্ষত্রং পক্ষে শ্রীরাধা। ইতি চং ॥৩৯॥

নটতা কেন কলানিধিনা রঙ্গস্থলে কিরাতরাজং নিহত্য গুণবতি সময়ে তারাকরগ্রহণং বিবেহং। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩৯॥

উহার অর্থ সহজ আছে ॥১৩৫॥

নর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গস্থলে কংসকে বিনাশ করিয়া পূর্ণ মনোরথ সময়ে শ্রীরাধাকে বিবাহ করিবেন ॥৩৯॥

এই শ্লোকের এক পক্ষে অর্থ এই যে, চন্দ্র নক্ষত্র কিরণ গ্রহণ করিবেন, আর এক পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বিবাহ করিবেন। ললিতমাধবের দশম অঙ্কের নাম পূর্ণ মনোরথ, সেই অঙ্কে এই বিবাহ বর্ণনা আছে।

এই শ্লোকে অঙ্গ এবং প্রস্তাবনা বলা হইল। অপর বিশেষ পরপয়ারে ব্যক্ত করিয়াছেন ॥৪০॥

"উং" ইতি। "নটতা" এই শ্লোকোক্ত আমুখ—প্রস্তাবনার নাম উদ্ঘাত্যক, আর ভারতীবৃত্তির অঙ্গ বীথী।

উদ্ঘাত্যকের লক্ষণ পর শ্লোকে বলিয়াছেন। আমুখের লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত "রঙ্গ কহ কোন আমুখে" এই ১১৭ পয়ার ব্যাখ্যায় দেখিবেন। বীথী যথা সাহিত্যদর্পণের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ৫২০ কারিকা ;—

"বীথ্যামেকো ভবেদঙ্কঃ কশ্চিদেকোঽত্র কল্প্যতে। আকাশভাষিতে রুক্তৈশ্চিত্রাং প্রত্যুক্তি মাশ্রিতঃ। হৃচয়েৎভূরিশৃঙ্গারং কিঞ্চিদন্যান্ রসানপি। মুখ নির্ব্বহণে সন্ধী অথ প্রকৃতয়োঽখিলাঃ"। ইতি।

উহার অর্থ। বীথীতে অঙ্ক অদ্বিতীয় হয়, একটি নায়ক নিবদ্ধ হয়, আকাশবাণী দ্বারা বিচিত্র প্রত্যুক্তি আশ্রয় করিয়া অনেক শৃঙ্গার রসের এবং অন্য রসেরও সূচনা করে, এবং মুখসন্ধিতে সন্ধী ও সমস্ত বীজাদি প্রয়োজ্য হয় ॥১৩৬॥

"পদানি" এই শ্লোকের টীকা নাই। অন্বয় সহজ আছে। উদ্ঘাত্যকের লক্ষণ বলিতেছেন।

তোমার আগে ইহা কহি ধার্ষ্টের তরঙ্গ ॥১৩৭॥
রায় কহে কহ আগে অঙ্গের বিশেষ।
শ্রীরূপ কহেন কিছু সংক্ষেপ উদ্দেশ ॥১৩৮॥

তথাহি ললিতমাধবে ১মাঙ্কে ১৮ শ্লোকে পৌর্ণমাসীং প্রতি গার্গীবাক্যং ;—

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা।
সা জয়তি নিস্তষ্টার্থা বরংশজকাকলী দূতী ॥৫১॥

হ্রিয়মিতি। যা বরবংশজকাকলী মুরলীধ্বনিরূপা দূতী হ্রিয়ং লজ্জাধনং অবগৃহ্য হৃত্বা গৃহেভ্যঃ হিত্বিবাস্থ স্থানেভ্যঃ বনায় বৃন্দাবন কাননায় গমন নিমিত্তায় রাধাং কর্ষতি আকর্ষণং করোতি সা দূতী নিপুণা বিচক্ষণা জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে কথম্ভূতা নিস্তষ্টার্থা নিদ্রাশিতোহর্থঃ বয়া সা। ইতি শ্লোকমালা ॥৫১॥

যা হ্রিয়ং অবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ বনায় রাধাং কর্ষতি, সা নিপুণা নিস্তষ্টার্থা বরংশজকাকলী দূতী জয়তি। ইত্যক্ষরঃ ॥৫১॥

মনুষ্যেরা অপ্রাপ্তার্থ পদ সকলকে তাহাদের অর্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত অন্য পদের সহিত যে যোজনা করে তাহাকে উদ্ঘাত্যক বলে ॥৫০॥

তাহা হইলে "নটতা" এই শ্লোকে বলা হইল এই যে, চন্দ্র সম্বন্ধে "নটতা" পদের অর্থাবগতি না হওয়াতে সূত্রের সহিত যোগ করিয়া অর্থ করাতে উদ্ঘাত্যক নামক প্রস্তাবনা হইল। ইহাতে সূত্রধারের ঐ "নটতা" শ্লোকের কৃষ্ণবিষয়ক অর্থ গ্রহণ করিয়া পৌর্ণমাসীদেবী নাট্যোক্ত ব্যক্তির সভায় প্রবেশ হইল ॥৫০॥

ধার্ষ্টের—নির্লজ্জতার ॥১৩৭॥ অঙ্গ বলিতে এখানে বীথীর ত্রয়োদশ প্রকার অঙ্গ নহে, কেননা পশ্চাদুক্ত উদাহরণ শ্লোকে মিলেনা, তাহা হইলে, অঙ্গের বিশেষ—অর্থাৎ পূর্ব্বে যেমন বৃন্দাবন প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছ, এখানেও তাহা কর। তাহার বিশেষ—অর্থাৎ রাত্রের প্রহরানুসারে যথাক্রমে পর পর শ্লোকে তাহা বর্ণনা করেন ॥১৩৮॥

তাহাতে প্রথমতঃ মুরলীনিস্বন বর্ণনা করিতেছেন।

যিনি লজ্জাধনকে হরণ করিয়া গৃহ হইতে বনগমন নিমিত্ত রাধিকাকে

তত্রৈব ১মান্কে ১৭ শ্লোকে গার্গীং প্রতি পৌর্ণমাসী-বাক্যং ;—

হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ।
ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতিঃ প্রকটা সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেরপি ॥৫২॥

রজোভরঃ গোকুর রেণু সমূহঃ হরিং গোবিন্দং উদ্দিশতি উদ্দেশং করয়তি তমো ঘোরান্ধকার পুরতঃ অগ্রতঃ অমুং হরিং নন্দনন্দনং সঙ্গময়তি সংযোজয়তি অতএব ব্রজবামদৃশাং গোপ জনানাং পদ্ধতিঃ রীতিঃ সর্ব্বদৃশঃ সর্ব্বেষাং চক্ষুষঃ শ্রুতেঃ অপি বেদস্য অপি সম্বন্ধে ন প্রকটা ন ব্যক্তা ভবতি। ইতি শ্লোক-মালা ॥৫২॥

রজোভরঃ ব্রজবামদৃশাং হরিং উদ্দিশতে, পুরতঃ তমঃ অমুং (হরিং) সঙ্গময়তি, (অতঃ) ব্রজবামদৃশাং পদ্ধতিঃ সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেঃ অপি ন প্রকটা। ইতাম্বরঃ ॥৫২॥

আকর্ষণ করে, সেই বিচক্ষণা ও নিসৃষ্টার্থা* মুরলীধ্বনিরূপা দূতী জয়যুক্তা হইতেছেন ॥৫১॥

এ শ্লোকে মুরলীনিঃস্বন বর্ণনা করিয়াছেন ॥৫১॥

বৃন্দাবনের বর্ণনা করিতেছেন। রজোভর অর্থাৎ গোকুর ধূলীসমূহ ব্রজ-রমণীদিগের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিতেছে, এবং অগ্রে এই তমঃ অর্থাৎ সন্ধ্যান্ধকার শ্রীকৃষ্ণকে মিলন করিতেছে, অতএব ব্রজরমণীর অথবা ব্রজের রীতি সর্ব্বলোক চক্ষু স্বরূপ বেদেরও গোচর নহে ॥৫২॥

এ শ্লোকের শ্লেষার্থ এই যে, রজঃ শব্দে রজোগুণ আর ধূলী, তমঃ শব্দে তমোগুণ আর অন্ধকার। রজোগুণ বিক্ষেপক, অতএব উহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ হয় না। তমোগুণ আবরক, অতএব উহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না, এই কথা বেদে বলে। কিন্তু বৃন্দাবনের গোকুর রজ গোপাঙ্গনাদিগের সম্বন্ধে বনাগত কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিতেছে, তমঃ ঐ গোপাঙ্গনাদিগের শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ করাইতেছে, অতএব বেদ ব্রজের রীতি জানে না।

---

* নিসৃষ্টার্থার লক্ষণ যথা উজ্জ্বলনীলমণির দূতীভেদ প্রকরণে ২৯ শ্লোক ;—

"বিন্যস্ত কার্য্যভর উদ্ধবসন্দেশকথনেন।
যুক্ত্যাভৌ ঘটয়তি যা নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যতে"। ইতি।

ইহার অর্থ, নায়ক ও নায়িকা উভয়ের মধ্যে এক জন কার্য্যভার দিলে যে যুক্তিদ্বারা ঐ উভয়কে মিলিত করে, তাহাকে নিসৃষ্টার্থা দূতী বলে।

তত্রৈব ২য়াঙ্কে ৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা শ্রীরাধা সখীমাহ;—

সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতি,
র্ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ।
অহহ চটুলৈ রুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চল তস্করৈ,
র্মমধৃতি ধনং চেতঃ কোষাৎ বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ ॥৫৩॥

তত্রৈব ২য়াঙ্কে ৮ শ্লোকে শ্রীরাধিকাং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণবচনং;—

বিহার সুরদীর্ঘিকা মমমনঃ করীন্দ্রস্য যা,
বিলোচন চকোরয়োঃ শরদ মন্দচন্দ্র প্রভা।
উরোঽম্বর তটস্য চাভরণ চারু তারাবলী,
ময়োন্নত মনোরথৈ রিয়মলঙ্কৃতি সা রাধিকা ॥৫৪॥

নিরাতঙ্কঃ শঙ্কারহিতঃ মুদিরদ্যুতিঃ নবীন মেঘবর্ণঃ মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ মহামত্তগজবচ্চঞ্চলঃ অহহ ইতি খেদে চটুলৈঃশ্চঞ্চলৈঃ উৎসর্পদ্ভিরিতস্ততো ভ্রমদ্ভিঃ চেতঃ কোষাৎ চিত্তরূপ ভাণ্ডাগারাৎ। ইতি চং ॥৫৩॥

উন্নত মনোরথৈঃ বহুদিন মানসবাঞ্ছিতৈঃ হেতু ভূতৈঃ ময়া কৃষ্ণেন ইয়ং সা রাধিকা অলঙ্কৃতি প্রাপ্তবতীত্যর্থঃ। ইতি চং ॥৫৪॥

সহচরি (হে) মুদিরদ্যুতিঃ মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ কঃ অয়ং নিরাতঙ্কঃ যুবা কৃতঃ ব্রজভুবিপ্রাপ্তঃ অহহ ইহ যঃ (যুবা) চটুলৈঃ উৎসর্পদ্ভিঃ দৃগঞ্চলতস্করৈঃ মম চেতঃ কোষাৎ ধৃতিধনং বিলুণ্ঠয়তি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৫৩॥

যা মম মনঃ করীন্দ্রস্য বিহার সুরদীর্ঘিকা, বিলোচনচকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা, উরোঽম্বর তটস্য চ আভরণ চারুতারাবলী, সা ইয়ং রাধিকা ময়া উন্নতমনোরথৈঃ অলঙ্কৃতি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৫৪॥

এ শ্লোকে বৃন্দাবনের বর্ণনা করিয়াছেন ॥৫২॥

শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করিতেছেন।

হে সখি! নবজলদ্যুতি এবং মদমত্ত মতঙ্গজ বিলাসিকে এই নির্ভীক যুবা বৃন্দাবনে আসিয়াছে, এ বড় দুঃখ এই বৃন্দাবনে যে যুবা চঞ্চল এবং উদ্ধত কটাক্ষরূপ চৌরদ্বারা আমার (শ্রীরাধার) চিত্তরূপ ধনাগার হইতে ধৈর্য্যধনকে বিলুণ্ঠন করাইতেছে ॥৫৩॥

এ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করিয়াছেন ॥৫৩॥

শ্রীরাধার বর্ণনা করিতেছেন।

এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে।
রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র বদনে ॥১৩৯॥
কবিত্ব না হয়ে এই অমৃতের ধার।
নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার ॥১৪০॥
প্রেম পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্ত কর্ণের হয়ে আনন্দ ঘূর্ণন ॥১৪১॥

প্রাচীন কৃত শ্লোকঃ;—

কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ ॥৫৫॥

তোমার শক্তি বিনু জীবের নহে এই বাণী।
তুমি শক্তি দিয়া কহায় হেন অনুমানি ॥১৪২॥
প্রভু কহে প্রয়াগে ইহাঁর হইল মিলন।
ইহাঁর গুণে ইহাঁতে আমার তুষ্ট হৈল মন ॥১৪৩॥

কিমিতি। তস্য কবেঃ কাব্যকর্ত্তুঃ কাব্যেন কবিতা রচনেন কিং প্রয়োজনং। তস্য ধনুষ্মতঃ ধনুর্দ্ধারি জনস্য কাণ্ডেন বাণক্ষেপনেন কিং প্রয়োজনং। পরস্য অন্যজনস্য হৃদয়ে অন্তঃকরণে লগ্নং সৎ যদি শিরঃ তস্য মস্তকং ন ঘূর্ণয়তি ন সঞ্চালয়তি। ইতি শ্লোকমালা ॥৫৫॥

তস্য কবেঃ কাব্যেন কিং, তস্য ধনুষ্মতঃ কাণ্ডেন কিং, যৎ পরস্য হৃদয়ে লগ্নং (সৎ) শিরঃ ন ঘূর্ণয়তি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৫৫॥

যিনি আমার (শ্রীকৃষ্ণের) মনমাতঙ্গের বিহার করিবার স্বর্গগঙ্গারূপা, যিনি আমার চক্ষুচকোরদ্বয়ের শারদীয় নির্ম্মল চন্দ্রকান্তি, যিনি আমার হৃদয়াকাশের মনোহর তারাবলী অলঙ্কাররূপা, সেই এই রাধিকাকে আমি অনেক মনোরথে লাভ করিয়াছি ॥১৯॥

এ শ্লোকে শ্রীরাধার বর্ণনা করিয়াছেন ॥৫৪॥

প্রশংসি—প্রশংসা করি ॥১৩৯॥—॥১৪১॥

সেই কবির কাব্যরচনায় কি প্রয়োজন, যদি অন্য জনের হৃদয়ে লগ্ন হইয়া আনন্দে মস্তকে ঘূর্ণন না করে। আর সেই ধনুর্দ্ধারীর বাণক্ষেপণে কি প্রয়োজন, যদি অন্যের হৃদয়ে লগ্ন হইয়া বেদনায় মস্তককে ঘূর্ণন না করে ॥৫৫॥

"আনন্দে ঘূর্ণন" ইহার পোষক এই শ্লোক ॥৫৫॥

শ্রীরামানন্দ রায় বলিতেছেন, তোমার—শ্রীমহাপ্রভুর। বিনু—বিনা। এই বাণী—বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব রচনা বাক্য ॥১৪২॥

মধুর প্রসন্ন ইহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনু নহে রসের প্রচার ॥১৪৪॥
সবে কৃপা করি ইহাঁর দেহ এই বর।
ব্রজলীলা প্রেমরস বর্ণে নিরন্তর ॥১৪৫॥
ইহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁর নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম ॥১৪৬॥
তোমার যৈছে বিষয় ত্যাগ তৈছে তার রীতি।
দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্যের তাহাঁতেই স্থিতি ॥১৪৭॥
এই দুই ভাই আমি পাঠাইল বৃন্দাবনে।
শক্তি দিয়াছি ভক্তি শাস্ত্র প্রবর্ত্তনে ॥১৪৮॥
রায় কহে ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুতলী পার তুমি নাচাইতে ॥১৪৯॥
মোর মুখে যে সব রস কৈলে প্রচারণে।
সেই রস দেখি এই ইহাঁর লিখনে ॥১৫০॥
ভক্ত কৃপায় প্রকটিতে চাহ ব্রজ রস।
যারে করায় সেই করিবে জগত তোমার বশ ॥১৫১॥
তবে মহাপ্রভু কৈল রূপে আলিঙ্গন।
তাহারে করাইল সবার চরণ বন্দন ॥১৫২॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ আদি সব ভক্তগণ।
কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলিঙ্গন ॥১৫৩॥
প্রভুর কৃপা রূপে আর রূপের সদ্গুণ।
দেখি চমৎকার হৈল সব ভক্তের মন ॥১৫৪॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা গেলা।
হরিদাস ঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা ॥১৫৫॥
হরিদাস কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা।
যে রস বর্ণিলা ইহার কে জানে মহিমা ॥১৫৬॥
শ্রীরূপ কহেন আমি কিছুই না জানি।
যেই মহাপ্রভু কহান সেই কহি বাণী ॥১৫৭॥

ইহাঁর—শ্রীরূপের ॥১৪৩॥ প্রসন্ন—নির্ম্মলশব্দালঙ্কার—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার বিশিষ্ট। ঐছে—ঐরূপ ॥১৪৪॥—॥১৪৬॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সামান্য ভক্তি লহর্য্যাং ২য় শ্লোকে ;—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাক রূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥৫৬॥

এই মত দুই জন কৃষ্ণ কথা রঙ্গে।
সুখে কাল গোঙায় রূপ হরিদাস সঙ্গে ॥১৫৮॥
চারি মাস রহি প্রভুর সব ভক্তগণ।
প্রভু বিদায় দিল গৌড়ে করিল গমন ॥১৫৯॥
শ্রীরূপ প্রভু পদে নীলাচলে রহিলা।
দোলযাত্রা প্রভু সঙ্গে আনন্দে দেখিলা ॥১৬০॥
দোলযাত্রা বই প্রভু রূপে আজ্ঞা দিলা।
অনেক প্রকার করি শক্তি সঞ্চারিলা ॥১৬১॥

অথ নিজভক্তি প্রবর্ত্তনেন কলিযুগপাবনাবতারং বিশেষতঃ শ্রীপ্ররচরণ-কমলং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবং ভগবন্তং নমস্করোতি হৃদীতি। হৃষিষয় প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতঃ অস্মিন্ সন্দর্ভে ইতি শেষঃ। বরাকরূপেতি স্বয়ং দৈন্যেনোক্তং সরস্বতীতু তদসহমানা বরং শ্রেষ্ঠং আসম্যক্ কারতি শব্দায়ত ইতি তমেব স্তাবয়তি। সৎকবিতায়ামপি তৎপ্রেরণয়ৈব প্রবৃত্তিঃ স্যান্নান্যথেতি অপেরর্থঃ। ইতি দুর্গমসঙ্গমনী ॥৫৬॥

হৃদি যস্য প্রেরণয়া বরাকরূপঃ অপি অহং প্রবর্ত্তিতঃ, তস্য হরেঃ চৈতন্য-দেবস্য পদকমলং বন্দে। ইত্যন্বয়ঃ ॥৫৬॥

তোমার—শ্রীরামানন্দের ॥১৪৭॥

দুই ভাই—শ্রীরূপ আর শ্রীসনাতন ॥১৪৮॥১৪৯॥

যে সব রস—মধ্যের অষ্টম পরিচ্ছেদোক্ত রস বিচার ॥১৫০॥—॥১৫৭॥

হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণায় ক্ষুদ্র রূপ নামক আমি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু নামক গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবর্ত্ত হইয়াছি, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পদকমলকে বন্দনা করি ॥৫৬॥

"শ্রীরূপ কহেন—" এই পয়ার পোষক এই শ্লোক ॥৫৬॥

দুই জন—শ্রীরূপ আর শ্রীহরিদাস ॥১৫৮॥

চারি মাস—রথযাত্রার পর চারি মাস। গৌড়—গৌড়দেশে ॥১৫৯॥—॥১৬৩॥

বৃন্দাবনে যাহ তুমি রহ বৃন্দাবনে।
একবার ইহাঁ পাঠাইহ সনাতনে ॥১৬২॥
ব্রজ রসশাস্ত্র তুমি করহ নিরূপণ।
লুপ্ত তীর্থ সব তাঁরে করিহ প্রচারণ ॥১৬৩॥
কৃষ্ণসেবা রসভক্তি করিহ প্রচার।
আমিহ দেখিতে তাহা যাব বার বার ॥১৬৪॥
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
রূপ গোসাঞি শিরে ধরিল প্রভুর চরণ ॥১৬৫॥
প্রভুর ভক্তগণ পাশে বিদায় মাগিলা।
পুনরপি গৌড় পথে বৃন্দাবন আইলা ॥১৬৬॥
এইত কহিল পুনঃ রূপের মিলন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্যচরণ ॥১৬৭॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৬৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ শ্রীরূপসঙ্গমো নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥১॥

শ্রীচৈতন্যের পুনর্ব্বার বৃন্দাবন গমন লীলা বর্ণনা না থাকায় "যাব বার বার" ইহা অদৃশ্যরূপে। অথবা শ্রীচৈতন্যলীলার অনন্ততা প্রযুক্ত তিনি বহুবার বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন। "বার বার" স্থানে "একবার" পাঠেও ঐ সিদ্ধান্ত জানিবেন ॥১৬১॥—১৬৮॥

ইতি অন্ত্য সুধা-সঞ্চারিণী নাম টীকা প্রথম ॥১॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্য দেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ ললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥১॥

গুরোঃ দীক্ষাগুরোঃ। পদকমলং পদং কমলমিব ইত্যুপমালঙ্কারো নতু পদমেব কমলমিতি রূপকঃ তত্রে বন্দনং প্রতি কমলস্যাকিঞ্চিৎ করত্বাদপুষ্ট দোষঃ ত্বাদুপমায়াস্তু স্বরূপাখ্যানমেতৎ। গুরূন্ শিক্ষাগুরূন্। নত্বত্র গুরু-নিত্যনেন বিশেষানির্দ্দেশা চতুর্বিংশতি প্রকারাণা মাপত্তিঃস্যাত্তদ্ধারণায় বিশেষং নির্দ্দিশতি শ্রীরূপ মিত্যাদি রঘুনাথো রঘুনাথভট্টশ্চরঘুনাথদাসশ্চেতি স্বরূপৈক-শেষাৎ রঘুনাথদ্বয়ং তৎ অনুভূত প্রকারং শ্রীগোপালভট্টগোস্বামিনং এতেন শিক্ষা গুরুষটকং জ্ঞাতব্যং। সাগ্রজাতং অগ্রজাতঃ শ্রীসনাতন স্তৎসহিতং। সাবধূতং সনিত্যানন্দং। সগণললিতাবিশাখাভ্যাং সহিতান্। ইতি চং ॥১॥

অহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত পদকমলং বন্দে, গুরূন্ (বন্দে) বৈষ্ণবান্ চ (বন্দে) সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং সজীবং তং শ্রীরূপং (বন্দে) সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং (বন্দে) সহগণ ললিতা শ্রীবিশাখান্বিতান্ শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ চ (বন্দে)। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নকুল ব্রহ্মচারীদেহে শ্রীমহাপ্রভুর আবেশ, প্রদ্যুম্ন অগ্রে তাঁহার আবির্ভাব, ছোট হরিদাসের পরিত্যাগ, ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

অথ ব্যাখ্যা।

আমি শ্রীদীক্ষাগুরুর পদ্মতুল্যচরণকে বন্দনা করি, এবং শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ ভট্ট গোপাল ভট্ট রঘুনাথ দাস ও জীব, এই ছয় শিক্ষাগুরুকে বন্দনা করি, এবং বৈষ্ণবগণকে বন্দনা করি, এবং অদ্বৈত নিত্যানন্দ ও পারিষদ

সব লোক নিস্তারিতে গৌর অবতার ॥
নিস্তারের হেতু তাঁর ত্রিবিধ প্রকার ॥২॥
সাক্ষাদ্দর্শন আর যোগ্য ভক্তজীবে।
আবেশ করয়ে কারঁ হয়ে আবির্ভাবে ॥৩॥
সাক্ষাৎদর্শনে প্রায় সব নিস্তারিলা।
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে আবিষ্ট হৈলা ॥৪॥
প্রদ্যুম্ন নৃসিংহানন্দ আগে কৈল আবির্ভাব।
লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর স্বভাব ॥৫॥
সাক্ষাদ্দর্শনে সব জগত তারিল।
একবার যে দেখিল সে কৃতার্থ হইল ॥৬॥

ত্রিবিধ প্রকার নিস্তার বিধানানি যস্য এবং প্রকার ইত্যর্থঃ অন্যথোক্তার্থ-শক্তিঃ স্যাৎ ॥২॥

দর্শনমাত্র তৎকর্তৃকং পরব্রহ্মত্বং স্যাৎ কর্তৃক নিষিদ্ধেঃ ॥৩॥

সহিত কৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি, এবং গণের সহিত শ্রীললিতা ও শ্রীবিশাখাযুক্ত শ্রীরাধারাণীর চরণকে বন্দনা করি ॥১॥

ত্রিবিধপ্রকার—তিনটি বিধান আছে যাহার এবং প্রকার ॥২॥

উক্ত ত্রিবিধ হেতু বলিতেছেন "সাক্ষাৎ" ইতি। সাক্ষাৎ দর্শন, উপযুক্ত ভক্ত ব্যক্তিতে আবেশ, আর আবির্ভাব, এই তিন প্রকার হেতু। অর্থাৎ শ্রীমহাপ্রভু কোথাও সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া কোথাও যোগ্য ভক্তে আবিষ্ট হইয়া, কোথাও আবির্ভাব হইয়া, এই তিন প্রকারে জগৎ নিস্তার করেন ॥৩॥

তাহাই বলিতেছেন 'সাক্ষাৎ' ইতি দুই পয়ারে। প্রায়—অধিকাংশ। প্রদ্যুম্নের অপর নাম নৃসিংহানন্দ, প্রদ্যুম্ন শ্রীনৃসিংহদেবের একান্ত ভক্ত ছিলেন বলিয়া শ্রীমহাপ্রভু তাঁহার নাম রাখেন নৃসিংহানন্দ। আগে—অগ্রে। অর্থাৎ সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া এবং নকুল ব্রহ্মচারী দেহে আবিষ্ট হইয়া আর প্রদ্যুম্ন অগ্রে আবির্ভাব হইয়া শ্রীমহাপ্রভু লোক নিস্তার করেন। ঈশ্বর হেতু বলিতেছেন "ঈশ্বর স্বভাবে" ইতি। অর্থাৎ তাঁহার স্বভাবই তাহাতে হেতু ॥৪—৫॥

ঐ ত্রিবিধ নিস্তারকে প্রকাশ করিয়া বলিতে প্রথমতঃ সাক্ষাৎ দর্শনে লোক নিস্তার বলিতেছেন "সাক্ষাৎ" ইত্যাদি ॥৬—৮॥

গৌড়দেশের ভক্তসব প্রত্যব্দ আসিয়া।
পুনঃ গৌড়দেশে যায় প্রভুকে দেখিয়া ॥৭॥
আর নানা দেশের লোক আসি জগন্নাথ।
চৈতন্য চরণ দেখি হইল কৃতার্থ ॥৮॥
সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখণ্ডবাসী।
দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর মনুষ্য বেশে আসি ॥৯॥
প্রভুকে দেখিয়া যায় বৈষ্ণব হইয়া।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি নাচে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥
এই মত ত্রিজগত দর্শনে নিস্তারি ॥১০॥
যে সব আসিতে নারে অনেক সংসারী ॥১১॥
তা সবা তারিতে প্রভু সেই সব দেশে।
যোগ্যভক্ত জীবদেহে করেন আবেশে ॥১২॥
সেই জীবে নিজ শক্তি করেন প্রকাশে।
তাহার দর্শনে বৈষ্ণব হয় সর্ব্বদেশে ॥
এইমত আবেশে তারিল ত্রিভুবন ॥১৩॥
গৌড়ে ঐছে আবেশের দিক্ দরশন ॥১৪॥

কদাচিৎ সপ্তদ্বীপেনাব্রাগমনাসম্ভাবনয়া তৎপতয়ঃ এব গৃহীতাঃ স্যুরিতি তদ্বারণায়াহ নবখণ্ডেত্যাদি ॥৯॥

সপ্তদ্বীপ যথা—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্‌মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর ইতি। সপ্তদ্বীপের আগমন অসম্ভবে ঐ দ্বীপপতিগণের আগমন কেহ যদি বলে, তদ্বারণ নিমিত্ত নবখণ্ড পৃথক্ করিয়া বলিয়াছেন, নচেৎ খণ্ড সকল দ্বীপের অন্তর্গতই আছে।

নব খণ্ড—জম্বুদ্বীপের নয়টি ভাগ; তৎযথা—ইলাবৃত, কেতুমাল, ভদ্রাশ্ব, হিরণ্যক, হিরণ্ময়, কুরু, কিংপুরুষ ও ভারত ইতি। এতদুপলক্ষণে অন্য দ্বীপের খণ্ড সকলকেও জানিবে, তন্মধ্যে প্লক্ষাদিদ্বীপের সাতটি করিয়া খণ্ড বিভাগ আছে, কেবল পুষ্কর দ্বীপের দুইটি খণ্ড বিভাগ। ইহার বিস্তার শ্রীভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে দেখিবেন ॥৯॥১০॥

শ্রীমহাপ্রভুর সাক্ষাদ্দর্শনে লোকনিস্তার বলিয়া যোগ্যজীবাবেশে তাহা বলিতেছেন "যে সব" ইত্যাদি ॥১১॥—॥১৩॥

আবেশের একটি উদাহরণ দেখাইতেছেন "গৌড়ে" ইত্যাদি। গৌড়ে—

আম্বুয়া মুলুকে হয় নকুল ব্রহ্মচারী।
পরম বৈষ্ণব তিহোঁ বড় অধিকারী ॥১৫॥
গৌড়দেশের লোক নিস্তারিতে মন হৈল।
নকুল হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল ॥১৬॥
গ্রহগ্রস্ত প্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
হাসে কান্দে নাচে গায় উন্মত্ত হইয়া ॥১৭॥
অশ্রু কম্প স্তম্ভ স্বেদ সাত্ত্বিক বিকার।
নিরন্তর প্রেমে নৃত্য সঘন হুঙ্কার ॥১৮॥
তৈছে গৌর কান্তি তৈছে সদা প্রেমাবেশ।
তাহাকে দেখিতে আইসে সর্ব্ব গৌড়দেশ ॥১৯॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
তাহাঁর দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম ॥২০॥
চৈতন্য আবেশ হয় নকুলের দেহে।
শুনি শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে ॥২১॥
পরীক্ষা করিতে তাঁর যবে ইচ্ছা হৈল।
বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল ॥২২॥
আপনে আমাকে বোলায় ইহা আমি জানি।
আমার ইষ্ট মন্ত্র জানি কহেন আপনি ॥২৩॥
তবে জানি ইহাঁতে হয় চৈতন্য আবেশে।
এত চিন্তি শিবানন্দ রহিলা দূরদেশে ॥২৪॥

গৌড়দেশে। ঐছে—ঐ মত ॥১৪॥ আম্বুয়া মুলুকে—অম্বিকা প্রদেশে ॥১৫॥ মন হৈল প্রভুর ইতিশেষ। নকুল—নতুন ব্রহ্মচারী ॥১৬॥ গ্রহগ্রস্ত—দেবাবিষ্ট ॥১৭।১৮॥ তৈছে—সেই মত অর্থাৎ শ্রীমহাপ্রভু মতন। সর্ব্বগৌড়দেশ—গৌড়দেশবাসী সকল লোক ॥১৯॥ প্রেমোদ্দাম—প্রেমে উচ্ছৃঙ্খল ॥২০॥

সন্দেহ—নকুলব্রহ্মচারীদেহে শ্রীমহাপ্রভুর আবেশ বটে কিনা ॥২১।২২॥ আপনে—স্বয়ং। আমাকে—শিবানন্দকে। বোলায়—আহ্বান করে। ইহা আমি জানি—অর্থাৎ আমি এই স্থানে আছি, ইহা জানিয়া যদি আমাকে স্বয়ং আহ্বান করে। এ স্থান হইতে আহ্বান করা নানা কারণে হইতে পারে বলিয়া দ্বিতীয় বিচার করিতেছেন "আমার" ইতি, অর্থাৎ আমার ইষ্টমন্ত্র অপর কেহই জানেনা, তাহা যদি তিনি বলিতে পারেন ॥২৩।২৪॥

অসংখ্য লোকের ঘটা আয় আর যায়।
লোকের সংঘট্টে কেহ দর্শন না পায় ॥২৫॥
ব্রহ্মচারী কহে শিবানন্দ আছে দূরে।
জন দুই চারি যাহ বোলাহ তাহারে ॥২৬॥
চারি দিগে ধায় লোক শিবানন্দ বলি।
শিবানন্দ কোন্ তোমার বোলায় ব্রহ্মচারী ॥২৭॥
শুনি শিবানন্দ তবে আনন্দে আইলা।
নমস্কার করি তাঁর নিকটে বসিলা ॥২৮॥
ব্রহ্মচারী কহে তুমি যে কৈলে সংশয়।
এক মন হয়্যা তাহা শুনহ নিশ্চয় ॥২৯॥
গৌরগোপালমন্ত্র তোমার চারি অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড় যেই করিয়াছ অন্তর ॥৩০॥
তবে শিবানন্দ মনে প্রতীত হইল।
বহুত সম্মান ভক্তি তাহারে করিল ॥
এই মত মহাপ্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব ॥৩১॥
এবে শুন প্রভুর যৈছে হয় আবির্ভাব ॥৩২॥
শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ নর্ত্তনে।
শ্রীবাস-কীর্ত্তনে আর রাঘব ভবনে ॥৩৩॥
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব।
প্রেমাকৃষ্ট হয় প্রভুর সহজ স্বভাব ॥৩৪॥

আয়—আগমন করে ॥২৫॥২৬॥ শিবানন্দ কোন্—অর্থাৎ কোন ব্যক্তির নাম শিবানন্দ। তোমায়—তোমাকে ॥২৭॥—॥২৯॥

গৌরগোপাল মন্ত্র—ক্লীঁ কৃষ্ণ ক্লীঁ। অবিশ্বাস—আমাতে শ্রীমহাপ্রভুর আবেশ বিষয়ক সন্দেহ। অন্তর—মনোমধ্যে ॥৩০॥৩১॥

শ্রীমহাপ্রভুর যোগ্যজীবাবেশে লোকনিস্তার বলিয়া আবির্ভাবে তাহা বলিতেছেন "এবে" ইত্যাদি ॥৩২॥ তাহাতে প্রথমতঃ নিত্য আবির্ভাব বলিতেছেন "শচীর" ইতি ॥৩৩॥ ঐ আবির্ভাবের প্রতি হেতু দেখাইতেছেন 'প্রেম' ইতি। প্রেমে আকৃষ্ট হওয়া এইটি প্রভুর সহজ স্বভাব, তাহাতে শ্রীশচী প্রভৃতির প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীমহাপ্রভু ঐ চারি স্থানে নিত্য আবির্ভাব হয়েন, অতএব প্রেমই তাঁহার ঐ আবির্ভাবের হেতু ইতিভাব ॥৩৪॥

নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হঞা।
ভোজন করিল তাহা শুন মন দিয়া ॥৩৫॥
শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত তার নাম।
প্রভুর কৃপাতে তিহোঁ বড় ভাগ্যবান ॥৩৬॥
এক বৎসর তিহোঁ প্রথমেই একেশ্বর।
প্রভু দেখিবারে আইলা উৎকণ্ঠা অন্তর ॥৩৭॥
মহাপ্রভু দেখি তাঁরে বড় কৃপা কৈলা।
মাস দুই মহাপ্রভুর নিকটে রহিলা ॥৩৮॥
তবে প্রভু তাঁরে আজ্ঞা দিল গৌড় যাইতে।
ভক্তগণে নিষেধিল ইহাঁকে আসিতে ॥৩৯॥
এই বৎসর তাহাঁ আমি যাইব আপনে।
তাহাই মিলিব সব অদ্বৈতাদি সনে ॥৪০॥
শিবানন্দে কহিয় আমি এই পৌষ মাসে।
আচম্বিতে যাব আমি তাঁহার আবাসে ॥৪১॥
জগদানন্দ হয় তাহা তিহোঁ ভিক্ষা দিবে।
সবাকে কহিয় এ বৎসর কেহো না আসিবে ॥৪২॥
শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ কহিল।
শুনি ভক্তগণ মনে আনন্দ বাঢ়িল ॥৪৩॥

শ্রীমহাপ্রভুর সদা আবির্ভাব বলিয়া কদাচিৎ আবির্ভাব বলিতেছেন "নৃসিংহানন্দের" ইত্যাদি ॥৩৫॥ তিহোঁ—শ্রীকান্ত ॥৩৬॥

প্রথমেই পূর্ব্বে কখন আসেন নাই। একেশ্বর—একাকী। উৎকণ্ঠান্তর—অর্থাৎ উৎকণ্ঠাবশতই তিনি একাকীই প্রভুকে দেখিতে যান ॥৩৭॥৩৮॥

ইহাঁকে—শ্রীক্ষেত্রে ॥৩৯॥ তাহাঁ—গৌড়দেশে ॥৪০॥

এই—আগামী। আচম্বিতে—অকস্মাৎ ॥৪১॥

হয়—আছেন। তাহাঁ—শিবানন্দের আবাসে। তিহোঁ—জগদানন্দ। ভিক্ষা দিবে—ভোজন করাইবেন ॥৪২॥

সন্দেশ—আদেশ, অর্থাৎ শ্রীমহাপ্রভু এ বৎসর শ্রীক্ষেত্র যাইতে সকলকে নিষেধ করিয়াছেন, এবং তিনি আগামী পৌষমাসে শিবানন্দ বাটীতে আগমন করিবেন, এই বার্ত্তা ভক্ত সকলকে বলিয়া দিলেন ॥৪৩॥

চলিতেছিলা আচার্য্য রহিলা স্থির হৈয়া।
শিবানন্দ জগদানন্দ রহে প্রত্যাশা করিয়া ॥৪৪॥
পৌষ মাস আইল দুহে সামগ্রী করিয়া।
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রহে অপেক্ষা করিয়া ॥৪৫॥
এই মত মাস গেল গোসাঞি না আইলা।
জগদানন্দ শিবানন্দ দুঃখী বড় হৈলা ॥৪৬॥
আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তাহাই আইলা।
দুহে তারে মিলি তবে স্থানে বসাইলা ॥৪৭॥
দুহেঁ দুঃখী দেখি তাঁরে কহে নৃসিংহানন্দ।
তোমা দুহাঁকারে কেনে দেখি নিরানন্দ ॥৪৮॥
তবে শিবানন্দ তাঁরে সকল কহিলা।
আসিতে আজ্ঞা দিল প্রভু কেনে না আইলা ॥৪৯॥
শুনি ব্রহ্মচারী কহে করহ সন্তোষে।
আমিত আনিব তাঁরে তৃতীয় দিবসে ॥৫০॥
তাঁহার প্রভাব প্রেম জানে দুই জনে।
আনিব প্রভুরে এই নিশ্চয় কৈল মনে ॥৫১॥
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁর নিজ নাম।
নৃসিংহানন্দ নাম তাঁর কৈল গৌরধাম ॥৫২॥
দুই দিন ধ্যান করি শিবানন্দেরে কহিল।
পাণিহাটি গ্রামে আমি প্রভুরে আনিল ॥৫৩॥
কালি মধ্যাহ্নে তিহঁ আসিবেন তোমার ঘরে।
পাক সামগ্রী আন আমি ভিক্ষা দিব তাঁরে ॥৫৪॥
পাক সামগ্রী আন আমি যেই চাই।
যে যে মাগিল শিবানন্দ আনি দিল তাই ॥৫৫॥

চলিতেছিলা—শ্রীক্ষেত্র যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছিলেন। আচার্য্য—শ্রীঅদ্বৈত ॥৪৩॥ দুহে—দুইজনে, অর্থাৎ শিবানন্দ আর জগদানন্দ। সামগ্রী—ভোজন দ্রব্যাদি ॥৪৫॥ গোসাঞি—শ্রীমহাপ্রভু ॥৪৬—৪৭॥

শ্রীনৃসিংহদেবের পরম নিষ্ঠাবান্ ভক্ত ছিলেন, এবং তাহাতে তিনি আনন্দ পাইতেন বলিয়া নৃসিংহানন্দ নাম রাখেন ॥৫২॥—৫৩॥

প্রাতঃকাল হৈতে পাক করিল অপার।
নানা ব্যঞ্জন পিঠা ক্ষীর নানা উপহার ॥৫৬॥
জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ পৃথক বাড়িল।
চৈতন্য প্রভুর লাগি আর ভোগ কৈল ॥৫৭॥
ইষ্টদেব নৃসিংহ লাগি পৃথক বাড়িল।
তিন জনে সমর্পিয়ে বাহিরে ধ্যান কৈল ॥৫৮॥
দেখি শীঘ্র আসি বসিলা চৈতন্য গোসাঞি।
তিন ভোগ খাইল কিছু অবশিষ্ট নাঞি ॥৫৯॥
আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্নের পড়ে অশ্রুধার।
কি কর কি কর বলি করেন ফুৎকার ॥৬০॥
জগন্নাথে তোমায় ঐক্য খায় তাঁর ভোগ।
নৃসিংহের ভোগ কেনে কর উপযোগ ॥৬১॥
নৃসিংহের জানি হৈল আজি উপবাস।
ঠাকুর উপবাসী রহে জিয়ে কেমনে দাস ॥৬২॥
ভোজন দেখি যদ্যপি তাঁর হৃদয়ে উল্লাস।
নৃসিংহ লক্ষ্য করি করে বাহ্যে দুঃখাভাস ॥৬৩॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি।
জগন্নাথ নৃসিংহ সহ কিছু ভেদ নাই ॥
ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈত মন।
তাহা দেখাইল প্রভু করিয়া ভোজন ॥৬৪॥

উপহার—উপঢৌকন দ্রব্য ॥৫৬-৫৭॥

পৃথক্ করিয়া তিন ভোগ দিবার অভিপ্রায় পশ্চাদুক্ত "স্বয়ং ভগবান" ইত্যাদি দুই পয়ারে ব্যক্ত করিয়াছেন, তথায় দেখিবেন ॥৫৮॥

দেখি, অর্থাৎ নৃসিংহানন্দ ধ্যানে দেখিতেছেন ॥৫৯॥—॥৬১॥

"নৃসিংহের" ইতি। জিয়ে—জীবিত থাকে। এখানে ইহা জানিবেন, নৃসিংহানন্দ নৃসিংহদেবের সেবায় পরম নিষ্ঠাবান ছিলেন বলিয়া শ্রীনৃসিংহের উপবাস বলিতেছেন, নচেৎ তিনি অতত্ত্বজ্ঞ হয়েন, এবং পর পয়ারোক্ত "হৃদয়ে উল্লাস" এই বাক্য ব্যর্থ হয় ইতি ॥৬২॥

শ্রীনৃসিংহ নিজ ইষ্টদেব বলিয়া তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া ॥৬৩॥ শ্রীকৃষ্ণ-

ভোজন করিয়া প্রভু গেলা পাণিহাটি।
সন্তোষ পাইল দেখি ব্যঞ্জন পরিপাটি ॥৬৫॥
শিবানন্দ কহে কেন করহ ফুৎকার।
ব্রহ্মচারী কহে দেখ তোমার প্রভুর ব্যবহার ॥৬৬॥
তিন জনার অন্ন ইহোঁ সকল খাইল।
জগন্নাথ নৃসিংহের উপবাস হৈল ॥৬৭॥
শুনি শিবানন্দের চিত্তে হইল সংশয়।
কিবা প্রেমাবেশে কহে কিবা সত্য হয় ॥৬৮॥
তবে শিবানন্দে পুনঃ কহে ব্রহ্মচারী।
সামগ্রী আন নৃসিংহ লাগি পুনঃ পাক করি ॥৬৯॥
তবে শিবানন্দ সব সামগ্রী আনিল।
পাক করি নৃসিংহেরে ভোগ লাগাইল ॥৭০॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ লঞা ভক্তগণ।
নীলাচলে গিয়া প্রভুর দেখিল চরণ ॥৭১॥
এক দিন সভাতে প্রভু বাৎ চালাইল।
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিল ॥৭২॥
গতবর্ষ পৌষে মোরে করাল্য ভোজন।
কভু নাহি খাই ঐছে সুমিষ্ট ব্যঞ্জন ॥৭৩॥

চৈতন্য স্বয়ং ভগবান, অতএব তিনিই জগন্নাথরূপে এবং নৃসিংহরূপে প্রকাশ পায়েন, ইহাতে ঐ জগন্নাথ এবং নৃসিংহ তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ নাই, এইটি জানিতে প্রদ্যুম্নের গূঢ় অভিপ্রায় ছিল, মহাপ্রভু তিন ভোগ গ্রহণ করিয়া ঐ অভেদ তাঁহাকে দেখাইলেন। তাহা হইলে নৃসিংহানন্দ ঐ অভেদ জানিবার জন্য তিন ভোগ দেন, মহাপ্রভু ঐ তিন ভোগ ভোজন করিয়া সেই অভেদ দেখাইলেন, কেননা ভেদ না থাকাতেই তিনি তাহা ভোজন করেন ॥৬৪॥৬৫॥

ব্রহ্মচারী—নৃসিংহানন্দ ॥৬৬॥

জগন্নাথের নিজরূপে ভোজন হয় নাই বলিয়া তাঁহারও উপবাস বলিয়াছেন, নচেৎ "জগন্নাথে তোমার ঐক্য হয়, তার ভোগ" এই ৬১ বাক্য ব্যর্থ হয় ॥৬৭—॥৬৯॥

নৃসিংহের এবং তদুপলক্ষিত জগন্নাথের ॥৭০॥৭১॥

বাৎ—বাক্য। চালাইল—উত্থাপন করেন ॥৭২॥৭৩॥

শুনি ভক্তগণ মনে আশ্চর্য্য হইল।
শিবানন্দের মনে তবে প্রতীতি জন্মিল ॥৭৪॥
এই মত শচী গৃহে সতত ভোজন।
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন শ্রবণ ॥৭৫॥
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখে আসি বারে বারে।
নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে ॥৭৬॥
প্রেমবশ গৌর প্রভু যাহাঁ প্রেমোত্তম।
প্রেমবশ হয়্যা তাঁহা দেন দরশন ॥৭৭॥
শিবানন্দের প্রেমসীমা কে বর্ণিতে পারে।
যার প্রেমে বশ প্রভু আস্তে বারে বারে ॥৭৮॥
এইত কহিল গৌরের আবির্ভাব।
ইহা যেই শুনে জানে চৈতন্য প্রভাব ॥৭৯॥
পুরুষোত্তমে প্রভু পাশে ভগবান আচার্য্য।
পরম বৈষ্ণব তিহোঁ সাধু মহা আর্য্য ॥৮০॥
সখ্যভাবাক্রান্ত চিত্ত গোপ অবতার।
স্বরূপ গোসাঞির সহ সখ্য ব্যবহার ॥৮১॥
একান্ত ভাবে আশ্রিয়াছেন চৈতন্যচরণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুকে তিহোঁ করেন নিমন্ত্রণ ॥৮২॥
ঘর ভাত করি করেন বিবিধ ব্যঞ্জন।
একলে গোসাঞি লয়্যা করান ভোজন ॥৮৩॥
তাঁর পিতা বড় বিষয়ী শতানন্দ খান।
বিষয় বিমুখ আচার্য্য বৈরাগ্য প্রধান ॥৮৪॥
গোপাল ভট্টাচার্য্য নাম তাঁর ছোট ভাই।
কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেলা তাঁর ঠাঞি ॥৮৫॥

প্রতীতি জন্মিল—"ব্রহ্মচারী কহে দেখ—" ৬৬ ইত্যাদ্যুক্ত নৃসিংহানন্দ বাক্যে প্রত্যয় হইল ॥৭৪॥—॥৭৬॥

উক্ত আবির্ভাবের প্রতি হেতু দেখাইতেছেন "প্রেম" ইতি। ভক্তের উত্তম প্রেমই তাঁহার প্রতি হেতু, ইতিভাব ॥৭৭॥ আস্তে—আসেন ॥৭৮-৭৯॥

অপর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন "পুরুষোত্তমে" ইত্যাদি ॥৮০॥—॥৮২॥

ঘর ভাত করি—গৃহে অন্নাদি পাক করিয়া ॥৮৩॥ তাঁর—ভগবান আচার্য্যের ॥৮৪॥

আচার্য্য তাহারে প্রভু পদে মিলাইলা।
অন্তর্য্যামী প্রভু চিত্তে সুখ না পাইলা ॥৮৬॥
আচার্য্য সম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীত্যাভাস।
কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস ॥৮৭॥
স্বরূপ গোসাঞিকে আচার্য্য কহে আর দিনে।
বেদান্ত পড়িয়া গোপাল আস্যাছে এখানে ॥৮৮॥
সবে মেলি আইস শুনি ভাষ্য ইহার স্থানে।
প্রেম ক্রোধ করি স্বরূপ বলয়ে বচনে ॥৮৯॥
বুদ্ধি ভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে ॥৯০॥
বৈষ্ণব হইয়া যেবা শারীরক ভাষ্য শুনে।
সেব্য সেবক ভাব ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বরমানে ॥৯১॥
মহাভাগবত কৃষ্ণ প্রাণধন যার।
মায়াবাদ শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তার ॥৯২॥
আচার্য্য কহেন আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্তে।
আমা সবার মন ভাষ্য নারে চালাইতে ॥৯৩॥

বেদান্ত বলিতে এখানে শারীরক ভাষ্য, কেননা পশ্চাৎ উহাই বলিয়াছেন ॥৮৫।৮৬॥

সুখ না পাইবার কারণ বলিতেছেন "কৃষ্ণ" ইতি। অর্থাৎ বেদান্ত পাঠে গোপালের কৃষ্ণভক্তি না থাকায় শ্রীমহাপ্রভু তাহাতে সুখ পায়েন নাই ॥৮৭॥

আচার্য্য—ভগবান্ আচার্য্য ॥৮৮।৮৯॥ মায়াবাদ—রজ্জু সর্পবৎ জগৎ মিথ্যা, এই বিচার করিয়াছেন বলিয়া শারীরক ভাষ্যকে মায়াবাদ বলে ॥৯০॥

শারীরক ভাষ্যে ঈশ্বর ও জীবের একতা বলিয়াছেন, সুতরাং তৎশ্রবণে ঈশ্বর সেব্য আর আমি (জীব) তাঁহার সেবক, এই ভাব না থাকায় জীব আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া মানে ॥৯১॥

চিত্ত ফিরে—অর্থাৎ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া মানায় শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি থাকে না। এখানে ইহা জানিবেন, মায়াবাদ শ্রবণে চিত্ত ফিরে, ইহা ঐ বাদ-খণ্ডন অসমর্থ জনের প্রতি বলিয়াছেন, কিন্তু তৎসমর্থ শাস্ত্রাচার্য্যের প্রতি নহে, কেননা তৎশ্রবণাদি ব্যতীত তৎখণ্ডনপূর্ব্বক শাস্ত্র মত স্থাপন হয় না, দ্বিতীয়তঃ পরমভক্ত শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতির মায়াবাদ বিশেষ জানা ছিল, ইহা ভক্তিগ্রন্থে দেখা যায় ॥৯২॥ ভাষ্য—শারীরক ভাষ্য ॥৯৩॥

স্বরূপ কহে তথাপি মায়াবাদ শ্রবণে।
চিদ্ব্রহ্ম মায়া মিথ্যা এই মাত্র শুনে ॥৯৪॥
জীবজ্ঞান কল্পিত ঈশ্বর সকল অজ্ঞান।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন প্রাণ ॥৯৫॥
তবে লজ্জা পায়্যা আচার্য্য মৌন মৌনলা।
আর দিন গোপালেরে দেশে পঠাইলা ॥৯৬॥
একদিন আচার্য্য প্রভুকে কৈলা নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত করি করে অভীষ্ট ব্যঞ্জন ॥৯৭॥
ছোট হরিদাস নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া।
তারে কহেন আচার্য্য ডাকিয়া আনিয়া ॥৯৮॥
মোর নামে শিখি মাহিতির ভগিনী স্থানে গিয়া।
ওরোয়া চালু এক মান আনহ মাগিয়া ॥৯৯॥
মাহিতির ভগিনীর নাম মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী ॥১০০॥
প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সার্দ্ধ তিন জন ॥১০১॥

চিৎ জ্ঞানমেব ব্রহ্ম নতু সাকারং মায়া মিথ্যেবেতি মায়াকল্পিতং বৎ জগৎ তন্মিথ্যেবেতি ভাষ্যং ॥৯৪॥

জীব জ্ঞানেন কল্পিতা ঈশ্বরাস্তে সর্ব্বে অজ্ঞানা ইত্যর্থঃ ॥৯৫॥

ওরোয়া চালু ওরা ইতি প্রসিদ্ধ ধান্য তণ্ডুল মিত্যর্থঃ। এক মান এক কাঠা ইতি নীচোক্তিঃ ॥৯৯॥

চিৎ—জ্ঞানই ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্ম নিরাকার কিন্তু সাকার নহে, মায়া মিথ্যা অতএব মায়াকল্পিত জগৎ মিথ্যা, এই মাত্র কথা ঐ ভাষ্যে শুনিতে পাওয়া যায় ॥৯৪॥

'জীব' ইতি। অর্থাৎ জীব নিজ বুদ্ধিদ্বারা ঈশ্বররূপ কল্পনা করিয়াছে কিন্তু বাস্তবিক তাহার রূপ নাই, অতএব ঐ কল্পনা অজ্ঞানকৃত। যাহার শ্রবণে—ঐ ভাষ্যের কথা শ্রবণে। ফাটে মন প্রাণ, অর্থাৎ ঈশ্বরের সত্য দেহকে কল্পিত বলে বলিয়া দুঃখ হয় ॥৯৫॥—॥৯৮॥

ওরোয়া চালু—ওরা নামক শালি ধান্যের চাল। এক মান—এক কাঠা,

স্বরূপগোসাঞি আর রায় রামানন্দ।
শিখিমাহিতি তাঁর ভগিনী অর্দ্ধজন ॥১০২॥
তার ঠাঞি তণ্ডুল মাগি আনিল হরিদাস।
তণ্ডুল দেখি আচার্য্যের অধিক উল্লাস ॥১০৩॥
সুখে রান্ধিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন।
দেউল প্রসাদ আদা চাকিলেম্বু লবণ ॥১০৪॥
মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।
শাল্যন্ন দেখি প্রভু আচার্য্যে পুছিলা ॥১০৫॥
উত্তম অন্ন এত তণ্ডুল কাহাঁতে পাইলা।
আচার্য্য কহে মাধবী পাশ মাগি আনাইলা ॥১০৬॥
প্রভু কহে কোন যাই মাগিয়া আনিল।
ছোট হরিদাসের নাম আচার্য্য কহিল ॥১০৭॥
অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজন করিলা।
নিজ গৃহে আসি গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা ॥১০৮॥
আজি হৈতে আমার এই আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইহাঁ আসিতে না দিবা ॥১০৯॥
দ্বার মানা হৈল হরিদাস দুঃখী হৈল মনে।
কি লাগিয়া দ্বার মানা কেহো নাহি জানে ॥১১০॥
তিন দিন হরিদাস করে উপবাস।
স্বরূপাদি তবে পুছিল প্রভুর পাশ ॥১১১॥
কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস।
কি লাগিয়া দ্বার মানা করে উপবাস ॥১১২॥
প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥১১৩॥

অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অধিক এক সের ॥৯৯—॥১০১॥

স্ত্রীলোক বলিয়া মাধবীকে অর্দ্ধজন বলিয়াছেন ॥১০২॥১০৩॥

দেউল প্রসাদ—শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে আনিত প্রসাদ ॥১০৩॥—॥১১২॥

প্রকৃতি—স্ত্রী, অর্থাৎ মাধবী দেবীর সহিত কথা কহাতে বৈরাগী হরিদাস স্ত্রী সম্ভাষণ করিয়াছে, এই বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়াছি ॥১১৩॥

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মহামুনির মন ॥১১৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ম স্কন্ধে ১৯ অ, ১৫শ শ্লোকে শুকদেববাক্যং ;—

মাত্রা স্বস্রাদুহিত্রাবা নবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥২॥

ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া ॥১১৫॥
এত বলি মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা।
গোসাঞি আবেশ দেখি সবে মৌন হৈলা ॥১১৬॥
আর দিনে সবে মেলি প্রভুর চরণে।
হরিদাস লাগি কিছু কৈল নিবেদনে ॥১১৭॥
অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হইল না করিবে অপরাধ ॥১১৮॥
প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন ॥১১৯॥
নিজ কার্য্যে যাহ সবে ছাড় বৃথা কথা।
কহ যদি পুনঃ আমা না দেখিবে হেথা ॥১২০॥
এত শুনি সবে নিজ কর্ণে হস্ত দিয়া।
নিজ নিজ কার্য্যে সবে গেলত উঠিয়া ॥১২১॥

স্ত্রী সন্নিধানন্তু সর্ব্বথাত্যাজ্যমিত্যাহ মাত্রেতি। অবিবিক্তং সংকীর্ণমাসনং যস্য সঃ। কর্ষতি আকর্ষতি। ইতি শ্রীস্বামী ॥২॥

দুর্নিবার্য্য ইন্দ্রিয়গণ সহজেই নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করে,এবং দারু প্রকৃতি—কাষ্ঠনির্ম্মিত স্ত্রী আকৃতি মহামুনির—জিতেন্দ্রিয়গণের মন হরণ করে ॥১১৪॥

এ শ্লোকের অন্বয় সহজ আছে।

মাতা ভগিনী এবং কন্যা, ইহাদের সহিত একাসনে বসিবে না, কেননা বলবান ইন্দ্রিয় সকল বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করে ॥২॥

"দুর্ব্বার—" এই অর্দ্ধ পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥২॥

মর্কট বৈরাগ্য—বানরবৎ বাহ্য বৈরাগ্য। বুলে—ভ্রমণ করে ॥১১৫॥—॥১১৯॥ না দেখিবে হেথা অর্থাৎ এ স্থানে থাকিব না ॥১২০॥—॥১২৪॥

আর দিন সবে পরমানন্দ পুরী স্থানে।
প্রভুকে প্রসন্ন কর কৈল নিবেদনে ॥১২২॥
তবে পুরী গোসাঞি একলে প্রভু স্থানে আইলা।
সম্ভ্রমে প্রভু তারে সম্ভ্রমে বসাইলা ॥১২৩॥
পুছিল কি আজ্ঞা কেনে হৈল আগমন।
হরিদাসে প্রসাদ লাগি কৈল নিবেদন ॥১২৪॥
শুনিয়া কহেন প্রভু শুনহ গোসাঞি।
সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঞি ॥১২৫॥
মোরে আজ্ঞা দেহ মুঞি যাঙ আলালনাথ।
একলা রহিব তাহাঁ গোবিন্দ মাত্র সাথ ॥১২৬॥
এত বলি প্রভু যদি গোবিন্দে বোলাইলা।
পুরীকে নমস্কার করি উঠিয়া চলিলা ॥১২৭॥
আস্তেব্যস্তে পুরী গোসাঞি প্রভু আগে গেলা।
অনুনয় করি প্রভুকে ঘরে বসাইলা ॥১২৮॥
তোমার যে ইচ্ছা কর স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর ॥১২৯॥
লোক হিত লাগি তোমার সব ব্যবহার।
আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার ॥১৩০॥
এত বলি পুরী গোসাঞি গেলা নিজ স্থানে।
হরিদাস ঠাঞি আইলা সব ভক্তগণে ॥১৩১॥
স্বরূপ গোসাঞি কহে শুন হরিদাস।
সবে তোমার হিত বাঞ্ছে করহ বিশ্বাস ॥১৩২॥
প্রভু হঠ পড়িয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কভু কৃপা করিবেন যাতে দয়ালু অন্তর ॥১৩৩॥
তুমি হঠ কৈলে তাঁর হঠ সে বাড়িবে।
স্নান ভোজন কর তাঁর আপনে ক্রোধ যাবে ॥১৩৪॥
এত বলি তারে স্নান ভোজন করাইয়া।
আপন ভবন আইলা তারে আশ্বাসিয়া ॥১৩৫॥

এই ঠাঞি—এই স্থানে ॥১২৫॥—॥১৩২॥ হঠ—বল, অর্থাৎ জিদ ॥১৩৩॥—॥১৩৭॥

প্রভু যদি বসি জগন্নাথ দরশনে।
দূরে রহি হরিদাস করেন দর্শনে ॥১৩৬॥
মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু কে পারে বুঝিতে।
নিজ ভক্তে দণ্ড করে ধর্ম্ম শিখাইতে ॥১৩৭॥
দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী সম্ভাষণে ॥১৩৮॥
এইমতে হরিদাসের এক বৎসর গেল।
তভু মহাপ্রভুর মনে প্রসাদ নহিল ॥১৩৯॥
রাত্রি শেষে প্রভুকে দণ্ডবৎ করিয়া।
প্রয়াগেতে গেলা কারে কিছু না বলিয়া ॥১৪০॥
প্রভু পাদ প্রাপ্তি লাগি সংকল্প করিল।
ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল ॥১৪১॥
সেই ক্ষণে দিব্য দেহে প্রভু স্থানে আইলা।
প্রভুর কৃপা পাইয়া অন্তর্দ্ধানে রহিলা ॥১৪২॥
গন্ধর্ব্ব দেহে গান করেন অন্তর্দ্ধানে।
রাত্রে প্রভুরে গীত শুনায় অন্য নাহি শুনে ॥১৪৩॥
এক দিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্তগণে।
হরিদাস কাহাঁ তারে আনহ এখানে ॥১৪৪॥
সবে কহে হরিদাস বর্ষপূর্ণ দিনে।
রাত্রে উঠি কাহাঁ গেলা কেহ নাহি জানে ॥১৪৫॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাঁসিয়া রহিলা।
সব ভক্তগণের মনে বিস্ময় জন্মিলা ॥১৪৬॥
এক দিন জগদানন্দ স্বরূপ গোবিন্দ।
কাশীশ্বর শঙ্কর দামোদর মুকুন্দ ॥১৪৭॥
সমুদ্র স্নানে গেলা সবে তনে কথো দূরে।
হরিদাস গায়েন যেন তাকি কণ্ঠস্বরে ॥১৪৮॥

স্ত্রী সম্ভাষণ এই সাধারণ উক্তি থাকায় বৈরাগীব্যক্তি স্ত্রী মাত্রের এবং গৃহস্থ বৈষ্ণবী পরস্ত্রীর সম্ভাষণ ত্যাগ করেন, জানিবেন ।১৩৮।—১৪১॥

তুলনা—ভক্তি রত্নাকর ১২ তরঙ্গ ৩৫৮ পৃষ্ঠা।

মনুষ্য না দেখে মধুর গীত মাত্র শুনে।
গোবিন্দাদি সবে মেলি কৈল অনুমানে ॥১৪৯॥
বিষাদি খাইয়া হরিদাস আত্মঘাত কৈল।
সেই পাপে জানি ব্রহ্মরাক্ষস হইল ॥১৫০॥
আকার না দেখি মাত্র শুনি তার গান।
স্বরূপ গোসাঞি কহেন এই মিথ্যা অনুমান ॥১৫১॥
আজন্ম কৃষ্ণ কীর্ত্তন প্রভুর সেবন।
প্রভু কৃপাপাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ ॥১৫২॥
দুর্গতি না হয় তার সদ্গতি সে হয়।
প্রভু ভঙ্গী এই পাছে জানিবে নিশ্চয় ॥১৫৩॥
প্রয়াগ হৈতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপ আইলা।
হরিদাসের বার্ত্তা তিহোঁ সবারে কহিলা ॥১৫৪॥
যৈছে সংকল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা।
শুনি শ্রীবাসাদি মনে বিস্ময় হইলা ॥১৫৫॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লঞা।
প্রভুরে মিলিলা আসি আনন্দিত হঞা ॥১৫৬॥
হরিদাস কাহাঁ যদি শ্রীবাস পুছিল।
স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্ প্রভু উত্তর দিল ॥১৫৭॥
তবে শ্রীবাস তার বৃত্তান্ত কহিল।
যৈছে সংকল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল ॥১৫৮॥
শুনি প্রভু হাঁসি কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত।
প্রকৃতি দর্শন কৈলে তার এই প্রায়শ্চিত্ত ॥১৫৯॥
স্বরূপাদি মিলি তবে বিচার করিলা।
ত্রিবেণী প্রভাবে হরিদাস প্রভু পাশ আইলা ॥১৬০॥

ব্রহ্মরাক্ষস—ব্রহ্মদৈত্য নামক ভূত বিশেষ ॥১৫০॥

উহাতে হেতু এই "আকার" ইত্যাদি ॥১৫১॥—॥১৫৬॥

স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্—লোক নিজ কর্ম্মের ফলভোগ করে, অর্থাৎ হরিদাস যেমন করিয়াছে তেমনি তাহার ফলভোগ করিতেছে ॥১৫৭॥১৫৮॥

দর্শন অর্থাৎ সম্ভাষণাদি। তার—সাধারণ বৈরাগী জন মাত্রের। এখানে এইটি জানিবেন, বৈরাগী ব্যক্তির স্ত্রীমাত্র সম্ভাষণে এবং গৃহস্থ ব্যক্তির পরস্ত্রী সম্ভাষণ বিশেষে প্রায়শ্চিত্তই প্রমশ্চিত্ত ॥১৫৯॥—॥১৬১॥

এই মত লীলা করে শচীর নন্দন।
যাহা শুনি ভক্তগণের জুড়ায় কর্ণ মন ॥১৬১॥
আপন কারুণ্য লোকে বৈরাগ্য শিক্ষণ।
স্বভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকটীকরণ ॥
তীর্থের মহিমা নিজ ভক্তের আত্মসাত।
এক লীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত ॥১৬২॥
মধুর চৈতন্যলীলা সমুদ্র গম্ভীর।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত ধীর ॥১৬৩॥
বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত।
তর্ক না করিহ তর্কে হয় বিপরীত ॥১৬৪॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৬৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস দণ্ডরূপ-শিক্ষা নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥২॥

কারুণ্য—হরিদাসের প্রতি দণ্ডদ্বারা দয়া প্রকাশ। তীর্থের—প্রয়াগের।

কার্য্য পাঁচ—আপন কারুণ্য, বৈরাগ্য শিক্ষণ, স্বভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকাশ, তীর্থের মহিমা ও নিজ ভক্তের আত্মসাৎ, এই পাঁচ কার্য্য। সাত ইহা অনিশ্চিত বাচক অর্থাৎ ঐরূপ পাঁচ সাত কার্য্য করেন ॥১৬২॥—॥১৬৫॥

ইতি অন্ত্য-সুধানকারিণী নাম ব্যাখ্যা দ্বিতীয় ॥২॥

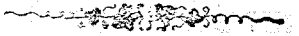

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং তংসজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতাশ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥১॥
পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণ কুমার।
পিতৃশূন্য মহাসুন্দর মৃদু ব্যবহার ॥২॥
প্রভু স্থানে নিত্য আইসে করে নমস্কার।
প্রভু সঙ্গে বাত কহে প্রভু প্রাণ তার ॥৩॥
প্রভুতে তাহার প্রীতি প্রভু দয়া করে।
দামোদর তার প্রীতি সহিতে না পারে ॥৪॥
বার বার নিষেধ করে ব্রাহ্মণ কুমারে।
প্রভু না দেখিলে সেই রহিতে না পারে ॥৫॥
নিত্য আইসে প্রভু তারে করে মহাপ্রীত।
যাহাঁ প্রীতি তাহাঁ আইসে বালকের রীত ॥৬॥
তাহা দেখি দামোদর দুঃখ পায় মনে।
বলিতে না পারে বালক নিষেধ না মানে ॥৭॥

শ্রীমহাপ্রভু লোকশিক্ষার নিমিত্ত শ্রীহরিদাসের প্রতি দণ্ড বিধান করেন, এইটি পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, এ পরিচ্ছেদে তিনি সেই শিক্ষার নিমিত্ত নিজেচ্ছাপূর্ব্বক দণ্ডের কার্য্য করিয়া শ্রীদামোদরের বাক্যদণ্ড অঙ্গীকার করেন, এইটি বর্ণনা করিয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুর গুণ বর্ণনা করিয়াছেন।

অথ ব্যাখ্যা।

"বন্দেঽহং" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের প্রথম শ্লোকে দেখিবেন ॥১॥

বাত—কথা ॥৩॥ তার—সেই বালকের ॥৩॥

আর দিন সেই বালক প্রভু স্থানে আইলা।
গোসাঞি তারে প্রীতি করি বার্ত্তা পুছিলা ॥৮॥
কতক্ষণে সে বালক উঠি যবে গেলা।
সহিতে না পারি দামোদর কহিতে লাগিলা ॥৯॥
অন্যোপদেশে পণ্ডিত গোসাঞির ঠাই।
গোসাঞি গোসাঞি এবে জানিব গোসাঞি ॥১০॥
এবে গোসাঞির যশোগুণ সর্ব্ব লোকে গাইবে।
তবে গোসাঞির মহাপ্রতিষ্ঠা পুরুষোত্তমে হৈবে ॥১১॥
শুনি প্রভু কহে কাহাঁ কহ দামোদর।
দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥১২॥
স্বচ্ছন্দে আচরণ কর কে পারে বলিতে।
মুখর জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে ॥১৩॥
পণ্ডিত হয়্যা মনে কেনে বিচার না কর।
রাণ্ডীব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেন কর ॥১৪॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনি সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী ॥১৫॥
তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোকের কাণাকাণি বাতে দেহ অবসর ॥১৬॥
এত বলি দামোদর মৌন হইলা।
অন্তরে সন্তোষ প্রভু হাঁসি বিচারিলা ॥১৭॥
ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ।
দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ ॥১৮॥

প্রভুরেও কিছু বলিতে পারে না, এবং বালকও নিষেধ মানে না ॥৭॥—॥৯॥

অন্যোপদেশে—অন্যস্থলে, অর্থাৎ গুণ যশ উৎপন্ন স্থলে। গোসাঞি—গোস্বামী, অর্থাৎ লোকশিক্ষক। এবে—এখানে ॥১০॥১১॥

কাঁহা কহ—কি বলিতেছ ॥১২॥ মুখর—নিরন্তরভাষী অথবা দুর্ম্মুখ। ঈশ্বরস্বপ্রভৃতি দুর্ম্মুখ জনের মুখ আচ্ছাদন করিতে পার ইত্যর্থ ॥১৩॥

রাণ্ডী ইতি এখানে ক্রোধোক্তি। রাণ্ডী—রাঁড়ী বিধবা ইতি যাবৎ ॥১৪॥১৫॥

কাণাকাণি বাতে—কর্ণাকর্ণি বাক্যে। দেহ অবসর—অবকাশ দাও, অর্থাৎ

এতেক বিচারি প্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
আর দিনে দামোদর নিভৃতে বোলাইলা ॥১৯॥
প্রভু কহে দামোদর চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাহাঁ যাঞা ॥২০॥
তোমা বিনা তাহাঁর রক্ষক নাহিয়ে আন।
আমাকেহ যাতে তুমি কৈলে সাবধান ॥২১॥
তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে।
নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে ॥২২॥
আমা হৈতে যে না হয় সে তোমা হৈতে হয়।
আমাকে করিলে দণ্ড আর কেবা হয় ॥২৩॥
মাতার গৃহে যাই রহ মাতার চরণে।
তোমার আগে নহিব কারো স্বচ্ছন্দাচরণে ॥২৪॥
মধ্যে মধ্যে আসিহ তুমি আমার দর্শনে।
কালি শীঘ্র করি তাঁহা করিহ গমনে ॥২৫॥
মাতাকে কহিয় মোর কোটি নমস্কারে।
মোর সুখ কথায় সুখী করিহ তাঁহারে ॥২৬॥
নিরন্তর নিজ কথা তোমাকে শুনাইতে।
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইহাঁতে ॥২৭॥
এত কহি মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইহ।
আর গুহ্যকথা তাঁহে স্মরণ করাইহ ॥২৮॥
বার বার আসি আমি তোমার ভবনে।
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে ॥২৯॥

নিন্দা করুক ॥১৭-১৮॥ নিভৃতে—নির্জ্জনে। বোলাইলা—ডাকিল ॥১৯॥—চলহ—গমন কর ॥২০॥ আমাকেহ—আমাকেও। যাতে—যে হেতু ॥২১।২২॥

যে না হয়—যে নিরপেক্ষতা রক্ষা না হয় ॥২৩॥ চরণে ইতি ভক্তিসূচকবাক্য, অর্থাৎ নিকটে ॥২৪॥—॥২৬॥ "নিরন্তর" ইতি। শ্রীমহাপ্রভু নিজ কথা আপনার কথা, তোমাকে (শ্রীশচীমাতাকে) শুনাইবেন, এই লাগি—এই নিমিত্ত, মোরে—আমাকে (দামোদরকে) ইহাঁতে—নবদ্বীপে পাঠাইয়াছেন। ইহা মাতাকে বলিবে, ইত্যর্থ ॥২৭॥ তাঁহে—মাতাকে ॥২৮।২৯॥

ভোজন করিয়ে আমি তুমি তাহা জান।
বাহ্য বিরহে তাহা স্ফূর্ত্তি করি মান ॥৩০॥
এই মাঘ সংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা।
নানা ব্যঞ্জন ক্ষীর পীঠা পায়স রান্ধিলা ॥৩১॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগায়্যা যবে কৈলে ধ্যান।
আমা স্ফূর্ত্তি হৈল অশ্রু ভরিল নয়ন ॥৩২॥
আস্তেব্যস্তে যাই আমি সকল খাইল।
আমি খাইও দেখি তোমার বড় সুখ হৈল ॥৩৩॥
ক্ষণেকে অশ্রু মুছিয়া শূন্য দেখি পাত।
স্বপ্ন দেখিনু যেন নিমাঞি খাইল ভাত ॥৩৪॥
বাহ্য বিরহ দশার পুনঃ ভ্রান্তি হৈল।
ভোগ না লাগাইল এই সব জ্ঞান হৈল ॥৩৫॥
পাকপাত্র দেখেন সব অন্ন আছে ভরি।
পুনঃ ভোগ লাগাইল স্থান সংস্কার করি ॥৩৬॥
এইমত বার বার করিয়ে ভোজন।
তোমার শুদ্ধ প্রেমে আমা করে আকর্ষণ ॥৩৭॥
তোমার আজ্ঞাতে আমি আছি নীলাচলে।
তোমার নিকট লঞা যায় তোমার প্রেমবলে ॥৩৮॥
এই মত বার বার করাইহ স্মরণ।
আমার নাম লঞা তাঁর বন্দিহ চরণ ॥৩৯॥
এত কহি জগন্নাথের প্রসাদ আনাইল।
মাতাকে বৈষ্ণবে দিতে পৃথক্ পৃথক্ দিল ॥৪০॥

বাহ্য বিরহে—অর্থাৎ স্বরূপতঃ বিরহ না থাকায় বাহিরে বিরহ। তাহা হইলে সর্ব্বব্যাপক শ্রীমহাপ্রভুর নিত্যস্থিতি, ভক্তদের নিমিত্ত বাহিরে শ্রীকৃষ্ণলীলাবৎ প্রকটলীলায় কিছুদিনের জন্য বিরহ, ইহা জানিবেন ॥৩০॥

মাঘ সংক্রান্ত্যে—পৌষশেষে। মাঘ মাসেই সংক্রান্তি হয়, কিন্তু এখানে তাহার বিপরীত করিয়া অন্তক পৌষ মাস শেষে সেই মাসের সংক্রান্তি বলে ॥৩১—৩২॥

আস্তেব্যস্তে—শীঘ্র। তোমার—শ্রীশচীমাতার ॥৩৩॥—॥৩৯॥

মাতাকে এবং বৈষ্ণব সকলকে ॥৪০॥

তবে দামোদর চলি নদীয়া আইলা।
মাতারে মিলিয়া তাঁর চরণে রহিলা ॥৪১॥
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ দিল।
প্রভুর যৈছে আজ্ঞা তাহা পণ্ডিত আচরিল ॥৪২॥
দামোদর আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার।
তার ভয়ে সবে করে সঙ্কোচ ব্যবহার ॥৪৩॥
প্রভুরগণে যার দেখে অল্প মর্য্যাদা লঙ্ঘন।
বাক্য দণ্ড করি করে মর্য্যাদা স্থাপন ॥৪৪॥
এইত কহিল দামোদরের বাক্য দণ্ড।
যাহার শ্রবণে ভাগে অজ্ঞান পাষণ্ড ॥৪৫॥
চৈতন্যের লীলা গম্ভীর কোটি সমুদ্র হৈতে।
কি লাগি কি করে কেহো না পারে বুঝিতে ॥৪৬॥
অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি।
বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি ॥৪৭॥
একদিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা।
তাঁহা লঞা গোষ্ঠী করি তাঁহারে পুছিলা ॥৪৮॥
হরিদাস কলিকালে যবন অপার।
গো ব্রাহ্মণ হিংসা করে মহা দুরাচার ॥৪৯॥
ইহার সবার কোন মতে হইবে নিস্তার।
তাহার হেতু না দেখিয়ে এ দুঃখ অপার ॥৫০॥

চরণে—নিকটে ॥৪১॥

আচার্য্যাদি—শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি। যৈছে আজ্ঞা—মাতাকে যাহা বলিতে বলিয়াছেন, এবং মাতার নিকটে স্থিতি ইত্যাদি যে আজ্ঞা ॥৪২॥—॥৪৪॥

ভাগে—পলায়ন করে ॥৪৫।৪৬॥

গূঢ় অর্থ—শ্রীদামোদরকে মাতার নিকটে কেন রাখিলেন, ইহার গূঢ় অর্থ, অথবা ব্রাহ্মণ্য বালককে ভাল বলিয়া শ্রীদামোদরের বাক্যদণ্ড অঙ্গীকার করা ইহার গূঢ় অর্থ ॥৪৭॥

অপর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন "এক দিন" ইত্যাদি। ৪৮॥

যবন অপার—অর্থাৎ কতক জাতিতে যবন, কতক ব্যবহারে যবন, কেননা "গো" ইত্যাদি ॥৪৯॥—॥৫১॥

হরিদাস কহে প্রভু চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ ॥৫১॥
যবন সকলের মুক্তি হৈব অনায়াসে।
হা রাম হা রাম বোলে কহে নামাভাসে ॥৫২॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে হা রাম হা রাম।
যবনের ভাগ্য দেখ লয় নেই নাম ॥৫৩॥
যদ্যপি অন্য সঙ্কেতে হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ ॥৫৪॥
তথাহি শ্রীনৃসিংহ পুরাণং ;—
দংষ্ট্রি দংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হা রামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তি মাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥২॥
অজামিল পুত্রে বোলায় বলি নারায়ণ।
বিষ্ণুদূত আসি ছাড়ায় তাহার বন্ধন ॥৫৫॥

দংষ্ট্রিনঃ বরাহস্য দংষ্ট্রেণ দন্তেন আহতো ম্লেচ্ছঃ যবনঃ হারামিতি পুনঃ পুনঃ বারং বারং উক্ত্বাপি উচ্চার্য্য কৃত্বা অপি মুক্তিং বৈকুণ্ঠবসতিং আপ্নোতি প্রাপ্নোতি। পুনঃ শ্রদ্ধয়া ভক্তিকঃপতূতয়া গৃণন্ সন্ মুক্তিঃ প্রাপ্যা ইতি কিং বক্তব্যং। ইতি শ্লোকমালা ॥২॥

দংষ্ট্রীদংষ্ট্রাহতঃ ম্লেচ্ছঃ পুনঃ পুনঃ হারামেতি উক্ত্বা অপি মুক্তিং আপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্। ইত্যধরঃ ॥২॥

হারাম—শূকর। বোলে—প্রচলিত বাক্যে, অর্থাৎ অপবিত্র বলিতে হইলে যবনেরা হারাম বলে। নামাভাসে—অন্যের নামে উচ্চারিত ভগবন্নামকে নামাভাস বলে। এখানে অর্থ এই যে, যবনেরা প্রচলিত বাক্যে অপবিত্র বলিবার স্থানে যে হারাম বলে, তাহা হা ইতি শেষে রাম, এই উচ্চারণ হওয়াতে ঐ নাম নামাভাস হইল, এই নামাভাসেই যবনগণ অনায়াসে মুক্ত হইবে ॥৫২॥৫৩॥

অন্য সঙ্কেতে—অন্যের নামে ভগবন্নাম করাতে ॥৫৪॥

দংষ্ট্রিদন্তবিনিষ্টের অর্থাৎ শূকরের দন্তদ্বারা আহত যবনব্যক্তি বারম্বার হারাম বলিয়াও যখন মুক্তি প্রাপ্ত হয়, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম গ্রহণ করিলে মুক্তি পাইবে, ইহার আর বিচিত্রতা কি আছে ॥২॥

"যবন সকলের" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৫৫॥

রাম দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত।
প্রেমবাচী হা শব্দ তাহাতে ভূষিত ॥৫৬॥
নামের অক্ষর সবের এইত স্বভাব।
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব ॥৫৭॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে ১১শ বি, ২৮৯ অ, ধৃতং পদ্ম-পুরাণে ;—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলংগতং বা,
শুদ্ধং বা শুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতা লোভপাষণ্ডমধ্যে,
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্র মেবাত্র বিপ্র ॥৩॥

এতদেব পরিপোষয়ন্ নাম কীর্ত্তনে লাভ পূজাখ্যাত্যর্থতাং পরিত্যাজয়তি নামৈক মিত্যাদি। বাচি গতং প্রসঙ্গাদ্ মধ্যে প্রবৃত্তমপি, স্মরণ পথ গতং কথঞ্চিন্মনঃ স্পৃষ্টমপি, শ্রোত্রমূলং গতং কিঞ্চিৎ শ্রুতমপি, শুদ্ধবর্ণং বা অশুদ্ধ বর্ণ মপিবা। ব্যবহিতং শব্দান্তরেণ যদ্ব্যবধানং বক্ষ্যমাণ নারায়ণ শব্দস্য কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং প্রসঙ্গাদাপতিতং শব্দান্তরং তেন রহিতং সৎ, যদ্বা যদ্যপি হলং রিক্ত মিত্যাদ্যুক্তৌ হকার বিকারয়ো র্বৃত্ত্যা হরীতি নামাস্ত্যেব তথা রাজ-ম্মহিষীত্যত্র রামনামাপি এবমপদপ্যহং তথাপি তন্নাম মধ্যে ব্যবধায়ক মক্ষ-রান্তর মস্তীত্যে তাদৃশ ব্যবধান রহিত মিত্যর্থঃ। যদ্বা ব্যবহিতঞ্চ তদ্রহিতঞ্চাপি বা, তত্র ব্যবহিতং নাম্নঃ কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং কথঞ্চিদাপতিতং শব্দান্তরং সমাধায় পশ্চান্নামাবশিষ্টাক্ষরগ্রহণ মিত্যেবং রূপং মধ্যে শব্দান্তরেণান্তরিত মিত্যর্থঃ। রহিতং পশ্চাদবশিষ্টাক্ষরগ্রহণ বর্জ্জিতং কেনচিদংশেন হীন

একং নাম যস্য বাচি গতং, স্মরণপথগতং, শ্রোত্রমূলং গতং বা, শুদ্ধং, বা অশুদ্ধবর্ণং, ব্যবহিত রহিতং তারয়তি এব, সত্যং, তৎ (নাম) চেৎ (যদি)

উহাতে উদাহরণ দিতেছেন "অজামিল" ইতি। অজামিলের উপাখ্যান শ্রীভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিবেন ॥৫৫॥

ব্যবহিত—ব্যবধান, অর্থাৎ নামের মধ্যে অন্য অক্ষর, যেমন "রাজ মহিষী" এখানে মধ্যকার "জ" ব্যবধান থাকিলেও রাম নাম হয়, কিন্তু যবনোচ্চারিত "রাম" এই দুই অক্ষরের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। "ব্যবহিত" ইহার অপর অর্থ পর শ্লোকের টীকায় দেখিবেন ॥৫৬॥৫৭॥

নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্ব পাপ ক্ষয় ॥৫৮॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে বিভাব লহর্য্যাং ৫২ শ্লোকঃ ;—

তৎ নির্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং,
শ্রদ্ধারজ্যন্মতিরতিতরাং মুক্তয় শ্লোক মৌলিং।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণ কুহরে হন্ত যন্নাম ভানো,
রাভাসোপি ক্ষপয়তি মহাপাতক ধ্বান্তরাশিং ॥৪॥

মিত্যর্থঃ। তথাপি তারতম্যেন সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যো হপরাধেভ্যশ্চ সংসারাদ-প্যুদ্ধারস্বত্বেনেতি সত্যমেব। কিন্তু নামসেবনস্য মুখ্যং যৎ ফলং তন্ন সদ্যঃ সম্পদ্যতে। তথাপি দেহভরণাদ্যর্থমপি নামসেবনেন মুখ্যফলমাশু ন সিদ্ধতীত্যাহ তত্তেতি। অস্য চেৎ যদি দেহাদি মধ্যে নিক্ষিপ্তং দেহ-ভরণাদ্যর্থমেব বিন্যস্তং তদাপি ফলজনকং ন ভবতি কিং অপিতু ভবত্যেব কিন্তু অত্র ইহলোকে শীঘ্রং ন ভবতি কিন্তু বিলম্বেনৈব ভবতীত্যর্থঃ। ইতি দিগ্-দর্শনী ॥৩॥

তৎ নির্ব্যাজমিতি। প্রায়ো ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীবিদুরোপদেশঃ। নান্নি চাভা-সমাত্রং। নমৈকং বহু বচি ভরণপরমত্বং শ্রেত্রমূল গতত্বা শুদ্ধত্বা শুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং ইত্যনুসন্ধেয়ং জ্ঞেয়ং। ইতি দুর্গম-সঙ্গমনী ॥৩॥

দেহভরণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্তং স্যাৎ, বিপ্র (হে) অত্র শীঘ্রং এব ফলজনকং ন। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩॥

গুণনিধে (হে) শ্রদ্ধারজ্যন্মতিঃ (সন্) পাবনানাং পাবনং তং উত্তমশ্লোক-মৌলিং নির্ব্যাজং অতিতরাং ভজ, হন্ত যন্নামভানোঃ আভাসঃ অপি অন্তঃকরণ কুহরে প্রোদ্যন্ (সন্) মহাপাতক ধ্বান্তরাশিং ক্ষপয়তি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩॥

ভগবানের একটি নাম যাহার বাক্যগত, কিম্বা কোনমত প্রকারে মনঃপৃষ্ট, কিম্বা কর্ণগত হয়, কিম্বা ঐ নাম শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বর্ণ হয়, কিম্বা ব্যবহিত বা অব্যবহিত হয়, তথাপি সেই নাম সকলরূপ হইতে সকলঅপরাধ হইতে এবং সংসার হইতে উদ্ধার করে, ইহা সত্য, কিন্তু দেহভরণ ধন জন লোভ ও পাষণ্ডাদি নিমিত্ত কৃত ঐ নাম ইহলোকে শীঘ্র ফলজনক হয় না, কিন্তু হে বিপ্র! বিলম্বে ফলজনক হয় ॥৩॥

"ব্যবহিত হৈলে" ইহার প্রমাণ এই শ্লোকের "অবহিত" ইতি ॥৩॥

নামাভাসে হৈতে হয় সংসারের ক্ষয় ॥৫৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ২য় অ, ৪২ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং ;—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥৫॥

নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্ব শাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী ॥৬০॥
শুনিয়া প্রভুর সুখ বাঢ়য়ে অন্তরে।
পুনরপি ভঙ্গী করি পুছয়ে তাঁহারে ॥৬১॥
পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম।
ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন ॥৬২॥
হরিদাস কহে প্রভু সে কৃপা তোমার।
স্থাবর জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার ॥৬৩॥

ম্রিয়মাণঃ অবশত্বেন শ্রদ্ধাবিহীনোঽপি। ইতি শ্রীস্বামী ॥৫॥

ম্রিয়মাণঃ অজামিলঃ অপি পুত্রোপচারিতং হরেঃ নাম গৃণন্ ধাম অগাৎ, কিং উতঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্। ইত্যন্বয়ঃ ॥৫॥

যদি বল ভোগ ব্যতীত পাপক্ষয় না হওয়াতে যবনের পূর্ব্বকৃত পাপক্ষয় হইবে কিরূপে? ইহাতে বলিতেছেন "নামাভাস" ইতি। নামাভাসেই সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়, ইত্যর্থ ॥৫৮॥

হে গুণনিধে! শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আসক্তচিত্ত হইয়া পরম পবিত্র শ্রীকৃষ্ণকে অকপটভাবে শীঘ্রই ভজন কর, যে শ্রীকৃষ্ণের নামরূপ সূর্য্যের আভাস অন্তঃকরণ গহ্বরে উদয় হইয়া মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশিকে বিনাশ করে ॥৪॥

"নামাভাস" এই পয়ার প্রমাণ এই শেষার্দ্ধ শ্লোক ॥৫॥

যদি বল জ্ঞানব্যতীত মুক্তি না হওয়াতে হারাম শব্দে যবনের মুক্তি হয় কিরূপে? ইহাতে বলিতেছেন "নামাভাসে" ইতি। ঐ নামাভাসেই তাহার মুক্তি হইবে, ইত্যর্থ ॥৫৯॥

শ্রদ্ধাবিহীন অজামিলও পুত্রনামে হরির নাম গ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিলেত হইবেই ॥৫॥

"নামাভাসে" ইহার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৫॥

অর্থ—নামাভাসে মুক্তি হয়, ইহা ॥৬০॥—॥৬৩॥

তুমি যে করিয়াছ এই উচ্চ সংকীর্ত্তন।
স্থাবর জঙ্গমের সেই হয়েত শ্রবণ ॥৬৪॥
শুনিতেই জঙ্গমের সংসার হয় ক্ষয়।
স্থাবরে সে শব্দ লাগে প্রতিধ্বনি হয় ॥৬৫॥
প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীর্ত্তন।
তোমার কৃপা এই অকথ্য কথন ॥৬৬॥
সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্ত্তন।
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম ॥৬৭॥
যৈছে কৈলে ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কহিয়াছেন মোতে ॥৬৮॥
বাসুদেব জীব লাগি কৈল নিবেদন।
তবে অঙ্গীকার কৈলে জীবের মোচন ॥৬৯॥
জগৎ নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
ভক্ত ভাব তাতে করিয়াছ অঙ্গীকার ॥৭০॥
উচ্চ সংকীর্ত্তন তাতে করিয়াছ প্রচার।
স্থিরচর জীবের খণ্ডাল্যে সংসার ॥৭১॥
প্রভু কহে সব জীব মুক্ত যবে হবে।
এইত ব্রহ্মাণ্ড তবে জীবশূন্য হৈবে ॥৭২॥
হরিদাস বলে তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি।
তাবৎ স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব জীব জাতি ॥৭৩॥
সব মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে।
সূক্ষ্ম জীব পুনঃ কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ করিবে ॥৭৪॥
সেই জীব হবে ইহা স্থাবর জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্ব সম ॥৭৫॥

উচ্চ সংকীর্ত্তন—উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন প্রচার ॥৬৩॥—॥৬৮॥

বাসুদেবের কথা মধ্যের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে দেখিবেন ॥৬৯॥৭০॥

স্থির চর—স্থাবর ও জঙ্গম ॥৭১॥—॥৭৩॥

সূক্ষ্ম জীব—সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট জীব, অর্থাৎ যে সকল জীব স্থূলদেহ পায় নাই। কর্ম্ম—পূর্ব্বকৃতসঞ্চিত কর্ম্ম। উদ্বুদ্ধ—জাগরিত। অর্থাৎ অপ্রাপ্ত স্থূলদেহ জীব সকল নিজ নিজ কর্ম্মানুরূপ দেহ পাইবে ॥৭৪॥৭৫॥

রঘুনাথ যেন সব অযোধ্যা লইয়া।
বৈকুণ্ঠ গেলা অন্য জীবে অযোধ্যা ভরিয়া ॥৭৬॥
অবতরি তুমি ঐছে পাতিয়াছ হাট।
কেহো নাহি বুঝে তোমার এই গূঢ় নাট ॥৭৭॥
পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড জীবের খণ্ডাইল সংসার ॥৭৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কং ২৯ অ, ১৫ শ্লোকঃ;—

নচৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥৬॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ৪র্থাংশে ১৫ অ, ১০ম গদ্যাং;—

অয়ং হি ভগবান্ দৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ
সর্ব্বেষাং মুক্তিদঃ পূর্ণৈশ্বর্য্যঃ কৃষ্ণ এতাদৃশ এব ॥৭॥

তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড জীবের করিলে নিস্তার ॥৭৯॥

মচ ভগবতো হরমতিভার ইত্যাহ নচৈব মিতি। যতঃ শ্রীকৃষ্ণাদেতৎ স্থাবরাদিক মপি বিমুচ্যতে। ইতি শ্রীস্বামী ॥৬॥

দর্শনাদিভিঃ সর্ব্বেষাং মুক্তিদঃ অতঃ শ্রীকৃষ্ণ এব পূর্ণৈশ্বর্য্যঃ ইত্যর্থঃ। ইতি চং ॥৭॥

ভবতা ভগবতি অজে যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে এবং বিস্ময়ঃ ন চ কার্য্যঃ, যতঃ (শ্রীকৃষ্ণাৎ) এতৎ (স্থাবরাদিকং) বিমুচ্যতে। ইত্যন্বয়ঃ ॥৬॥

রঘুনাথ—শ্রীরামচন্দ্র। অযোধ্যা—তদ্বাসীলোক। ইহার বিশেষ বিস্তার কথা শ্রীরামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দ্বাবিংশত্যধিকশততম সর্গে দেখিবেন ॥৭৬॥—৭৮॥

হে পরীক্ষিৎ! তুমি ভগবান অজ ও যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে ইহা আশ্চর্য্য বোধ করিও না, কেননা যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে এই স্থাবরাদি সকলই বিমুক্তি লাভ করে ॥৬॥

অন্বয় সহজই আছে।

এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন, কীর্ত্তন বা স্মরণ করিলে তিনি সকলকে মুক্তি প্রদান করেন, অতএব এবম্প্রকার শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ॥৭॥

"পূর্ব্বে যেন" এই পয়ার প্রমাণ এই দুই শ্লোক ॥৭॥

যে কহে চৈতন্য মহিমা মোর গোচর হয়।
সে জানুক মোর পুনঃ এইত নিশ্চয় ॥৮০॥
তোমার যে লীলামৃত সে অপার সিন্ধু।
মোর মনোগোচর নহে তার এক বিন্দু ॥৮১॥
এত শুনি প্রভু মনে চমৎকার হৈল।
মোর গূঢ়লীলা হরিদাস কেমনে জানিল ॥৮২॥
মনের বাক্যাদি তারে কৈল আলিঙ্গন।
বাহ্যে প্রকাশিতে তাহা করিল বর্জ্জন ॥৮৩॥
ঈশ্বর স্বভাব ঐশ্বর্য্য চাহে আচ্ছাদিতে।
ভক্ত ঠাঞি লুকাইতে নারে হয়েত বিদিতে ॥৮৪॥

তথাহি জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রে শ্রীনৃসিংহপ্রদায়কৃত যামুনাচার্য্য স্তোত্রে ১৮ শ্লোকঃ—

উল্লঙ্ঘিত ত্রিবিধ সীমসমাতিশায়ি,
সংভাবনং তবপরিব্রঢ়িমস্বভাবং।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং,
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥৮॥

তবে মহাপ্রভু নিজ ভক্ত পাশে যাঞা।
হরিদাসের গুণ কহে শত মুখ হঞা ॥৮৫॥
ভক্তের গুণ কহিতে প্রভুর বাঢ়য়ে উল্লাস।
ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ তাতে শ্রীহরিদাস ॥৮৬॥
হরিদাসের গুণমহিমা অসংখ্য অপার।
কেহো কোন অংশে বর্ণে নাহি পায় পার ॥৮৭॥
চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন দাস।
হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছেন প্রকাশ ॥৮৮॥

তৈছে—শ্রীকৃষ্ণবৎ ॥৮১॥ গূঢ়লীলা—হরিদাসাদি সকলকার উদ্ধার-করণরূপ লীলা ॥৮২॥ বাহ্যে—বাহ্য লোকের নিকটে। বর্জ্জন—নিষেধ ॥৮৩।৮৪॥ "উল্লঙ্ঘিত" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি আদির তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিবৃত শ্লোকে দেখিবেন। "ঈশ্বর স্বভাব" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৮৪॥

তবে—তাহার পর ॥৮৫—৮৭॥

চৈতন্যমঙ্গলে—শ্রীচৈতন্যভাগবতে ॥৮৮—৯০॥

সব কহা না যায় হরিদাসের চরিত্র।
কেহো কিছু কহে করিতে আপন পবিত্র ॥৮৯॥
বৃন্দাবন দাস যাহা না কৈল বর্ণন।
হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্তগণ ॥৯০॥
হরিদাস যবে নিজ গৃহ ত্যাগ কৈলা।
বেণাপোলের বন মধ্যে কতদিন রহিলা ॥৯১॥
নির্জ্জন বনে কুটির করি তুলসী সেবন।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম সংকীর্ত্তন ॥৯২॥
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন ॥৯৩॥
সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান।
বৈষ্ণববদ্বেষী সেই পাষণ্ড প্রধান ॥৯৪॥
হরিদাসে পূজে লোক সহিতে না পারে।
তাঁর অপমান করিতে নানা উপায় করে ॥৯৫॥
কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়।
বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায় ॥৯৬॥
বেশ্যাগণে কহে এই বৈরাগ্নি হরিদাস।
তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্য ধর্ম্ম নাশ ॥৯৭॥
বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সে কহে তিন দিনে হরিমু তার মতি ॥৯৮॥
খান কহে মোর পাইক যাউক তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে ॥৯৯॥
বেশ্যা কহে মোর সঙ্গ হউক একবার।
দ্বিতীয়বারে ধরিতে পাইক লইব তোমার ॥১০০॥
রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ ধরিয়া।
হরিদাসের বাসা গেলা উল্লসিত হৈয়া ॥১০১॥
তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা।
গোসাঞিকে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া ॥১০২॥

বেণাপোল—যশোহর জেলার একটি গ্রাম ॥৯১॥—॥৯৭॥ ছিদ্র—দোষ ॥৯৬॥—॥৯৮॥
খান—রামচন্দ্র খান। পাইক—গ্রামরক্ষক, অর্থাৎ চৌকীদার ॥৯৯॥—॥১০২॥

অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখায় বসিল দুয়ারে।
কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর স্বরে ॥১০৩॥
ঠাকুর তুমি পরমসুন্দর প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি কোন নারী ধরিতে পারে মন ॥১০৪॥
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ ॥১০৫॥
হরিদাস কহে তোমা করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যা নাম কীর্ত্তন যাবৎ সমাপ্ত আমার ॥১০৬॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিব যে তোমার মন ॥১০৭॥
এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা।
কীর্ত্তন করে হরিদাস প্রাতঃকাল হৈলা ॥১০৮॥
প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা।
সব বার্ত্তা রামচন্দ্র খানেরে কহিলা ॥১০৯॥
আজি আমার সঙ্গ করিবে কহিলা বচনে।
অবশ্য তাহার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে ॥১১০॥
আর দিন রাত্রি হৈলে সে বেশ্যা আইল।
হরিদাস বহু তারে আশ্বাস করিল ॥১১১॥
কালি দুঃখ পাইলে অপরাধ না লইহ আমার।
অবশ্য করিব আমি তোমারে অঙ্গীকার ॥১১২॥
তাবৎ ইহা বসি শুন নাম সংকীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ হবে তোমার মন ॥১১৩॥
তুলসীকে তাঁরে বেশ্যা নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি ॥১১৪॥
রাত্রি শেষ হৈল বেশ্যা উদ্বিমুখি করে।
তার রীতি দেখি হরিদাস কহেন তাহারে ॥১১৫॥

উঘাড়িয়া—উদ্‌ঘাটন করিয়া ॥১০৩॥ —১১০।

তাঁরে—শ্রীহরিদাসকে। অমেধ্য পাদ থাকায় পূর্ব্বদিবসে বেশ্যার মুখে হরিনামের স্ফূর্ত্তি হয় নাই, শ্রীহরিদাসের মুখে নাম শ্রবণে তাঁহার সেই সমস্ত পাপ ধ্বংস হওয়াতে বেশ্যার মুখে নাম অনায়াসেই স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, এজন্য অদ্য বেশ্যা হরি হরি বলিতেছে ॥১১৪॥ উদ্বিমুখি—উষা বস ॥১১৫॥ —১২৯।

কোটি নাম গ্রহণ যজ্ঞ করি এক সঙ্গে।
এই দীক্ষা করিয়াছি হৈল আজি শেষে ॥১১৬॥
আজি সমাপ্ত হৈবে হেন জ্ঞান ছিল।
সমস্ত রাত্রি দিনে সমাপ্তি করিতে নারিল ॥১১৭॥
কালি সমাপ্ত হবে তবে হবে ব্রত ভঙ্গ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবে কালি সঙ্গ ॥১১৮॥
বেশ্যা গিয়া সমাচার খানেরে কহিল।
আর দিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুর ঠাঞি আইল ॥১১৯॥
তুলসীকে ঠাকুরকে নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি ॥১২০॥
নাম পূর্ণ হবে আজি বলে হরিদাস।
তবে পূর্ণ করিব তোমার অভিলাষ ॥১২১॥
কীর্ত্তন করিতে ঐছে রাত্রি শেষ হৈল।
ঠাকুরের সঙ্গে বেশ্যার মন ফিরি গেল ॥১২২॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুর চরণে।
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে ॥১২৩॥
বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ করিয়াছোঁ অপার।
কৃপা করি কর মো অধমের নিস্তার ॥১২৪॥
ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই তারে দুঃখ নাহি মানি ॥১২৫॥
সেই দিন যাইতাম আমি এ স্থান ছাড়িয়া।
তিন দিন রহিলাম তোমার নিস্তার লাগিয়া ॥১২৬॥
বেশ্যা কহে কৃপা করি কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য যাতে যায় ভব ক্লেশ ॥১২৭॥
ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম ॥১২৮॥

তৃতীয় দিবসে বেশ্যার মন ফিরিবার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রভাবে এক দিনের ক্রিয়াকলাপ সঙ্গেই বেশ্যার মন ফিরিত। কিন্তু তাহা না হইয়া প্রথম দিনে চিত্ত-শুদ্ধি, দ্বিতীয় দিনে সাধনভক্তি, তৃতীয় দিনে প্রেমোদয়, এই ক্রমে তৃতীয় দিবসে তাহার মন ফিরিয়াছিল ॥১২৯—১৩০॥

নিরন্তর নাম কর তুলসী সেবন।
অচিরেতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥১২৯॥
এতবলি তারে নাম উপদেশ করি।
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি হরি হরি ॥১৩০॥
তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহ বিত্ত সেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল ॥১৩১॥
মাথা মুড়ি এক বস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে ॥১৩২॥
তুলসী সেবন করে চর্ব্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয় দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ ॥১৩৩॥
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈলা পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দরশনে যান্তি ॥১৩৪॥
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার ॥১৩৫॥
রামচন্দ্র খান অপরাধ বীজ রূপিল।
সেই বীজ বৃক্ষ হঞা আগেতে ফলিল ॥১৩৬॥
মহদপরাধে হৈল ফল অদ্ভুত কথন।
প্রস্তাব পাইয়া কহি শুন ভক্তগণ ॥১৩৭॥
সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খান।
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর সমান ॥১৩৮॥
বৈষ্ণব ধর্ম্ম নিন্দা করে বৈষ্ণব অপমান।
বহু দিনের অপরাধ পাল্য পরিণাম ॥১৩৯॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি গৌড়ে যবে আইলা।
প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা ॥১৪০॥
প্রেম প্রচারণ আর পাষণ্ডদলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ ॥১৪১॥

ঈশ্বর—শ্রীহরিদাসের। বিত্ত—ধন ॥১৩১॥ মাথামুড়ি—মস্তক মুণ্ডন করিয়া ॥১৩২॥ চর্ব্বণ—ছোলা প্রভৃতি ভক্ষণ। কেন দিন বা উপবাস ॥১৩৩॥
মহান্তী—মহদন্তঃকরণবতী। বান্তি—যান ॥১৩৪॥—১৩৯॥
প্রস্তাব—প্রসঙ্গ ॥১৩৭॥—॥১৪১॥

সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইলা তার ঘরে।
আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপ উপরে ॥১৪২॥
অনেক বৈষ্ণব সঙ্গে প্রাঙ্গণ ভরিল।
ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল ॥১৪৩॥
সেবক বলে গোসাঞি মোরে পাঠাইল খান।
গৃহস্থের ঘরে তোমার দিব বাসাস্থান ॥১৪৪॥
গোয়ালার ঘরে গোশালা হয় অত্যন্ত বিস্তার।
ইহা সঙ্কীর্ণ স্থল, তোমার মনুষ্য অপার ॥১৪৫॥
ভিতরে আছিলা ক্রোধে শুনি বাহিরি হৈলা।
অট্ট অট্ট হাসি গোসাঞি কহিতে লাগিলা ॥১৪৬॥
সত্য কহে এই ঘর আমার যোগ্য নয়।
ম্লেচ্ছ গো বধ করে তার যোগ্য হয় ॥১৪৭॥
এত বলি ক্রোধে গোসাঞি উঠিয়া চলিলা।
তারে দণ্ড দিতে সে গ্রামে না রহিলা ॥১৪৮॥
ইহাঁ রামচন্দ্র খান সেবকে আজ্ঞা দিল।
গোসাঞি যাহাঁ বসিলা তার মাটী খোদাইল ॥১৪৯॥
গোময় জলে লেপিলা সব মন্দির প্রাঙ্গণ।
তবু রামচন্দ্রের মন না হৈল পরসন্ন ॥১৫০॥
দস্যু বৃত্তি করে রামচন্দ্র রাজায় না দেয় কর।
ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজির আইল তার ঘর ॥১৫১॥
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রান্ধিল ॥১৫২॥
স্ত্রী পুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া ॥১৫৩॥

সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ রামচন্দ্র খান যে অসদ্ব্যবহার করিবে, তাহা জানেন। তবে যে আসিয়াছিলেন, সেই অপরাধ বীজ ফলাইবার নিমিত্ত জানিবেন ॥১৪২॥১৪৩॥

গৃহস্থের—অপর গৃহস্থ ব্যক্তির ॥১৪৪॥ গোশালা—গোগৃহ। সঙ্কীর্ণ—অল্প ॥১৪৫॥ গোসাঞি—শ্রীনিত্যানন্দ ॥১৪৬॥১৪৭॥

তারে—রামচন্দ্র খানকে ॥১৪৮॥ ইহাঁ—এই স্থানে ॥১৪৯॥১৫০॥

কর—খাজনা ইতি ভাষা ॥১৫১॥—১৫৩॥

সেই ঘরে তিন দিন অবস্থান করেন।
আর দিন সবা লঞা করিল গমন ॥১৫৪॥
জাতি ধন জন খানের সব নষ্ট হৈল।
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল ॥১৫৫॥
মহান্তের অপমান যে দেশ গ্রামে হয়।
এক জনার দোষে সেই সকল নষ্ট হয় ॥১৫৬॥
হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে।
আসিয়া রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে ॥১৫৭॥
হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই মুলুকের মজুমদার।
তাঁর পুরোহিত বলরাম নাম তাঁর ॥১৫৮॥
হরিদাসের কৃপা পাত্র তাতে ভক্তি মানে।
যত্ন করি ঠাকুরে রাখিল সেই গ্রামে ॥১৫৯॥
নির্জ্জন পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন।
বলরাম আচার্য্য গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ ॥১৬০॥
রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন।
হরিদাস ঠাকুরে যাই করেন দর্শন ॥১৬১॥
হরিদাস কৃপা করে তাহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হৈল চৈতন্য পাইবারে ॥১৬২॥
তাঁহা যৈছে হরিদাসের মহিমাখ্যাপন।
সে সব অদ্ভুত কথা শুন ভক্তগণ ॥১৬৩॥

উজাড়—শূন্য ॥১৫৫॥

যদি বল শ্রীহরিদাসের নিকট গ্রামের লোক কোন অপরাধ না করায় গ্রাম উজাড় হয় কেন? ইহাতে বলিতেছেন "মহান্তের" ইতি। অর্থাৎ মহদপরাধী রামচন্দ্র খানের সঙ্গদোষে গ্রাম উজাড় হয়।

এখানে ইহা জানিবেন, পরম শান্ত শ্রীহরিদাস ঠাকুর রামচন্দ্র খানের [illegible] ইচ্ছা করেন নাই, কেননা তাঁহার ক্রোধ নাই। কিন্তু তদপরাধই [illegible] অমঙ্গল করিয়াছে, যেমন শ্রীকপিলাগোপাল সঙ্গরবংশ ধ্বংস করে [illegible]।

দুই—দুই জন। মুলুকের—দেশের। মজুমদার—বাদসাহী আমলে যে [illegible] সম্বন্ধীয় হিসাব পত্র রাখিত ॥১৫৮॥—[illegible]

এক দিন বলরাম বিনতি করিয়া।
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুর লইয়া ॥১৬৪॥
ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান।
পায়ে পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান ॥১৬৫॥
অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন।
দুই ভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্য গোবর্দ্ধন ॥১৬৬॥
হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চ মুখে।
শুনিয়াত দুই ভাই পাইল বড় সুখে ॥১৬৭॥
তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন।
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতের গণ ॥১৬৮॥
কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ॥১৬৯॥
হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল নহে।
নামের ফল কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে ॥১৭০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ২য় অ, ৩৯ শ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং;—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম কীর্ত্ত্যা,
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-,
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥৯॥

আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপ নাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ ॥১৭১॥

"বিনতি" ইতি। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মজুমদার সভায় যাইবার কোনই প্রয়োজন না থাকায় বিনয়াদি করেন। এবং তিনি বিনয়ের বাধ্য হইয়াই সেই সভায় গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে অপর কোনই উদ্দেশ্য ছিলনা, কেননা তিনি নিরপেক্ষ ॥১৬৪॥—॥১৬৬॥

পঞ্চ মুখে—অর্থাৎ আনন্দের সহিত অনেক প্রকারে ॥১৬৭॥—॥১৬৯॥

এই দুই—পাপক্ষয় এবং মোক্ষ ॥১৭০॥

"এবং ব্রতঃ" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি আদির ৭ম, পরিচ্ছেদে ৪র্থ, শ্লোক দেখিবেন। "নামের ফল" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৯॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ধৃত শ্রীধরস্বামীকৃত শ্লোকঃ ;—

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল লোকস্য।
তরণিরিব তিমির জলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম ॥১০॥

এই শ্লোকের অর্থ কর সব পণ্ডিতগণ।
সবে কহে তুমি কহ অর্থ বিবরণ ॥১৭২॥
হরিদাস কহে হৈছে সূর্য্যের উদয়।
না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয় ॥১৭৩॥
চৌর প্রেত রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম কর্ম্ম মঙ্গল প্রকাশ ॥১৭৪॥
ঐছে নামোচ্চারম্ভে পাপাদ্যের ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥১৭৫॥
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে ॥১৭৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ২য় অ, ৪২শ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং ;—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥১১॥

অংহঃ পাপং সকৃদুদয়াৎ একবারমুচ্চারণাৎ। তরণিঃ সূর্য্যো যথা তিমিরং জলধিং অন্ধকারসমুদ্রং সংহরন্ জয়তি তথেতি সম্বন্ধঃ। ইতি চং ॥১০॥

হরেঃ জগন্মঙ্গলং নাম সকৃদুচ্চারণাৎ এব তরণিঃ তিমিরং জলধিং ইব সকললোকস্য অখিলং অংহঃ সংহরৎ জয়তি। ইত্যন্বয়ঃ ॥১০॥

আনুষঙ্গিক—প্রকৃত নহে অর্থাৎ মুক্তি এবং পাপনাশ নামের সঙ্গে আপনিই হয়, অতএব উহা নামের ফল নহে। সূর্য্যের প্রকাশ—অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ারম্ভে অন্ধকার আপনই নষ্ট হয়। ইহার অপর বিশেষ পশ্চাদুক্ত "এই শ্লোকের" ইত্যাদি পয়ারে দেখিবেন ১৭১॥

হরির জগন্মঙ্গল নাম একবার উচ্চারণেই সকল লোকের সমস্ত পাপকে সংহার করিয়া জয়যুক্ত হইতেছে যেমন সূর্য্য অন্ধকার সমূহকে নষ্ট করিয়া জয়যুক্ত হয় ॥১০॥

"আনুষঙ্গিক" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥১০॥

তুমি—শ্রীহরিদাস ঠাকুর ১৭৩ হৈছে—যেমন, উদয় না হইতে তাহার আরম্ভে, তমের—অন্ধকারের। ১৭৩ —১৭৬॥

যেই মুক্তি ভক্ত না লয় কৃষ্ণ চাহে দিতে ॥১৭৭॥

তত্রৈব ৩য় স্কন্ধে ২৯ অ, ১২ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং ;—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥১২॥

গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম এক ব্রাহ্মণ।
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা প্রধান ॥১৭৮॥
গৌড়ে রহে পাতসা আগে আরিন্দাগিরি করে।
বার লক্ষ মুদ্রা সেই পাতসা আগে ধরে ॥১৭৯॥
পরম সুন্দর পণ্ডিত নূতন-যৌবন।
নামাভাসে মুক্তি শুনি না হইল সহন ॥১৮০॥
ক্ষুদ্র হঞা বলে সেই সরোষ বচন।
ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ ॥১৮১॥
কোটী জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়।
এই কহে নামাভাসে সেই মুক্তি হয় ॥১৮২॥
হরিদাস কহে কেন করহ সংশয়।
শাস্ত্রে কহে নামাভাস মাত্রে মুক্তি হয় ॥১৮৩॥
ভক্তি সুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি না ইচ্ছয় ॥১৮৪॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সামান্যভক্তি-লহর্য্যাং ধৃতঃ শ্লোকঃ ;—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মণ্যপি জগদ্গুরো ॥১৩॥

"ত্রিয়মান" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি এই পরিচ্ছেদে ৫ম শ্লোকে দেখিবেন। নামাভাসে মুক্তি হয়, ইহার প্রমাণ এই শ্লোক ॥১১॥

শ্রীকৃষ্ণ মুক্তি দিতে চাহিলেও ভক্ত তাহা গ্রহণ করেন না ॥১৭৭॥

"সালোক্য" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি আদির ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৩৫ শ্লোকে দেখিবেন। "সেই মুক্তি" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥১২॥

আরিন্দা প্রধান—খাজনা বাহকদিগের অধ্যক্ষ ॥১৭৮॥—॥১৮১॥

ভক্তিরসতঃ বলিতেছে, এই—হরিদাস ॥১৮২॥—॥১৮৭॥

বিপ্র কহে নামাভাসে যদি মুক্তি নয়।
তবে তোমার নাক কাটি করহ নিশ্চয় ॥১৮৫॥
হরিদাস কহে যদি নামাভাসে মুক্তি নয়।
তবে আমার নাক কাটিহ এই সুনিশ্চয় ॥১৮৬॥
শুনি সভাসদ উঠে করি হাহাকার।
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার ॥১৮৭॥
বলাই পুরোহিত তারে করিল ভর্ৎসন।
ঘটপটিয়া মূর্খ তুমি ভক্তি কাহা জান ॥১৮৮॥
হরিদাস ঠাকুরের তুঞি কৈলি অপমান।
সর্ব্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ ॥১৮৯॥
শুনি হরিদাস তবে উঠিয়া চলিলা।
মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা ॥১৯০॥
সভা সহিত হরিদাসের পড়িলা চরণে।
হরিদাস হাসি কহে মধুর বচনে ॥১৯১॥
তোমা সবার দোষ নাহি এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তার দোষ নাহি তার তর্কনিষ্ঠ মন ॥১৯২॥
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব।
কোথা হৈতে জানিবে সেই এই মর্ম্ম তত্ত্ব ॥১৯৩॥
যাহ ঘর কৃষ্ণ করুন কুশল সবার।
আমার সম্বন্ধে দুঃখ যেন না হয় কাহার ॥১৯৪॥
তবে সেই হিরণ্যদাস নিজ ঘরে আইল।
সেই ব্রাহ্মণেরে নিজ ঘর মানা কৈল ॥১৯৫॥
তিন দিন ভিতরে সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল।
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল ॥১৯৬॥
চম্পক কলিকা সম হস্ত পদের অঙ্গুলি।
সৌকড় হইল সব টুটে গেল গলি ॥১৯৭॥

'হরে নামেতি' এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি আদির ৭ম পরিচ্ছেদে ৫ম শ্লোকে দেখিবেন। "ভক্তি মুখ" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥১৩॥

হিরণ্য—হোসেন সাহের চক্রবর্ত্তী। নাসা—না মর ॥১৮৫॥—॥১৮৭॥ ঘটপটিয়া—তার্কিক ॥১৮৮॥—॥১৯৫॥

তাহা দেখি সব লোকের হৈল চমৎকার।
হরিদাসে প্রশংসে লোক করে নমস্কার ॥১৯৮॥
যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল।
তথাপি ঈশ্বর তার ভোগ ভুঞ্জাইল ॥১৯৯॥
ভক্তের স্বভাব অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণের স্বভাব ভক্ত নিন্দা সহিতে না পারে ॥২০০॥
বিপ্রের দুঃখ শুনি হরিদাস মনে দুঃখী হৈলা।
বল্লাই পুরোহিত কহি শান্তিপুর আইলা ॥২০১॥
আচার্য্যে মিলিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান ॥২০২॥
গঙ্গাতীরে গোফা করি নির্জ্জনে তাঁরে দিল।
ভাগবত গীতার ভক্তি অর্থ শুনাইল ॥২০৩॥
আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা নির্ব্বাহণ ॥
দুই জন মেলি কৃষ্ণ কথা আস্বাদন ॥২০৪॥
হরিদাস কহে গোসাঞি করি নিবেদন।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন প্রয়োজন ॥২০৫॥
মহা মহা বিপ্র ইহাঁ কুলীন সমাজ।
নীচে আদর কর না বাস ভয় লাজ ॥২০৬॥
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাও ভয়।
সেই কৃপা করিবে যাতে মোর রক্ষা হয় ॥২০৭॥
আচার্য্য কহেন তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্র মত হয় ॥২০৮॥
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধ পাত্র করাইল ভোজন ॥২০৯॥

নাক কাটার কথা হইয়াছিল বলিয়া অগ্রে নাক গলিয়া পড়িল ॥১৯৬॥—॥২০১॥

আচার্য্য—শ্রীঅদ্বৈত ॥২০২॥ গোফা—ক্ষুদ্র গৃহ। তাঁরে—শ্রীহরিদাসকে। ভাগবত এবং গীতার ॥২০৩॥—॥২০৬॥ মোর রক্ষা হয়—অর্থাৎ আমার অপরাধ না হয়। "মোর" স্থানে "তোমার" ইতি পাঠে তোমার লজ্জাদি না হয় ॥২০৭॥২০৮॥

জগতের নিস্তার লাগি করেন চিন্তন।
অবৈষ্ণব জগত কেমনে হইবে মোচন ॥২১০॥
কৃষ্ণ অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিল।
জল তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল ॥২১১॥
হরিদাসে করে গোফায় নাম সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবে এই তাঁর মন ॥২১২॥
দুই জনের ভক্তে চৈতন্য কৈল অবতার।
নাম প্রেম প্রচারি জগত করিল উদ্ধার ॥২১৩॥
আর এক অলৌকিক চরিত্র তাঁহার।
যাহার শ্রবণে লোকে হয় চমৎকার ॥২১৪॥
তর্ক না করিহ তর্কাগোচর তার রীতি।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি ॥২১৫॥
এক দিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া।
নাম সংকীর্ত্তন করে উচ্চ করিয়া ॥২১৬॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি দশ দিক সুনির্ম্মল।
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্নায় করে ঝল-মল ॥২১৭॥
হেন কালে এক নারী অঙ্গনে আইলা।
তার অঙ্গ কান্ত্যে স্থান পীতবর্ণ হৈলা ॥২১৮॥
তার অঙ্গ গন্ধে দশ দিক আমোদিত।
ভূষণের ধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত ॥২১৯॥
আসিয়া তুলসীকে সেই কৈল নমস্কার।
তুলসী পরিক্রমা করি গেলা গোফা দ্বার ॥২২০॥
যোড় হাতে হরিদাসের বন্দিয়া চরণ।
দ্বারে বসি কহে কিছু মধুর বচন ॥২২১॥
জগতের বন্দ্য তুমি রূপ গুণবান।
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথাকে প্রয়াণ ॥২২২॥
মোরে অঙ্গীকার কর হইয়া সদয়।
দীনে দয়া করে এই সাধুর স্বভাব হয় ॥২২৩॥

পাত্রপাত্র—শ্রদ্ধার পাত্র শ্রীহরিদাসকে, ইহার অপর বিশেষ আদির ১০ম, পরিচ্ছেদে "আচার্য্য গোসাঞি" এই ৩২ পয়ার ব্যাখ্যায় দেখিবেন ॥২০৯—২১৩॥ তাঁহার—শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ॥২১৬—॥২২১॥

এত বলি নানা ভাব করয়ে প্রকাশ।
যাহার দর্শনে মুনির ধৈর্য্য হয় নাশ ॥২২৪॥
নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর আশয়।
বলিতে লাগিলা তারে হইয়া সদয় ॥২২৫॥
সংখ্যা নাম সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞ নামে।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতি দিনে ॥২২৬॥
যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্তি তাবৎ না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন সমাপ্তি হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম ॥২২৭॥
দ্বারে বসি শুন তুমি নাম সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্তি হৈলে করিব তোমার প্রীতি আচরণ ॥২২৮॥
এত বলি করেন তিহঁ নাম সংকীর্ত্তন।
সেই নারী বসি করে নাম শ্রবণ ॥২২৯॥
কীর্ত্তন করিতে আসি প্রাতঃকাল হৈল।
প্রাতঃকাল দেখি নারী উঠিয়া চলিল ॥২৩০॥
এই মত তিন দিন করে আগমন।
নানা ভাব দেখায় যাতে ব্রহ্মার হরে মন ॥২৩১॥
কৃষ্ণ পদারবিন্দে মন সদা হরিদাস।
অরণ্যে রোদিত হৈল স্ত্রীভাব প্রকাশ ॥২৩২॥
তৃতীয় দিবসে যদি রাত্রি শেষ হৈল।
ঠাকুরের স্থানে নারী কহিতে লাগিল ॥২৩৩॥
তিন দিন বঞ্চিলা আমা করি আশ্বাসন।
রাত্রি দিনে নহে তোমার নাম সমাপন ॥২৩৪॥
হরিদাস ঠাকুর কহে আমি কি করিব।
নিয়ম করিয়াছি তাহা কেমনে ছাড়িব ॥২৩৫॥
তবে নারী কহে তাঁরে করি নমস্কার।
আমি মায়া করিতে আইলাম পরীক্ষা তোমার ॥২৩৬॥
ব্রহ্মাদি জীবেরে আমি সবারে মোহিল।
একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল ॥২৩৭॥

বন্দ্য—প্রশংসনীয় ॥২২২॥—॥২২৩॥
আশয়—অন্তঃকরণ ॥২২৫॥ সংখ্যা পূর্ব্বক নাম সংকীর্ত্তনের নাম মহাযজ্ঞ।
তাহাতে—সেই মহাযজ্ঞে ॥২২৬॥—॥২৩৫॥

মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে।
তোমার সংকীর্ত্তন কৃষ্ণ নাম শ্রবণে ॥২৩৮॥
চিত্ত শুদ্ধ হৈল চাহে কৃষ্ণ নাম লৈতে।
কৃষ্ণ নাম উপদেশী কৃপা কর মোতে ॥২৩৯॥
চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হৈল ধন্যা ॥২৪০॥
এই বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার।
কোটী কল্পে কভো তার নাহিক নিস্তার ॥২৪১॥
পূর্ব্বে আমি রাম নাম পাঞাছি শিব হৈতে।
তোমা সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে ॥২৪২॥
মুক্তি হেতু তারক হয় রাম নাম।
কৃষ্ণ নাম পাবক করে প্রেমদান ॥২৪৩॥
কৃষ্ণ নাম দেহ তুমি মোরে কর ধন্যা।
আমাকে ভাসাও তৈছে এই প্রেম বন্যা ॥২৪৪॥
এত বলি বন্দিল হরিদাসের চরণ।
হরিদাস কহে কর কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন ॥২৪৫॥
উপদেশ পাঞা মায়া চলিলা হঞা প্রীত।
এ সব কথাতে কারে না জন্মে প্রতীত ॥২৪৬॥
প্রতীত করিতে কহি কারণ ইহার।
যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস সবার ॥২৪৭॥
চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণ প্রেম লুব্ধ হঞা।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া ॥২৪৮॥
কৃষ্ণ নাম লঞা নাচে প্রেম বন্যা ভাসে।
নারদ প্রহ্লাদ আসি মনুষ্য প্রকাশে ॥২৪৯॥

মায়া আমি তোমার পরীক্ষা নিমিত্ত আসিয়াছি, ইত্যর্থ ॥২৩৬॥—॥২৩৯॥

"অনাদিত এব ভক্তায়াং প্রপঞ্চাধিকারিণ্যাং তস্যাং" ইতি ভক্তিসন্দর্ভ প্রমাণে মায়া ভগবদ্দাসী বলিয়া শ্রীচৈতন্যের ভবিষ্যদবতার জানিয়া "চৈতন্যাবতারে" ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন, জানিবেন ॥২৪০॥—॥২৪২॥

রাম নাম পাইয়াও কৃষ্ণনাম লইবার হেতু বলিতেছেন "মুক্তি" ইতি। তারক—উদ্ধারক, পাবক—পবিত্রকারক, অর্থাৎ রামনাম সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া কেবল মুক্তি প্রদান করে, কিন্তু কৃষ্ণনাম সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া

লক্ষ্মী আদি দেবী কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
নাম প্রেম আস্বাদয়ে মনুষ্যে জন্মিয়া ॥২৫০॥
অন্যের কা কথা আপনে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অবতরি করে প্রেম রস আস্বাদন ॥২৫১॥
মায়াদাসী প্রেম মাগে ইহাতে কি বিস্ময়।
সাধু কৃপা নাথ বিনা প্রেম নাহি হয় ॥২৫২॥
চৈতন্য গোসাঞির লীলার এইত স্বভাব।
ত্রিভুবন নাচে গায় পাঞা প্রেম ভাব ॥২৫৩॥
কৃষ্ণ আদি আর যত স্থাবর জঙ্গম।
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন ॥২৫৪॥
স্বরূপ গোসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল।
রঘুনাথ দাস মুখে যে সব শুনিল ॥২৫৫॥
সেই সব লীলা লেখি সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্য কৃপাতে লিখি ক্ষুদ্র জীব হঞা ॥২৫৬॥
হরিদাস ঠাকুরের কহিল মহিমার কণ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ ॥২৫৭॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২৫৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস ঠাকুর মহিমা কথনং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥৩॥

প্রেম প্রদান করে, এইটি আমার কৃষ্ণনাম লইবার হেতু, ইতিভাব ॥২৪৩॥—॥২৪৭॥

ঐ কারণ বলিতেছেন "চৈতন্য" ইত্যাদি সাত পয়ারে। এখানে অভিপ্রায় এই যে, শ্রীচৈতন্যাবতারে ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণ এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, ইহাঁরা সকলেই অবতীর্ণ হইয়া প্রেম আস্বাদন করেন, একারণ কৃষ্ণদাসী মায়াও সেই প্রেম প্রার্থনা করেন, ইহাতে শ্রীচৈতন্যলীলার স্বভাবই কারণ হইয়াছে ॥২৪৮॥—॥২৫৪॥

উক্ত নিজবাক্য সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন "স্বরূপ" ইত্যাদি। উক্ত বাক্যে শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর কড়চাদিই প্রমাণ ইত্যর্থ ॥২৫৫-২৫৬॥

কণ—কণা ॥২৫৭।২৫৮॥

ইতি অন্ত্য-সুধাসঙ্গিনী নাম ব্যাখ্যা তৃতীয় ॥৩॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনং।
দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ শুষ্কং চক্রে পরীক্ষয়া ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥১॥
নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা।
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচলে আইলা ॥২॥
ঝারিখণ্ড বন পথে আইলা চলিয়া।
কভু উপবাস কভু চর্ব্বণ করিয়া ॥৩॥
ঝারিখণ্ডের জলের দোষ উপবাস হৈতে।
গাত্রে কণ্ডু হৈল রক্ত পড়ে খাজুয়াইতে ॥৪॥

পুনঃ প্রাপ্তং পুনরাগতং শ্রীসনাতনং দেহপাতাৎ দেহত্যাগাৎ অবন্ রক্ষন্ পরীক্ষয়া স্নেহং স্বস্য পুরঃপথিগমনাবলোকনাদর্শনং তপ্তবালুকাপথি গমনেন মর্য্যাদারক্ষণার্থং। ইতি চং ॥১॥

শ্রীকৈতঃ বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীসনাতনং দেহপাতাৎ অবন্ স্নেহাৎ পরীক্ষয়া শুষ্কং চক্রে। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

শ্রীমহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে দেহত্যাগ হইতে তাহাকে রক্ষা করেন এবং তাহাকে পরীক্ষা করেন, ইত্যাদি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

অপর ব্যাখ্যা।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে পুনরাগত শ্রীসনাতনকে দেহত্যাগ হইতে রক্ষা করিয়া স্নেহবশতঃ পরীক্ষাদ্বারা তাঁহাকে শুষ্ক করেন, অর্থাৎ শ্রীসনাতনদ্বারা মর্য্যাদারক্ষণ শিক্ষা দেন ॥১॥

ঝারিখণ্ড—শ্রীক্ষেত্র হইতে ঝাড়ী পর্য্যন্ত বন্যপ্রদেশ ॥৩॥ ঝারিখণ্ডের জলের দোষে এবং উপবাসে পিত্তাদি দোষ বৃদ্ধি হওয়াতে গাত্রে কণ্ডু—ব্রণবিশেষ অর্থাৎ চুলকুনি বসা—শরীরস্থ রক্তবিকার, খাজুয়াইতে—চুলকাইতে ॥৪॥

নির্ব্বেদ হইল পথে করেন বিচার ॥
নীচ জাতি দেহ মোর অত্যন্ত অসার ॥৪॥
জগন্নাথ গেলে তাঁর দর্শন না পাইব।
মহাপ্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিব ॥৬॥
মন্দির নিকট শুনি তাঁর বাসা স্থিতি।
মন্দির নিকট যাইতে মোর নাহি শক্তি ॥৭॥
জগন্নাথের সেবক ফিরেন কার্য্য অনুরোধে।
তাঁর স্পর্শ হৈলে মোর হৈবে অপরাধে ॥৮॥
তাতে এই দেহ যদি ভাল স্থানে দিয়ে।
দুঃখ শান্তি হয় আর সদ্গতি পাইয়ে ॥৯॥
জগন্নাথ রথ যাত্রায় হইবেন বাহির।
তাঁর রথ চাকায় এই ছাড়িব শরীর ॥১০॥
মহাপ্রভু আগে আর দেখি জগন্নাথ।
রথে দেহ ছাড়িব এই পরম পুরুষার্থ ॥১১॥
এইত নিশ্চয় করি নীলাচলে আইলা।
লোকে পুছি হরিদাস স্থানে উত্তরিলা ॥১২॥
হরিদাসের কৈল তিহঁ চরণ বন্দন।
জানি হরিদাস তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥১৩॥
মহাপ্রভু দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন।
হরিদাস কহেন প্রভু আসিবে এখন ॥১৪॥
হেনকালে প্রভু উপল ভোগ দেখিয়া।
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞা ॥১৫॥
প্রভু দেখি দুহেঁ পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু হরিদাসে আলিঙ্গিল উঠাইয়া ॥১৬॥
হরিদাস কহেন সনাতন করে নমস্কার।
সনাতন দেখি প্রভুর হৈল চমৎকার ॥১৭॥
সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগে আইলা।
পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা ॥১৮॥

নির্ব্বেদ—ঘৃণা। অসার—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভজনের অযোগ্য ॥৫॥
তাঁর—জগন্নাথের ॥৬-৭॥ তাঁর—শ্রীজগন্নাথ সেবকের ॥৮॥—॥১২॥

মোরে না ছুঁইহ প্রভু পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচ অধম আর কণ্ডু রসা গায় ॥১৯॥
বলাৎকারে প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
কণ্ডুক্লেদ মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥২০॥
সব ভক্তগণ প্রভু মিলাইল সনাতনে।
সনাতন কৈল সবার চরণ বন্দনে ॥২১॥
সবা লঞা বসিল প্রভু পিণ্ডার উপরে।
হরিদাস সনাতন বসিলা পিণ্ডা তলে ॥২২॥
কুশল বার্ত্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে।
তিহোঁ কহে পরম মঙ্গল দেখিনু চরণে ॥২৩॥
মথুরার বৈষ্ণব সবের কুশল পুছিল।
সবার কুশল বার্ত্তা সনাতন জানাইল ॥২৪॥
প্রভু কহে ইহাঁ রূপ ছিল দশ মাস।
ইহাঁ হৈতে গৌড়ে গেলা হৈল দিন দশ ॥২৫॥
তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গাপ্রাপ্তি।
ভাল ছিল রঘুনাথে দৃঢ় তার ভক্তি ॥২৬॥
সনাতন কহে নীচ বংশে মোর জন্ম।
অধর্ম্ম অন্যায় রত মোর কুলধর্ম্ম ॥২৭॥
হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার।
তোমার কৃপাতে বংশে মঙ্গল আমার ॥২৮॥
সেই অনুপম ভাই শিশুকাল হৈতে।
রঘুনাথ উপাসনা করে দৃঢ় চিত্তে ॥২৯॥
রাত্রি দিনে রঘুনাথের নাম আর ধ্যান।
রামায়ণ নিরবধি শুনে করে গান ॥৩০॥
আমি আর রূপ তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর।
আমা দুহাঁ সঙ্গে তিহোঁ রহে নিরন্তর ॥৩১॥

পুছেন—জিজ্ঞাসা করেন ॥২৩॥—॥২৪॥

নীচ বংশে—ইহা দৈন্যোক্তি, আদি বিশেষ মধ্যের প্রথম পরিচ্ছেদে 'নীচ এই ১৮৯ পয়ার ব্যাখ্যায় দেখিবেন ॥২৭॥—॥৩২॥

আমা সবা সঙ্গে কৃষ্ণ কথা ভাগবত শুনে।
তাঁহার পরীক্ষা আমি কৈল দুই জনে ॥৩২॥
শুনহ বল্লভ কৃষ্ণ পরম মধুর।
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেমবিলাস প্রচুর ॥৩৩॥
কৃষ্ণ ভজন কর তুমি আমা দুহাঁর সঙ্গে।
তিন ভাই একত্র রহিব কৃষ্ণ কথা রঙ্গে ॥৩৪॥
এই মত বারবার কহি দুই জন।
আমা দোঁহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন ॥৩৫॥
তোমা দুহাঁর আজ্ঞা আমি কেমনে লঙ্ঘিব।
দীক্ষা মন্ত্র দেয়ায়, কৃষ্ণ ভজন করিব ॥৩৬॥
এত কহি রাত্রিকালে করে চিন্তন।
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ ॥৩৭॥
সব রাত্রি ক্রন্দন করি কৈল জাগরণ।
প্রাতঃকালে আমা দুহাঁয় কৈল নিবেদন ॥৩৮॥
রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছি মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা পাঙ বড় ব্যথা ॥৩৯॥
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুই জন।
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ ॥৪০॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়না না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি যায় ॥৪১॥
তবে আমি দুহেঁ তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
সাধু দৃঢ় ভক্তি তোমার কহি প্রশংসিল ॥৪২॥
যে বংশের উপরে তোমার হয় কৃপা লেশ।
সকল মঙ্গল তার খণ্ডে সব ক্লেশ ॥৪৩॥
গোসাঞি কহেন এই মত মুরারি গুপ্ত।
পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিল তার এই রীত ॥৪৪॥
সেই ভক্ত ধন্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে নিজ জন ॥৪৫॥

৩৮ত—অনুক্রমের নামান্তর ॥৩৩॥—॥৪১॥ সাধু—উত্তম। ৪২।—॥৪৫॥

দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি আনে ॥৪৬॥
ভাল হৈল ইহা তোমার হৈল আগমনে।
এই ঘরে রহ ইহা হরিদাস সনে ॥৪৭॥
কৃষ্ণ ভক্তি রসে দুহেঁ পরম প্রধান।
কৃষ্ণ রস আস্বাদন কর লয় কৃষ্ণ নাম ॥৪৮॥
এত বলি মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা।
গোবিন্দ দ্বারা দোঁহাকারে প্রসাদ পাঠাইলা ॥৪৯॥
এই মত সনাতন রহে প্রভু স্থানে।
জগন্নাথের চক্র দেখি করেন প্রণামে ॥৫০॥
প্রভু আসি প্রতি দিন মিলে দুই জনে।
ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণ কথা কহে কতক্ষণে ॥৫১॥
দিব্য প্রসাদ পায়েন নিত্য জগন্নাথ মন্দিরে।
তাহা আনি নিত্য অবশ্য দেন দুহাকারে ॥৫২॥
এক দিন আসি প্রভু দুহাঁরে মিলিলা।
সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিলা ॥৫৩॥
সনাতন দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে।
কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে ॥৫৪॥
দেহ ত্যাগে কৃষ্ণ না পায়্যা পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণ প্রাপ্ত্যের উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে ॥৫৫॥
দেহত্যাগাদি যত তমো গুণ ধর্ম্ম।
তমো রজো ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে চরণ ধর্ম্ম ॥৫৬॥
ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেম বিনা কৃষ্ণ প্রাপ্তি অন্য হৈতে নয় ॥৫৭॥

সেই ঠাকুর ধন্য ইতি। সনাতন! তোমাকে দেহত্যাগ করিতে দিব না ইতি প্রভুর গূঢ়াভিপ্রায়, এবং ঐ অভিপ্রায়ে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির কথা উত্থাপন অত্রত্য, নচেৎ অকস্মাৎ সে কথা উত্থাপনের কোন প্রয়োজন নাই, জানিবেন ॥৪৬—৪৯॥

পাইয়ে ভজনে—ভজনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় ॥৫৫॥ তমো রজো উপলক্ষিত সত্ত্বগুণও জানিবেন, কেননা প্রকৃত সত্ত্বগুণে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না ॥৫৬-৫৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ১৪ অ, ২০ শ্লো, উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং;—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায় স্তপ স্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ॥২॥

দেহ ত্যাগাদি তমো ধর্ম্ম পাতক কারণ।
সাধক না পায় তাহা হৈতে কৃষ্ণের চরণ ॥৫৮॥
প্রেমে ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমী কৃষ্ণ মিলে সেহ না পায় মরিতে ॥৫৯॥
গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ ॥৬০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৫২ অ, ৩৫ শ্লো, শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য লিখনে রুক্মিণীবাক্যং;—

যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎ প্রসাদং,
জহ্যামসূন্ ব্রত কৃশাঞ্ছত জন্মভিঃ স্যাৎ ॥৩॥

ভবতঃ প্রসাদং যদ্যহং ন লভেয় ন প্রাপ্নুয়াং তর্হি ব্রতৈ রুপবাসাদিভিঃ কৃশান্ অসূন্ প্রাণান্ জহ্যাং ত্যজেয়ং ততঃ কিমিত্যত আহ শত জন্মভিরপি তব প্রসাদঃ স্যাদিতি। ইতি শ্রীস্বামী ॥৩॥

অম্বুজাক্ষ (হে) ভবৎপ্রসাদং যর্হি ন লভেয়, (তর্হি) ব্রত কৃশান্ অসূন্ জহ্যাং, শত জন্মভিঃ (তব প্রসাদঃ) স্যাৎ। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩॥

"ন সাধয়তি" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি আদির ১৭শ, পরিচ্ছেদে ৫ম, শ্লোকে দেখিবেন। "ভক্তি বিনা" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥২॥

তমোধর্ম্ম—তমোগুণ কার্য্য ॥৫৮॥ তবে কেন ভক্তজন দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন? ইহাতে বলিতেছেন "প্রেমী" ইত্যাদি। বিয়োগে—শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে ॥৫৯॥৬০॥

হে পদ্মনেত্র শ্রীকৃষ্ণ! আপনকার অনুগ্রহকে যদি লাভ করিতে না পারি, অর্থাৎ আমাকে (রুক্মিণীকে) বিবাহ না কর, তবে উপবাসাদি দ্বারা কৃশ এই প্রাণকে পরিত্যাগ করিব, অর্থাৎ অনশন ব্রত করিয়া প্রাণত্যাগ করিব, তাহাতে শত জন্মেও তোমার অনুগ্রহ হইবে ॥৩॥

তত্রৈব ২৯ অ, ৩১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং;—

সিঞ্চাঙ্গ ন স্ত্বদধরামৃত পূরকেণ,
হাসাবলোক কলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং।
নোচেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা,
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখেতে ॥৪॥

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রেমধন ॥৬১॥
নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥৬২॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার ॥৬৩॥
দীনের অধিক দয়া করে ভগবান।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥৬৪॥

অঙ্গ হে শ্রীকৃষ্ণ নোঽস্মাকং তদাধরামৃত পূরকেণ তবৈব হাস-হসিতাবলোকনেন কলগীতেন চ জাতো যো হৃচ্ছয়াগ্নিঃ কামাগ্নি স্তং সিঞ্চ নো চে দ্বয়ং তাবদেকো হগ্নি স্তথা বিরহজন্যনিবৃতে যো হগ্নি স্তেন চ উপযুক্ত দেহা দগ্ধ শরীরা যোগিন ইব তে পদয়োঃ পদবীং অন্বিতং ধ্যানেন যাম প্রাপ্নুয়াম। ইতি শ্রীস্বামী ॥৪॥

অঙ্গ (হে) নঃ (অস্মাকং) হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং ত্বদধরামৃত পূরকেণ সিঞ্চ, নোচেৎ বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহাঃ (সত্যঃ) সখে (হে) তে পদয়োঃ পদবীং ধ্যানেন যাম। ইত্যন্বয়ঃ ॥৪।

হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার হাস্যযুক্ত অবলোকন এবং মধুর গান দ্বারা জন্মিয়াছে আমাদের যে কামাগ্নি, তাহাকে তুমি নিজ অধরামৃত জলধারা নির্ব্বাণ কর, যদি তাহা না কর তবে বিরহজনিত অগ্নিদ্বারা শরীরকে দগ্ধ করিয়া হে সখে! তোমার চরণ নিকটবর্ত্তে প্রাপ্ত হইব ॥৪॥

"প্রেমী ভক্ত" ইত্যাদি পরার প্রমাণ এই দুই শ্লোক ॥৪॥

সুবুদ্ধি—দেহতত্ত্বের বুদ্ধি ॥৬১॥ পূর্ব্বোক্ত "নীচ জাতি" ৫ ইত্যাদি বাক্যে শ্রীসনাতন আপনাকে শ্রীকৃষ্ণভজনের যে অযোগ্য মনে করিয়াছেন, তাহা নিরাকরণ নিমিত্ত বলিতেছেন "নীচ জাতি" ইত্যাদি ॥৬২॥—॥৬৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ম স্ক, ৯ম অ, ৯ম শ্লোকে নরসিংহ প্রতি প্রহ্লাদবাক্যং ;

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণ যুতাদরবিন্দনাভ,
পাদারবিন্দ বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিত মনো বচনে হিতার্থ,
প্রাণং পুনাতি স কুলং নতু ভূরিমানঃ ॥৫॥

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥৬৫॥
তার মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে হয় প্রেমধন ॥৬৬॥
এত শুনি-সনাতনের হৈল চমৎকার।
প্রভুরে নাভায় মোর মরণ বিচার ॥৬৭॥
সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিষেধিল মোরে।
প্রভুর চরণ ধরি কহেন তাঁহারে ॥৬৮॥
সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যৈছে নাচাও তৈছে নাচিব না হয়ে স্বতন্ত্র ॥৬৯॥
নীচ অধম পামর মুঞি পামর স্বভাব।
মোরে জিয়াইলে তোমার কি হইবে লাভ ॥৭০॥

"বিপ্রাৎ" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি মধ্যের ২০শ, পরিচ্ছেদে ৪র্থ, শ্লোকে দেখিবেন। "নীচ জাতি" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৫॥

ভজনের—সাধন ভক্তির। নববিধ ভক্তি—যথা শ্রীভাগবতে ৭ম, স্কন্ধে ৫ম, অধ্যায়ের ১৮শ, শ্লোক "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনং" ইতি ॥৬৫॥

তার মধ্যে—উক্ত নববিধ ভক্তির মধ্যে। নাম সংকীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বিশেষ বিচার উক্ত "শ্রবণং" এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভে দেখিবেন। নিরপরাধে—অপরাধোক্তম না হয় এরূপে, অপরাধের লক্ষণাদি ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে ২য়, লহরী ৫৩ শ্লোকের টীকায় দেখিবেন ॥৬৬॥—১৬৮॥

"যৈছে" ইতি। অর্থাৎ যাহা করাইবেন তাহাই করিব, কেননা আমি স্বাধীন নহি। তবে কিনা দেহত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন, অতএব তাহা করিব না ॥৬৯॥ তবে "নীচ" ইত্যাদি ॥৭০॥

প্রভু কহে তোমার দেহ আমার এই ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্ম সমর্পণ ॥৭১॥
পরের দ্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে ॥৭২॥
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন ॥৭৩॥
ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণ প্রেম তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার ॥৭৪॥
কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ প্রেম সেবা প্রবর্ত্তন।
লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ ॥৭৫॥
নিজ প্রিয় স্থান আমার মথুরা বৃন্দাবন।
তাহাঁ এত ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ ॥৭৬॥
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাহাঁ রহি ধর্ম্ম শিখাইতে নাহি নিজ বলে ॥৭৭॥
এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ কেমনে সহিব ॥৭৮॥
তবে সনাতন কহে তোমাকে নমস্কারে।
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে ॥৭৯॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
আপনে না জানে পুতলী কিবা নাচে গায় ॥৮০॥
যৈছে যারে নাচাও তৈছে সে করে নর্ত্তনে।
কৈছে নাচে কেবা নাচায় কিছুই না জানে ॥৮১॥

তুমি—সনাতন, মোরে—আমাকে, দেহ দান করিয়াছ, অতএব তোমার দেহ আমার ধন, অর্থাৎ ধনবৎ রক্ষণীয় ॥৭১॥—৭৩॥

প্রয়োজন সাধন বলিতেছেন "ভক্ত" ইত্যাদি। ভক্ততত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব, এই সকলের নির্দ্ধার—নিশ্চয় ॥৭৪॥ প্রবর্ত্তন—প্রচার ॥৭৫॥ তাহা—মথুরা বৃন্দাবনে, এত ধর্ম্ম—"ভক্ত ভক্তি" ইত্যাদ্যুক্ত কার্য্য ॥৭৬॥

তাহা রহি—মথুরা বৃন্দাবনে থাকিয়া ॥৭৭॥

এত সব কর্ম্ম—"ভক্ত ভক্তি" ইত্যাদ্যুক্ত কর্ম্ম ॥৭৮-৭৯॥

কুহক—ঐন্দ্রজালিক ॥৮০॥

হরিদাসে কহে প্রভু শুন হরিদাস।
পরের দ্রব্য ইহোঁ করিতে চাহেন বিনাশ ॥৮২॥
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ না খায় বিলায়।
নিষেধিহ ইহাঁয় যেন না করে অন্যায় ॥৮৩॥
হরিদাস কহে মিথ্যা অভিমান করি।
তোমার গম্ভীর হৃদয় জানিতে না পারি ॥৮৪॥
কোন কোন কার্য্য তুমি কর কোন দ্বারে।
তুমি না জানাইলে কেহো জানিতে না পারে ॥৮৫॥
এতাদৃশ তুমি ইহারে করিয়াছ অঙ্গীকার।
এ সৌভাগ্য ইহাঁ সম না হয় কাহার ॥৮৬॥
তবে মহাপ্রভু দুহাঁরে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে উঠি করিলা গমন ॥৮৭॥
সনাতনে কহে হরিদাস করি আলিঙ্গন।
তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন ॥৮৮॥
তোমার দেহ প্রভু কহে মোর নিজ ধন।
তোমা সম ভাগ্যবান নাহি কোন জন ॥৮৯॥
নিজ দেহে যেবা কার্য্য না পারে করিতে।
সে কার্য্যে করাইবে তোমায় সেহ মথুরাতে ॥৯০॥

যং যথা নর্ত্তয়সি স তথা নর্ত্তনং করোতীত্যর্থঃ। কৈছে ইতি। কিং নৃত্যং কিং মৌগ্ধং কিং স্বভাব ঘটিতং সাহজিকং বেতি স ন জানাতীত্যর্থঃ। নৃত্য-মন্ত্রান্তঃ প্রেরণং ॥৮১॥

"যৈছে" ইতি। যাহাকে যেরূপ নৃত্য করাও সে জন সেইরূপ নৃত্য করে, কিন্তু সেই নৃত্যের মর্ম্ম সে কিছুই জানে না। নৃত্য বলিতে এখানে অন্তরে প্রেরণা, অর্থাৎ অন্তরে প্রেরণা করিয়া যাহাকে যাহা করাও সে তাহার মর্ম্ম কিছুই জানে না ॥৮১॥

"পরের" ইতি। অর্থাৎ শ্রীসনাতন আমাকে (শ্রীমহাপ্রভুকে) নিজদেহ জ্ঞান করিয়া বিনাশ করিতে চাহেন ॥৮২॥৮৩॥

মিথ্যা অভিমান করি—অর্থাৎ আমি কর্ত্তা, এই অভিমান মিথ্যা ॥৮৪॥

কোন দ্বারে—কাহার দ্বারা ॥৮৫॥—৮৯॥

যে কার্য্য করায় ঈশ্বর সেই সিদ্ধ হয়।
তোমার সৌভাগ্য এই কহিল না হয় ॥৯১॥
ভক্তি সিদ্ধান্ত শাস্ত্র আচার নির্ণয়।
তোমা বিনে করিবেন বুঝিল আশয় ॥৯২॥
আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না লাগিল।
ভারত ভূমেতে জন্মি এই দেহ ব্যর্থ হৈল ॥৯৩॥
সনাতন কহে তোমা সম কোন আন।
মহাপ্রভুর গণে তুমি মহাভাগ্যবান ॥৯৪॥
অবতার কার্য্য প্রভুর নামের প্রচার।
সেই নিজ কার্য্য প্রভু করেন তোমার দ্বার ॥৯৫॥
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম সংকীর্ত্তন।
সবার আগে কর নামের মহিমা কথন ॥৯৬॥
আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহো না করে আচার ॥৯৭॥
আচার প্রচার নামের কর দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্ব গুরু সর্ব্ব জগতের আর্য্য ॥৯৮॥
এই মত দুই জন নানা কথা রঙ্গে।
কৃষ্ণ কথা আস্বাদয়ে রহি এক সঙ্গে ॥৯৯॥
যাত্রাকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ কৈল সব রথযাত্রা দরশন ॥১০০॥
রথ অগ্রে প্রভু তৈছে করিল নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সনাতনের মন ॥১০১॥

নিজদেহে—শ্রীচৈতন্য নিজ প্রেমাস্বাদ নিমিত্ত শ্রীরাধাভাবাঙ্গীকৃত দেহদ্বারা। যেবা কার্য্য—"ভক্তভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম" ৭ইত্যাদ্যুক্ত কার্য্য। না পারে করিতে—করিতে পারেন না, অর্থাৎ পরমেশ্বর তিনি সকলই করিতে পারেন, কিন্তু নিজ প্রেমাস্বাদ লীলানুরোধে শাস্ত্রাচার্য্যরূপ যে কার্য্য করিতে না পারেন। সেই মথুরাতে—তাহা আবার মথুর মণ্ডল বৃন্দাবনে, অর্থাৎ নিজ প্রিয় স্থানে ॥৯০॥—৯৩॥

কোন আন—অন্য কোন জন ॥৯৪॥—৯৯॥ যাত্রাকালে—রথযাত্রা সময়ে ॥১০০॥ তৈছে—পূর্ব্ববৎ ॥১০১॥—১০৫॥ আর্য্য—পূজ্য ॥৯৮॥

বর্ষা চারি মাস রহিল সর্ব্ব ভক্তগণ।
সবা সঙ্গে প্রভু মিলাইল সনাতন ॥১০২॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ শ্রীবাস রক্কেশ্বর।
বাসুদেব মুরারি রাঘব দামোদর ॥১০৩॥
পুরী ভারতী স্বরূপ পণ্ডিত গদাধর।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ জগদানন্দ শঙ্কর ॥১০৪॥
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
সবা সনে সনাতনের করাল্য মিলন ॥১০৫॥
যথাযোগ্য সবার করাল্য চরণ বন্দন।
তাঁরে করাইল সবার কৃপার ভাজন ॥১০৬॥
স্বগুণে পাণ্ডিত্যে সবার প্রিয় সনাতন।
যথাযোগ্য কৃপা মৈত্রী গৌরব ভাজন ॥১০৭॥
সকল বৈষ্ণব যবে গৌড়দেশে গেলা।
সনাতন মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥১০৮॥
দোলযাত্রা দিক প্রভুর সঙ্গেতে দেখিল।
দিনে দিনে প্রভু সঙ্গে আনন্দ বাঢ়িল ॥১০৯॥
পূর্ব্ব বৈশাখ মাসে সনাতন যবে আইলা।
জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু তারে পরীক্ষা করিলা ॥১১০॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু যমেশ্বর টোটা আইলা।
ভক্ত অনুরোধে তাঁহা ভিক্ষা যে করিলা ॥১১১॥
মধ্যাহ্ন ভিক্ষা কালে সনাতনে বোলাইল।
প্রভু বোলাইল তাঁর আনন্দ বাঢ়িল ॥১১২॥

যথা ইতি। কস্যাপি কৃপাভাজনং কস্যাপি মৈত্রী ভাজনং কস্যাপি গৌরব-ভাজনং, ভাজনং পাত্রং ॥১০৭॥

স্বগুণে—নিজদৈন্যাদিগুণে। "যথা" ইতি। ভাজন—পাত্র। জ্যেষ্ঠের কৃপা-পাত্র, সমানের মৈত্রী পাত্র, কনিষ্ঠের গৌরব পাত্র ॥১০৭॥

চরণে ইহা সম্মানসূচক বাক্য, অর্থাৎ নিকটে ॥১০৮॥১০৯॥

পূর্ব্ব—প্রথমে ॥১১০॥ যমেশ্বর—তন্নামক, টোটা—উদ্যান। ভিক্ষা—ভোজন ॥১১১॥—১১৩॥

মধ্যাহ্নে সমুদ্র বালু হঞাছে অগ্নি সম।
সেই পথে সনাতন করিলা গমন ॥১১৩॥
প্রভু বোলাঞাছেন এই আনন্দিত মনে।
তপ্ত বালুকাতে পা পোড়ে তাহা নাহি জানে ॥১১৪॥
দুই পায়ে ফোস্কা হৈল গেলা প্রভু স্থানে।
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিয়াছে বিশ্রামে ॥১১৫॥
ভিক্ষা অবশেষ পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিলা।
প্রসাদ পাঞা সনাতন প্রভু পাশে আইলা ॥১১৬॥
প্রভু কহে কোন পথে আইলা সনাতন।
তিহঁ কহেন সমুদ্র পথে করিলুঁ গমন ॥১১৭॥
প্রভু কহেন তপ্ত বালুকাতে কেমনে আইলা।
সিংহদ্বারের পথ শীতল কেনে না আইলা ॥১১৮॥
তপ্ত বালুকায় তোমার পায় হৈল ব্রণ।
চলিতে না পার কেমনে করিলে সহন ॥১১৯॥
সনাতন কহে দুঃখ বহুত না পাইল।
পায়ে ব্রণ হঞাছে তাহা না জানিল ॥১২০॥
সিংহদ্বার যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষে ঠাকুরের তাঁহা সেবকের প্রচার ॥১২১॥
সেবকগণ গতাগতি করে অশেষে।
কারো সহিত স্পর্শ হৈলে মোর সর্ব্বনাশে ॥১২২॥
শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা।
তুষ্ট হঞা তাঁরে কিছু কহিতে লাগিলা ॥১২৩॥
যদ্যপিও তুমি হও জগত পাবন।
তোমার স্পর্শে পবিত্র হয় দেব মুনিগণ ॥১২৪॥
তথাপি ভক্তের স্বভাব মর্য্যাদা রক্ষণ।
মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥১২৫॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘিলে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ ॥১২৬॥

পা—পদ ॥১১৪॥—॥১২০॥
ঠাকুরের—শ্রীজগন্নাথের ॥১২১॥—॥১২২॥

মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করিবে কোন জন ॥১২৭॥
এত বলি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
তাঁর কণ্ডু রসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥১২৮॥
বার বার নিষেধে তবু করেন আলিঙ্গন।
অঙ্গে রসা লাগে দুঃখ পায় সনাতন ॥১২৯॥
এই মতে সেবক প্রভু দোঁহে ঘর গেলা।
আর দিন জগদানন্দ সনাতনেরে মিলিলা ॥১৩০॥
দুই জন বসি কৃষ্ণ কথা গোষ্ঠী কৈল।
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিল ॥১৩১॥
ইহাঁ আইলাম প্রভু দেখি দুঃখ খণ্ডাইতে।
যেবা মনে তাহা প্রভু না দিল করিতে ॥১৩২॥
নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে।
মোর কণ্ডু রসা লাগে প্রভুর শরীরে ॥১৩৩॥
অপরাধ হয় মোর নাহিক নিস্তার।
জগন্নাথ না দেখিয়ে এ দুঃখ অপার ॥১৩৪॥
হিত নিমিত্ত আইলাম আসি হৈল বিপরীতে।
কি করিলে হিত হয় নারি নির্দ্ধারিতে ॥১৩৫॥
পণ্ডিত কহে তোমার বাস যোগ্য বৃন্দাবন।
রথযাত্রা দেখি তাহাঁ করহ গমন ॥১৩৬॥
সনাতন কহে ভাল কৈলে উপদেশ।
তাহাঁ যাব সেই মোর প্রভুদত্ত দেশ ॥১৩৭॥
এত বলি দুহেঁ নিজ কার্য্যে উঠি গেলা।
আর দিন মহাপ্রভু মিলিবারে আইলা ॥১৩৮॥
হরিদাস কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
হরিদাসে কৈল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন ॥১৩৯॥

সেবক—শ্রীসনাতন। প্রভু—শ্রীমহাপ্রভু ॥১৩০॥১৩১॥
যেবা মনে—দেহ ত্যাগ ॥১৩২॥১৩৩॥
না দেখিয়ে—দেখিতে পাই না ॥১৩৪॥—॥১৩৯॥

দূরে হৈতে দণ্ড প্রণাম করে সনাতন।
প্রভু দেখায় বার বার করিতে আলিঙ্গন ॥১৪০॥
অপরাধ ভয়ে তিহঁ মিলিতে না আইল।
মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঞি আইল ॥১৪১॥
সনাতন ভাগি পাছে করেন গমন।
বলাৎকারে ধরি প্রভু কৈল আলিঙ্গন ॥১৪২॥
দুই জন লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডাতে।
নির্ব্বিণ্ণ সনাতন লাগিলা কহিতে ॥১৪৩॥
হিত লাগি আইনু মুঞি হৈল বিপরীতি।
সেবাযোগ্য নহোঁ অপরাধ করোঁ নিতি ॥১৪৪॥
সহজে নীচ জাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয়।
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয় ॥১৪৫॥
তাতে মোর অঙ্গে কণ্ডু রসা রক্ত চলে।
তোমার অঙ্গে লাগে তবু স্পর্শ মোরে বলে ॥১৪৬॥
বীভৎস স্পর্শিতে না কর ঘৃণা লেশে।
এই অপরাধে মোর হবে সর্ব্বনাশে ॥১৪৭॥
তাতে ইহাঁ রহিলে মোর না হয় কল্যাণ।
আজ্ঞা দেহ রথ দেখি যাঙ বৃন্দাবন ॥১৪৮॥
জগদানন্দ পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল।
বৃন্দাবন যাইতে তিহঁ উপদেশ দিল ॥১৪৯॥
এত শুনি মহাপ্রভু সরোষ অন্তরে।
জগদানন্দে ভ্রূকুটি করি তিরস্কার করে ॥১৫০॥
কালিকার পড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমাকেহ উপদেশ করিতে লাগিল ॥১৫১॥
ব্যবহার পরমার্থে তুমি তার গুরু তুল্য।
তোমারে উপদেশ করে না জানে আপন মূল্য ॥১৫২॥

দণ্ডপ্রণাম—দণ্ডবৎ প্রণাম ॥১৪০॥—॥১৪৬॥
বীভৎস—ঘৃণিত ॥১৪৭॥—॥১৫০॥
পড়ুয়া—ছাত্র। জগা—ইতি ক্রোধোক্তি জগদানন্দ ইত্যর্থ ॥১৫১॥১৫২॥

আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য্য।
তোমাকে উপদেশে বালকের ঐছে কার্য্য ॥১৫৩॥
শুনি সনাতন পায়ে ধরি প্রভুকে কহিল।
জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল ॥১৫৪॥
আপনার সৌভাগ্য আজি হৈল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দ সম ভাগ্যবান ॥১৫৫॥
জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরব স্তুতি নিম্ব নিশিন্দা রস ॥১৫৬॥
আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা জ্ঞান।
মোর অভাগ্য তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র ভগবান ॥১৫৭॥
শুনি মহাপ্রভু কিছু লজ্জিত হৈল মনে।
তাঁরে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচনে ॥১৫৮॥
জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে ॥১৫৯॥
কাহাঁ তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রে প্রবীণ।
কাহাঁ জগা কালিকার বটু অপ্রবীণ ॥১৬০॥
আমাকে বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি।
কত ঠাঞি বুঝাঞাছ ব্যবহার ভক্তি ॥১৬১॥
তোমারে উপদেশ করে না যায় সহন।
অতএব তারে আমি করয়ে ভৎ সন ॥১৬২॥
বহিরঙ্গ জ্ঞানে তোমারে না করি স্তবন।
তোমার গুণে স্তুতি করায় যৈছে তোমার গুণ ॥১৬৩॥

প্রামাণিক—পণ্ডিত। আর্য্য—মান্য ॥১৫৩॥১৫৪॥

আপনার—আমার, অর্থাৎ আমার তাদৃশ সৌভাগ্য নাই। তবে কিনা অন্তরঙ্গ বলিয়া জগদানন্দকে শাসন করেন, বহিরঙ্গ বলিয়া আমাকে প্রশংসা করেন, ইতিভাব ॥১৫৫॥১৫৬॥

আজিহ—অদ্যাপি ॥১৫৭॥—॥১৫৯॥ "বটু—বালক ॥১৬০॥

কত ঠাঞি—মধ্যের প্রথম পরিচ্ছেদে "ইহাঁ হৈতে চল প্রভু" ২১৮ ইত্যাদি বাক্যে ॥১৬১—॥১৬৩॥

যদ্যপি কারও মমতা বহু জনে হয়।
প্রীতি স্বভাবে কাহো কোন ভাবোদয় ॥১৬৪॥
তোমার দেহ তুমি কর বীভৎসতা জ্ঞান।
তোমার দেহ আমায় লাগে অমৃত সমান ॥১৬৫॥
অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়।
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত বুদ্ধি হয় ॥১৬৬॥
প্রাকৃত হৈলেহো তোমার দেহ নারি উপেক্ষিতে।
ভদ্রাভদ্র বস্তু জ্ঞান নাহিক প্রাকৃতে ॥১৬৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ২৮ অ, ৪র্থ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ;

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেবচ ॥৬॥

তোমার দেহ ইতি। তদ্দেহো ময়ি অমৃততুল্যোনগতি স্পৃশতীত্যর্থঃ লাগে ইতি ককারাদিরেব পাঠঃ নতু তবর্গপঞ্চমাদি স্তত্ত্বে তত্ত্ব স্বাদু বিশেষভাষাত্বেনা-শ্লীল দোষাপত্তিঃ স্যাৎ ॥১৬৫॥

দ্বৈতস্যেত্যত্রস্থ স্তুতিনিন্দয়ো রবিবরয়ত্বং প্রপঞ্চয়তি কিংভদ্রমিতিসার্দ্ধৈঃ ঋভুভিঃ। অবস্তুনো দ্বৈতস্য মধ্যে কিংভদ্রং কিম্বা অভদ্রং কিয়দ্ভদ্রং কিয়দ্বাহ ভদ্রমিত্যর্দ্ধং। অবস্তুত্বমেবাহ বাচেতি বাগিতি বাহেন্দ্রিয়োপলক্ষণং বাচা উদিতং উক্তং চক্ষুরাদিভিশ্চ যদ্দৃষ্টং তদনৃত মিতি। ইতি শ্রীস্বামী।

অবস্তুনো দ্বৈতস্য বিশ্বস্য কিং ভদ্রং শোভনং কিং বা অভদ্রং অশোভনং তস্য কিং বদ্বস্তু বাচা অনৃতং মিথ্যা উদিতং মনসাচ কিয়দ্বিকল্পিতং ভদ্রাভদ্র বিচারস্তু মনোবিলসিত এব নতু তাত্ত্বিক একরূপত্বাদিতিভাবঃ। ইতি চং ॥৬॥

অবস্তুনঃ দ্বৈতস্য কিং ভদ্রং কিং বা অভদ্রং, কিয়ৎ ভদ্রং কিয়দ্বা অভদ্রং, (বস্তুঃ) বাচা (বং) উদিতং মনসা ধ্যাতং এব চ, তৎ অনৃতং। ইত্যন্বয়ঃ ॥৬॥

লাগে—স্পর্শ করে। অমৃত সমান—তদানন্দবৎ ॥১৬৫॥

তাহাতে হেতু এই "অপ্রাকৃত" ইতি। অপ্রাকৃতত্ব বিধায় তোমার দেহে বীভৎসতা নাই, অতএব তাহা অমৃত সমান, ইতিভাব। আর এক কথা "তথাপি" ইত্যাদি। ভক্তের দেহ অপ্রাকৃত, ইহার বিশেষ বিচার পশ্চাদুক্ত "নৈষাকুলে" ১৮১ ইত্যাদি পয়ারে দেখিবেন। তাতে—সেই দেহে ॥১৬৬॥

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম ॥১৬৮॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৫ অ, ১৮ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বচনং ;—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥৭॥

কীদৃশা স্তে জ্ঞানিন যেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং গচ্ছন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ বিদ্যেতি। বিষমেষ্বপি সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতাঃ জ্ঞানিন ইত্যর্থঃ। তত্র বিদ্যা বিনয়াভ্যাং যুক্তে ব্রাহ্মণে চ শুনো যঃ পচতি তস্মিংশ্চেতি কর্ম্মণো-বৈষম্যং গবিহস্তিনি শুনি চেতি জাতিতো-বৈষম্যং দর্শিতং। ইতি শ্রীস্বামী ॥৭॥

হৈলেহো—হইলেও। ভদ্রাভদ্র—সাধু ও অসাধু, অর্থাৎ পবিত্র ও অপবিত্র। অর্থাৎ তোমার দেহ প্রাকৃত হইলেও অপবিত্র বলিয়া তাহাতে ঘৃণা করিতে পারি না, কেননা প্রাকৃত বস্তুতে পবিত্রাপবিত্রতা কিছুই নাই। ইহার হেতু পর পয়ারে বলিয়াছেন, দেখিবেন ॥১৬৭॥

মিথ্যাভূত দ্বৈতবস্তুর মধ্যে পবিত্রই বা কি, অপবিত্রই বা কি, এবং কতই পবিত্র আর কতই বা অপবিত্র, অর্থাৎ মিথ্যা জগতের মধ্যে কোন বস্তু পবিত্র বা অপবিত্র নাই, কেননা বাক্যদ্বারা কথিত এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা যাবদীয় দৃশ্য পদার্থ সমস্তই মিথ্যা, এবং মনদ্বারা চিন্তিত পদার্থও মিথ্যা, অথবা সমস্ত পদার্থই মিথ্যা, কেবল মনদ্বারা সত্যরূপে চিন্তিত ॥৬॥

"ভদ্রাভদ্র" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৬॥

"কিং ভদ্রং" এই উক্ত শ্লোকের অর্থ করণ পূর্ব্বক "ভদ্রাভদ্র বস্তুজ্ঞান" এই উক্ত বাক্যে হেতু দেখাইয়া উহা প্রতিপাদন করিতেছেন "দ্বৈতে" ইতি। দ্বৈতে—মিথ্যা এই জগতের যাবদীয় বস্তুতে। মনোধর্ম্ম—মনোকল্পিত অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা সুতরাং মিথ্যা বস্তুতে পবিত্রাপবিত্রতা নাই, তবে মন যাহাকে পবিত্র বলিয়া জানে তাহা পবিত্র, আর যাহাকে অপবিত্র বলিয়া জানে তাহা অপবিত্র, অতএব "এই" ইত্যাদি ভ্রম—মিথ্যা। অপর বিশেষ পশ্চাদুক্ত "হরিদাস কহে" ১৭১ এই পয়ার ব্যাখ্যায় দেখিবেন ॥১৬৮॥

"বিদ্যা" এই শ্লোকের অন্বয় সহজ আছে।

বিদ্যা এবং বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডাল ইত্যাদি পরস্পর বৈষম্য বস্তুতে যাহারা সমদর্শী, তাহারা জ্ঞানী ॥৭॥

তত্রৈব ৬ষ্ঠ অ, ৮ম শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বচনং ;—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥৮॥

আমিত সন্ন্যাসী আমার সম দৃষ্টি ধর্ম্ম।
চন্দন পঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় সম ॥১৬৯॥
এই লাগি তোমা ত্যাগ করিতে না জুয়ায়।
ঘৃণা বুদ্ধি করি যদি নিজ ধর্ম্ম যায় ॥১৭০॥
হরিদাস কহে প্রভু যে কহিলে তুমি।
এই বাহ্য প্রতারণা নাহি মানি আমি ॥১৭১॥

যোগারূঢ়স্য লক্ষণং শ্রৈষ্ঠ্যং চোক্তং উপসংহরতি জ্ঞানেতি। জ্ঞানমৌপদেশিকং বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভব স্তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা চিত্তং যস্য অতঃ কূটস্থো নির্ব্বিকারঃ অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন অতএব সমানি লোষ্ট্রাদীনি যস্য মৃৎখণ্ড পাষাণ সুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ স যুক্তো যোগারূঢ় ইত্যুচ্যতে। ইতি শ্রীস্বামী ॥৮॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থঃ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ যোগী যুক্ত ইতি উচ্যতে। ইত্যন্বয়ঃ ॥৮॥

জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা নিরাকাঙ্ক্ষ চিত্ত, নির্ব্বিকার, জিতেন্দ্রিয় এবং মৃৎখণ্ডে পাষাণে ও সুবর্ণে সমবুদ্ধি, এরূপ যোগীকে যোগারূঢ় বলে ॥৮॥

পঞ্চাদুক্ত "আমিত সন্ন্যাসী" এই বাক্য বলিবার জন্য তৎপ্রমাণ স্বরূপ "বিদ্যা" ইত্যাদি দুইটি শ্লোক বলিয়াছেন।৮॥

আমিত সন্ন্যাসী—অর্থাৎ জগতের মধ্যে কোন বস্তুই পবিত্র বা অপবিত্র নাই, বিশেষতঃ আমি (শ্রীচৈতন্য) সন্ন্যাসী। জগৎ মিথ্যা বলিয়া সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছি ॥১৬৯॥

এই লাগি—উক্ত "অপ্রাকৃত দেহ তোমার" ইত্যাদি নিমিত্ত। নিজধর্ম্ম—সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ॥১৭০॥

"হরিদাস কহে" ইহা শ্রীসনাতনের অভিপ্রায় মতে শ্রীহরিদাস বলিতেছেন, হইবে, নচেৎ শ্রীসনাতনের সহিত শ্রীমহাপ্রভুর কথোপকথনে শ্রীহরিদাসের কথা প্রবর্ত্ত হইতে পারে না।

এই—পূর্ব্বোক্ত "অপ্রাকৃত দেহ তোমার" ইত্যাদি বাক্য। বাহ্য—বাহিরে।

আমা সবা অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার।
দীন দয়ালু গুণ আপন করিলে প্রচার ॥১৭২॥
প্রভু হাসি কহে শুন হরিদাস সনাতন।
তত্ত্ব কহি তোমা বিষয়ে যৈছে আমার মন ॥১৭৩॥
তোমাকে লাল্য আপনাকে লালক অভিমান।
লালকের লাল্যে নহে দোষ পরিজ্ঞান ॥১৭৪॥
মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি জন্মে আর মহাসুখ পায় ॥১৭৫॥
লাল্যামেধ্য লালকের চন্দন সম ভায়।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না উপজায় ॥১৭৬॥

প্রতারণা—বঞ্চনা। অর্থাৎ ভক্তের দেহ অপ্রাকৃত, ইহা সত্য, কিন্তু আমি সে ভক্ত নহি। আর জগৎ মিথ্যা বলিয়াছেন, তাহা নহে, জগৎ সত্য*, এবং পবিত্রাপবিত্রতা মনোধর্ম্ম, এই যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য, কিন্তু তাহা শাস্ত্রবিধি পরবশ সাধারণ জনের প্রতি নহে, কেননা শাস্ত্রের অধীন হইয়া শাস্ত্রোক্ত পবিত্রাপবিত্রতা না মানিলে নাস্তিকতা দোষ হয়, বিশেষ জগৎ বিশৃঙ্খল হয়, অতএব "অপ্রাকৃত দেহ" ইত্যাদ্যুক্ত বাক্য সকল প্রতারণা, এজন্য তাহা আমি মানিনা ॥১৭১॥

প্রকৃত কথা এই যে, "আমা সবা" ইতি ॥১৭২॥

হাসি—হাস্য করিয়া। শ্রীহরিদাস এবং শ্রীসনাতন পরম ভক্ত হইয়াও দৈন্যবশতঃ আপনাকে অভক্ত করিয়া মানে, এই তাহাদের দৈন্যে, এবং জগৎ মিথ্যা নহে, ইত্যাদি নিজাভিপ্রেত বাক্যে, সন্তুষ্ট হইয়া হাস্য করেন। তত্ত্ব—প্রকৃত কথা। তোমা—শ্রীহরিদাস এবং শ্রীসনাতন। যৈছে আমার মন—অর্থাৎ তোমরা পরম ভক্ত হইলেও তোমাদের প্রতি আমার যেরূপ মনোভাব, তাহা বলিতেছি ॥১৭৩॥

সেই মনোভাব বলিতেছেন "তোমাকে" ইত্যাদি। দোষ পরিজ্ঞান—দোষ বিবেচনা ॥১৭৪॥

তাহাতে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন "মাতার" ইতি। যৈছে—যেমন। বালকের—নিজ পুত্রের। অমেধ্য—অপবিত্র, অর্থাৎ মল মূত্রাদি। গায়—শরীরে ॥১৭৫॥

* জগৎ সত্য, ইহার বিশেষ বিচার আদির ৭ম, পরিচ্ছেদে "ব্যাসের সূত্রের কহি" ১১৬ ইত্যাদি পয়ার ব্যাখ্যায় দেখিবেন।

হরিদাস কহে তুমি ঈশ্বর দয়াময়।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না হয় ॥১৭৭॥
বাসুদেব গলৎকুষ্ঠী তাতে অঙ্গ কীড়াময়।
তাঁরে আলিঙ্গন কৈলে হইয়া সদয় ॥১৭৮॥
আলিঙ্গিয়া কৈলে তার কন্দর্প সম অঙ্গ।
কে বুঝিতে পারে তোমার কৃপার তরঙ্গ ॥১৭৯॥
প্রভু কহে বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥১৮০॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম সমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্ম সম ॥১৮১॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥১৮২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্ক, ২৯ অ, ৩২শ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ;—

মর্ত্ত্যোযদাত্যক্ত সমস্তকর্ম্মানিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্ম ভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥৯॥

সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজায়্যা।
আমা পরীক্ষিতে ইহাঁ দিল পাঠাইয়া ॥১৮৩॥

ভায়—প্রকাশ পায় ॥১৭৬॥১৭৭॥

বাসুদেবের বৃত্তান্ত মধ্যের সপ্তম পরিচ্ছেদে দেখিবেন ॥১৭৮॥১৭৯॥

চিদানন্দময়—সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ॥১৮০॥

উহাই প্রতিপাদন করিতেছেন "দীক্ষা" ইতি। দীক্ষাকালে—মন্ত্রগ্রহণ সময়ে। আত্মসমর্পণ—দেহ প্রদান। সেই কালে—আত্মসমর্পণ সময়ে। আত্মসম—আপনার তুল্য ॥১৮১॥

ঐ আত্মসমকে বিশদ করিয়া বলিতেছেন "সেই দেহ" ইতি। সেই দেহ—ভক্ত সমর্পিত দেহ। তার—সেই ভক্তের, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দেহ যেমন সচ্চিদানন্দময়, তেমনি তিনি ভক্তের সমর্পিত দেহকে সচ্চিদানন্দময় করেন, এইটি "আত্মসম" পদের অর্থ, কিন্তু দুষ্ট লোক করিত "আত্মসম" পদের কৃষ্ণতুল্য অর্থ নহে। অপ্রাকৃত দেহে—সেই চিদানন্দময় দেহে। তাঁর—শ্রীকৃষ্ণের ॥১৮২॥

"মর্ত্ত্য" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি মধ্যের ২২শ, পরিচ্ছেদে ৪৭ শ্লোকে

ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাম যবে।
কৃষ্ণ ঠাঞি অপরাধী হইতাম তবে ॥১৮৪॥
পারিষদ দেহ এই না হয় দুর্গন্ধি।
প্রথম দিন পাইল অঙ্গে চতুঃসম গন্ধ ॥১৮৫॥
বস্তুত প্রভু যবে কৈল আলিঙ্গন।
তার স্পর্শে অঙ্গ গন্ধ হইল চন্দনের সম ॥১৮৬॥
প্রভু কহে সনাতন না মানিহ দুঃখ।
তোমার আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ ॥১৮৭॥
এক বৎসর ইহা তুমি রহ আমা সনে।
বৎসর বহি তোমাকে পাঠাব বৃন্দাবনে ॥১৮৮॥
এত বলি পুনঃ তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
কণ্ডু গেল অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম ॥১৮৯॥
দেখি হরিদাস মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কহেন হরিদাস এ ভঙ্গী তোমার ॥১৯০॥
সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খায়্যা আইলা।
সেই পানী লক্ষ্যে ইহার কণ্ডু উপজাইলা ॥১৯১॥

দেখিবেন। "দীক্ষাকালে" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৯॥

যদি বল ভক্তের দেহ যদি চিদানন্দময় হয়, তবে কেন পরমভক্ত শ্রীসনাতনের দেহে কণ্ডু হইল, কেননা চিদানন্দময় বস্তু কখন বিকৃত হইতে পারে না? ইহাতে বলিতেছেন "সনাতনের" ইতি। উপজায়্যা—জন্মাইয়া, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত শ্রীসনাতন দেহে কণ্ডু প্রতীতি মাত্র করাইয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহাতে কণ্ডু জন্মায় নাই, ইতিভাব ॥১৮৩।১৮৪॥

বাস্তবিক কণ্ডু জন্মায় নাই, এইটি বলিতেছেন "পারিষদ" ইতি। প্রথম দিন—শ্রীসনাতন প্রথম যে দিবস শ্রীক্ষেত্রে আসেন। অঙ্গে—শ্রীসনাতন দেহে। চতুঃসম—মিলিত চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুম। অর্থাৎ প্রকৃত কণ্ডু হইলে তাহাতে চতুঃসমের গন্ধ পাইতাম না, অতএব উহা বাস্তবিক কণ্ডু জন্মায় নাই, ইতিভাব ॥১৮৫॥

"বস্তুত" ইহা গ্রন্থকার বাক্য, অর্থাৎ বাস্তবিক কণ্ডু জন্মায় নাই, তবে প্রতীতি-মাত্র যে কণ্ডু, তাহাও চন্দনের—চন্দনাদির, অর্থাৎ চতুঃসমের ॥১৮৬।১৮৭॥

বহি—অন্তে ॥১৮৮॥—॥১৯৭॥

কণ্ডু করি পরীক্ষা করিলে সনাতনে।
এই লীলা ভঙ্গী তোমার কেহো নাহি জানে ॥১৯২॥
দুহাঁ আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা নিজালয়।
প্রভুর গুণ কহে দুহে হঞা প্রেমময় ॥১৯৩॥
এই মত সনাতন রহে প্রভু স্থানে।
কৃষ্ণ চৈতন্য গুণ কথা হরিদাস সনে ॥১৯৪॥
দোলযাত্রা দেখি প্রভু তারে বিদায় দিলা।
বৃন্দাবনে যে করিবেন সব শিক্ষাইলা ॥১৯৫॥
যে কালে বিদায় হৈল প্রভুর চরণে।
দুই জনার বিচ্ছেদ দশা না যায় বর্ণনে ॥১৯৬॥
যেই বন পথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন।
সেই পথে যাইতে মন কৈল সনাতন ॥১৯৭॥
যে পথে যে গ্রাম নদী শৈল যাঁহা যেই লীলা।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ঠাঞি সব লিখি নিলা ॥১৯৮॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণ সবারে মিলিয়া।
সেই পথে সনাতন চলিলা সে স্থান দেখিয়া ॥১৯৯॥
যে যে লীলা প্রভু পথে কৈল যে যে স্থানে।
তাহা দেখি প্রেমাবেশ হয় সনাতনে ॥২০০॥
এই মতে সনাতন বৃন্দাবনে আইলা।
পাছে রূপ গোসাঞি আসি তাহারে মিলিলা ॥২০১॥
এক বৎসর রূপ গোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হৈল।
কুটুম্বেরে স্থিতি বস্তু বিভাগ করি দিল ॥২০২॥
গৌড়ে যেবা অর্থ ছিল তাহা আনাইল।
কুটুম্বে ব্রাহ্মণে দেবালয়ে বাঁটি দিল ॥২০৩॥

শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন গমনে শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সমস্ত লীলা দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার স্থানে সব লিখিয়া লয়েন ॥১৯৮॥—॥২০১॥

কুটুম্বেরে—নিজ বংশ সম্বন্ধীয় জনগনকে, অর্থাৎ দায়ভাগার্হ পরিবার বর্গকে। স্থিতি বস্তু—স্থাবর সম্পত্তি, অর্থাৎ জমিদারী প্রভৃতি। বিভাগ—বথরা। গৌড় বঙ্গীয় ॥২০২॥

সব মনঃ কথা গোসাঞি করি নির্ব্বাহণ।
নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন ॥২০৪॥
দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল।
প্রভুর যে আজ্ঞা দুহে সব নির্ব্বাহিল ॥২০৫॥
নানাশাস্ত্র আনি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সেবা প্রকাশ করিলা ॥২০৬॥
সনাতন গ্রন্থ কৈল ভাগবতামৃতে।
ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণ তত্ত্ব জানি যাহা হৈতে ॥২০৭॥
সিদ্ধান্ত সার গ্রন্থ কৈল দশম টিপ্পনী।
কৃষ্ণলীলা রস প্রেম যাহা হৈতে জানি ॥২০৮॥
হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাহা পাইয়ে পার ॥২০৯॥
আর যত গ্রন্থ কৈল তাহা কে করে গণন।
মদনগোপাল গোবিন্দের কৈল সেবার স্থাপন ॥২১০॥
রূপ গোসাঞি কৈল রসামৃতসিন্ধু সার।
কৃষ্ণ ভক্তি রসের যাঁহা পাইয়ে বিস্তার ॥২১১॥
উজ্জ্বলনীলমণি নাম গ্রন্থ আর।
রাধাকৃষ্ণ লীলা রস যাহা পাইয়ে পার ॥২১২॥
বিদগ্ধমাধব ললিতমাধব নাটক যুগল।
কৃষ্ণলীলা রস তাঁহা পাইবে সকল ॥২১৩॥

গৌড়ে—তন্নামক কর্ম্মস্থানে। অর্থ—রৌপ্যমুদ্রাদি ॥২০৩॥
সব মনঃ কথা—অবশিষ্ট বৈষয়িক কার্য্য। গোসাঞি—শ্রীরূপ গোস্বামী ॥২০৪॥
দুই ভাই—শ্রীরূপ এবং শ্রীসনাতন ॥২০৫॥
ঐ নির্ব্বাহ বলিতেছেন "নানা শাস্ত্র" ইত্যাদি ॥২০৬॥
ভাগবতামৃত—বৃহদ্ভাগবতামৃত। ভক্তত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব। যাহা হইতে—যে বৃহদ্ভাগবতামৃত হইতে ॥২০৭॥
দশম টিপ্পনী—শ্রীবৈষ্ণবতোষিণী ॥২০৮।২০৯॥
শ্রীসনাতন গোস্বামীর মদনগোপাল—শ্রীমদনমোহন, আর শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীগোবিন্দ ॥২১০॥
রসামৃতসিন্ধু—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। সার—শ্রেষ্ঠ ॥২১১।—২১৩॥

দানকেলিকৌমুদী আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল।
সেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস বিচারিল ॥২১৪॥
তাঁর লঘু ভ্রাতা শ্রীবল্লভ অনুপম।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত শ্রীজীব নাম ॥২১৫॥
সর্ব্বত্যাগী তিহোঁ পাছে আইলা বৃন্দাবন।
তিহোঁ ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ ॥২১৬॥
ভাগবতসন্দর্ভ নাম কৈল গ্রন্থ সার।
ভাগবত সিদ্ধান্তের তাহে পাইয়ে পার ॥২১৭॥
গোপালচম্পু নাম আর গ্রন্থ সার কৈল।
ব্রজপ্রেম লীলা রস সার দেখাইল ॥২১৮॥
জীব গোসাঞি গৌড় হৈতে মথুরা চলিলা।
নিত্যানন্দ প্রভু ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা ॥২১৯॥
প্রভু প্রীত্যে তাঁর মাথে ধরিল চরণ।
রূপ সনাতন সম্বন্ধে কৈল আলিঙ্গন ॥২২০॥
আজ্ঞা দিল শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে ॥২২১॥
তাঁর আজ্ঞা লয়্যা আল্যা আজ্ঞা ফল পাইল।
শাস্ত্র করি বহুকাল ভক্তি প্রচারিল ॥২২২॥
এই তিন গুরু আর রঘুনাথ দাস।
ইহাঁ সবার চরণ বন্দো যার মুঞি দাস ॥২২৩॥
এইত কহিল পুনঃ সনাতন সঙ্গমে।
প্রভুর আশ্রয় জানি যাহার শ্রবণে ॥২২৪॥

লক্ষ গ্রন্থ—লক্ষ শ্লোকাত্মক গ্রন্থ, অর্থাৎ শ্রীরূপকৃত সমস্ত গ্রন্থের লক্ষ শ্লোক ॥২১৪॥

তাঁর—শ্রীরূপের। লঘু—কনিষ্ঠ। শ্রীবল্লভ ও অনুপম ইহা একজনের নাম। তাঁর—অনুপমের ॥২১৫।২১৬॥

ভাগবতসন্দর্ভ—তত্ত্ব আদি ষট্ সন্দর্ভ ॥২১৭॥—॥২২১॥

আজ্ঞা ফল—বৃন্দাবনচন্দ্র প্রাপ্তি ॥২২২॥

এই তিন—শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব ॥২২৩॥

চৈতন্য চরিত্র এই ইক্ষুদণ্ড সম।
চর্ব্বণ করিতে হয় রস আস্বাদন ॥২২৫॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২২৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ সনাতন সঙ্গোৎসবো নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ॥৪॥

প্রভুর ইতি। ভাষায়াং বিভক্ত্যর্থানিয়মাৎ ষষ্ঠ্য শ্রবণেন প্রভোঃ শ্রীচৈতন্যস্যাশ্রয়ং জানামি তদাশ্রয়স্য সর্ব্বাপন্নাশ তৎপ্রেম প্রাপন পূর্ব্বক তৎপদাপ্তিকং নয়তীত্যেবং প্রকার আশ্রয় ইতিভাবঃ। এবমর্থ মজানন্ কশ্চিৎ "যাহার শ্রবণে হয় কৃষ্ণভক্তিপ্রেম" ইতি পাঠং কল্পয়তি তত্রাতীবার্থা সঙ্গতির্গতি ভঙ্গশ্চ ॥২২৪॥

যাহার শ্রবণে—পুনঃ সনাতন সঙ্গম শ্রবণে। প্রভুর—শ্রীচৈতন্যের আশ্রয় জানিলাম। এখানে আশ্রয় বলিতে সর্ব্বপ্রকার আপৎনাশ এবং তৎপ্রেম প্রাপ্তিপূর্ব্বক তৎচরণ প্রাপ্তি, এই প্রকার আশ্রয়, অর্থাৎ যাহার শ্রবণে সকল আপৎ নাশ এবং প্রেমপ্রাপ্তি পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচরণ প্রাপ্তি হয় ॥২২৪॥—॥২২৬॥

ইতি অন্ত্য-সুধাসঞ্চারিণী নাম ব্যাখ্যা চতুর্থ ॥৪॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৈগুণ্য কীটকলিনঃ পৈশুন্য ব্রণ পীড়িতঃ।
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽহং চৈতন্য বৈদ্যমাশ্রয়ে ॥১॥

জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় কৃপাময় নিত্যানন্দ ধন্য ॥১॥
জয়াদ্বৈত কৃপাসিন্ধু জয় ভক্তগণ।
জয় স্বরূপ গদাধর রূপ সনাতন ॥২॥
একদিন প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রভুর চরণে।
দণ্ডবৎ করি কিছু কৈল নিবেদনে ॥৩॥
শুন প্রভু মুঞি দীন গৃহস্থ অধম।
কোন ভাগ্যে পাঞাছো দুর্ল্লভ তোমার চরণ ॥৪॥
কৃষ্ণ কথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়।
কৃষ্ণ কথা কহ মোরে হইয়া সদয় ॥৫॥
প্রভু কহেন কৃষ্ণ কথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানে তাঁর মুখে শুনি ॥৬॥

শ্রীচৈতন্যরূপং বৈদ্যমাশ্রয়ে কিম্ভূতঃসন্ বৈগুণ্যং মাৎসর্য্যাদি রূপ বিগুণতা তদেবকীটস্তেন কলিলো ব্যাপ্তঃ পৈশুন্যং খলতা তদেব ব্রণং কণ্ডূতি স্তেন পীড়িতঃ দৈন্যং দীনতা তদেবার্ণবঃ সমুদ্র স্তত্র নিমগ্নঃ সন্। ইতি চং ॥১॥

এই পঞ্চম পরিচ্ছেদে শ্রীরামানন্দ রায়ের নিকট শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রের শ্রীকৃষ্ণ কথা শ্রবণ, শ্রীমহাপ্রভু কর্ত্তৃক শ্রীরামানন্দ রায়ের মহিমা কথন, বঙ্গদেশীয় কবির নাটক বিবরণ, ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

অন্ধ ব্যাখ্যা।

এ শ্লোকের অন্বয় সহজই আছে।

মাৎসর্য্যাদি দোষরূপ কীট ব্যাপ্ত এবং খলতারূপ ব্রণ প্রপীড়িত এবং দীনতা সমুদ্রে নিমগ্ন আমি (শ্রীগ্রন্থকার) শ্রীচৈতন্যরূপ বৈদ্যকে আশ্রয় করি ॥১॥

সবে—এক মাত্র। তাঁর মুখে শুনি—অর্থাৎ শ্রীরামানন্দ মুখে কৃষ্ণকথা শুনিয়াছি। ইহা বলিবার অভিপ্রায় পশ্চাদুক্ত "এই সব গুণ তাঁর" এই পয়ারে এবং

ভাগ্য তোমার কৃষ্ণ কথা শুনিতে হয় মন।
রামানন্দ পাশ যাই করহ শ্রবণ ॥৭॥
কৃষ্ণ কথায় রুচি তোমার বড় ভাগ্যবান।
যার কৃষ্ণ কথায় রুচি সেই ভাগ্যবান ॥৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ২য় অ, ৮ম শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং ;—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েৎযদিরতিং শ্রম এবহি কেবলং ॥২॥

তবে প্রদ্যুম্ন মিশ্র গেলা রামানন্দের স্থানে।
রায়ের সেবক তারে বসাল্য আসনে ॥৯॥
রায়ের দর্শন না পাঞা সেবকে পুছিল।
রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল ॥১০॥
দুই দেবকন্যা হয় পরম সুন্দরী।
নৃত্য গীতে প্রবীণা সে বয়সে কিশোরী ॥১১॥

ব্যতিরেক মাহ ধর্ম্ম ইতি। যো ধর্ম্ম ইতি প্রসিদ্ধঃ স যদি বিষ্বক্সেনস্য কথাসু রতিং নোৎপাদয়েৎ তর্হি স্বনুষ্ঠিতো হপি সন্ শ্রমোজ্ঞেয়ঃ। নন্থ মোক্ষার্থিণাপি ধর্ম্মস্য শ্রমত্ব মস্ত্বেব অত আহ কেবলং বিফল শ্রম ইত্যর্থঃ। নন্বস্তি তত্রাপি স্বর্গাদি ফল নিত্যাশঙ্ক্যাএব কারেণ নিরাকরোতি ক্ষয়িষ্ণুত্বান্ন তৎফল মিত্যর্থঃ। নন্বক্ষয্যং হবৈ চাতুর্মাস্য যাজিনঃ সুকৃতং ভবতীত্যাদি শ্রুতে র্ন তৎফলস্য ক্ষয়িষ্ণুত্বমিত্যাশঙ্ক্য হি শব্দেন সাধয়তি। তদ্ যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবা মুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত ইতি তর্কানুগৃহীতয়া শ্রুত্যা ক্ষয়িষ্ণুত্ব প্রতিপাদনাৎ। ইতি শ্রীস্বামী ॥২॥

পুংসাং স্বনুষ্ঠিতঃ যঃ ধর্ম্মঃ বিষ্বক্সেন কথাসু যদি রতিং ন উৎপাদয়েৎ (তদা স ধর্ম্ম) কেবলং শ্রম এব হি। ইত্যন্বয়ঃ ॥২॥

"সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের" এই পয়ারে ব্যক্ত করিয়াছেন, তথায় দেখিবেন ॥৬॥৭॥

ভাগ্যবান, তুমি ইতিশেষ ॥৮॥

মনুষ্যাদিগের সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত যে ধর্ম্ম হরি কথাতে রতি উৎপাদন না করে, তবে সেই ধর্ম্ম কেবল পরিশ্রম নিমিত্ত হয় ॥২॥

"কৃষ্ণ কথায়" এই পয়ারের ব্যতিরেক মুখে প্রমাণ এই শ্লোক ॥২॥

তবে—তাহার পর ॥৯॥১০॥

তাহা দুহাঁ লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে।
নিজ নাটকের গীত শিক্ষায় বর্ত্তন ॥১২॥
তুমি ইহাঁ বসি রহ, ক্ষণেকে আসিবেন।
তবে যেই আজ্ঞা দেহ সেই করিবেন ॥১৩॥
তবে প্রদ্যুম্ন মিশ্র তাহা রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ নিভৃতে সেই দুই জনে লঞা ॥১৪॥
স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গ মর্দ্দন।
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র সংমার্জ্জন ॥১৫॥
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডন ॥১৬॥
তভু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।
কাষ্ঠ পাষাণ স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী স্পর্শে রামানন্দের তৈছে স্বভাব ॥১৭॥

শিক্ষায় বর্ত্তন শিক্ষায়া বর্ত্তনং পুনঃ পুনরনুসন্ধানং প্রস্ফুটং। অত্র কেচিৎ শিক্ষা করান নর্ত্তন ইতি কল্পিতঃ পাঠঃ ॥১২॥

তার অভ্যঙ্গ মর্দ্দন তয়োরভ্যঙ্গেন তৈল হরিদ্রাদিনা মর্দ্দনং করোতীত্যর্থঃ ॥১৫॥

সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডন সর্ব্বাঙ্গং মণ্ডয়তি ভূষয়তীত্যর্থঃ ॥১৬॥

সেই বৃত্তান্ত বলিতেছেন "দুই" ইত্যাদি। অবিবাহিতা যে কন্যা শ্রীজগন্নাথের অগ্রে নৃত্য গীতাদি করে, তাহাকে তথায় দেবকন্যা বলে ॥১১॥

তাহা দুহাঁ—সেই দুই দেবকন্যা। নিভৃত—নির্জ্জন। নিজ নাটকের—শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটকের। গীত শিক্ষার বর্ত্তন—গানের আবৃত্তি (উচ্চারণ) শিক্ষা করাইতেছেন, অর্থাৎ শ্রীরামানন্দ রায় সেই দুই দেবকন্যাকে নির্জন উদ্যান মধ্যে লইয়া শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকের ও গানের আবৃত্তি শিক্ষা করাইতেছেন ॥১২॥১৩॥

তবে প্রদ্যুম্ন মিশ্র, ইত্যাদি শ্রীপ্রহুকার বাক্য ॥১৪॥

তার—সেই দুই দেবকন্যার। অভ্যঙ্গ মর্দ্দন—তৈলাদি দ্বারা অঙ্গ মর্দ্দন ॥১৫॥

সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডন—সেই দুই কন্যার অঙ্গ সকলকে ভূষিত করিতেছেন ॥১৬॥

যদি বল উহাত সর্ব্ববিধায় অত্যন্ত বিরুদ্ধ হয়? ইহাতে শ্রীরামানন্দ রায় সম্বন্ধে তাহা বিরুদ্ধ হয় না, এইটি বলিতেছেন "তভু" ইতি সার্দ্ধৈক পয়ারে।

সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাসীভাব করেন আরোপণ ॥১৮॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা।
তাহে রামানন্দের ভাব ভক্তি প্রেম সীমা ॥১৯॥
তবে সেই দুই জনারে নৃত্য শিক্ষাইল।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল ॥২০॥
সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়ী ভাবের লক্ষণ।
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন ॥২১॥

গীতের ইতি। গীতস্য যে গূঢ়ার্থাস্তেষামভিপ্রায়ং অভিনয়েন হস্তাদি-চালনাদিরূপাকারেণ গীতাদিকং কারিতবানিত্যর্থঃ ॥২০॥

তভু—তথাপি। অর্থাৎ সেই কন্যাদ্বয় লইয়া ঐরূপ কার্য্য করিলেও। শ্রীরামানন্দ রায়ের বিকার শূন্যতা প্রযুক্ত উহা তৎসম্বন্ধে বিরুদ্ধ হয় না, ইতিভাব ॥১৭॥

আর এক কথা "সেব্য" ইতি। যাহার সেবা করা হয়, সেই সেব্য, অর্থাৎ সেই দুই দেবকন্যা বস্তুতঃ সেব্যা নহে, কিন্তু তাহাতে সেব্য বুদ্ধি আরোপ করিয়া এবং আপনাতে স্বভাবসিদ্ধ দাসীভাব আরোপ করিয়া সেই কন্যাদ্বয়ের সেবা করেন, তাহা হইলে নিজ স্বামিনীর তাদৃশ সেবা যেমন দাসীর পক্ষে বিরুদ্ধ হয় না, তদ্রূপ সেই কন্যাদ্বয়ের তাদৃশ সেবা দাসীভাব শ্রীরামানন্দ রায়ের পক্ষে বিরুদ্ধ হয় না, ইতিভাব ॥১৮॥

যদি বল সেই কন্যাদ্বয়েই বা তাঁহার সেব্য বুদ্ধি হয় কেন? ইহাতে বলিতেছেন "মহাপ্রভুর" ইতি। অর্থাৎ কেন যে তাহাতে তাঁহার সেব্য বুদ্ধি হয়, ইহা বলিতে পারি না। তদ্বিষয়ক অন্তর বিশেষ পশ্চাদুক্ত "আমিত সন্ন্যাসী" ইত্যাদি শ্রীমহাপ্রভুবাক্যে দেখিবেন ॥১৯॥

প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত করিয়া প্রকৃত বিষয় বলিতেছেন "তবে" ইত্যাদি। তবে—তদনন্তর, অর্থাৎ "স্বহস্তে পরান বস্ত্র" ১৬ ইত্যাদ্যনন্তর। সেই দুই জনারে—পূর্ব্বোক্ত দেবকন্যাদ্বয়কে। অভিনয়—অনুকরণ, অর্থাৎ শরীর চেষ্টাদি দ্বারা গানের গূঢ়ার্থ প্রকাশ করণ শিক্ষা দিলেন ॥২০॥

ভাবের সহিত সঞ্চারী প্রভৃতি তিনটির অন্বয়। তত্র সঞ্চারী ভাব—নির্ব্বেদাদি ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যভিচারী ভাব। সাত্ত্বিক ভাব—স্তম্ভাদি অষ্টভাব। স্থায়ী ভাব—শান্ত্যাদি দ্বাদশ রতি ভাব। উহাদের লক্ষণ (অবস্থা) অভিনয় দ্বারা মুখ বা নেত্রে প্রকাশ করেন।

ভাব প্রকটননাস্য রায় যে শিক্ষায়।
জগন্নাথের আগে দুহেঁ প্রকট দেখায় ॥২২॥
তবে সেই দুই জনারে প্রসাদ খাওয়াইল।
নিভৃতে দুহাঁরে নিজ ঘর পাঠাইল ॥২৩॥
প্রতিদিন রায় ঐছে করায় সাধন।
কোন জানে ক্ষুদ্র জীব কাহাঁ তার মন ॥২৪॥
মিশ্রের আগমন রায়ে সেবক জানাইলা।
শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা ॥২৫॥
মিশ্রকে নমস্কার করিল সম্মান করিয়া।
নিবেদন করে কিছু বিনীত হইয়া ॥২৬॥
বহুক্ষণ আইলা মোরে কেহো না কহিল।
তোমার চরণে মোর অপরাধ হৈল ॥২৭॥
তোমার আগমনে মোর পবিত্র হৈল ঘর।
আজ্ঞা কর কাহা করোঁ তোমার কিঙ্কর ॥২৮॥
মিশ্র কহে তোমা দেখিতে কৈল আগমনে।
আপনা পবিত্র কৈল্য তোমার দরশনে ॥২৯॥

ভাব ইতি। ভাবস্য প্রকটো যত্র এবং লাস্যং নৃত্যং ॥২২॥
কাহাঁ তাঁর মন কিং প্রকারকং তস্য মন ইত্যর্থঃ ॥২৪॥

তত্র নির্ব্বেদে নামক সঞ্চারী ভাবের লক্ষণ এই যে, চিন্তা অশ্রু বৈবর্ণ্য দৈন্য ও দীর্ঘ নিশ্বাসাদি। স্তম্ভ নামক সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ এই যে, বাক্যাদি-রাহিত্য নিশ্চলতা ও শূন্যতা।

শান্তি নামক স্থায়ী ভাবের লক্ষণ এই যে, বিষয় বিমুখতা।

উহাদের অবশিষ্ট ভাবের লক্ষণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে দেখিবেন। পয়ারের অর্থ হইল এই যে, মুখ নেত্রাদিতে অনুকরণ দ্বারা সঞ্চারী প্রভৃতি ভাবের অবস্থা সকলকে যে প্রকাশ করণ, সেইটি সেই কন্যাদ্বয়কে শিক্ষা দেন ॥২১॥

ভাব প্রকটন লাস্য—ভাবের প্রকাশ হয় যাহাতে এরূপ লাস্য—নৃত্য। দুই—সেই দুই দেবকন্যা। প্রকট—প্রকাশ করিয়া ॥২২॥

নিভৃতে—গোপনে ॥২৩॥

কাঁহা তাঁর মন—রায়ের কোন্ কি প্রকার ॥২৪॥—॥২৭॥

কাঁহা করোঁ—কি করিব। কিঙ্কর—দাস ॥২৮॥২৯॥

অতিকাল দেখি মিশ্র কিছু না কহিলা।
বিদায় হইয়া মিশ্র নিজ ঘর আইলা ॥৩০॥
আর দিন মিশ্র আইলা প্রভু বিদ্যমানে।
প্রভু কহে কৃষ্ণ কথা শুনিলে রায় স্থানে ॥৩১॥
তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা।
শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা ॥৩২॥
আমিত সন্ন্যাসী আপনা বিরক্ত করি মানি।
দর্শন দূরে প্রকৃতির নাম যদি শুনি ॥৩৩॥
তবহি বিকার পায় মোর তনু মন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন জন ॥৩৪॥
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্ব্বজন।
কহিবার বাত নহে আশ্চর্য্য কথন ॥৩৫॥
একে দেবদাসী আরে সুন্দরী তরুণী।
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি ॥৩৬॥
স্নানাদি করায় পরায় বাস বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গের তাহা হয় দর্শন স্পর্শন ॥৩৭॥
তভু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানাভাবোদ্গার তাতে করায় শিক্ষণ ॥৩৮॥
নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণ সম।
আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্ব্বিকার মন ॥৩৯॥

অতিকাল—কালাতীতং, সংপ্রতি জিজ্ঞাসায়াঃ নাবসর, ইতিভাবঃ ॥৩০॥

অতিকাল—অসময়, অর্থাৎ এক্ষণ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সময় নয় ॥৩০॥৩১॥

বৃত্তান্ত—"দুই দেবকন্যা হয়" ১১ ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বিবরণ ॥৩২॥

সেই দুই দেবকন্যার সহিত তাদৃশ ব্যবহারে শ্রীরামানন্দ রায়ের পক্ষে কোন দোষ হয় না, এইটি শ্রীমহাপ্রভু বলিতেছেন "আমিত" ইত্যাদি। প্রকৃতির—স্ত্রীলোকের। এ প্রকরণের অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার মনে কোন বিকার না থাকায় তাদৃশ ব্যবহারে তাঁহার পক্ষে কোন দোষ হয় না ॥৩৩॥৩৪॥

বাত—কথা ॥৩৫॥

ঐ আশ্চর্য্য কথনই বলিতেছেন "একে" ইত্যাদি ॥৩৬—॥৩৯॥

এক রামানন্দ রায়ের এই অধিকার ॥৪০॥
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার।
তাঁহার মনের ভাব তিহোঁ জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র ॥৪১॥
কিন্তু শাস্ত্র দৃষ্টে এক করি অনুমান।
শ্রীভাগবত শ্লোক তাহাতে প্রমাণ ॥৪২॥
ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই জন কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥৪৩॥

যদি বল মনের নির্ব্বিকারতা প্রযুক্ত যদি তাদৃশ ব্যবহারে দোষ না হয়, তবে নির্ব্বিকার মনোবিশিষ্ট অপর ভক্তেও তাহা করিতে পারে? ইহাতে বলিতেছেন "এক" ইতি। এই—সেই দুই দেবকন্যার সহিত তাদৃশ ব্যবহারে। অর্থাৎ কেবল শ্রীরামানন্দ রায়ই তাহা করিতে পারেন, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য কেহই আর তাহা করিতে পারে না ॥৪০॥

উহাতে হেতু দেখাইতেছেন "তাতে" ইতি সার্দ্ধক পয়ারে। তাতে জানি—ইহাতে জানাইতেছি, অথবা তরুণী স্পর্শেও মন নির্ব্বিকার, ইহাতে জানিলাম। তাঁহার—রায়ের দেহ অপ্রাকৃত।

এবং "তাঁহার মনের" ইতি। অর্থাৎ স্ত্রীলোকে সেব্য বুদ্ধি আরোপ করিয়া সেবা করিবার কোন শাস্ত্র যুক্তি নাই, তবে শ্রীরামানন্দ রায় কি ভাবে কে তাহা করেন, তাহা তিনিই জানেন অন্য কেহ জানে না, অতএব অর্থাৎ সেই ভাব না জানা হেতু অন্যের তাহাতে অধিকার নাই, ইতিভাব।

তাহা হইলে দুষ্ট লোকের ইপ্সারামর্শে কেহ যেন রায়ের মতন ব্যবহারে প্রবর্ত্ত না হয়েন, ইহা এখানে সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে, জানিবেন ॥৪১॥

কিন্তু—রায়ের মনোগত ভাব জানিতে অপর কোন ব্যক্তি না থাকিলেও। পঞ্চাধ্যক্ষ "প্রাকৃত নহে মন" এই বাক্য প্রমাণে রায়ের মন অপ্রাকৃত, এইটি এখানে অনুমেয়, তাহাতে রায় মনের অপ্রাকৃতত্ব সাধ্য, তদপ্রাকৃত দেহ হেতু। শ্রীভাগবত শ্লোক—পঞ্চাধ্যক্ষ "বিক্রীড়িতং" এই শ্লোক। তাহাতে—সেই অনুমানে এতদ্দ্বারা ঐ অনুমানকে অনুকূল তর্ক বলা হইল, জানিবেন ॥৪২॥

ঐ অনুমানের প্রতি প্রমাণ শ্রীভাগবতের পঞ্চাধ্যক্ষ "বিক্রীড়িতং" এই শ্লোকের অর্থ করিতেছেন "ব্রজবধূ" ইত্যাদি তিন পয়ারে। তাহাতে প্রথমতঃ প্রথম ঐ শ্লোকের অর্থ করিতেছেন "ব্রজবধূ" ইতি ॥৪৩॥

হৃদ্রোগ কাম তার তৎকাল হয় ক্ষয়।
তিন গুণ ক্ষোভ নহে মহাধীর হয় ॥৪৪॥
উজ্জ্বল মধুর রস প্রেমভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণ মাধুর্য্যে বিহরে সদায় ॥৪৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩৩ অ, ৪১ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং ;—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভি রিদঞ্চ বিষ্ণোঃ,
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েৎ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং,
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥৩॥

যে শুনে যে পড়ে তার ফল হয় এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি ॥৪৬॥

উজ্জ্বলা যা মধুররসাশ্রিতা প্রেমভক্তি স্তাংপ্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥৪৫॥

ভগবতঃ কামবিজয়রূপরাসক্রীড়া শ্রবণ ফলমাহ বিক্রীড়িতমিতি। অচিরেণ ধীরঃ সন্ হৃদ্রোগং কামং আশু অপহিনোতি পরিত্যজতি। ইতি শ্রীস্বামী ॥৩॥

যঃ শ্রদ্ধান্বিতঃ (সন্) ব্রজবধূভিঃ (সহ) বিষ্ণোঃ ইদং চ বিক্রীড়িতং শৃণুয়াৎ অথ বর্ণয়েৎ, (সঃ) অচিরেণ ধীরঃ (সন্) ভগবতি পরাং ভক্তিং প্রতিলভ্য হৃদ্রোগং কামং আশু অপহিনোতি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩॥

ঐ শ্লোকস্থ "কামং—ধীরঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "হৃদ্রোগ" ইতি। হৃদ্রোগ কাম—হৃদয়ের রোগরূপ কাম। তৎকাল—কথন বা শ্রবণকালে। তিন গুণ—সত্ত্ব রজ ও তম ॥৪৪॥

ঐ শ্লোকস্থ "ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য" ইহার অর্থ করিতেছেন "উজ্জ্বল" ইতি। উজ্জ্বল যে মধুররসাশ্রিত প্রেমভক্তি, তাহাকে প্রাপ্ত হয় ॥৪৫॥

যে জন শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই রাসক্রীড়া শ্রবণ করে অথবা বর্ণনা করে, সে জন অল্পকাল মধ্যে সুবিজ্ঞ হইয়া হৃদয়ের রোগরূপ কামকে শীঘ্রই পরিত্যাগ করে ॥৩॥

"শ্রীভাগবত শ্লোক" তাহা এই শ্লোক ॥৩॥

সেই ভাবাবিষ্ট—গোপীভাবের অনুগত ভাবে আবিষ্ট হইয়া। যেই—যে জন। সেবে—শ্রীকৃষ্ণ সেবা করে ॥৪৬॥

তার ফল কি কহিব কহনে না যায়।
নিত্য সিদ্ধ সেই প্রায় তার সিদ্ধ কায় ॥৪৭॥
রাগানুগামার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধ দেহ তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন ॥৪৮॥
আমিহ রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণ কথা।
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুনঃ যাও তথা ॥৪৯॥
মোর নাম লইহ তিঁহ পাঠাইল মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণ কথা শুনিবার তরে ॥৫০॥
শীঘ্র যাহ যাবৎ তিঁহো আছেন সভাতে।
এত শুনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র চলিলা ত্বরিতে ॥৫১॥
রায় পাশ গেলা রায় প্রণতি করিলা।
আজ্ঞা কর যে লাগিয়া আগমন হৈলা ॥৫২॥

নিত্যেতি। সতু নিত্যসিদ্ধপ্রায়স্তথাতস্য কায়ং শরীর মপি সিদ্ধঃ অপ্রাকৃতঃ ॥৪৭॥

সিদ্ধেতি। মনোপি সিদ্ধ দেহতুল্য মপ্রাকৃত মিত্যর্থঃ ॥৪৮॥

সে জন নিত্যসিদ্ধ প্রায়—শ্রীকৃষ্ণ পার্ষদ তুল্য। অতএব তাহার কায়—শরীর ও সিদ্ধ অপ্রাকৃত। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদের দেহ যেমন অপ্রাকৃত, তেমনি তদ্ভাবাবিষ্ট সেবক জনের দেহও অপ্রাকৃত ॥৪৭॥

রাগানুগা মার্গে—রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তি মার্গে। অর্থাৎ রাগানুগামার্গে নিজাভিপ্রেত যে সিদ্ধদেহ ভাবনা করিয়া ভজন করে, তাহা অপ্রাকৃত, অতএব অপ্রাকৃত দেহতুল্য মনও অপ্রাকৃত।

উক্ত "কিন্তু শাস্ত্র দৃষ্ট্যে" ইত্যাদি বাক্যে বলা হইল এই যে, রাগানুগা মার্গের ভক্ত শ্রীরামানন্দ রায়ের দেহ অপ্রাকৃত, অতএব তাহার মনও অপ্রাকৃত।

রাগানুগা মার্গে ভজন করেন বলিয়া সেই দেবকন্যাদ্বয়ে সেব্যবুদ্ধি আরোপ করিয়া সেবা করেন, এইটি যেন কেহ এখানে মনে না করেন, কেননা সেই দেবকন্যার সহিত তাদৃশ ব্যবহারে শ্রীরামানন্দ রায়ের কোন দোষ হয় না এইটি প্রতিপাদন নিমিত্ত "আমিত সন্ন্যাসী" ৩৩ ইত্যাদি পূর্ব্ব বাক্যে তাঁহার দেহকে অপ্রাকৃত বলিয়া "কিন্তু শাস্ত্র দৃষ্ট্যে" ৪২ ইত্যাদি এতদন্ত বাক্যে তাঁহার মনও অপ্রাকৃত, এইটি প্রতিপাদন করিয়াছেন। ফল কথা এই যে, শ্রীরামানন্দ রায়ের দেহ ও মন অপ্রাকৃত, এইটিই এখানে বলিয়াছেন ॥৪৮॥

মিশ্র কহেন মহাপ্রভু পাঠাইল মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণ কথা শুনিবার তরে ॥৫৩॥
শুনি রামানন্দ রায়ের হৈল প্রেমাবেশে।
কহিতে লাগিলা কিছু মনের উল্লাসে ॥৫৪॥
প্রভুর আজ্ঞায় কৃষ্ণ কথা শুনিতে আইলা এথা।
ইহা বহি মহাভাগ্য আমি পাব কোথা ॥৫৫॥
এত কহি তাঁরে লঞা নিভৃতে বসিলা।
কি কথা শুনিতে চাহ মিশ্রেরে পুছিলা ॥৫৬॥
তিহঁ কহেন যে কহিলা প্রভুকে বিদ্যানগরে।
সেই কথা ক্রমে তুমি কহিবে আমারে ॥৫৭॥
আনের কি কথা তুমি প্রভুর উপদেষ্টা।
আমিত ভিক্ষুক বিপ্র তুমি মোর পোষ্টা ॥৫৮॥
ভাল মন্দ আমি কিছু পুছিতে না জানি।
দীন দেখি কৃপা করি কহিবে আপনি ॥৫৯॥
তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা।
কৃষ্ণ কথা রসামৃত সিন্ধু উথলিলা ॥৬০॥
আপনে প্রশ্ন করি পাছে করেন সিদ্ধান্ত।
তৃতীয় প্রহর হৈল নহে কথার অন্ত ॥৬১॥
বক্তা শ্রোতা কহি শুনি দুহে প্রেমাবেশে।
আত্ম স্মৃতি নাহি কাহাঁ জানে দিন শেষে ॥৬২॥
সেবক কহিল দিন হৈল অবসান।
তবে রায় কৃষ্ণ কথার করিল বিশ্রাম ॥৬৩॥
বহু সম্মান করি মিশ্রে বিদায় দিল।
কৃতার্থ হইলাম বলি নাচিতে লাগিল ॥৬৪॥
ঘরে গিয়া মিশ্র কৈল স্নান ভোজন।
সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইলা প্রভুর চরণ ॥৬৫॥
প্রভুর চরণ বন্দে উল্লসিত মন।
প্রভু কহেন কৃষ্ণ কথা হইল শ্রবণ ॥৬৬॥

আমিহ—আমি শ্রীচৈতন্যও ॥৪৯॥—॥৫৬॥ বিদ্যানগরে—অর্থাৎ মধ্য খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে ৩ কথা ॥৫৭॥ আনের—অন্যের ॥৫৮॥—॥৬৬॥

মিশ্র কহে প্রভু মোরে কৃতার্থ করিলা।
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা ॥৬৭॥
রামানন্দ রায় কথা কহিলে না হয়।
মনুষ্য নহে রায় কৃষ্ণভক্তি রসময় ॥৬৮॥
আর এক কথা রায় কহিল আমারে।
কৃষ্ণ কথার বক্তা করি না জানিহ মোরে ॥৬৯॥
মোর মুখে কথা কহে শ্রীগৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায় তৈছে কহি যেন বীণাযন্ত্র ॥৭০॥
মোর মুখে কহায় কথা করে পরচার।
পৃথিবীতে কে জানিবে এ লীলা তাঁহার ॥৭১॥
যে সব শুনিল কৃষ্ণ রসের সাগর।
ব্রহ্মাদি দেবের এ সব না হয় গোচর ॥৭২॥
হেন রস মোরে পান করাইলে তুমি।
জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইনু আমি ॥৭৩॥
প্রভু কহে রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুখে দেন আনি ॥৭৪॥
মহানুভবের এই সহজ স্বভাব হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয় ॥৭৫॥
রামানন্দ রায়ের এই কহিল গুণ লেশ।
প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে যৈছে কৈল উপদেশ ॥৭৬॥

রসময় অত্র বিকারার্থে ময়ট্ কৃষ্ণভক্তিরসস্য বিকার ইত্যর্থঃ ॥৬৮॥

কহিলে না হয়—বলা হয় না, অর্থাৎ তাঁহার গুণ বর্ণনার শেষ হয় না। কৃষ্ণভক্তিরসময়—কৃষ্ণভক্তিরসের বিকার, অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তিরসের মূর্ত্তি ॥৬৮—৭০॥

পরচার—প্রচার। অর্থাৎ লোকে প্রচার করিবার নিমিত্ত আমার মুখে কৃষ্ণ কথা কহায়েন ॥৭১।৭২॥

পায়—চরণে ॥৭৩॥ পরমুখে—অন্যের মস্তকে ॥৭৪।৭৫॥

"রামানন্দ রায়ের" ইত্যাদি শ্রীগ্রন্থকার বাক্য। লেশ—অল্প। যৈছে—যে গুণ লেশ ॥৭৬॥

গৃহস্থ হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের বশে।
বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে ॥৭৭॥
এই সব গুণ তাঁর প্রকাশ করিতে।
মিশ্রেরে পাঠাইল তাঁহা শ্রবণ করিতে ॥৭৮॥
ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু ভাল জানে।
নানা ভঙ্গীতে গুণ প্রকাশি নিজ লাভ মানে ॥৭৯॥
আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ।
ঐশ্বর্য্য স্বভাব গূঢ় করে প্রকটন ॥৮০॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্ব নাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ ॥৮১॥
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায় করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র সহ হয় শ্রোতা ॥৮২॥
হরিদাস দ্বারা নাম মাহাত্ম্য প্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ভক্তি সিদ্ধান্ত বিলাস ॥৮৩॥
শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজের রস প্রেমলীলা।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা ॥৮৪॥

যদি বল রামানন্দ গৃহস্থ হইয়া সন্ন্যাসী প্রদ্যুম্নকে কিরূপে উপদেশ করেন? ইহাতে বলিতেছেন "গৃহস্থ" ইতি। ষড়্‌বর্গ—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য, ইহাদের অধীন নহেন, ইহা পূর্ব্বোক্ত দেবকন্যার সহিত তাদৃশ ব্যবহারে প্রতিপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ তাদৃশ ভক্ত ব্যক্তি গৃহস্থ হইয়াও পরম সন্ন্যাসী, অতএব তিনি তাঁহাকে উপদেশ দেন ॥৭৭॥

এই সব গুণ—সেই দুই দেবকন্যার সহিত তাদৃশ ব্যবহারে রায়ের মনে কোন বিকার নাই, এবং গৃহস্থ হইয়া সন্ন্যাসীর উপদেষ্টা, ইত্যাদি গুণ। তাঁর—রামানন্দের নিকটে। শ্রবণ—কৃষ্ণকথা শ্রবণ ॥৭৮॥

রামানন্দের ঐ সকল গুণ বর্ণনার হেতু বলিতেছেন "ভক্ত গুণ" ইতি। ভক্ত গুণ বর্ণনা নিজ লাভের স্বরূপ, এই হেতু তাঁহার ঐ সকল গুণ বর্ণনা করেন, ইতিভাব ॥৭৯॥

ঐশ্বর্য্য—ইহা কর্ত্তৃপদ, অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব গূঢ় স্বভাবকে প্রকট করে ॥৮০॥

উহাই বলিতেছেন "সন্ন্যাসী" ইত্যাদি। সন্ন্যাসী প্রভৃতির গর্ব্বনাশ করি-

শ্রীচৈতন্যলীলা এই অমৃতের সিন্ধু।
জগত ভাসাতে পারে যার এক বিন্দু ॥৮৫॥
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পান।
যাহা হৈতে প্রেমানন্দ ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞান ॥৮৬॥
এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ লঞা।
নীলাচলে বিহরয়ে ভক্তি প্রচারিয়া ॥৮৭॥
বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করিয়া লঞা আইলা শুনাইতে ॥৮৮॥
ভগবান আচার্য্য সনে তাঁর পরিচয়।
তাঁরে মিলি তাঁর ঘরে করিল আলয় ॥৮৯॥
প্রথমেই নাটক তিঁহ তাঁরে শুনাইল।
তাঁর সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব নাটক শুনিল ॥৯০॥
সবেই প্রশংসে নাটক পরম উত্তম।
মহাপ্রভুকে শুনাইতে সবার হৈল মন ॥৯১॥
গীত শ্লোক গ্রন্থ কিবা যেই করি আনে।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে ॥৯২॥
স্বরূপ ঠাঞি উত্তরে যদি লয় তাঁর মন।
তবে মহাপ্রভু ঠাঞি করায় শ্রবণ ॥৯৩॥
রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ ॥৯৪॥

যার নিমিত্ত প্রদ্যুম্নকে রামানন্দ নিকটে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে পাঠাইয়াছিলেন ইত্যর্থ ॥৮১॥ আপনি—শ্রীচৈতন্য ॥৮২॥—॥৮৬॥

ভক্তগণ লঞা—অর্থাৎ প্রভু স্বয়ং ভক্তি প্রচার করেন, এবং তদ্ভক্তগণ ভক্তি প্রচার করেন ॥৮৭॥

ঐ ভক্তগণে ভক্তি প্রচার বলিবার জন্য বঙ্গদেশীয় কবির কথা বলিতেছেন "বঙ্গদেশী" ইত্যাদি ॥৮৮॥—॥৯১॥

নূতন শ্লোকাদি শ্রবণে শ্রীমহাপ্রভুর যে নিয়ম আছে, তাহা বলিতেছেন "গীত" ইত্যাদি চারি পয়ারে ॥৯২॥

উত্তরে—পরীক্ষায় ভাল হইলে। লয় তাঁর মন—প্রভুকে শ্রবণ করাইতে স্বরূপের ইচ্ছা হইলে ॥৯৩॥ রসাভাস—অনৌচিত্যে রসের প্রবৃত্তি হইলে

অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে।
এই মর্য্যাদা প্রভু করিয়াছে নিয়মে ॥৯৫॥
স্বরূপের ঠাঞি আচার্য্য কৈল নিবেদন।
এক বিপ্র প্রভুর নাটক করিয়াছে উত্তম ॥৯৬॥
আগে তুমি শুন যদি তোমার মন মানে।
পাছে মহাপ্রভুকে তবে করাব শ্রবণে ॥৯৭॥
স্বরূপ কহে তুমি গোয়াল পরম উদার।
যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার ॥৯৮॥
যদ্বাতদ্বা কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস ॥৯৯॥
রস রসাভাস যারি নাহিক বিচার।
ভক্তি সিদ্ধান্ত সিন্ধু নাহি দেখে পার ॥১০০॥
ব্যাকরণ না জানে না জানে অলঙ্কার।
নাটকালঙ্কারে জ্ঞান নাহিক যাহার ॥১০১॥
কৃষ্ণ লীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্য বিহার ॥১০২॥

যদ্বাতদ্বা কবিবাক্যে স্বতঃ কবিবাক্যে সামান্য কবিবাক্য ইত্যর্থঃ ॥৯৯॥
রস ইতি। অয়ং রসঃ অয়ং রসাভাসঃ এবং বিচার ইত্যর্থঃ ॥১০০॥
ব্যাকরণ ইতি। অত্র অলঙ্কারপদেনালঙ্কার শাস্ত্রং পরত্র অলঙ্কারপদং উপমাদি ॥১০১॥

রসাভাস হয়—সিদ্ধান্ত বিরোধ—বিচার বিরুদ্ধ। ইহা পশ্চাদুক্ত "বিকচ কমল নেত্রে" এই শ্লোকের শ্রীস্বরূপকৃত প্রতিবাদে দেখিবেন ॥৯৯॥৯৫॥
আচার্য্য—ভগবান্ আচার্য্য ॥৯৬॥৯৭॥
গোয়াল—গোপ, ইহা ব্রজভাবাবেশে বলিয়াছেন, জানিবেন ॥৯৮॥
যদ্বাতদ্বা—যে সে, অর্থাৎ সামান্য ॥৯৯॥
এইটি রস এইটি রসাভাস ইত্যাদি যাহার বিচার নাই। নাহি দেখে পার—অর্থাৎ যে জন অধিক ভক্তি সিদ্ধান্ত না শুনিয়াছে ॥১০০॥
প্রথম অলঙ্কারপদে অলঙ্কার শাস্ত্র, দ্বিতীয় অলঙ্কারপদে উপমাদি। নাটক—নাটক লক্ষণ ॥১০১॥ ছার—তুচ্ছ ॥১০২॥১০৩॥

কৃষ্ণ লীলা গৌর লীলা যে করে বর্ণন।
গৌর পাদপদ্ম যার হয় প্রাণ ধন ॥১০৩॥
গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ আত্মীয় বাক্য শুনিতে হয় সুখ ॥১০৪॥
রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ ॥১০৫॥
ভগবান আচার্য্য কহে শুন একবার।
তুমি শুনিলে ভাল মন্দ জানিবে বিচার ॥১০৬॥
দুই তিন দিন আচার্য্য আগ্রহ করিল।
তার আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে ইচ্ছা হৈল ॥১০৭॥
সবা লৈয়া স্বরূপ গোসাঞি শুনিতে বসিলা।
তবে সেই কবি নান্দী শ্লোক পড়িলা ॥১০৮॥

বঙ্গদেশীয়বিপ্রস্য ;—

বিকচ কমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথ সংজ্ঞে,
কনককুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ,
সদিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্য দেবঃ ॥৪॥

কনককুচিঃ স্বর্ণকান্তিঃ যঃ কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ বিকচকমলনেত্রে বিকসিত পদ্ম-নয়নে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে শ্রীজগন্নাথঃ সংজ্ঞা যস্য তস্মিন আত্মনি শরীরে আত্মতাং জীবত্বং প্রপন্নঃ সন্ প্রকৃত্যা স্বভাবেন জড়ং অচেতনং জগন্নাথং চেতয়ন্ আবিরাসীৎ স এব তব ভব্যং মঙ্গলং দিশতু ইত্যন্বয়ঃ। অত্র শ্রীজগন্নাথস্যাপি জড় শরীরত্বং শ্রীচৈতন্যদেবস্য আত্মত্বমিত্যায়াতং শ্রীস্বরূপস্য তৎ কিমার্থ্যা এতদেবাগ্রে স্পষ্টীকৃতং। সরস্বতীপক্ষে যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে দারু

কনককুচিঃ যঃ (কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ) বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে ইহ আত্মনি (দেহে) আত্মতাং (জীবত্বং) প্রপন্নঃ প্রকৃতি জড়ং (দারুময়ত্বেন

গ্রাম্য—অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত জ্ঞানবিহীন। বিদগ্ধ আত্মীয়—অর্থাৎ রসিক ভক্ত ॥১০৪॥

দুই—বিদগ্ধমাধব আর ললিতমাধব। যার—যে দুই নাটকের। মুখবন্ধ—প্রস্তাবনা ॥১০৫॥—॥১০৭॥

নান্দী—মঙ্গলাচরণ ॥১০৮॥

শ্লোক শুনি সর্ব্বলোক তাহারে বাখানে।
স্বরূপ কহে এই শ্লোক করহ ব্যাখ্যানে ॥১০৯॥
কবি কহে জগন্নাথ সুন্দর শরীর।
চৈতন্য গোসাঞি শরীরী মহাধীর ॥১১০॥
সহজ জড় জগন্নাথের চেতন করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে ॥১১১॥
শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন।
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন ॥১১২॥

ব্রহ্মণি স্থাবররূপে কনককরুচিরদেহেন চৌররূপেণ জঙ্গমদেহেন আশ্রতাং তদভেদতাং জগন্নাথরূপতাং প্রপন্নঃ স ইত্যাদিকং স্পষ্টং। ইতি চং ॥৪॥

অচেতনং শ্রীজগন্নাথ দেহং) অশেষং চেতয়ন্ আবিরাসীৎ, সঃ কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ তব ভব্যং দিশতু। ইত্যন্বয়ঃ ॥৪॥

স্বর্ণকান্তি যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রফুল্লকমলনয়ন শ্রীজগন্নাথ নামক এই দেহে জীবাগ্রতা প্রাপ্ত হইয়া দারুময় অতএব অচেতন শ্রীজগন্নাথ দেহকে সম্পূর্ণরূপে চেতন করতঃ আবির্ভাব হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্য দেব তোমার মঙ্গল বিধান করুন ॥৪॥

"নান্দী শ্লোক" তাহা এই শ্লোক ॥৪॥

তাহারে—সেই বঙ্গদেশীয় কবিকে। বাখানে—ব্যাখ্যা করে, অর্থাৎ প্রশংসা করে। কবির অভিপ্রেতার্থে দোষ আছে বলিয়া শ্রীস্বরূপ তাহাকে ঐ শ্লোকের অর্থ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু নিজ বোধের জন্য নহে, কেননা তিনি মহাপণ্ডিত এবং পশ্চাদুক্ত "সরস্বতী সেই শ্লোক" ইত্যাদি পয়ারে ঐ শ্লোকের নির্দ্দোষতা দেখাইয়াছেন ॥১০৯॥

ঐ শ্লোকের ফলিতার্থ বলিতেছেন "কবি" ইতি দুই পয়ারে, তাহাতে প্রথমতঃ ঐ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের অর্থ করিতেছেন "কবি" ইতি। অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ হইয়াছেন শরীর, আর শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন ঐ শরীরের জীবাত্মা ॥১১০॥

অবশিষ্টার্দ্ধ শ্লোকের অর্থ করিতেছেন "সহজ" ইতি। অর্থাৎ জগন্নাথের দেহ কাষ্ঠ নির্ম্মিত, অতএব স্বাভাবিক অচেতন ঐ দেহকে সচেতন করাইতে শ্রীচৈতন্য তাহাতে জীব স্বরূপ হইয়া নীলাচলে প্রকট হইয়াছেন। তবে কিনা শ্রীজগন্নাথরূপ অচেতন দেহে শ্রীচৈতন্য জীবাত্মা স্বরূপ ॥১১১॥১১২॥

আরে মূর্খ আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।
দুইত ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস ॥১১৩॥
পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁরে কৈলি জড় নশ্বর প্রাকৃত কায় ॥১১৪॥
পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ সমান ॥১১৫॥
দুই ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ববর্ণে তার এই গতি ॥১১৬॥
আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ।
দেহ দেহী ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ ॥১১৭॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ দেহী ভেদ।
স্বরূপ দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ ॥১১৮॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ১২৮মাঙ্কধৃত কৌর্ম্মং ;—

দেহ দেহী বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্ক, ৯ম অ, ৩য় শ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং ;—

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ,
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্,
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥৬॥

শ্রীবলদেব এই শ্লোকে সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধতা দেখাইতেছেন "আরে" ইত্যাদি। দুইত ঈশ্বর—দুই প্রকার ঈশ্বর মূর্ত্তিতে, কিন্তু ঈশ্বর দুই নহে, জানিবেন। অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ এবং শ্রীচৈতন্য এই দুই প্রকার ঈশ্বর মূর্ত্তিতে ॥১১৩॥

জড়—অচেতন। নশ্বর—অনিত্য। প্রাকৃত—মায়িক। কায়—শরীর। শ্রীমূর্ত্তি কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত হইলেও তাহা সচ্চিদানন্দময়, ইহার বিশেষ বিচার ভক্তিসন্দর্ভে দেখিবেন ॥১১৫॥

স্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা ॥১১৫॥ দুই ঠাঞি—শ্রীজগন্নাথকে জড়দেহ বলায় এবং শ্রীচৈতন্যকে সাধারণ জীব বলায় ঐ দুই স্থানে ॥১১৬॥

প্রমাদ—অনবধানতা। দেহী—আত্মা ॥১১৭॥ ঈশ্বরের স্বরূপই সচ্চিদানন্দদেহ, অতএব তাঁহাতে দেহ দেহী ভেদ নাই ॥১১৮॥

তথাহি ভাগবতে ৯ম অ, ৪র্থ শ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং ;—

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়,
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাং।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং,
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥৭॥

কাহাঁ পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর।
কাহাঁ ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর ॥১১৯॥

তথাহি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে শ্রিয়া পৃষ্টো ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্তং ;—

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ নিকরাকর ॥৮॥

শুনি সভাসদের তবে হৈল চমৎকার।
সত্য কহে গোসাঞি, দোহাঁর করিয়াছে তিরস্কার ॥১২০॥
শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা ভয় বিস্ময়।
হংস মধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয় ॥১২১॥
তার দুঃখ দেখি স্বরূপ পরম সদয়।
উপদেশ কৈল তারে যৈছে হিত হয় ॥১২২॥
যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে ॥১২৩॥

"দেহ দেহী—" এই শ্লোকের টীকা নাই। অর্থ এই যে, ঈশ্বরে দেহ ও দেহী এই বিভাগ কোথাও নাই ॥৫॥

"নাতঃ পরং" এবং "তদ্বা ইদং" এই দুই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি মধ্যের ২৫ পরিচ্ছেদে ৪ এবং ৫ শ্লোকে দেখিবেন। "ঈশ্বরের নাহি কভু" এই পয়ার প্রমাণ "দেহ দেহী" ইত্যাদি তিন শ্লোক ॥৬॥৭॥

মায়েশ্বর—মায়ার প্রভু। কিঙ্কর—দাস ॥১১৯॥

"হ্লাদিন্যা" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি মধ্যের ১৮ পরিচ্ছেদে ৮ শ্লোকে দেখিবেন। "কাহাঁ পূর্ণ" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৮॥

গোসাঞি—শ্রীস্বরূপ। দোহাঁর—শ্রীজগন্নাথের এবং মহাপ্রভুর। অর্থাৎ বঙ্গদেশীয় কবি দোহাঁর তিরস্কার করিয়াছে, ইহা গোসাঞি সত্য বলিয়াছেন ॥১২০॥—১২৩॥

চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে সে জানিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ ॥১২৪॥
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ লীলা বর্ণিবে নির্ম্মল ॥১২৫॥
এই শ্লোক করিয়াছ পাইয়া সন্তোষ।
তোমার হৃদয়ের অর্থে দুইায় লাগে দোষ ॥১২৬॥
তুমি যৈছে তৈছে কহ না জানিয়া রীতি।
সরস্বতী সেই শব্দে করিয়াছেন স্তুতি ॥১২৭॥
যৈছে ইন্দ্র করে কৃষ্ণের ভর্ৎসন।
সেই শব্দে সরস্বতী করেন স্তবন ॥১২৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্ক, ২৫ অ, ৫ম শ্লোকে গোপান্‌দ্দিশ্য ইন্দ্রবাক্যং ;—

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনং।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ং ॥৯॥

বাচালং বহুভাষিণং বালিশং অশিক্ষিতং পণ্ডিতমন্যং অতঃ স্তব্ধং অবিনীতং ইতি নিন্দায়াং গোপিতস্যৈব ভারতী শ্রীকৃষ্ণং স্তৌতি তথাহি বাচালং শাস্ত্রযোনিং এবমপি বালিশং শিশুবন্নিরভিমানং স্তব্ধং অনম্র বন্দ্যত্বাভাবাৎ অনম্রং অজ্ঞং নাস্তি জ্ঞো যস্মাত্তং সর্ব্বজ্ঞ মিত্যর্থঃ পণ্ডিতমানিনং ব্রহ্মবিদাং বহুমাননীয়ং কৃষ্ণং সচ্চিদানন্দরূপং পরং ব্রহ্মমর্ত্যং তথাপি ভক্তবাৎসল্যানুরোধতয়া প্রতীয়মানমিতি। ইতি শ্রীস্বামী ॥৯॥

গোপাঃ বাচালং বালিশং স্তব্ধং অজ্ঞং পণ্ডিতমানিনং মর্ত্ত্যং কৃষ্ণং উপাশ্রিত্য মে অপ্রিয়ং চক্রুঃ। ইত্যন্বয়ঃ ॥৯॥

এই শ্লোক—"বিকচকমলনেত্র" এই পূর্ব্বোক্ত শ্লোক। হৃদয়ের অর্থে—অভিপ্রেতার্থে। দুইায়—শ্রীজগন্নাথে এবং শ্রীচৈতন্যে ॥১২৬॥

সরস্বতী—বাগ্‌দেবী ॥১২৭।১২৮॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিজ যাগ নষ্ট হইলে ইন্দ্র বলিতেছেন। গোপগণ বহুভাষী অশিক্ষিত অজ্ঞ আপনাকে পণ্ডিতমানী ও মনুষ্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া আমার (ইন্দ্রের) অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে, অর্থাৎ আমার যজ্ঞ করে নাই ॥৯॥

ইন্দ্র যে শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসন করিয়াছিল, তাহা এই শ্লোক। ইহার [illegible] পদে অর্থ পরপরারে করিয়াছেন ॥৯॥

ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত ইন্দ্র যেন মাতোয়াল।
বুদ্ধি নাশ হৈল কেবল নাহিক সাম্ভাল ॥১২৯॥
ইন্দ্র বলে কৃষ্ণের মুঞি করিয়াছি নিন্দন।
তারি মুখে সরস্বতী করেন স্তবন ॥১৩০॥
বাচাল কহিয়ে বেদ প্রবর্ত্তক ধন্য।
বালিশ তথাপি শিশু প্রায় গর্ব্ব শূন্য ॥১৩১॥
বন্দ্যাভাবে অনম্র স্তব্ধ শব্দে কয়।
যাহা হৈতে অন্য বিজ্ঞ নাহি সে অজ্ঞ হয় ॥১৩২॥
পণ্ডিতের মান্য পাত্র হয় পণ্ডিত-মানী।
তথাপি ভক্তবাৎসল্যে মনুষ্য অভিমানী ॥১৩৩॥
জরাসন্ধ কহে "কৃষ্ণ পুরুষাধম"।
তোমার সঙ্গে না যুঝিমু "যাহি বন্ধুহন্" ॥১৩৪॥
যাহা হৈতে অন্য পুরুষ সকল অধম।
সেই হয় পুরুষোত্তম সরস্বতীর মন ॥১৩৫॥

সাম্ভাল—ধৈর্য্য ॥১২৯॥১৩০॥

উক্ত "বাচালং" এই শ্লোকের ইন্দ্রকৃত নিন্দার্থ স্পষ্ট থাকায় সরস্বতীকৃত স্তবার্থ বলিতেছেন, তাহাতে "বাচালং" ইহার অর্থ বেদ প্রবর্ত্তক—বেদকর্ত্তা। "বালিশং" ইহার অর্থ শিশুপ্রায় গর্ব্বশূন্য ॥১৩১॥

"স্তব্ধং" ইহার অর্থ বন্দ্যাভাবে অনম্র, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কেহ বন্দ্যনীয় না থাকায় তিনি অনম্র। "অজ্ঞং" ইহার অর্থ তাঁহা হইতে অন্য কেহ বিজ্ঞ নাই ॥১৩২॥ "পণ্ডিতমানিনং" ইহার অর্থ পণ্ডিতের মান্য পাত্র। "মর্ত্ত্যং" ইহার অর্থ ভক্ত বাৎসল্যে—ভক্তের স্নেহবশতঃ মনুষ্য অভিমানী ॥১৩৩॥

হে কৃষ্ণ! তুমি পুরুষাধম—নীচ পুরুষ, না যুঝিমু—যুদ্ধ করিব না। যাহি—যাও। বন্ধুহন্—মাতুল প্রভৃতি বন্ধুজন বিনাশি। ইহা শ্রীভাগবতে ১০ স্কং ৫ অং ১২ এবং ১৩ শ্লোকে বলিয়াছেন, যথা ;—

"হে কৃষ্ণ পুরুষাধম! ন যোৎস্যে যাহি বন্ধুহন্" ইতি ॥১৩৪॥

উক্ত জরাসন্ধ বাক্যের সরস্বতী পক্ষে অর্থ করিতেছেন, তাহাতে "পুরুষাধম" ইহার অর্থ অন্য সকল পুরুষ যাহা হইতে অধম, ইহার অর্থ "সেই" ইতি অর্থাৎ "পুরুষাধম" ইহার অর্থ পুরুষোত্তম, এই সরস্বতী অভিপ্রায় ॥১৩৫॥

বান্ধে সবারে তাতে অবিদ্যা বন্ধু হয়।
অবিদ্যা নাশক বন্ধুহন্ শব্দে কয় ॥১৩৬॥
এই মত শিশুপাল করিল নিন্দন।
সেই বাক্যে সরস্বতী করেন স্তবন ॥১৩৭॥
তৈছে এই শ্লোকে তোমার অর্থে নিন্দা আইসে।
সরস্বতীর অর্থ শুন যাতে স্তুতি ভাষে ॥১৩৮॥
জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্ম স্বরূপ।
কিন্তু ইহঁ দারুব্রহ্ম স্থাবর স্বরূপ ॥১৩৯॥
তাহাঁ সহ আত্মতা এক রূপ হঞা।
কৃষ্ণ এক তত্ত্বরূপ দুইরূপ হয়া ॥১৪০॥
সংসার তারণ হেতু যেই ইচ্ছা শক্তি।
তাঁহার মিলন কহি একতা প্রাপ্তি ॥১৪১॥

"বন্ধুহন্" ইহার অর্থ করিতেছেন "বান্ধে" ইতি। অর্থাৎ সকলকে বন্ধন করে বলিয়া অবিদ্যাকে (অজ্ঞানকে) বন্ধু বলে, এই অবিদ্যা নামক বন্ধুনাশক, এইটি বন্ধুহন্ শব্দের অর্থ ॥১৩৬॥

শিশুপালের নিন্দাবাক্য যথা শ্রীভাগবতে ১০ স্কং ৭৪ অং ২২ ইত্যাদি শ্লোক ;—

"সদসস্পতীনতিক্রম্য গোপালঃ কুলপাংসনঃ" ইত্যাদি ॥১৩৭॥

তৈছে—ইত্যাদি বাক্যের মতন। এই শ্লোকে "বিকচকমলনেত্রে" এই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে ॥১৩৮॥

সরস্বতী পক্ষে "বিকচ" এই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অর্থ করিতেছেন, তাহাতে "শ্রীজগন্নাথ সংজ্ঞে আত্মনি" ইহার অর্থ করিতেছেন "জগন্নাথে" ইতি। আত্ম স্বরূপ—কৃষ্ণস্বরূপ। "প্রকৃতজড়ং" ইহার অর্থ করিতেছেন "কিন্তু" ইতি। ইহঁ—শ্রীজগন্নাথ। দারুব্রহ্ম—কাষ্ঠনির্ম্মিত শ্রীমূর্ত্তি হইয়াও পরব্রহ্ম। স্থাবর স্বরূপ—অচলমূর্ত্তি ॥১৩৯॥

"আত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "তাহাঁ" ইতি। তাঁহা সহ—সেই শ্রীজগন্নাথের সহিত। আত্মতা—ইহার অর্থ একরূপ হঞা, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া। একতত্ত্বরূপ কৃষ্ণ দুইরূপ—শ্রীজগন্নাথ এবং শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন ॥১৪০॥

যদি বল শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীজগন্নাথ এক হইলে উক্ত "আত্মতা" অর্থাৎ একতা

সকল সংসারি লোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর জঙ্গম রূপে কৈল অবতার ॥১৪২॥
জগন্নাথের দর্শনে খণ্ডায় সংসার।
সব দেশের সব লোক নারে আসিবার ॥১৪৩॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দেশে দেশে যাঞা।
সব লোকে নিস্তারিল জঙ্গম ব্রহ্ম হঞা ॥১৪৪॥
সরস্বতীর অর্থ এই কহিল বিবরণ।
এহো ভাগ্য তোমার ঐছে করিলে বর্ণন ॥১৪৫॥
কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ ॥১৪৬॥
তবে সেই কবি সবার চরণে পড়িয়া।
সবার শরণ নৈল দন্তে তৃণ লঞা ॥১৪৭॥
তবে সব ভক্ত তারে অঙ্গীকার কৈল।
তার গুণ কহি তারে মহাপ্রভুরে মিলাইল ॥১৪৮॥
সেই কবি সব ছাড়ি রহিল নীলাচলে।
গৌরভক্তগণ কৃপা কে কহিতে পারে ॥১৪৯॥
এইত কহিল প্রদ্যুম্ন মিশ্র বিবরণ।
প্রভু আজ্ঞায় কৈল কৃষ্ণ কথার শ্রবণ ॥১৫০॥
তার মধ্যে কহিল রামানন্দের মহিমা।
আপনে শ্রীমুখে প্রভু বর্ণে যার সীমা ॥১৫১॥

প্রাপ্তি বলা হয় কিরূপে, কেননা এক বস্তুর একতাপ্রাপ্তি বলা হইতে পারে না। ইহাতে বলিতে "সংসার" ইতি। অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির মিলনের নাম একতা-প্রাপ্তি ॥১৪১॥

"কনকরুচিঃ আবিরাসীৎ" ইহার অর্থ করিতেছেন "সকল" ইতি ॥১৪২॥

শ্রীজগন্নাথ এবং শ্রীচৈতন্য এই দুইরূপে শ্রীকৃষ্ণাবতারের হেতু বলিতেছেন "জগন্নাথের" ইতি দুই পয়ারে। শ্রীজগন্নাথরূপে স্বস্থানে দর্শন দিয়া লোক নিস্তার, আর শ্রীচৈতন্যরূপে দেশেদেশে যাইয়া দর্শনপ্রদানে কেবল নিস্তার, এই দুই হেতু ঐ দুইরূপে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইত্যর্থ ॥১৪৩॥১৪৪॥

সরস্বতীর—বাগ্দেবীর ॥১৪৫॥—॥১৫১॥

প্রস্তাব পায়্যা কহিল কবির নাটক বিবরণ।
অজ্ঞ হঞা শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ ॥১৫২॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলা অমৃতের সার।
এক লীলা প্রবাহে বহে শত শত ধার ॥১৫৩॥
শ্রদ্ধা করি যেই জন এই লীলা শুনে।
গৌরলীলা ভক্তি ভক্ত রসতত্ত্ব জানে ॥১৫৪॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৫৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে প্রদ্যুম্ন মিশ্রোপাখ্যানং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥৫॥

প্রস্তাব পায়্যা—"ভক্তগণ লঞা" ৮৩ এতদুক্ত ভক্তগণের ভক্তিপ্রচার প্রসঙ্গ পাইয়া ॥১৫২॥—॥১৫৫॥

ইতি অন্ত্য-সুধাসঞ্চারিণী নাম ব্যাখ্যা পঞ্চম ॥৫॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কৃপা গুণৈ র্যঃ সুগৃহান্ধকূপা,
দুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথ দাসং।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥১॥
এই মত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে নানা লীলা করে নানা রঙ্গে ॥২॥

সুগৃহান্ধকূপাৎ শোভনাৎ গৃহান্ধকূপাৎ। ভঙ্গ্যা যে কৃপারূপগুণা স্তৈঃ। ভঙ্গ্যা ইতি রাত্রিশেষে শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য মণ্ডঃ প্রেরণয়া তদ্গৃহং যাপয়িত্বা-চার্য্যেণসহ তদ্গৃহগমনায় কিঞ্চিৎ প্রদেশং শ্রীরঘুনাথ-দাসং নীত্বা তস্মাৎ তস্য পলায়নং ইত্যেবং রূপয়া ভঙ্গ্যা। ইতি চং ॥১॥

যঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ) কৃপাগুণৈঃ সুগৃহান্ধকূপাৎ রঘুনাথদাসং ভঙ্গ্যা উদ্ধৃত্য স্বরূপে ন্যস্য অন্তরঙ্গং বিদধে অমুং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং প্রপদ্যে। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

এই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

অথ ব্যাখ্যা।—

যিনি কৃপারূপ রজ্জুদ্বারা শোভনগৃহরূপ অন্ধকূপ হইতে শ্রীরঘুনাথ দাসকে চাতুরীপূর্ব্বক* উদ্ধার করিয়া স্বরূপ গোস্বামীকে অর্পণ করিয়া অন্তরঙ্গ ভক্ত করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি ॥১॥

---

* চাতুরী এই যে, রাত্রিশেষে শ্রীযদুনন্দনাচার্য্যকে অন্তঃকরণে প্রেরণ করিয়া শ্রীরঘুনাথ দাস গৃহে পাঠাইয়া দিয়া ঐ আচার্য্যের সহিত তাহার গৃহ-গমন নিমিত্ত কিছু দূর শ্রীরঘুনাথ দাসকে লইয়া গিয়া তথা হইতে তাঁহার পলায়ন।

যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণ বিয়োগ বাধয়ে।
বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্ত দুঃখ ভয়ে ॥৩॥
উৎকট বিরহ দুঃখ যবে বাহিরায়।
তবে যে বৈকুল্য প্রভুর বর্ণন না যায় ॥৪॥
রামানন্দের কৃষ্ণ কথা স্বরূপের গান।
বিরহ বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ ॥৫॥
দিনে প্রভু নানা সঙ্গে হয় অন্য মনাঃ।
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহ বেদনা ॥৬॥
তাঁর সুখ হেতু সঙ্গে রহে দুই জনা।
কৃষ্ণরস শ্লোক গীতে করেন সান্ত্বনা ॥৭॥
সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণ সুখের সহায়।
গৌর সুখ দান হেতু তৈছে রামরায় ॥৮॥
পূর্ব্বে যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান।
তৈছে স্বরূপ গোসাঞি রাখে প্রভুর প্রাণ ॥৯॥
দুই জনার সৌভাগ্য কহন না যায়।
প্রভুর অন্তরঙ্গ বলি যারে লোকে গায় ॥১০॥
এই মত বিলসে প্রভু লঞা ভক্তগণ।
রঘুনাথের মিলন এবে শুন ভক্তগণ ॥১১॥
পূর্ব্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা।
মহাপ্রভু কৃপা করি তাঁরে শিক্ষাইলা ॥১২॥
প্রভুর শিক্ষাতে তিহঁ নিজ ঘরে যায়।
মর্কট বৈরাগ্য ছাড়ি হইলা বিষয়ী প্রায় ॥১৩॥

"যদ্যপি" ইতি। কৃষ্ণবিয়োগ—শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ। যদ্যপি—যদিও। অন্তরে—অন্তঃকরণকে। বাধয়ে—বাধা দেয়, অর্থাৎ কষ্ট দেয়। তথাপি ভক্ত দুঃখ ভয়ে সে বাধা বাহিরে প্রকাশ করেন না ॥৩॥

উৎকট—অসহ্য। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখ অসহ্য হইয়া যখন স্বয়ং বাহিরে প্রকাশ পায়। বৈকুল্য—কাতরতা ॥৪—৬॥

দুই জনা—পূর্ব্ব এবং পঞ্চতত্ত্বের শ্রীরামানন্দ আর শ্রীস্বরূপ। শ্লোক এবং গান ॥৭—১০॥ মিলন, শ্রীচৈতন্যের সহিত ইতিশেষ ॥১১॥

শিক্ষার কথা মধ্যের ষোড়শ পরিচ্ছেদে "স্থির হৈয়া ঘর যাহ না হও বাতুল" ইত্যাদি পয়ারে দেখিবেন ॥১২॥

ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে করে নর্ম্ম কর্ম্ম।
দেখিয়াত মাতা পিতার আনন্দিত মন ॥১৪॥
মথুরা হৈতে প্রভু আইলা বার্ত্তা যবে পাইলা।
প্রভু পাশে চলিবারে উদ্‌যোগ করিলা ॥১৫॥
হেনকালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম মুলুকের সে হয় চৌধুরী ॥১৬॥
হিরণ্যদাস মুলুক নিল মকররি করিয়া।
তার অধিকার গেল মরে সে দেখিয়া ॥১৭॥
বার লক্ষ দেয় রাজায় সাধে বিশ লক্ষ।
সে তুরুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ ॥১৮॥
রাজ ঘরে কৈফিয়ত দিয়া উজির আনিল।
হিরণ্যদাস পলাইল রঘুনাথেরে বান্ধিল ॥১৯॥
প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভৎর্সনা।
বাপ জ্যেঠা আন নহে পাইবে যাতনা ॥২০॥
মারিতে আনয়ে যদি দেখি রঘুনাথে।
মন ফিরি যায় তবে না পারে মারিতে ॥২১॥
বিশেষে কায়স্থ বুদ্ধ্যে অন্তরে করে ডর।
মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে মারিতে সভয় অন্তর ॥২২॥

মর্কট—অর্থাৎ বাহ্যিক। বিষয়ী প্রায়—বিষয়ীলোকের মতন। কিন্তু বাস্তবিক নহে ॥১৩॥

দেখিয়া—বাহিরের সর্ব্ব কর্ম্ম দেখিয়া ॥১৪॥১৫॥

মুলুকের—তদ্দেশের। চৌধুরী—গ্রামের প্রধান ॥১৬॥

হিরণ্যদাস—শ্রীরঘুনাথ দাসের জ্যেষ্ঠতাত। মকররি—যাহা স্থায়ীরূপে বন্দোবস্ত আছে; যে জমার খাজনার হার কম বেশী করা যাইতে পারে না তাহাকে মকররি জমা কহে। দেখিয়া—হিরণ্যদাসের অধিকার দেখিয়া ॥১৭॥

সে তুরুক—তুরুকদেশীয় সেই ম্লেচ্ছ ॥১৮॥

কৈফিয়ত—অস্পষ্ট অভিপ্রায়কে স্পষ্ট করা, অর্থাৎ বিশ লক্ষ আদায় করে বার লক্ষ রাজাকে দেয় এইটি রাজার নিকট প্রকাশ করে। উজির—রাজার প্রধান কর্ম্মচারী। হিরণ্যদাস এবং তদুপলক্ষিত গোবর্দ্ধনদাস, নচেৎ রঘুনাথ দাসের বন্ধন হইতে পারে না ॥১৯॥—॥২১॥

তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিল উপায়।
বিনতি করিয়া কহে সেই ম্লেচ্ছ পায় ॥২৩॥
আমার পিতা জ্যেঠা হয় তোমার দুই ভাই।
ভাই ভাই তোমরা কলহ কর সর্ব্বদাই ॥২৪॥
কভু কলহ কভু প্রীতি ইহার নিশ্চয় নাঞি।
কালি পুনঃ তিন ভাই হবে এক ঠাঞি ॥২৫॥
আমি যৈছে পিতার তৈছে তোমার বালক।
আমি তোমার পাল্য তুমি আমার পালক ॥২৬॥
পালক হঞা পাল্যের তাড়িতে না জুয়ায়।
তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান জিন্দাপীর প্রায় ॥২৭॥
এত শুনি সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হৈল।
দাড়ি বাহি অশ্রু পড়ে কান্দিতে লাগিল ॥২৮॥
ম্লেচ্ছ বলে আজি হৈতে তুমি মোর পুত্র।
আজি ছোড়াইমু তোমা করি এক সূত্র ॥২৯॥
উজিরে কহিয়া রঘুনাথে ছোড়াইল।
প্রীতি করি রঘুনাথে কহিতে লাগিল ॥৩০॥
তোমার জ্যেঠা নির্ব্বুদ্ধি সে অষ্ট লক্ষ খায়।
আমি ভাগী আমারে কিছু দিবারে জুয়ায় ॥৩১॥
যাহ তুমি তোমার জ্যেঠায় মিলাহ আমারে।
যে মতে ভাল হয় করুন ভার দিল তাঁরে ॥৩২॥
রঘুনাথ আসি তবে জ্যেঠা মিলাইল।
ম্লেচ্ছ সহিত বশ কৈল সব শান্ত হৈল ॥৩৩॥

কায়স্থ বুদ্ধ্যা, রঘুনাথ দাস কায়স্থ জাতি, এই বুদ্ধ্যে—এই জ্ঞানে। অর্থাৎ কায়স্থ জাতি বড় বুদ্ধিমান, পশ্চাৎ বিপদ্ ঘটাইতে পারে এই জ্ঞানে ॥২২॥

সেই ম্লেচ্ছ—যে ম্লেচ্ছ কৈফিয়ত দিয়া উজির আনিয়াছে। পায়—শিকটে ॥২৩—॥২৬॥

তাড়িতে—তাড়না করিতে। না জুয়ায়—যুক্তিসঙ্গত হয় না। জিন্দাপীর প্রায়—জীবিত সিদ্ধপুরুষ তুল্য ॥২৭॥২৮॥

করি এক সূত্র—কোন এক ছল করিয়া ॥২৯॥—॥৩৬॥

এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল।
দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈল ॥৩৪॥
রাত্রে উঠি একলা চলিলা পলাইয়া।
দূরে হৈতে পিতা তাঁরে আনিল ধরিয়া ॥৩৫॥
এই মতে বার বার পলায় ধরি আনে।
তবে তার মাতা কহে তার পিতার স্থানে ॥৩৬॥
পুত্র বাতুল হইল রাখহ বান্ধিয়া।
তাঁর পিতা কহে তারে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া ॥৩৭॥
ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য ভোগ স্ত্রী অপ্সরা সম।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যার মন ॥৩৮॥
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাতে ॥৩৯॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহাঁরে।
চৈতন্য প্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে ॥৪০॥
তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিল মনে।
নিত্যানন্দ গোসাঞির পাশ চলিলা আর দিনে ॥৪১॥
পানীহাটি গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্ত্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহু জন ॥৪২॥
গঙ্গাতীরে বৃক্ষ মূলে পিণ্ডার উপরে।
বসিয়াছেন প্রভু যেন সূর্য্যোদয় করে ॥৪৩॥
তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত ॥৪৪॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়িলা কত দূরে।
সেবক কহে রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে ॥৪৫॥
শুনি প্রভু কহে চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোর করিমু দণ্ডন ॥৪৬॥

নির্ব্বিণ্ণ—দুঃখিত ॥৩৭॥—॥৪০॥

কিছু বিচারিল, অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দের ধন শ্রীচৈতন্য, অতএব তদাশ্রয় ব্যতীত শ্রীচৈতন্য ধন লাভ হইবে না, এই বিচার করিয়া। নচেৎ শ্রীরঘুনাথ দাসের শ্রীনিত্যানন্দ নিকট গমনে কোন প্রয়োজন নাই ॥৪১॥—॥৪৫॥

প্রভু বোলায় তিহোঁ নিকট না করে গমন।
আকর্ষিয়া তার মাথে ধরিল চরণ ॥৪৭॥
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয় ॥৪৮॥
নিকট না আইস মোর ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছি দণ্ডিব তোমারে ॥৪৯॥
দধি চিড়া ভালমতে খায়ায় মোর গণে।
শুনি আনন্দিত হৈল রঘুনাথ মনে ॥৫০॥
সেই ক্ষণে নিজ লোক পাঠাইল গ্রামে গ্রামে।
ভক্ষ্য দ্রব্য লোক সব গ্রামে হৈতে আনে ॥৫১॥
চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।
সব আনি প্রভু আগে চৌদিগে ধরিলা ॥৫২॥
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন।
আসিতে লাগিল লোক অসঙ্খ্য গণন ॥৫৩॥
আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী আনিল।
শত দুই চারি হোলনা আনাইল ॥৫৪॥
বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচ সাতে।
এক বিপ্র প্রভু লাগি চিড়া ভিজাইলা তাতে ॥৫৫॥
এক ঠাঞি তপ্ত দুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া।
অর্দ্ধেক সানিল দধি চিনি কলা দিয়া ॥৫৬॥
অর্দ্ধেক ঘনাবৃত দুগ্ধেতে সানিল।
চাঁপাকলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল ॥৫৭॥
ধুতি পরি প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা।
সাত কুণ্ডী বিপ্র তাঁর আগেতে ধরিলা ॥৫৮॥

চোরা—চোর, অর্থাৎ আমাকে (নিত্যানন্দকে) না বলিয়া আমার ধন শ্রীচৈতন্যকে লইতে যাও, অতএব তুমি চোর ॥৪৬—॥৫৩॥
হোলনা—হোলা অর্থাৎ মালসা ॥৫৪॥
মৃৎকুণ্ডিকা—পাতনা অথবা গামলা ॥৫৫॥
সানিল—মিশ্রিত করিল ॥৫৬॥৫৭॥
পিণ্ডা—বেদী। সাত কুণ্ডী—পূর্ব্বোক্ত পাঁচ সাত বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা ॥৫৮—॥৬৩॥

পিণ্ডার উপর যত প্রভুর নিজগণ।
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী বন্ধন ॥৫৯॥
রামদাস সুন্দরানন্দ দাস গদাধর।
মুরারি কমলাকর সদাশিব পুরন্দর ॥৬০॥
ধনঞ্জয় জগদীশ পরমেশ্বর দাস।
মহেশ গৌরীদাস হোড় কৃষ্ণদাস ॥৬১॥
উদ্ধারণ আদি যত আর নিজ জন।
উপরে বসিলা সব কে করু গণন ॥৬২॥
শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আল্যা।
মান্য করি প্রভু সবারে উপরে বসাইলা ॥৬৩॥
দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সবার আগে দিল।
একে দুগ্ধ চিড়া আরে দধি চিড়া দিল ॥৬৪॥
আর যত লোক সব পিণ্ডার তলানে।
মণ্ডলী বন্ধে বসিলা তার নাহিক গণনে ॥৬৫॥
একেক জনে দুই দুই হোলনা দিল।
দধি চিড়া দুগ্ধ চিড়া দুইতে ভিজাইল ॥৬৬॥
কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া।
দুই হোলনাতে চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে যায়া ॥৬৭॥
তীরে স্থান না পাইয়া আর কত জন।
জলে নাম্বি দধি চিড়া করয়ে ভক্ষণ ॥৬৮॥
কেহো উপরে কেহো তলে কেহো গঙ্গাজলে।
বিশ জন তিন ঠাঞি পরিবেশন করে ॥৬৯॥
হেনকালে আইলা তথা রাঘব পণ্ডিত।
হাসিতে লাগিলা দেখি হইয়া বিস্মিত ॥৭০॥
নিসখড়ি নানামত প্রসাদ আনিল।
প্রভুরে আগে দিয়া ভক্তগণে বাঁটি দিল ॥৭১॥

মৃৎকুণ্ডিকা বলিতে এখানে মালসা ॥৬৪॥
তলানে—তলে অর্থাৎ নিম্নস্থানে ॥৬৫॥—॥৬৮॥
তিন ঠাঞি—উপরে তলে ও গঙ্গাজলে এই তিন স্থানে ॥৬৯॥৭০॥

প্রভুরে কহে তোমা লাগি ভোগ লাগাইল।
তুমি ইহা উৎসব কর ঘরে প্রসাদ রহিল ॥৭২॥
প্রভু কহে এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন।
রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভক্ষণ ॥৭৩॥
গোপ জাতি আমি বহু গোপগণ সঙ্গে।
আমি সুখ পাই এই পুলিন ভোজন রঙ্গে ॥৭৪॥
রাঘবে বসায়ে দুই কুণ্ডী দেয়াইল।
রাঘব দ্বিবিধ চিড়া তাহাতে ভিজাইল ॥৭৫॥
সকল লোকের চিড়া পূর্ণ ঘরে হৈল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল ॥৭৬॥
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা ॥৭৭॥
সকল কুণ্ডী হোলনার চিড়া একেক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস ॥৭৮॥
হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লৈয়া।
তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া ॥৭৯॥
এইমতে বেড়ায় নিতাই সকল মণ্ডলে।
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে ॥৮০॥
কি করিয়া বেড়ায় ইহা কেহো নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে ॥৮১॥
তবে আসি নিত্যানন্দ আসনে বসিলা।
চারি কুণ্ডী চিড়া আর ভাহিনে রাখিলা ॥৮২॥
আসন দিয়া মহাপ্রভুকে তাহা বসাইলা।
দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা ॥৮৩॥

দ্বিবিধ—দধি ও দুগ্ধ এই দুই প্রকারে ॥৭৫॥
প্রভু—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ॥৭৬—৮০॥
চারি কুণ্ডী চিড়া—দুই কুণ্ডীতে দধিচিড়া, আর দুই কুণ্ডীতে দুগ্ধচিড়া, ইহা নিত্যানন্দের ভাহিনে ॥৮২॥

দেখি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা।
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা ॥৮৪॥
আজ্ঞা দিল হরি বলি করহ ভোজন।
হরি হরি ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন ॥৮৫॥
হরি হরি বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলিন ভোজন সবার হইল স্মরণ ॥৮৬॥
নিত্যানন্দ প্রভু মহা কৃপালু উদার।
রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈল অঙ্গীকার ॥৮৭॥
নিত্যানন্দের প্রভাব কৃপা জানিবে কোন জন।
মহাপ্রভু আনি করায় পুলিন ভোজন ॥৮৮॥
রামদাস আদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গঙ্গাতীরে যমুনা পুলিন জ্ঞান কৈলা ॥৮৯॥
মহোৎসব শুনি পসারি নানা গ্রাম হৈতে।
চিড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে ॥৯০॥
যত দ্রব্য লঞা আইসে সব মূল্যে লয়।
তারি দ্রব্য মূল্য দিয়া তাহারে খায়ায় ॥৯১॥
কৌতুক দেখিতে আইসে যত যত জন।
সেহো চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ ॥৯২॥
ভোজন করি নিত্যানন্দ আচমন কৈল।
চারি কুণ্ডীর অবশেষ রঘুনাথে দিল ॥৯৩॥
আর তিন কুণ্ডিকা যে অবশেষ ছিল।
গ্রাস গ্রাস করি বিপ্র সব ভক্তে দিল ॥৯৪॥
পুষ্পমালা বিপ্র আনি প্রভু গলে দিল।
চন্দন আনিয়া প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে লেপিল ॥৯৫॥
সেরকে তাম্বুল লঞা করে সমর্পণ।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্ব্বণ ॥৯৬॥

গোপস্য শ্রীদামাদেঃ যঃ প্রেমা তস্মিন্নাবিষ্ট ইত্যর্থঃ ॥৮৯॥

৮৮ ভাই—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য ॥৮৩—॥৮৮॥
রামদাস আদি ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণসখা শ্রীদামাদি গোপগণের প্রেমে আবিষ্ট হইয়াছিলেন ॥৮৯॥ পসারি—পণ্যজীবী অর্থাৎ দোকানদার ॥৯০॥—॥৯২॥

মালা চন্দন তাম্বুল শেষ যে আছিল।
শ্রীহস্তে প্রভু সবাকারে পড়াইল ॥৯৭॥
আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা।
আপনার গণ সহ খাইল বাঁটিয়া ॥৯৮॥
এইত কহিল নিত্যানন্দের বিহার।
চিঁড়া দধি মহোৎসব খ্যাতি নাম যার ॥৯৯॥
প্রভু বিশ্রাম কৈল যদি দিন শেষ হইল।
রাঘবমন্দিরে তবে কীর্ত্তন আরম্ভিল ॥১০০॥
ভক্ত সব নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়।
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগত ভাসায় ॥১০১॥
মহাপ্রভু তার নৃত্য করেন দর্শন।
সবে নিত্যানন্দ দেখে না দেখে অন্যজন ॥১০২॥
নিত্যানন্দের নৃত্য যেন তাঁহারি নর্ত্তন।
উপমা দিবারে নাহি এ তিন ভুবন ॥১০৩॥
নৃত্যের মাধুরী কেবা বর্ণিবারে পারে।
মহাপ্রভু আইলেন যেই নৃত্য দেখিবারে ॥১০৪॥
নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিল।
ভোজনের লাগি পণ্ডিত নিবেদন কৈল ॥১০৫॥
ভোজনে বসিলা প্রভু নিজগণ লঞা।
মহাপ্রভুর আসন আপন ডাহিনে পাতিয়া ॥১০৬॥
মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা।
দেখি রাঘবের মনে আনন্দ বাঢ়িলা ॥১০৭॥
দুই ভাইর আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিলা।
সকল বৈষ্ণবে পাছে পরিবেশন কৈলা ॥১০৮॥
নানাপ্রকার পিঠা পায়স দিব্য শাল্যন্ন।
অমৃত নিন্দয়ে ঐছে বিবিধ ব্যঞ্জন ॥১০৯॥

নিত্যানন্দস্য নর্ত্তনমিব নিত্যানন্দনৃত্যং নিত্যানন্দোপমা ॥১০৩॥

নিত্যানন্দের নৃত্য নিত্যানন্দেরই মতন, অর্থাৎ সে নৃত্যের তুলনা নাই

১০৩—॥১০৯॥

রাঘব ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইস্যেন বার বার ॥১১০॥
পাক করি রাঘব ঘরে ভোগ লাগায়।
মহাপ্রভু লাগি ভোগ পৃথক্ বাড়ায় ॥১১১॥
প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন।
মধ্যে মধ্যে কভু তাঁরে দেন দরশন ॥১১২॥
দুই ভাইকে রাঘব আনি পরিবেশে।
যত্ন করি খায়্যায় না রহে অবশেষে ॥১১৩॥
কত উপহার আনে হেন নাহি জানি।
রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধা ঠাকুরাণী ॥১১৪॥
দুর্ব্বাসার ঠাঞি তিঁহো পাইয়াছেন বর।
অমৃত হৈতে পাক তাঁর অধিক মধুর ॥১১৫॥
সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্য্যের সার।
দুই ভাই খাঞা পাইল সন্তোষ অপার ॥১১৬॥
ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্ব্বজন।
পণ্ডিত কহে এঞিহঁ পাছে করিবে ভোজন ॥১১৭॥
ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরি করিল ভোজন।
হরি ধ্বনি করি উঠি কৈল আচমন ॥১১৮॥
ভোজন করি দুই ভাই কৈল আচমন।
রাঘব আনি পরাইল মাল্যচন্দন ॥১১৯॥
বিড়া খাওয়াইলা কৈল চরণ বন্দন।
ভক্তগণে দিল বিড়া মাল্যচন্দন ॥১২০॥
রাঘবের মহাকৃপা রঘুনাথ উপরে।
দুই ভাইয়ের অবশিষ্ট পাত্র দিল তাঁরে ॥১২১॥

রাঘবপূজিত ঠাকুরস্য প্রসাদ ইত্যর্থঃ ॥১১০॥

রাঘবপূজিত ঠাকুরের প্রসাদ ॥১১০॥—॥১১৪॥

দুর্ব্বাসা ঋষি শ্রীরাধিকাকে বর দিয়াছিলেন এই যে, শ্রীরাধিকাকৃত পাক-দ্রব্য অতি সুস্বাদু হইবে, এবং তাহা যে ভোজন করিবে সে দীর্ঘজীবী হইবে ॥ ১১৫॥—॥১১৯॥

বিড়া—তাম্বুল ॥১২০॥—॥১২২॥

কহিল চৈতন্য প্রভু করিয়াছেন ভোজন।
তাঁর শেষ পাইলে তোমার খণ্ডিবে বন্ধন ॥১২২॥
ভক্ত চিত্তে ভক্ত গৃহে প্রভুর সদা অবস্থান।
কভু গুপ্ত কভু ব্যক্ত স্বতন্ত্র ভগবান্ ॥১২৩॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভু সদা সর্ব্বত্র বাস।
ইহাতে সংশয় যার সেই হয় নাশ ॥১২৪॥
প্রাতে নিত্যানন্দ গঙ্গাস্নান করিয়া।
সেই বৃক্ষ তলে বসিলা নিজগণ লঞা ॥১২৫॥
রঘুনাথ আসি কৈল চরণ বন্দন।
রাঘব পণ্ডিত দ্বারা কৈল নিবেদন ॥১২৬॥
অধম পামর মুঞি হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয়ে পাঙ চৈতন্য চরণ ॥১২৭॥
বামন হইয়া চান্দ ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু তাতে কভু সিদ্ধ নয় ॥১২৮॥
যত বার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা মাতা দুই জনে রাখয়ে বান্ধিয়া ॥১২৯॥
তোমার কৃপা বিনা কেহ চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তারে অবশ্যেহো পায় ॥১৩০॥
অযোগ্য মুঞি নিবেদন করিতে করি ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঞি হইয়া সদয় ॥১৩১॥
মোর মাথে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ কর আশীর্ব্বাদ ॥১৩২॥
শুনি হাঁসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে।
ইহার বিষয় সুখ ইন্দ্রের সমানে ॥১৩৩॥

যদি বল শ্রীমহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে থাকিয়া রাঘবের ঘরে প্রতিদিন ভোজন করেন কিরূপে? ইহাতে গ্রন্থকার বলিতেছেন "ভক্ত" ইতি দুই পয়ার। অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপকত্ববিধায় রাঘবের ঘরে তাঁহার প্রতিদিন ভোজন হয় ॥১২৩॥১২৪॥

সেই বৃক্ষ—পঞ্চতীরস্থ পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষ ॥১২৫॥

কৈল নিবেদন—শ্রীনিত্যানন্দকে বলিল ॥১২৬॥—॥১৩৫॥

চৈতন্য কৃপাতে স্নেহো নাহি ভায় মনে।
সবে আশীর্ব্বাদ কর পায় চৈতন্য চরণে ॥১৩৪॥
কৃষ্ণ পাদপদ্ম গন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক আদি সুখ তারে নাহি ভায় ॥১৩৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ম স্কন্ধে ১৪ অ, ৪৩ শ্লো, শুকদেব-বাক্যং ;—

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদি স্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃ শ্লোকলালসঃ ॥২॥

তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা।
তাঁর মাথে পদ ধরি কহিতে লাগিলা ॥১৩৬॥
তুমি করাইলে এই পুলিন ভোজন।
তোমায় কৃপা করি কৈল চৈতন্য আগমন ॥১৩৭॥
কৃপা করি কৈল চিঁড়া দুগ্ধ ভোজন।
নৃত্য দেখি রাত্রো কৈল প্রসাদ ভক্ষণ ॥১৩৮॥
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে ॥১৩৯॥
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
অন্তরঙ্গ ভৃত্য করি রাখিবে চরণে ॥১৪০॥
নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবন।
অচিরেই নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য চরণ ॥১৪১॥
সব ভক্তগণ তাঁরে আশীর্ব্বাদ করাইল।
তাঁ সবার চরণ রঘুনাথ বন্দিল ॥১৪২॥
প্রভু আজ্ঞা লঞা বৈষ্ণবের আজ্ঞা লৈল।
রাঘব সহিতে নিভৃতে যুক্তি করিল ॥১৪৩॥
যুক্তি করি শত মুদ্রা সোণা তোলা সাতে।
নিভৃতে দিল প্রভুর ভাণ্ডারির হাতে ॥১৪৪॥

"যঃ" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি মধ্যের ২৩ পং ১০ শ্লোকে দেখিবেন।
"কৃষ্ণপাদ—" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥২॥
বোলাইল—আহ্বান করিল ॥১৩৬॥—॥১১৩॥
নিভৃতে—গোপনে। প্রভুর—শ্রীনিত্যানন্দের ॥১৪৪॥

তাঁরে নিষেধিল প্রভুকে এবে না কহিবা।
নিজ ঘরে যাবেন যবে তবে নিবেদিবা ॥১৪৪॥
তবে রাঘব পণ্ডিত তাঁরে ঘরে লঞা গেলা।
ঠাকুর দর্শন করাইয়া মালা চন্দন দিলা ॥১৪৬॥
অনেক প্রসাদ দিল পথে খাইবারে।
তবে রঘুনাথ দাস কহে পণ্ডিতেরে ॥১৪৭॥
প্রভুর সঙ্গে যত মহান্ত ভৃত্যাদিক জন।
পূজিতে চাহিয়ে আমি সবার চরণ ॥১৪৮॥
বিশ পঞ্চাশ দশ বার পঞ্চদশ হয়।
মুদ্রা দেহ বিচারি যাঁর যোগ্য যত হয় ॥১৪৯॥
সব লেখা করিয়া রাঘব পাশ দিলা।
যার নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইলা ॥১৫০॥
এক শত মুদ্রা আর সোনা তোলা দুই।
পণ্ডিতের আগে দিল করিয়া বিনয় ॥১৫১॥
তাঁর পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা।
নিত্যানন্দ কৃপা পাঞা কৃতার্থ মানিলা ॥১৫২॥
সেই হৈতে অভ্যন্তর না করে গমন।
বাহিরে দুর্গামণ্ডপে করেন শয়ন ॥১৫৩॥
তাঁহা জাগি রহে সব রক্ষকের গণ।
পলাইতে করে নানা উপায় চিন্তন ॥১৫৪॥
হেনকালে গৌড়দেশের সব ভক্তগণ।
প্রভু দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন ॥১৫৫॥
তা সবার সঙ্গে রঘুনাথ যাইতে না পারে।
প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গে তবহি ধরা পড়ে ॥১৫৬॥
এই মত চিন্তিতে দৈব এক দিনে।
বাহিরে দেবীমণ্ডপে করিয়াছে শয়নে ॥১৫৭॥

তাঁরে—ভাণ্ডারীকে ॥১৪৫॥—॥১৫০॥
পণ্ডিতের—শ্রীরাঘবের ॥১৫১॥১৫২॥ অভ্যন্তর—অন্তঃপুরে ॥১৫৩—১৫৫॥
প্রসিদ্ধ—বিখ্যাত জন সঙ্গে। প্রকট—প্রকাশ্যভাবে। যবনই যাইবেন। তবহি—তখনই। ধরা পড়ে—ধৃত হইবেন ॥১৫৬॥১৫৭॥

দণ্ড চারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ।
যদুনন্দন আচার্য্য তবে কৈল পরবেশ ॥১৫৮॥
বাসুদেব দত্তের তিহঁ হয় অনুগৃহীত।
রঘুনাথের গুরু তিহঁ হয় পুরোহিত ॥১৫৯॥
অদ্বৈতাচার্য্যের তিহঁ শিষ্য অন্তরঙ্গ হন।
আচার্য্যের আজ্ঞাতে মানে চৈতন্য প্রাণধন ॥১৬০॥
অঙ্গনে আসিয়া তিহোঁ যবে দাণ্ডাইলা।
রঘুনাথ আসি তবে দণ্ডবৎ কৈলা ॥১৬১॥
তাঁর এক শিষ্য তাঁর ঠাকুরের সেবা করে।
সেবা ছাড়িয়াছে তারে সাধিবার তরে ॥১৬২॥
রঘুনাথে কহে তাঁরে করহ সাধন।
সেবা যেন করে আর নাহিক ব্রাহ্মণ ॥১৬৩॥
এত কহি রঘুনাথে লইয়া চলিলা।
রক্ষক সব শেষ রাত্রে নিদ্রায় পড়িলা ॥১৬৪॥
আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্বদিশাতে।
কহিতে শুনিতে দুহেঁ চলে সেই পথে ॥১৬৫॥
অর্দ্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে।
আমি সেই বিপ্রে সাধি পাঠাব তোমার স্থানে ॥১৬৬॥

অনুগৃহীতঃ কৃপাপাত্রং নতু সেবকঃ ॥১৫৯॥

পরবেশ—রঘুনাথের বাটীতে প্রবেশ করিল ইত্যর্থ ॥১৫৮॥

যদুনন্দনাচার্য্যের পরিচয় দিতেছেন "বাসুদেব" ইতি দুই পয়ারে। তিঁহ —শ্রীযদুনন্দন। অনুগৃহীত—কৃপাপাত্র, কিন্তু সেবক নহেন। কেননা পর পয়ারে তাঁহাকে শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্য বলিয়াছেন ॥১৫৯॥

"চৈতন্য প্রাণধন" বলাতে শ্রীযদুনন্দন শ্রীঅচ্যুতানন্দের মতাবলম্বী হওয়াতে অন্যের মতন শ্রীঅদ্বৈতের ত্যাজ্য নহেন বলা হইল জানিবেন ॥১৬০॥

অঙ্গনে—উঠানে ॥১৬১॥ তাঁর—শ্রীযদুনন্দনের ॥১৬২॥—॥১৬৪॥

আচার্য্যের—শ্রীযদুনন্দনের। ইহার—শ্রীরঘুনাথ দাসের বাটীর, পূর্ব্বদিশাতে —পূর্ব্বদিকে ॥১৬৫॥

"আমি সেই" ইহাতে শ্রীরঘুনাথ সেই ব্রাহ্মণকে শ্রীযদুনন্দনের নিকট

তুমি ঘর যাহ তুমি মোরে আজ্ঞা হয়।
এই ছলে আজ্ঞা মাগি করিল নিশ্চয় ॥১৬৭॥
সেবক রক্ষক মোর কেহ নাহি সঙ্গে।
পলাইতে আমার ভাল এইত প্রসঙ্গে ॥১৬৮॥
এত চিন্তি পূর্ব্বমুখে চলিলা গমন।
উলটিয়া চাহে পাছে নাহি কোন জন ॥১৬৯॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চরণ চিন্তিয়া।
পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইয়া ॥১৭০॥
গ্রামে গ্রামের পথ ছাড়ি যায় বনে বনে।
কায়মন বাক্যে চিন্তে চৈতন্য চরণে ॥১৭১॥
পঞ্চদশ ক্রোশ পথ চলি গেলা এক দিনে।
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে ॥১৭২॥
উপবাসী দেখি গোপ দুগ্ধ আনি দিলা।
সেই দুগ্ধ পান করি পড়িয়া রহিলা ॥১৭৩॥
এথা তাঁর সেবক রক্ষক তারে না দেখিয়া।
তাঁর গুরুপাশ বার্ত্তা পুছিলেন গিয়া ॥১৭৪॥
তিহোঁ কহেন আজ্ঞা মাগি গেলা নিজ ঘর।
পলাইল রঘুনাথ উঠিল কোলাহল ॥১৭৫॥
তাঁর পিতা কহে গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভু স্থানে নীলাচলে কর্য়াছেন গমন ॥১৭৬॥
সেই সঙ্গে রঘুনাথ গেল পলাইয়া।
দশ জন যাহ তাঁকে আনহ ধরিয়া ॥১৭৭॥

পাঠাইয়া অনন্তর গমন করেন, নচেৎ গুরুর স্থানে তাঁহার মিথ্যা কথা বলা হয় ॥১৬৬॥

এই ছলে—মোরে আজ্ঞা এই ছলে আজ্ঞা মাগি—অর্থাৎ আন্তরিক ভাব যাহা শ্রীক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের নিকট গমন করি, ইহাতে ঐ ছলে আজ্ঞা লইয়া ॥১৬৯॥—॥১৭০॥

গ্রামে গ্রামের পথ—গ্রামের মধ্য দিয়া অপর গ্রামে যাইবার পথ ॥১৭১॥

বাথান—প্রান্তর মধ্যে গোপদিগের গো প্রভৃতি থাকিবার স্থান ॥১৭২-১৭৩॥

এথা—রঘুনাথের বাটীতে ॥১৭৪॥—১৭৭॥

শিবানন্দে পত্রী দিল বিনয় করিয়া।
আমার পুত্রেরে তুমি পাঠাইহ বাহুড়িয়া ॥১৭৮॥
ঝাঁকরা পর্য্যন্ত গেল সেই দশ জন।
ঝাঁকরাতে পাইল গিয়া বৈষ্ণবের গণ ॥১৭৯॥
পত্রী দিয়া শিবানন্দে বার্ত্তা পুছিল।
শিবানন্দ কহে তিহোঁ এথা না আইল ॥১৮০॥
বাহুড়িয়া সেই দশ জন আইলা ঘর।
তার মাতা পিতা হৈল চিন্তিত অন্তর ॥১৮১॥
এথা রঘুনাথ দাস প্রভাতে উঠিয়া।
পূর্ব্বমুখ ছাড়িয়া চলে দক্ষিণ মুখ হঞা ॥১৮২॥
ছত্রভোগ পার হঞা ছাড়িয়া সরান।
কুগ্রাম দিয়া দিয়া করিল প্রয়াণ ॥১৮৩॥
ভক্ষণ নাহিক সমস্ত দিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি বাধে চৈতন্য চরণ প্রাপ্ত্যে মন ॥১৮৪॥
কভু চর্ব্বণ কভু রন্ধন কভু দুগ্ধপান।
যবে যেই মিলে তাতে রাখে নিজ প্রাণ ॥১৮৫॥
বার দিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিন দিন মাত্র করিলা ভোজন ॥১৮৬॥
স্বরূপাদি সহ গোসাঞি আছেন বসিয়া।
হেনকালে রঘুনাথ মিলিলা আসিয়া ॥১৮৭॥
অঙ্গনেতে দূরে রহি করে প্রণিপাত।
মুকুন্দ দত্ত কহে এই আল্যা রঘুনাথ ॥১৮৮॥
প্রভু কহে আসু তিহোঁ ধরিল চরণ।
উঠি প্রভু কৃপায় তারে কৈল আলিঙ্গন ॥১৮৯॥
স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিল।
প্রভুর কৃপা দেখি সবে আলিঙ্গন কৈল ॥১৯০॥

বাহুড়িয়া—ফিরাইয়া ॥১৭৮॥—॥১৮২॥
সরান—প্রসিদ্ধ রাজপথ ॥১৮৩॥—॥১৮৬॥
গোসাঞি—শ্রীমহাপ্রভু ॥১৮৭॥—॥১৯০॥

প্রভু কহেন কৃষ্ণ কৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমাকে কাঢ়িল বিষয় বিষ্ঠা গর্ত্ত হৈতে ॥১৯১॥
রঘুনাথ মনে কহে কৃষ্ণ নাহি জানি।
তোমার কৃপা কাঢ়িলে আমা এই মাত্র মানি ॥ ১৯২॥
প্রভু কহেন তোমার পিতা জ্যেঠা দুই জনে।
চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে আমি আজা করি মানে ॥১৯৩॥
চক্রবর্ত্তির দুহেঁ হয় ভ্রাতৃ রূপদাস।
অতএব তারে আমি করি পরিহাস ॥১৯৪॥
ইহাঁর বাপ জ্যেঠা বিষয় বিষ্ঠা গর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি মানে বিষয় বিষের মহাপীড়া ॥১৯৫॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে বৈষ্ণবের প্রায় ॥১৯৬॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব করে মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভব বন্ধ ॥১৯৭॥
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিল তোমা।
কহন না যায় কৃষ্ণ কৃপার মহিমা ॥১৯৮॥
রঘুনাথের ক্ষীণতা আর মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহে কৃপা আর্দ্র চিত্ত হঞা ॥১৯৯॥
এই রঘুনাথে আমি সোঁপিনু তোমারে।
পুত্র ভৃত্য রূপে ইহাঁ কর অঙ্গীকারে ॥২০০॥
তিন রঘুনাথ নাম হয় মোর স্থানে।
স্বরূপের রঘুনাথ আজি হৈতে ইহাঁর নাম ॥২০১॥

কাঢ়িল—উদ্ধার করিল ॥১৯১॥১৯২॥

তোমার—শ্রীরঘুনাথের। চক্রবর্ত্তী—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী। আজা—মাতামহ, অর্থাৎ চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাসকে মাতামহ করিয়া মানি ॥১৯৩॥

ইহাঁ—হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস॥ গ্রামসম্বন্ধে ভ্রাতা জানিবেন ॥১৯৪॥

তিন রঘুনাথ—তপনমিশ্রের পুত্র এক রঘুনাথ, দ্বিতীয় রঘুনাথ বৈদ্য, তৃতীয় [illegible] দাস [illegible] দশম পরিচ্ছেদে ইহাঁদের নামোল্লেখ আছে, দেখিবেন ॥২০১॥

এত কহি রঘুনাথের হস্ত ধরিল।
স্বরূপের হস্তে তাঁরে সমর্পণ কৈল ॥২০২॥
স্বরূপ কহে মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হইল।
এত কহি রঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল ॥২০৩॥
চৈতন্যের ভক্ত বাৎসল্য কহিতে না পারি।
গোবিন্দেরে কহেন রঘুনাথে দয়া করি ॥২০৪॥
পথে ইহঁ করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন।
কত দিন কর ইহার ভাল সন্তর্পণ ॥২০৫॥
রঘুনাথে কহে যাই কর সিন্ধু স্নান।
জগন্নাথ দেখি আসি করহ ভোজন ॥২০৬॥
এত বলি প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলিলা।
রঘুনাথ দাস সব ভক্তেরে মিলিলা ॥২০৭॥
রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণ।
বিস্মিত হইয়া করে তাঁর ভাগ্য প্রশংসন ॥২০৮॥
রঘুনাথ সমুদ্রে যাঞা স্নান করিলা।
জগন্নাথ দেখি পুনঃ গোবিন্দ পাশ আইলা ॥২০৯॥
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিল।
আনন্দিত হঞা তবে প্রসাদ পাইল ॥২১০॥
এই মত রহে তিহোঁ স্বরূপের স্থানে।
গোবিন্দ প্রসাদ তাঁরে দিল পঞ্চ দিনে ॥২১১॥
আর দিন হৈতে তিহোঁ পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া রহে ভিক্ষার লাগিয়া ॥২১২॥
জগন্নাথের সেবক যত বিষয়ীর গণ।
সেবা সারি রাত্রে করে গৃহেরে গমন ॥২১৩॥
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখিয়া।
পসারির ঠাঞি অন্ন দেয়ান কৃপাত করিয়া ॥২১৪॥

সন্তর্পণ—লঙ্ঘনাদিজনিত শুষ্ক শরীরকে সরস করার নাম সন্তর্পণ ॥২০৫॥ —॥২১১॥ পুষ্পাঞ্জলি—রাত্রিকালে শ্রীজগন্নাথের শেষ সেবা পুষ্পাঞ্জলি। খাড়া রহে—দাঁড়াইয়া থাকেন। ভিক্ষার লাগিয়া—ভোজনের নিমিত্ত ॥২১২॥২১৩॥ পসারির ঠাঞি—দোকান ঘরের নিকট ॥২১৪॥

এইমত সর্ব্বকাল আছে ব্যবহারে।
নিষ্কিঞ্চন বৈরাগী হাড় হৈহে সিংহদ্বারে ॥২১৫॥
সর্ব্বদিন করে উচ্চস্বরে নাম সংকীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ দরশন ॥২১৬॥
কেহো ছত্রে খাঞা খায় যেবা কিছু পায়।
কেহো রাত্রে ভিক্ষা লাগি সিংহদ্বারে যায় ॥২১৭॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হয় গৌর ভগবান ॥২১৮॥
গোবিন্দ প্রভুকে কহে রঘু প্রসাদ না লয়।
রাত্রে সিংহদ্বারে হাড় হৈয়া মাগি খায় ॥২১৯॥
শুনি তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা।
ভাল কৈল বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা ॥২২০॥
বৈরাগী করিবে সদা নাম সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করিবে জীবন রক্ষণ ॥২২১॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
কার্য্য সিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥২২২॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ ॥২২৩॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সংকীর্ত্তন।
শাকপত্র ফল মূলে উদর ভরণ ॥২২৪॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥২২৫॥
আর দিন রঘুনাথ স্বরূপ চরণে।
আপনার কৃত্য লাগি কৈল নিবেদনে ॥২২৬॥
কি লাগি ছাড়িল ঘর না জানি উদ্দেশ।
মোর কর্ত্তব্য প্রভু করেন উপদেশ ॥২২৭॥

ঠাড় রহে—দাঁড়াইয়া থাকে ২১৫।২১৬॥
ছত্রে—অন্নদান স্থানে ২১৭—২২১। রসের—মধুরাদি রসের ২২৩॥
২২৫। শিশ্ন—পুরুষচিহ্ন ২২৪।২২৫—২২৬

প্রভুর আগে কথা মাত্র না কহে রঘুনাথ।
স্বরূপ গোবিন্দ দ্বারা কহায় নিজ বাত ॥২২৮॥
প্রভুর আগে স্বরূপ নিবেদিল আর দিনে।
রঘুনাথ নিবেদয় প্রভুর চরণে ॥২২৯॥
কি মোর কর্ত্তব্য মুঞি না জানি উদ্দেশ।
আপনি শ্রীমুখে প্রভু করুন উপদেশ ॥২৩০॥
হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল ॥২৩১॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব শিখ ইহার স্থানে।
আমি তত নাহি জানি ইহোঁ যত জানে ॥২৩২॥
তথাপি আমার আজ্ঞায় তোমার শ্রদ্ধা হয়।
আমার এই বাক্যে তুমি করিহ নিশ্চয় ॥২৩৩॥
গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিবে গ্রাম্য না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥২৩৪॥
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে ॥২৩৫॥
এইত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি পাবে ইহার সবিশেষ ॥২৩৬॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং বিংশাঙ্কধৃতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোক্তং পদ্যং ;—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৩॥

এত শুনি রঘুনাথ বন্দিল চরণ।
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে কৃপা আলিঙ্গন ॥২৩৭॥

গ্রাম্য বার্ত্তা—বৈষয়িক কথা, অর্থাৎ মনোবিক্ষেপক স্ত্রীপুরুষাদির কথা। গ্রাম্য—গ্রামবার্ত্তা। ভাল, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির নিমিত্ত উত্তম বস্ত্র ॥২৩৪॥

স্বয়ং অমানী, অন্যে মানদ ॥২৩৫॥২৩৬॥

"তৃণাদপি" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি আদির ১৭শ পরিচ্ছেদে ৪র্থ শ্লোকে দেখিবেন। "অমানী মানদ—" এই অর্দ্ধ পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৩॥

তাঁরে —শ্রীরঘুনাথ দাসকে ॥২৩৭॥

পুনঃ সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের স্থানে।
অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে ॥২৩৮॥
হেনকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ প্রভু সবার করিল মিলন ॥২৩৯॥
সবা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা মার্জ্জন।
সবা লঞা কৈল প্রভু বন্য ভোজন ॥২৪০॥
রথযাত্রায় সবা লঞা করিল নর্ত্তন।
দেখি রঘুনাথের চমৎকার হৈল মন ॥২৪১॥
রঘুনাথ দাস যবে সবারে মিলিলা।
অদ্বৈত আচার্য্য তাঁরে বহু কৃপা কৈলা ॥২৪২॥
শিবানন্দ সেন তাঁরে কহেন বিবরণ।
তোমা লইতে তোমার পিতা পাঠাল্য দশজন ॥২৪৩॥
তোমাকে পাঠাতে পত্রী পাঠাইল আমারে।
ঝাঁকরা হইতে তোমা না পায়্যা গেল ঘরে ॥২৪৪॥
চারি মাস রহি ভক্তগণ গৌড়ে গেলা।
শুনি রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা ॥২৪৫॥
সেই মনুষ্য শিবানন্দেরে পুছিলা।
মহাপ্রভুর স্থানে এক বৈষ্ণব দেখিলা ॥২৪৬॥
গোবর্দ্ধনের পুত্র তিহোঁ নাম রঘুনাথ।
তার পরিচয় হয়্যাছে তোমার সাথ ॥২৪৭॥
শিবানন্দ কহে তিহোঁ রহে প্রভুর স্থানে।
পরম বিখ্যাত তিহোঁ কেবা নাহি জানে ॥২৪৮॥
স্বরূপের স্থানে তাঁরে করিয়াছেন সমর্পণ।
প্রভু ভক্তগণের তিহোঁ হয়েন প্রাণসম ॥২৪৯॥
রাত্রি দিন করে তিহোঁ নাম সংকীর্ত্তন।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ ॥২৫০॥

অন্তরঙ্গ সেবা—শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরাধাভাবে যখন প্রলাপাদি করিতেন, সেই সময়ের সেবা ॥২৩৮॥—॥২৩৯॥

মনুষ্য পাঠাইলা, শিবানন্দের নিকট ইতিশেষ ॥২৪৫॥—॥২৫০॥

পরম বৈরাগ্য তাঁর নাহি ভক্ষ্য পরিধান।
যৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ ॥২৫১॥
দশ দণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে ঠাড় রহে অন্নের লাগিয়া ॥২৫২॥
কেহো যদি দেয় তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস কভু করয়ে চর্ব্বণ ॥২৫৩॥
এত শুনি সেই মনুষ্য গোবর্দ্ধন স্থানে।
কহিল গিয়া রঘুনাথ দাস বিবরণে ॥২৫৪॥
শুনি তাঁর মাতা পিতা বড় দুঃখী হইলা।
পুত্র ঠাঞি দ্রব্য মনুষ্য পাঠাইলা ॥২৫৫॥
চারি শত মুদ্রা দুই ভৃত্য এক ব্রাহ্মণ।
শিবানন্দের ঠাঞি পাঠাইল ততক্ষণ ॥২৫৬॥
শিবানন্দ কহে তুমি সব যাইতে নারিবা।
আমি যবে যাইব তবে মোর সঙ্গে যাইবা ॥২৫৭॥
এবে ঘর যাহ যবে আমি সব চলিব।
তবে তোমা সবাকারে সঙ্গে লঞা যাব ॥২৫৮॥
এইত প্রস্তাবে শ্রীকবিকর্ণপুর।
রঘুনাথের মহিমা গ্রন্থে লিখিলা প্রচুর ॥২৫৯॥

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ১০ম অ, ৩য় শ্লোক ;—

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়,
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাং।
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেক সততস্নিগ্ধঃ স্বরূপপ্রিয়ো,
বৈরাগ্যৈকনিধি র্ন কস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতঃ ॥৪॥

বাসুদেব দত্তস্য প্রিয়ঃ। শ্রীচৈতন্যস্য কৃপাতিরেকেন সতত মবিরতং স্নিগ্ধ উদ্বেগরহিতঃ। নীলাচলে তিষ্ঠতঃ স্থিতিং কুর্ব্বতঃ কস্য জনস্য ন বিদিতঃ ন জ্ঞাতঃ। ইতি চং ॥৪॥

সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়ঃ আচার্য্যঃ যদুনন্দনঃ, তচ্ছিষ্যঃ ইত্যধিগুনঃ মাদৃশাং প্রাণাধিকঃ শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেক সতত স্নিগ্ধঃ স্বরূপপ্রিয়ঃ বৈরাগ্যৈকনিধিঃ রঘুনাথঃ নীলাচলে তিষ্ঠতঃ কস্য ন বিদিতঃ। ইত্যন্বয়ঃ ॥৪॥

যৈছে তৈছে—যে সে প্রকারে ॥২৫১॥—॥২৫৩॥ দ্রব্য এবং মনুষ্য ॥২৫৫॥

তত্ত্রৈব ১০মাঙ্কে ৪র্থ শ্লোকে রঘুনাথান্বেষণং ;—

যঃ সর্ব্বলোকৈক মনোভিরুচ্যা,
সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা।
যস্তাং সমারোপণ তুল্য কালং,
তৎপ্রেমশাখীফলবানতুল্যঃ ॥৫॥

শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিল।
কর্ণপুর সেইরূপে শ্লোক বর্ণিল ॥২৬০॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলে নীলাচলে।
রঘুনাথের সেবক বিপ্র তার সঙ্গে চলে ॥২৬১॥

যো রঘুনাথদাসঃ সর্ব্বলোকৈক মনোভিরুচ্যা হেতুভূতয়া কাচিদনির্ব্বচনীয়া অকৃষ্টপচ্যা সৌভাগ্যভূরিতি সম্বন্ধঃ। সর্ব্বলোকানাং যদৈকং মন ঐকমত্যং তেনাভিরুচি স্তয়া সৌভাগ্যবিশেষভূঃ সা। কৃষ্যাদিকং বিনা যত্র শস্যাদ্যুৎপত্তিঃ সা অকৃষ্টপচ্যা। যস্তাং শ্রীরঘুনাথ দাস ভুবি তস্মিন্ প্রসিদ্ধে শ্রীকৃষ্ণে যঃ প্রেমা স এব শাখী বৃক্ষঃ সমারোপণতুল্যকালং তস্মিন্নেব কালে ফলবান্ ভবতীতি শেষঃ কিংভূতঃ অতুল্য স্তুলনা রহিতঃ। ইতি চং ॥৫॥

সেবার নিমিত্ত দুইজন ভৃত্য, আর রন্ধনাদি নিমিত্ত একজন ব্রাহ্মণ ॥২৫৬॥—॥২৫৯॥

শান্ত স্বভাব এবং শ্রীমাহুদেব দত্তের কৃপাপাত্র আচার্য্য যদুনন্দন, ইহার শিষ্য ইহাতে অধিগত গুণ আমাদের প্রাণাধিক শ্রীচৈতন্যকৃপাতিশয্যে উদ্বেগ রহিত স্বরূপ গোস্বামীর প্রিয়পাত্র ও মহাবৈরাগ্যবান্ রঘুনাথ দাসকে নীলাচলবাসী কোন্ জন না জানে ॥৪॥

যিনি সকল লোকের একান্ত বল্লভ, এই হেতু অকৃষ্টপচ্যা* সৌভাগ্যভূমি স্বরূপ, যে সৌভাগ্যভূমিরূপ রঘুনাথ দাসে রোপন করিবামাত্রই কৃষ্ণপ্রেমবৃক্ষ অতুল্য ফলবান হয় ॥৫॥

শ্রীকবিকর্ণপুর শ্রীরঘুনাথ দাসের যে মহিমা বর্ণনা করেন, তাহা এই দুই শ্লোকে বলিয়াছেন ॥৬॥

শ্লোক—উক্ত দুই শ্লোক ॥২৬০॥

বর্ষান্তরে—পর বৎসরে। দুইজন সেবক ও একজন বিপ্র ॥২৬১॥

---

* যে ভূমিতে কর্ষণাদি ব্যতীত শস্যাদি হয় তাহাকে অকৃষ্টপচ্য বলে

সেই বিপ্র ভৃত্য চারি শত মুদ্রা লঞা।
নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া ॥২৬২॥
রঘুনাথ সেই দ্রব্য অঙ্গীকার না করিল।
দ্রব্য লঞা তিন জন তাহাঞি রহিল ॥২৬৩॥
তবে রঘুনাথ লৈল অনেক যতনে।
মাসে দুই দিন করে প্রভুর নিমন্ত্রণে ॥২৬৪॥
দুই নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি অষ্টপণ।
ব্রাহ্মণ ভৃত্য ঠাঞি করে একত্র গ্রহণ ॥২৬৫॥
এই মতে নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈল।
পাছে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল ॥২৬৬॥
মাস দুই যবে রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ।
স্বরূপে পুছিল তবে শচীর নন্দন ॥২৬৭॥
রঘু কেনে আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।
স্বরূপ কহে মনে কিছু বিচার করিল ॥২৬৮॥
বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় জানি মহাপ্রভুর মন ॥২৬৯॥
মোর চিত্ত দ্রব্য লৈতে না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠা মাত্র ফল ॥২৭০॥
উপরোধে মহাপ্রভু মানে নিমন্ত্রণ।
না মানিলে দুঃখী হইবেক মূর্খজন ॥২৭১॥
এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।
শুনি মহাপ্রভু হাসি বলিতে লাগিল ॥২৭২॥
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥২৭৩॥

বিপ্র ও ভৃত্য ॥২৬২॥
দুই ভৃত্য ও এক ব্রাহ্মণ এই তিনজন ॥২৬৩॥—॥২৭০॥
শ্রীরঘুনাথ দাস স্বগত বিচারে আপনাকে মূর্খ জন বলিয়াছেন ॥২৭১॥২৭২॥
বিষয়ীর—বিষয়াসক্ত ব্যক্তির। নচেৎ অন্ন প্রাপ্তির অভাব হয় ॥২৭৩॥

বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা ভোক্তা দুঁহার মলিন হয় মন ॥২৭৪॥
ইহার সঙ্কোচে আমি এত দিন নিল।
ভাল হৈল আপনি আমি পরিচ্ছেদ দিল ॥২৭৫॥
কথো দিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িল।
ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ করিল ॥২৭৬॥
গোবিন্দ পাশ শুনি প্রভু পুছে স্বরূপেরে।
রঘু ভিক্ষা লাগি ঠাঞি নহে সিংহদ্বারে ॥২৭৭॥
স্বরূপ কহে সিংহদ্বারে দুঃখানুভবিয়া।
ছত্রে গিয়া মাগি খায় সমাহেতে যায়্যা ॥২৭৮॥
প্রভু কহে ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষা যেন বৃত্তি বেশ্যার ॥২৭৯॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য ;—

অয়ং যাগচ্ছতি অন্নং দাস্যতি অনেন ন দত্তং অয় মপরঃ।
সমেত্যয়ং দাস্যতি অনেনাপি ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতি ॥৬॥

ছত্রে যাই যথা লাভ উদর ভরণ।
অন্য কথা নাহি সুখে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন ॥২৮০॥
এত বলি তাঁরে পুনঃ প্রসাদ করিল।
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তাঁরে দিল ॥২৮১॥

ইহার—শ্রীরঘুনাথ দাসের ॥২৭৫॥—॥২৭৭॥

অনুভবিয়া—অনুভব করিয়া ॥২৭৮॥ বেশ্যার পর শ্লোকে বলিয়াছেন ॥২৭৯॥

"অয়ং" এই শ্লোকের টীকা নাই, অবয় সহজই আছে।

বেশ্যা দ্বারে থাকিয়া চিন্তা করে এই যে, এই ব্যক্তি আসিতেছে, এই আমাকে ধন দিবে, এ ব্যক্তি ধন দিল না, এই অপর এক জন আসিতেছে, এই আমাকে ধন দিবে, এ ব্যক্তিও ধন দিল না, অন্য কেহ আসিবে, সে আমাকে ধন দিবে ॥৬॥

এই শ্লোকে বেশ্যার বৃত্তি বলিয়াছেন ॥৬॥

সমে—অন্যান্য স্থানে ॥২৮০॥

শিলা—প্রস্তর খণ্ড। গুঞ্জা—কুঁচ। এখানে কেহ কেহ বলেন এই যে, রঘুনাথ দাস শূদ্র এ বিধায় তাহার শালগ্রাম শিলা পূজার অধিকার না থাকায়

শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা।
তিহোঁ সেই শিলা গুঞ্জামালা লঞা গেলা ॥২৮২॥
পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা গোবর্দ্ধন শিলা।
দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা ॥২৮৩॥

কা শীলা কা গুঞ্জামালা কেনবা দত্তা তদাহ শঙ্করেত্যাদি ॥২৮২॥

তাহাকে গোবর্দ্ধন শিলা পূজা করিতে দেন," ইহা বৈষ্ণবশাস্ত্র সম্মত নহে, কেননা স্ত্রী কিম্বা শূদ্র প্রভৃতি সব জাতিরই শালগ্রাম পূজায় অধিকার আছে, যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ৫ম বিলাসে ২৪ অঙ্কধৃত স্কন্দপুরাণ বচনং ;—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপিবা।
শালগ্রামে হধিকারো হস্তি নান্যেষাং কদাচন ॥
স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদং ॥ ইতি ॥"

উহার টীকা। "সতাং বৈষ্ণবানাং শূদ্রাণাং শালগ্রামে শ্রীশালগ্রাম শিলা-র্চ্চনে। অন্যেষাং অসতাং শূদ্রাণাং।—এবং মহাপুরাণানাং বচনৈঃ সহ ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যো হমিতি বচনস্য বিরোধান্মাৎসর্য্যপরৈঃ স্মার্ত্তৈঃ কেশ্চিৎ কল্পিত মিতি মন্তব্যং—"।

উহার অর্থ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও বৈষ্ণব শূদ্র, ইহাদের শালগ্রাম-শিলা পূজায় অধিকার আছে, কিন্তু অবৈষ্ণব শূদ্রের তাহাতে অধিকার নাই।

স্ত্রীলোক বা শূদ্র, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, ইহারা শালগ্রামশিলা পূজা করিয়া নিত্যপদ লাভ করে।

তবে যে কোথাও নিষেধ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা বৈষ্ণবের পক্ষে নহে, যথা তত্রৈব ;—

"অতো নিষেধবচনং যদ্বচনং শ্রূয়তে স্ফুটং।
অবৈষ্ণবপরং তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ"। ইতি।

ইহার অর্থ সহজই আছে। অপর বিশেষ বিস্তার বিচার তত্ত্বমূলে দেখিবেন ॥২৮১॥

সেই শিলা এবং গুঞ্জামালা কোন ব্যক্তি দিয়াছিল, তাহা বলিতেছেন "শঙ্কর" ইত্যাদি ॥২৮২॥

দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা।
স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা ॥২৮৪॥
গোবর্দ্ধনের শিলা কভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয় কভু শিরে করে ॥২৮৫॥
নেত্র জলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণ কলেবর ॥২৮৬॥
এই মত তিন বৎসর শিলা মালা ধরিল।
তুষ্ট হঞা শিলা মালা রঘুনাথে দিল ॥২৮৭॥
প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥২৮৮॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেমধন ॥২৮৯॥
এক কুঞ্জা জল আর তুলসীমঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি ॥২৯০॥
দুই দিগে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি ॥২৯১॥
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা কৈলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা ॥২৯২॥
এক বিতস্তি দুই বস্ত্র পিঁড়া এক খানি।
স্বরূপ দিলেন কুঞ্জা আনিবারে পানি ॥২৯৩॥
এই মত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজা কালে দেখে শিলায় ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২৯৪॥
প্রভুর স্বহস্ত দত্ত গোবর্দ্ধন শিলা।
এই চিন্তা রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা ॥২৯৫॥
জল তুলসীর সেবায় তাঁর যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার পূজায় তত সুখ নয় ॥২৯৬॥

দুই বস্তু—গোবর্দ্ধনশিলা আর গুঞ্জামালা ॥২৮৩॥—॥২৮৭॥

বিগ্রহ—শরীর ॥২৮৮॥—॥২৮৯॥ সাত্ত্বিক পূজা বলিতেছেন "এক" ইতি দুই পয়ারে ॥২৯০॥—॥২৯১॥ এক বিতস্তি—অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত ॥২৯৩॥—॥২৯৪॥

এই মত কথো দিন করেন পূজন।
তবে স্বরূপ গোসাঞি তাঁরে কহিল বচন ॥২৯৭॥
অষ্ট কৌড়ির খাজা সন্দেশ কর সমর্পণ।
শ্রদ্ধা করি দিলে সেই অমৃতের সম ॥২৯৮॥
তবে অষ্ট কৌড়ির খাজা করে সমর্পণ।
স্বরূপাজ্ঞায় গোবিন্দ তার করে সমাধান ॥২৯৯॥
রঘুনাথ সেই শিলা মালা যবে পাইল।
গোসাঞির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিল ॥৩০০॥
শিলা দিয়া মোরে গোসাঞি সমর্পিল গোবর্দ্ধনে।
গুঞ্জমালা দিয়া সোঁপিল রাধিকা চরণে ॥৩০১॥
আনন্দে রঘুনাথের উল্লসিত মন।
কায় মনে সেবেন গৌরাঙ্গ চরণ ॥৩০২॥
অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা ॥৩০৩॥
সার্দ্ধসপ্ত প্রহর যায় স্মরণ কীর্ত্তনে।
আহার নিদ্রা চারি দণ্ড সেহ নহে কোন দিনে ॥৩০৪॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন ॥৩০৫॥
ছিণ্ডা কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন।
সাবধানে কৈল প্রভুর আজ্ঞার পালন ॥৩০৬॥

শ্রীবৃন্দাবনীয়োত্তম যুগলবস্তুদানেন যুগলভজন মেবোপদিষ্ট মিত্যাহ শিলেত্যাদি ॥৩০১॥

করে সমাধান—গোবিন্দ সেই অষ্ট কৌড়ি দেন ॥২৯৯॥

গোসাঞির—শ্রীমহাপ্রভুর ॥৩০০॥

শিলা ও গুঞ্জমালাদানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন উদ্দেশ করিয়াছেন; ইহা বলিতেছেন "শিলা" ইতি। গোবর্দ্ধনে—গোবর্দ্ধন ধারী ॥৩০১॥৩০২॥

প্রস্তর রেখা যেমন চিরস্থায়ী, তেমনি শ্রীরঘুনাথ দাসের নিয়ম চিরস্থায়ী ॥৩০৩॥ সেহ—সেই আহার নিদ্রা ॥৩০৪॥

রসের—মধুরাদি রসের, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি লালসায় কোন রসাস্বাদন করেন নাই, নচেৎ আহারীয় বস্তু মাত্রেই কোন না কোন রস আছে ॥৩০৫॥৩০৬॥

প্রাণ রক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা শুনি, আপনাকে কহে নির্ব্বেদ বচন ॥৩০৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধ, ১৫ অ. ৩২ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদবাক্যং ;—

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞান ধুতাশয়ঃ।
কিমর্থং কস্য বা হেতো দেহং পুষ্ণাতি লম্পটঃ ॥৪॥

প্রসাদাৎ পত্নীরির বড় না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈলে ভাত সড়ি যায় ॥৩০৮॥
সিংহদ্বারে গাবী আগে সেই ভাত ডারে।
সড়া গন্ধে তৈলঙ্গ গাই খাইতে না পারে ॥৩০৯॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানি ॥৩১০॥
ভিতরের দড় দেই মাজি ভাত পায়।
লবণ দিয়া রঘুনাথ সেই ভাত খায় ॥৩১১॥

নন্বাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য ভিক্ষো রিক্তিকল্পস্য কো দোষঃ তত্রাহ আত্মানং পরংব্রহ্ম চেৎ বিজানীয়াৎ জ্ঞানেন দৃঢ়ং নিশ্চিতবান্ আশয়ো বাসনা যস্য তস্য জ্ঞানিনো লৌল্যমেব ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ, আত্মানমেবিজানীয়াদয়মাত্মেতি। পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্যকামায় শরীরমনুসংজ্বরেদিতি। ইতি শ্রীস্বামী।

পরং দেহাৎ পৃথক্ভূতং। ইতি চক্র ॥৪॥

আত্মানং চেৎ পরং বিজানীয়াৎ, জ্ঞানধৃতাশয়ঃ (জ্ঞানঃ) কিমর্থং কস্য বা হেতোঃ লম্পটঃ (সন্) দেহং পুষ্ণাতি। ইতাবরঃ ॥৭॥

নির্ব্বেদ বচন—ঘৃণিত বাক্য ॥৩০৭॥

যেজন আপনাকে দেহ হইতে ভিন্ন জানিয়াছে, এবং জ্ঞান দ্বারা যাহার বাসনা বিনষ্ট হইয়াছে, সেজন কি নিমিত্ত এবং কি হেতু দেহাদিতে আসক্ত হইয়া দেহকে পোষণ করে, অর্থাৎ অতি তুচ্ছ জ্ঞানে তাহাতে কখন দেহাদি প্রতি-পালনে আসক্ত হয় না ॥৭॥

কহে নির্ব্বেদ বচন" তাহা এই শ্লোকে [illegible] ॥৩০৭॥

না বিকায়—বিক্রয় না হয়। সড়ি যায়—[illegible] হয় ॥৩০৮॥ তৈলঙ্গ গাই—দেশীয় গাভী। ইহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইল ॥৩০৮-৩১১॥

এক দিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিল।
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইল ॥৩১২॥
স্বরূপ কহে ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি।
আমা সবায় নাহি দেও কি তোমার প্রকৃতি ॥৩১৩॥
গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্ত্তা শুনিল।
আর দিন আসি প্রভু কহিতে লাগিল ॥৩১৪॥
কাহা বস্তু খাও সবে মোরে না দেও কেনে।
এত বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণে ॥৩১৫॥
আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা।
তোমার যোগ্য নহে বলি বলে কাড়ি নিলা ॥৩১৬॥
প্রভু বলে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদু আর কোন প্রসাদে না পাই ॥৩১৭॥
এই মত মহাপ্রভু নানা লীলা করে।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে ॥৩১৮॥
আপন উদ্ধার এই রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে কর্য়াছেন প্রকাশ ॥৩১৯॥

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে ১১শ শ্লোকঃ;—

মহাসম্পদ্দাবাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া,
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্তমুদিতঃ।
উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং,
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয়ে উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৮॥

কুজনং দুঃসিতজনং পতিতং মাং যো মহাসম্পদাবাং শকাশাৎ উদ্ধৃত্য স্বীয়ে স্বরূপে ন্যস্ত সমর্প্য মুদিতঃ হৃষ্টঃ সন্ প্রিয়ং উরো গুঞ্জাহারং অপি গোবর্দ্ধন শিলাং মে মহ্যং দদৌ স গৌরাঙ্গো হৃদয়ে মনসি উদয়ন্ প্রাদুর্ভবন্ মাং মদয়তি হর্ষয়তীত্যর্থঃ। ইতি চং ॥৮॥

যঃ পতিতং দুজনং মাং অপি মহাসম্পদাবাৎ অপি কৃপয়া উদ্ধৃত্য স্বীয়ে স্বরূপে ন্যস্ত মুদিতঃ, প্রিয়ং অপি উরো গুঞ্জাহারং গোবর্দ্ধনশিলাং চ মে দদৌ (সঃ) গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি। ইত্যক্ষরঃ ॥৮॥

মাজি ভাত—ভাতের মধ্যগত কঠিনাংশ ॥৩১১॥৩১২॥

প্রকৃতি—স্বভাব ॥৩১৩—৩১৯॥

এইত কহিল রঘুনাথের মিলন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য চরণ ॥৩২০॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৩২১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরঘুনাথ দাস মিলনং নাম ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ ॥৬॥

যিনি পতিত এবং ঘৃণিত জনাকেও (শ্রীরঘুনাথ দাসকেও) মহাসম্পত্তি-রূপ বনাগ্নি হইতে নিজ কৃপায় উদ্ধার করিয়া অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপ গোস্বামীতে সমর্পণ করিয়া আনন্দিত হয়েন, তথা বক্ষঃস্থলস্থিত প্রিয় গুঞ্জাহার এবং গোবর্দ্ধন শিলাও আমাকে প্রদান করেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ হৃদয়ে প্রাদুর্ভাব হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন।৮।

"আপন উদ্ধার এই" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৮॥

মিলন—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীমহাপ্রভুর সহিত মিলন ইত্যর্থ ॥৩২০॥

ইতি অন্ত্য-সুখদকারিণী নাম ব্যাখ্যা ষষ্ঠ ॥৬॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যচরণাম্ভোজ মকরন্দলিহঃ সতঃ।
নৌমি যেষাং প্রসাদেন পামরোপামরো ভবেৎ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥১॥
বর্ষান্তরে যত গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু সবারে মিলিলা ॥২॥
এইমত বিলসে প্রভু ভক্তগণ লঞা।
হেনকালে বল্লভ ভট্ট মিলিলা আসিয়া ॥৩॥
আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণে।
প্রভু ভাগবত বুদ্ধ্যে কৈল আলিঙ্গনে ॥৪॥
মান্য করি প্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা।
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা ॥৫॥
বহুদিন মনোরথ তোমা দেখিবারে।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈল দেখিল তোমারে ॥৬॥

যেষামনুগ্রহমাত্রেণ পামরোঽতিনীচোঽপি অমরো ভবেৎ দেব ইব পূজ্যো ভবেদিত্যর্থঃ। ইতি চং ॥১॥

চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহঃ সতঃ (সাধূন্) নৌমি, যেষাং (সতাং) প্রসাদেন পামরঃ (জনঃ) অপি অমরঃ ভবেৎ। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

এই সপ্তম পরিচ্ছেদে ভক্তগণের মহিমা কথনদ্বারা বল্লভ ভট্টের পাণ্ডিত্য গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রীমহাপ্রভুর কৃপা ইত্যাদি লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

অথ ব্যাখ্যা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণপদ্মে ভ্রমররূপ ভক্তগণকে প্রণাম করি। যে ভক্তগণের অনুগ্রহমাত্রে অধম ব্যক্তিও উত্তম হয় ॥১॥

বর্ষান্তরে—পর বৎসরে ॥২॥—॥৮॥

তোমার দর্শন যে পায় সেই ভাগ্যবান।
তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান ॥৭॥
তোমাকে যে স্মরণ করে সে হয় পবিত্র।
দর্শনে পবিত্র হবে ইথে কি বিচিত্র ॥৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্ক, ১৯ অ, ৩৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য পরীক্ষিদ্বাক্যং ;—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি বৈগৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শন স্পর্শ পাদ শৌচাসনাদিভিঃ ॥২॥

কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন ॥৯॥
তাহা প্রবর্ত্তাইলে তুমি এইত প্রমাণ।
কৃষ্ণ শক্তি ধর তুমি ইথে নাহি আন ॥১০॥

যেষাং বঃ স্মরণাৎ পুংসাং গৃহাঃ সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি কিং পুনঃ দর্শনাদিভিঃ শুদ্ধ্যন্তীতি বক্তব্যং। ইতি চূর্ণিকা।

ভট্টস্তু অস্য ভাগবতোত্তমত্বেনৈব জ্ঞানমিত্যেতদনুসারেণৈবোক্তিঃ ॥২॥

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং গৃহাঃ সদ্যঃ বৈ শুদ্ধ্যন্তি, (তেষাং) দর্শন স্পর্শ পাদশৌচাসনাদিভিঃ কিং পুনঃ। ইত্যন্বয়ঃ ॥২॥

যে আপনাদিগের (শ্রীশুকদেবাদির) স্মরণ মাত্রেই পুরুষের গৃহাদি যখন সদ্যই নিশ্চয় পবিত্র হয়, তখন সেই আপনাদের দর্শন স্পর্শন পাদ প্রক্ষালন ও উপবেশন ইত্যাদি দ্বারা যে পবিত্র হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি আছে ॥২॥

"তোমাকে যে স্মরণ করে—" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥২॥

"যেন সাক্ষাৎ ভগবান" ৭ এতদ্বারা শ্রীচৈতন্যের ভগবত্ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন "কলিকালের" ইতি চারি পয়ারে। তার—সেই নাম সংকীর্ত্তনের। এখানে অভিপ্রায় এই যে, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন প্রচার ও প্রেমদান করাতে ইনি (শ্রীচৈতন্য) সেই শ্রীকৃষ্ণ ॥৯॥

এইত প্রমাণ—অর্থাৎ জগতে সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্ত করিলে, এই প্রমাণ—এই হেতু তুমি শ্রীকৃষ্ণ, তবে বিনা জগতে সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তহেতু শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ ॥১০—১২॥

জগতে করিলে কৃষ্ণনাম প্রেম প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে সেই কৃষ্ণ প্রেমে ভাসে ॥১১॥
প্রেম পরকাশ নহে কৃষ্ণ শক্তি বিনে।
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্রের প্রমাণে ॥১২॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে পরাবস্থায়াং শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে বিল্বমঙ্গল শ্লোকঃ;—

সত্ত্বাবতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কোবা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥৩॥

মহাপ্রভু কহে শুন ভট্ট মহামতি।
মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি না জানি কৃষ্ণভক্তি ॥১৩॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
তাঁর সঙ্গে আমার মন হইল নির্ম্মল ॥১৪॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্তে নাহি যার সম।
অতএব অদ্বৈত আচার্য্য তাঁর নাম ॥১৫॥
যাঁহার কৃপাতে ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি।
কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা শক্তি ॥১৬॥

"সত্ত্ব" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি আদির ৩য় পরিচ্ছেদে, ৬ষ্ঠ শ্লোকে দেখিবেন। "প্রেম পরকাশ—" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৩॥

বল্লভভট্টের পাণ্ডিত্যাদি গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন "মায়াবাদী" ইত্যাদি। মায়াবাদী—জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম এক। জীব ব্রহ্মের একতা জ্ঞানে সেব্য সেবক জ্ঞান না থাকায় আমি (শ্রীচৈতন্য) শ্রীকৃষ্ণভক্তি জানিনা ইত্যর্থ ॥১৩॥

তবে "অদ্বৈত" ইত্যাদি ॥১৪॥

সর্ব্বশাস্ত্রে এবং কৃষ্ণভক্তগণ মধ্যে যাঁহার তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি না থাকায় তাঁহার নাম অদ্বৈত আচার্য্য। "কৃষ্ণভক্তে" এই পাঠে কৃষ্ণভক্তিবিষয়ে, অপর পূর্ব্ববৎ একরূপ অভিপ্রায় এই যে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য পাণ্ডিত্যাদি অদ্বিতীয় সুতরাং তত্তুল্য না হওয়াতে তুমি (ভট্ট) সর্ব্বাধিক পাণ্ডিত্যাদির গর্ব্ব করিতে পার না ॥১৫॥

যাঁহার—যে শ্রীঅদ্বৈতের ॥১৬॥

নিত্যানন্দ অবধূত সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
ভাবোন্মাদে মত্ত কৃষ্ণ প্রেমের সাগর ॥১৭॥
ষড় দর্শন বেত্তা ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
সর্ব্বশাস্ত্রে জগদ্‌গুরু ভাগবতোত্তম ॥১৮॥
তিহোঁ দেখাইল মোরে ভক্তিযোগ পার।
তাঁর প্রসাদে জানিল কৃষ্ণভক্তি মাত্র সার ॥১৯॥
রামানন্দ রায় মহাভাগবত প্রধান।
তিহোঁ জানাইল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ॥২০॥
তাতে জানি প্রেমভক্তি পুরুষার্থ শিরোমণি।
রাগমার্গে প্রেমভক্তি সর্ব্বাধিক জানি ॥২১॥

অবধূত—সংসার মায়ামুক্ত। এখানকার অভিপ্রায় এই যে, শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত ইত্যাদি, তুমি (ভট্ট) তাহার কিছুই নহ, অতএব কোন বিষয়ে গর্ব্ব করিতে পার না ॥১৭॥

যদি বল শ্রীঅদ্বৈতাদি ঈশ্বর, উহাদের সহিত তুলনা হইতে পারে না, কিন্তু মনুষ্যমধ্যে আমি (ভট্ট) সর্ব্বাধিক পণ্ডিত? ইহাতে বলিতেছেন "ষড়দর্শন" ইতি। ষড়দর্শন—ন্যায়, বৈশিষিক, পূর্ব্ব মীমাংসা, সাংখ্য, বেদান্ত ও পাতঞ্জল, এই ছয় দর্শন শাস্ত্র। বেত্তা—অভিজ্ঞ। সর্ব্বশাস্ত্রে—ষড়্‌দর্শনাতিরিক্ত স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে। জগৎগুরু—ঐ সকল শাস্ত্রে প্রধান অধ্যাপক, অর্থাৎ জগতের লোক তাঁহার নিকট ঐ সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। এখানে অভিপ্রায় এই যে, তুমি (ভট্ট) বিন্দু মাত্রায় সার্ব্বভৌম তুল্যও নহ, অতএব মনুষ্য মধ্যেও সর্ব্বাধিক পণ্ডিত নহ ॥১৮॥

তিহোঁ—সার্ব্বভৌম ॥১৯॥

"রামানন্দ" ইতি। এখানে অভিপ্রায় এই যে, রামানন্দ রায় রাগাত্মিকা প্রেমভক্তিকেই সর্ব্বাধিক বলিয়া জানেন, তুমি (ভট্ট) তাহা জাননা, অতএব প্রেমভক্তির অভিজ্ঞতায় তুমি শূদ্রের অধম ॥২০॥

পশ্চাদুক্ত "বল্লভ ভট্টের হয় বাল্য উপাসনা" এ প্রমাণে বাল্যোপাসক ভট্টের ঐ উপাসনাকে সর্ব্বাধিক জানিয়া যে গর্ব্ব ছিল তাহা খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত ব্রজভাবের আধিক্য কথনপূর্ব্বক গোপীভাবের সর্ব্বাধিক্য বলিতেছেন "রাগ" ইত্যাদি "তিহোঁ যার অবধূতী" ইত্যন্ত দ্বারা ॥২১॥

দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুরভাব আর।
দাস সখা গুরু কান্তা আশ্রয় যাহার ॥২২॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান যুক্ত কেবলাভাব আর।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি পাই ব্রজেন্দ্রকুমার ॥২৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্ক, ৯ম অ, ১৭ শ্লো, পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং ;—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥৪॥

আত্মভূত শব্দে কহে পারিষদগণ।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২৪॥

তথাহি তত্রৈব ৪৭ অ, ৫৩ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি গোপী-বাক্যং ;—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উনিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ,
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ,
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজ সুন্দরীণাং ॥৫॥

ভাব—প্রেম।—যাহার—যে দাস্যাদির ॥২২॥

রাগাত্মিকা প্রেমভক্তির সর্ব্বাধিকত্ব জানাইতেছেন "ঐশ্বর্য্য" ইত্যাদি দ্বারা। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র প্রেমভক্তি, আর কেবল—ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বিহীন শুদ্ধ প্রেমভক্তি, এই দুই প্রকার প্রেমভক্তি, তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভজন করিলেও নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রকুমারকে পরব্যোমনাথ নারায়ণাদি ঈশ্বররূপে ভজন করায় সেই নারায়ণাদি রূপেরই প্রাপ্তি হয়, কিন্তু শুদ্ধ মাধুর্য্য নন্দকুমার রূপের ভজন না করাতে তাঁহার প্রাপ্তি হয় না, কেননা যে জন যে রূপের ভজন করিবে সে তাহাকেই প্রাপ্ত হইবে, নচেৎ অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না ॥২৩॥

"নায়ং" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি মধ্যের ৮ম, পরিচ্ছেদে ৫০শ, শ্লোকে দেখিবেন। "ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে—" এই অর্দ্ধ পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৪॥

উক্ত শ্লোকগত "আত্মভূত" শব্দের অর্থ করণপূর্ব্বক "ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে—" ২৩ এই উক্ত বাক্যকে দৃঢ় করিবার জন্য তাহাতে উদাহরণ দেখাইতেছেন "আত্ম" ইতি ॥২৪॥

"নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি মধ্যের ৮ম, পরিচ্ছেদে ১৭

শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধ আরোহণ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করেন বন্ধন ॥২৫॥
মোর সখা মোর পুত্র এই শুদ্ধ মন।
অতএব শুক ব্যাস করে প্রশংসন ॥২৬॥

তথাহি তত্রৈব ১০ম স্ক, ১২ অ, ৩৬ শ্লোকে শ্রীশুকদেব বাক্যং ;—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা,
দাস্যং গতানাং পর দৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেন,
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥৬॥

তথাহি তত্রৈব ১০ম স্ক, ৮ম অ, ৩৬ শ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যং ;—

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ং।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥৭॥

ঐশ্বর্য্য দেখিলেহো শুদ্ধের নহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞান।
অতএব ঐশ্বর্য্য হইতে কেবল ভাব প্রধান ॥২৭॥

তথাহি তত্রৈব ১০ম, স্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে ৩৫শ, শ্লোক ;—

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্য যোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মান মাহাত্ম্যং হরিং সা মন্যতাত্মজং ॥৮॥

শ্লোকে দেখিবেন। "ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে লক্ষ্মী—" এই অর্দ্ধ পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৫॥

শুদ্ধ প্রেমের মহিমা বর্ণনা করিতেছেন "শুদ্ধভাবে" ইত্যাদি। ব্রজেশ্বরী—শ্রীযশোদা ॥২৫॥

করে প্রশংসন—সখাগণকে এবং শ্রীযশোদাকে প্রশংসা করে ইত্যর্থ ॥২৬॥

"ইত্থং সতাং" এই শ্লোকের এবং "নন্দঃ" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি মধ্যের চম, পরিচ্ছেদে ১৪শ, এবং ১৫শ শ্লোকে দেখিবেন। "অতএব শুক ব্যাস" এই অর্দ্ধ পয়ার প্রমাণ এই দুই শ্লোক ॥২৬॥

আরও বলিতেছেন "ঐশ্বর্য্য" ইত্যাদি। ঐশ্বর্য্য দেখিলেও শুদ্ধ প্রেমিকের সে ঐশ্বর্য্য জ্ঞান হয় না অর্থাৎ শুদ্ধ প্রেম ঐশ্বর্য্যকে আবরণ করে, সুতরাং ঐশ্বর্য্য মিশ্র প্রেমাপেক্ষা কেবল প্রেমের সাধিক্য ॥২৭॥

এ সব শিক্ষাইল মোরে রায় রামানন্দ।
সে সব শুনিতে হয় পরম আনন্দ ॥২৮॥
কহন না যায় রামানন্দের প্রভাব।
রায় প্রসাদে জানিল ব্রজের শুদ্ধ ভাব ॥২৯॥
দামোদর স্বরূপ প্রেম রস মূর্ত্তিমান।
যার সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুর রস জ্ঞান ॥৩০॥
শুদ্ধ প্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধ হীন।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য এই তার চিহ্ন ॥৩১॥

তথাহি তত্রৈব ১০ম স্ক, ৩১ অ, ১৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং;—

যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু,
ভীতাঃ সনৈঃ প্রিয়দধীমহি কর্কশেষু।

মায়াবলোদ্রেক মাহ ত্রয্যা ইতি। ত্রয্যা ইন্দ্রাদিরূপেণ উপনিষদ্ভিঃ ব্রহ্মেতি সাংখ্যৈঃ পুরুষ ইতি যোগৈঃ পরমাত্মেতি সাত্বতৈ র্ভগবানিতি উপগীয়মানং মাহাত্ম্যং যস্যতং। ইতি শ্রীস্বামী ॥৮॥

"ত্রয্যা" শ্লোকের অন্বয় সহজই আছে। অর্থ এই যে, বেদে ইন্দ্রাদিরূপে উপনিষদে ব্রহ্মরূপে সাংখ্যে পুরুষরূপে যোগশাস্ত্রে পরমাত্মারূপে বৈষ্ণবশাস্ত্রে ভগবানরূপে যে হরির মহিমা গান করে, যশোদা সেই হরিকে আপন পুত্র মানিয়াছিলেন ॥৮॥

বেদাদি পরিগীত কৃষ্ণমহিমাকে শ্রীযশোদা না দেখায় কেবল ভাব ঐশ্বর্য্য দেখে না, ইহার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৮॥

এ সব—"রাগমার্গে" ২১ ইত্যাদুক্ত সকল ॥২৮॥২৯॥

"দামোদর" ইতি। এখানে অভিপ্রায় এই যে, বাৎসল্যোপাসক তোমার (ভট্টের) সর্ব্বাধিক ব্রজ মধুর রস জানা না থাকায় উপাসনা বিষয়ে তর্ক করিতে পার না ॥৩০॥

ঐ রসের সর্ব্বাধিক্য দেখাইতেছেন "শুদ্ধ" ইত্যাদি। ব্রজদেবীর—ব্রজগোপীর। ব্রজগোপীদিগের কৃষ্ণপ্রেম সেই কৃষ্ণ সুখই এক তাৎপর্য্য, অতএব সেই প্রেম কামগন্ধহীন, কেননা নিজ কামে পরসুখেচ্ছা হইতে পারে না, সুতরাং তাহা শুদ্ধ ইত্যর্থ ॥৩১॥

তে নটেই মনীদতত্বথতে ন কিং স্বিং,
কুর্পানিভি র্ভবতি দীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥৯॥
গোপীগণের শুদ্ধ প্রেম ঐশ্বর্য্য জ্ঞান হীন।
প্রেমেতে ভর্ৎসন করে এই তার চিহ্ন ॥৩২॥
তথাহি তত্রৈব ১০ম স্ক, ৩১ অ, ১৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং ;—
পতিসুতান্বয় ভ্রাতৃবান্ধবানতি বিলঙ্ঘ্যতেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীত মোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥১০॥
সর্ব্বোত্তম ভজন এই সর্ব্ব ভক্তি জিনি।
অতএব কৃষ্ণ কহেন আমি তোমার ঋণী ॥৩৩॥

তস্মাৎ হে অচ্যুত পতীন্ সুতান্ অন্বয়ান্ তৎ সম্বন্ধিনঃ ভ্রাতৃন্ বান্ধবাংশ্চাতিবিলঙ্ঘ্য তব বনীপ্রাপ্তা বয়ং কথং ভূতস্য গতিবিদঃ অস্মদাগমনং জানতঃ গীত গতির্বা জানতঃ গতি বিদো বয়মিতি বা তবোদ্গীতেন উচ্চৈর্গীতেন মোহিতা হে কিতব শঠ এবম্ভূতা যোষিতঃ নিশি স্বয়মাগতা ত্বামৃতে কঃ ত্যজেৎ ন কোপীত্যর্থঃ। ইতি শ্রীস্বামী ১০॥

অচ্যুত (হে) তব উদ্গীতমোহিতাঃ (সত্যঃ বয়ং) পতিসুতান্বয় ভ্রাতৃবান্ধবান্ অতিবিলঙ্ঘ্য গতিবিদঃ তে (তব) অন্তি (নিকটং) আগতাঃ, কিতব (হে) নিশি যোষিতঃ কঃ ত্যজেৎ ইত্যাদরঃ ॥১০॥

"যত্তে" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি আদির ৪র্থ, পরিচ্ছেদে ২৬ শ, শ্লোকে দেখিবেন। "শুদ্ধপ্রেম" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৯॥

প্রেমেতে শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করে, এই হেতু গোপীপ্রেম ঐশ্বর্য্য জ্ঞানহীন, কেননা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে ভর্ৎসনা করিতে পারে না, সুতরাং তাহা শুদ্ধ ॥৩২॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার উদ্গীতে মুগ্ধ হইয়া আমরা (গোপীগণ) পতি পুত্র বংশ সম্বন্ধীয় জন ভ্রাতৃ ও বান্ধবগণ ইত্যাদি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি, তুমি আমাদের আগমন কারণ জান, অতএব হে শঠ! রাত্রিতে স্বয়ং আগতা যুবতী স্ত্রীকে কোন্ জন ত্যাগ করে, অর্থাৎ কেহ করেনা ॥১০॥

এ শ্লোকে "শঠ" এইটি ভর্ৎসনা বাক্য ॥১০॥

সর্ব্ব ভক্তি জিনি—দাস্যাদি সকল প্রকার ভক্তিকে জয় করিয়া। তোমার—গোপীদের। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদেরই চিরঋণী থাকা হেতু গোপীভজনই

তথাহি তত্রৈব ৩২ অ, ১৭শ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যং ;—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং,
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধাযুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতি যাতু সাধুনা ॥১১॥

ঐশ্বর্য্য জ্ঞান হৈতে কেবল ভাব পরম প্রধান।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে ভক্ত নাহি উদ্ধব সমান ॥৩৪॥
তিহোঁ যার পদধূলী করেন প্রার্থন।
স্বরূপের সঙ্গে পাইল এ সব লিক্ষন ॥৩৫॥
হরিদাস ঠাকুর মহাভাগবত প্রধান।
প্রতিদিন লয়েন তিঁহ তিন লক্ষ নাম ॥৩৬॥

সর্ব্বোত্তম ॥৩৩॥

"ন পারয়ে" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি আদির ৪র্থ, পরিচ্ছেদে ২৯শ শ্লোকে দেখিবেন। "অতএব" এই অর্দ্ধ পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥১১॥

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানাপেক্ষা শুদ্ধ প্রেমের আধিক্য উদাহরণ দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন "ঐশ্বর্য্য" ইতি সার্দ্ধৈক পয়ারে। কেবল ভাব—ঐশ্বর্য্য জ্ঞানবিহীন শুদ্ধ প্রেম। তিহোঁ—সেই উদ্ধব। যার—যে গোপীগণের। অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিশ্রভক্তিতে সর্ব্বপ্রধান উদ্ধব শুদ্ধ প্রেমবতী গোপীগণের অনুগতি বাঞ্ছা করিয়া তাহাদের পদধূলী প্রার্থনা করেন, অতএব ঐশ্বর্য্য জ্ঞানাপেক্ষা শুদ্ধ প্রেমের আধিক্য। নচেৎ তিনি গোপী অনুগতি বাঞ্ছায় তাহাদের পদধূলী প্রার্থনা করিতেন না।

উদ্ধবের তৎ প্রার্থনা যথা শ্রীভাগবতে ১০ম, স্কন্ধে ৪৭শ, অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোক ;—

"আসামহো চরণ রেণু জুষাম হং স্যাং,
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্ম লতৌষধীনাং।" ইতি।

উহার অর্থ, এই গোপীগণের চরণরেণুসেবী গুল্মলতা ও ঔষধির মধ্যে কাহার দেহ পাইয়া বৃন্দাবনে বাস করি ॥৩৩।৩৫॥

"হরিদাস" ইতি। এখানে অভিপ্রায় এই যে, শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম করেন, তুমি (ভট্ট) তাহা করিতে পার না, অতএব সাধনের

নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাঞি শিখিল।
তাঁহার প্রসাদে নামের মহিমা জানিল ॥৩৭॥
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ দামোদর শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥৩৮॥
কাশীশ্বর মুকুন্দ বাসুদেব মুরারি।
আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অবতরি ॥৩৯॥
কৃষ্ণনাম প্রেম কৈল জগতে প্রচার।
ইহাঁ সবার সঙ্গে কৃষ্ণ ভক্তি যে আমার ॥৪০॥
ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি।
ভঙ্গি করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী ॥৪১॥
আমি সে বৈষ্ণব ভক্তি সিদ্ধান্ত সব জানি।
আমি সে ভাগবত অর্থ উত্তম বাখানি ॥৪২॥
ভট্টের মনেতে এই ছিল দীর্ঘ গর্ব্ব।
প্রভুর বচন শুনি সব হইল খর্ব্ব ॥৪৩॥
পাণ্ডিত্য আর বৈষ্ণবতা শুনিয়া সবার।
ভট্টের ইচ্ছা হৈল তাঁ সবা দেখিবার ॥৪৪॥
ভট্ট কহে এ সব বৈষ্ণব রহেন কোন স্থানে।
কোন প্রকারে পাইব ইহাঁ সবার দর্শনে ॥৪৫॥
প্রভু কহে কেহো ইহাঁ কেহো বঙ্গে কেহো গঙ্গাতীরে।
সব আসিয়াছেন রথযাত্রা দেখিবারে ॥৪৬॥
ইহাঞি রহেন সর্ব্বে বাসা নানা স্থানে।
ইহাঁহি পাইবে তুমি সবার দর্শনে ॥৪৭॥

স্মরণ করিতে পারনা ॥৩৬॥—১৩৯॥

"কৃষ্ণনাম" ইতি। এখানে অভিপ্রায় এই যে, আচার্য্যরত্নাদি ভক্তগণ স্বয়ংও কৃষ্ণনাম এবং কৃষ্ণপ্রেম প্রচার করিয়া সকল লোককে উদ্ধার করিয়াছেন, ইহা "ইহাঁ" তাহা কর নাই, অতএব সৎকর্ম্মেরও গর্ব্ব করিতে পার না ॥৪০॥

"আমার আচার্য্য" ১৪ ইত্যাদি বাক্য বলিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন "ভট্টের" ইতি। ভট্টের তাদৃশ দৃঢ় অভিমান জানিয়া শ্রীমহাপ্রভু ঐ সকল কথা বলেন ইত্যর্থ ॥৪১॥

সেই অভিমান বলিতেছেন "আমি" ইতি ॥৪২॥—১৪৯॥

তবে ভট্ট কহি বহু বিনয় বচন।
সর্ব্বগণ সহিতে প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥৪৮॥
আর দিন সব বৈষ্ণব প্রভু স্থানে আইলা।
সবা সনে মহাপ্রভু ভট্টে মিলাইলা ॥৪৯॥
বৈষ্ণবের তেজ দেখি ভট্টের চমৎকার।
তাঁ সবার আগে ভট্ট খদ্যোত আকার ॥৫০॥
তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইলা।
গণ সহ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইলা ॥৫১॥
পরমানন্দপুরী সঙ্গে সন্ন্যাসীর গণ।
এক দিগে বৈসেন সব করিতে ভোজন ॥৫২॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ বাম পার্শ্বে দুই জন।
মধ্যে প্রভু বসিলা আগে পাছে ভক্তগণ ॥৫৩॥
গৌড়ের ভক্ত যত কহিতে না পারি।
অঙ্গনে বসিলা সব হঞা সারি সারি ॥৫৪॥
প্রভুর ভক্তগণ দেখি ভট্টের চমৎকার।
প্রত্যেকে সবার পদে কৈল নমস্কার ॥৫৫॥
স্বরূপ জগদানন্দ কাশীশ্বর শঙ্কর।
পরিবেশন করে আর রাঘব দামোদর ॥৫৬॥
মহাপ্রসাদ বল্লভ ভট্ট বহু আনাইলা।
প্রভু সহ সন্ন্যাসীগণ ভোজনে বসিলা ॥৫৭॥
প্রসাদ পায় বৈষ্ণবগণ বলে হরি হরি।
হরিধ্বনি উঠিল তবে ব্রহ্মাণ্ড ভরি ॥৫৮॥
মালা চন্দন গুবাক পান অনেক আনিল।
সবা পূজা করি ভট্ট আনন্দিত হৈল ॥৫৯॥
রথযাত্রা দিনে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিল।
পূর্ব্ববৎ সাত সম্প্রদায় পৃথক্ করিল ॥৬০॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ হরিদাস বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস শ্রীরাঘব পণ্ডিত গদাধর ॥৬১॥

ভট্টকে খদ্যোত (জোনাকি পোকা) আকার বলাতে বৈষ্ণবগণকে সূর্য্য আকার বলা হইল জানিবেন ॥৫০॥—৬১॥

সাত জন সাত ঠাঞি করেন কীর্ত্তন।
হরিবোল বলি প্রভু করেন ভ্রমণ ॥৬২॥
চৌদ্দ মৃদঙ্গ বাজে উচ্চ সংকীর্ত্তন।
একেক নর্ত্তকের প্রেমে ভাসিল ভুবন ॥৬৩॥
দেখি বল্লভ ভট্টের হৈল চমৎকার।
আনন্দে বিহ্বল নাহি আপন সম্ভাল ॥৬৪॥
তবে মহাপ্রভু সবার নৃত্য রাখিলা।
পূর্ব্ববৎ আপনে নৃত্য করিতে লাগিলা ॥৬৫॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি আর প্রেমোদয়।
এই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ভট্টের হইল নিশ্চয় ॥৬৬॥
এইমতে রথযাত্রা সকল দেখিল।
প্রভুর চরিত্রে ভট্টের চমৎকার হৈল ॥৬৭॥
যাত্রা অনন্তরে ভট্ট যাই মহাপ্রভু স্থানে।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদনে ॥৬৮॥
ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছি লিখন।
আপনে মহাপ্রভু তাহা করেন শ্রবণ ॥৬৯॥
প্রভু কহে ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভাগবত অর্থ শুনিতে আমি নাহি অধিকারী ॥৭০॥
বসি কৃষ্ণনাম মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যা নাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রি দিনে ॥৭১॥
ভট্ট কহে কৃষ্ণ নামের অর্থ ব্যাখ্যানে।
বিস্তার করিয়াছি তাহা করহ শ্রবণে ॥৭২॥
প্রভু কহে কৃষ্ণ নামের বহু অর্থ না মানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এই মাত্র জানি ॥৭৩॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে অনর্থোপশম ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো নামকৌমুদ্যাং শ্লোকঃ;—

তমাল শ্যামল ত্বিষি শ্রীযশোদা স্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণোনাম্নো রূঢ়ি রিতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ ॥১২॥

যাত্রা অনন্তরে—রথযাত্রার পর। ৬৮-৬৯॥

ভট্ট: অসার বাক্য বলিয়া "ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি" ইত্যাদি প্রত্যা-

এই অর্থ মাত্র আমি জানিয়ে নির্দ্ধার।
আর সব অর্থে আমার নাহি অধিকার ॥৭৪॥
ফল্গুর প্রায় ভট্টের সব ব্যাখ্যা।
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানি করেন উপেক্ষা ॥৭৫॥
বিমনা হইয়া ভট্ট গেলা নিজ ঘর।
প্রভু বিষয় ভক্তি কিছু হইল অন্তর ॥৭৬॥
তবে ভট্ট গেলা পণ্ডিত গোসাঞির ঠাঞি।
নানা মত প্রীতি করি করে আয়া যাই ॥৭৭॥
প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন।
ভট্টের ব্যাখ্যান কেহো না করে শ্রবণ ॥৭৮॥
লজ্জিত হইল ভট্ট হৈল অপমানে।
দুঃখিত হইয়া গেলা পণ্ডিতের স্থানে ॥৭৯॥
দৈন্য করি কহে নইলুঁ তোমার শরণ।
তুমি কৃপা করি রাখ আমার জীবন ॥৮০॥
কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ।
তবে মোর লজ্জা পঙ্ক হয় প্রক্ষালন ॥৮১॥
সঙ্কটে পড়িল পণ্ডিত করয়ে সংশয়।
কি করিব ইহা করিতে না পারি নিশ্চয় ॥৮২॥
যদ্যপি পণ্ডিত গোসাঞি না কৈল অঙ্গীকার।
ভট্ট যাই তবু পঢ়ে করি বলাৎকার ॥৮৩॥

খ্যান সমস্ত বাক্য বলিয়াছেন জানিবে ॥৭০॥—॥৭৩॥

"তমাল" এই শ্লোকের টীকা নাই।

তমাল পত্রের মতন শ্যামবর্ণ এবং শ্রীযশোদার স্তন্যপায়ী, ইহাতেই কৃষ্ণ-নামের প্রসিদ্ধার্থ, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের নিশ্চয় ॥১২॥

"শ্যামসুন্দর" এই অর্দ্ধ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক ॥১২॥

নির্দ্ধার—নিশ্চয় ॥৭৪॥

ফল্গুর প্রায়—বৃথাবাক্য তুল্য অথবা অসার। উপেক্ষা—অস্বীকার ॥৭৫॥৭৬॥

আয়া যাই—যাতায়াত ॥৭৭॥৭৮॥

পণ্ডিতের—গদাধরের ॥৭৯॥—॥৮১॥

অভিজাত্যে পণ্ডিত করিতে নারে নিষেধন।
এ সঙ্কটে কৃষ্ণ রাখ লইলাম শরণ ॥৮৪॥
অন্তর্যামী মহাপ্রভু জানিবে মোর মন।
তাঁরে ভয় নাহি কিছু বিষম তাঁর গণ ॥৮৫॥
যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি দোষ।
তথাপি প্রভুরগণ তাঁরে করে প্রণয় রোষ ॥৮৬॥
প্রত্যহ বল্লভ ভট্ট আইসে প্রভুর স্থানে।
উদ্গাহাদি প্রায় করে আচার্য্যাদি সনে ॥৮৭॥
যেই কিছু করে ভট্ট সিদ্ধান্ত স্থাপন।
শুনিতেই আচার্য্য তাহা করেন খণ্ডন ॥৮৮॥
আচার্য্যাদি আগে ভট্ট যবে যবে যায়।
রাজহংস মধ্যে যেন রহে বক প্রায় ॥৮৯॥
এক দিন ভট্ট পুছিল আচার্য্যেরে।
জীব প্রকৃতি পতি করি মানয়ে কৃষ্ণেরে ॥৯০॥
পতিব্রতা নিজ পতির নাম নাহি লয়।
তোমরা কৃষ্ণ নাম লও কোন্ ধর্ম্ম হয় ॥৯১॥
আচার্য্য কহে তোমার আগে ধর্ম্মমূর্ত্তিমান।
ইহাঁরে পুছহ ইহেঁ করিব প্রমাণ ॥৯২॥
প্রভু কহেন তুমি না জান ধর্ম্মাধর্ম্ম।
স্বামীর আজ্ঞা পালন এই পতিব্রতা ধর্ম্ম ॥৯৩॥

কালান্তরকৃত প্রশ্নস্যোত্তর মুদ্গাহ স্তমিব ॥৮৭॥
যথা বকস্তিষ্ঠতি তথা ইত্যর্থ স্তেন বৈছে প্রাপ্তে ইত্যেতয়ো র্নপুনরুক্তিঃ ॥৮৯॥
জীব এব প্রকৃতিবত এব কৃষ্ণং পতিং মন্যতে ॥৯০॥

ইহা—ভট্টকৃত কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা শ্রবণ ॥৮২॥৮৩॥
আভিজাত্যে—লজ্জায়। পণ্ডিত—গদাধর ॥৮৪॥—॥৮৬॥
উদ্গাহাদি প্রায়—কালান্তরকৃত প্রশ্নের উত্তরকে উদ্গাহ বলে, তাহার মতন। আচার্য্যাদি—শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি। সনে—সঙ্গে ॥৮৭॥৮৮॥
যবে যবে—যখন যখন ॥৮৯॥
জীব প্রকৃতি—স্ত্রী, অতএব কৃষ্ণকে পতি করি মানে ॥৯০॥৯১॥
ইহাঁরে—শ্রীচৈতন্যকে ॥৯২॥—॥৯৬॥

পতির আজ্ঞা নিরন্তর তাঁর নাম লৈতে।
পতির আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে ॥৯৪॥
অতএব নাম লয় নামের ফল পায়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয় ॥৯৫॥
শুনিয়া বল্লভ ভট্ট হৈলা নির্ব্বাচন।
ঘরে যাই মনো দুঃখে করেন চিন্তন ॥৯৬॥
নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষাপাত।
এক দিন যদি উপরে হয় মোর বাত ॥৯৭॥
তবে সুখ হয় আমার সব লজ্জা যায়।
স্ববচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায় ॥৯৮॥
আর দিন আসি বসিলা প্রভু নমস্করি।
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব্ব করি ॥৯৯॥
ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যা কর্য্যাছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যান বচন ॥১০০॥
সেই ব্যাখ্যা করে যাহা যেই পড়ে আনি।
এক বাক্যতা নাহি তাতে স্বামী নাহি মানি ॥১০১
প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥১০২॥
এত কহি মহাপ্রভু মৌন ধরিলা।
শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ হইলা ॥১০৩॥
জগতের হিত লাগি গৌর অবতার।
অন্তরে বড় অভিমান জানেন তাহার ॥১০৪॥
নানা অবজ্ঞানে ভট্টে শোধে ভগবান।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান ॥১০৫॥
অজ্ঞ জীব নিজ হিতে অহিত করি মানে।
গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে পাছে উঘাড়ে নয়নে ॥১০৬॥
ঘরে আসি রাত্রে ভট্ট চিন্তিতে লাগিলা।
পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহা কৃপা কৈলা ॥১০৭॥

কক্ষাপাত—অর্থাৎ স্বপক্ষ স্থির থাকে না ॥৯৭—॥১০৪॥
শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া ইন্দ্রের অভিমান খণ্ডন করেন ॥১০৫॥

সগণ সহিতে মোর মানিল নিমন্ত্রণ।
এবে কেন প্রভুর মোতে ফিরি গেল মন ॥১০৮॥
আমি জিতি এই গর্ব্ব শৈল মোর চিত্ত।
ঈশ্বর স্বভাব করে সবাকার হিত ॥১০৯॥
আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান।
সে গর্ব্ব খণ্ডাইতে মোর করে অপমান ॥১১০॥
আমার হিত করেন ইহোঁ আমি মানি দুঃখ।
কৃষ্ণের উপরে যেন কৈল ইন্দ্র মূর্খ ॥১১১॥
এত চিন্তি প্রাতে আসি প্রভুর চরণে।
দৈন্য করি স্তুতি করি লইল শরণে ॥১১২॥
আমি অজ্ঞ জীব অজ্ঞোচিত কর্ম্ম কৈল।
তোমার আগে মূর্খ আমি পাণ্ডিত্য প্রকাশিল ॥১১৩॥
তুমি ঈশ্বর নিজোচিত কৃপা যে করিলা।
অপমান করি সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা ॥১১৪॥
আমি অজ্ঞ হিত স্থানে মানি অপমান।
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণের নিন্দা কৈল অজ্ঞান ॥১১৫॥
তোমার কৃপাঞ্জনে এবে গর্ব্ব অন্ধ্য গেল।
তুমি এত কৃপা কৈলে এবে জ্ঞান হৈল ॥১১৬॥
অপরাধ কৈলুঁ ক্ষেম লইনু শরণ।
কৃপা করি মোর মাথে ধর শ্রীচরণ ॥১১৭॥

উঘাড়ে নয়নে—চক্ষু খোলে, অর্থাৎ আপনার হিত জানিতে পারে ॥১০৬॥—॥১০৮॥

গর্ব্বশৈল—গর্ব্বরূপ পর্ব্বত, অর্থাৎ আমার চিত্তে যে গর্ব্বরূপ পর্ব্বত আছে, এইটিই প্রভুর মন ফিরিবার কারণ ॥১০৯॥১১০॥

কৈল ইন্দ্র মূর্খ—অর্থাৎ ইন্দ্রের গর্ব্ব পর্ব্বত খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ তাহার যজ্ঞ ভঙ্গ করিলে ইন্দ্র মূর্খতাপ্রযুক্ত নিজ অপমান বোধে বৃন্দাবনে জল বর্ষণাদি করে ॥১১১॥—॥১১৪॥

শ্রীভাগবতে ১০ম, স্কন্ধে ২৫ অধ্যায় "কৃষ্ণং মর্ত্য মুপাশ্রিত্য" ৩ ইত্যাদি শ্লোকে ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করেন ॥১১৫॥

প্রভু কহে তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত।
দুই গুণ যাঁহা তাঁহা নাহি গর্ব্ব পর্ব্বত ॥১১৮॥
শ্রীধরস্বামী নিন্দি নিজ টীকা কর।
শ্রীধরস্বামী নাহি মানি এত গর্ব্ব ধর ॥১১৯॥
শ্রীধরস্বামী প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানী ॥১২০॥
শ্রীধর উপরে গর্ব্বে যে কিছু লিখিবে।
অস্তব্যস্ত লিখন সেই লোকে না মানিবে ॥১২১॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি করিবে গ্রহণ ॥১২২॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান্ ॥১২৩॥
অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥১২৪॥
ভট্ট কহে যদি মোরে হইলা প্রসন্ন।
এক দিন পুনঃ মোর মান নিমন্ত্রণ ॥১২৫॥
প্রভু অবতীর্ণ হৈলা জগত শোধিতে।
মানিলেন নিমন্ত্রণ তারে সুখ দিতে ॥১২৬॥
জগতের হিত হউক এই প্রভুর মন।
দণ্ড করি করে তাঁর হৃদয় শোধন ॥১২৭॥
স্বগণ সহিত প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা।
মহাপ্রভু তারে তবে প্রসন্ন হইলা ॥১২৮॥
জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
সত্যভামা প্রায় প্রেমে বাম্য স্বভাব ॥১২৯॥

আন্ধ্য—অন্ধতা জনক ॥১১৬॥১১৭॥

দুই গুণ—পাণ্ডিত্য আর মহাভাগবতত্ব, এই দুই গুণ ॥১১৮॥—॥১২০॥

অস্তব্যস্ত—অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত, অর্থাৎ শাস্ত্রের মীমাংসা না করিয়া যথেচ্ছাচার মত ॥১২১॥—॥১২৬॥

তাঁর—বল্লভ ভট্টের ॥১২৭॥১২৮॥ বাম্য স্বভাব—বক্র স্বভাব ॥১২৯॥

বার বার প্রণয় কলহ করে প্রভু সনে।
অন্যান্যে খটপটি চলে দুই জনে ॥১৩০॥
গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
রুক্মিণী দেবীর যৈছে দক্ষিণা স্বভাব ॥১৩১॥
তাঁর প্রণয় রোষ দেখিতে প্রভুর ইচ্ছা হয়।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে তাঁর রোষ না উপজয় ॥১৩২॥
এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈল রোষাভাস।
শুনি পণ্ডিতের চিত্তে উপজিল ত্রাস ॥১৩৩॥
পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ যদি পরিহাস কৈল।
শুনি রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল ॥১৩৪॥
বল্লভ ভট্টের হয় বাল্য উপাসন।
বালগোপাল মন্ত্রে তিহোঁ করেন সেবন ॥১৩৫॥
পণ্ডিতের সঙ্গে তার মন ফিরি গেল।
কিশোরগোপাল উপাসনায় মন হৈল ॥১৩৬॥
পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।
পণ্ডিত কহে এই কর্ম্ম নহে আমা হৈতে ॥১৩৭॥
আমি পরতন্ত্র আমার প্রভু গৌরচন্দ্র।
তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই স্বতন্ত্র ॥১৩৮॥
তুমি যে আমার ঠাঞি কর আগমন।
তাহাতেই প্রভু মোরে দেন ওলাহন ॥১৩৯॥
এইমতে ভট্টের কতোক দিন গেল।
শেষে যদি প্রভু তাঁরে সুপ্রসন্ন হইল ॥১৪০॥

খটপটি—কথা কাটাকাটি ॥১৩০॥

দক্ষিণা স্বভাব—সরল স্বভাব ॥১৩১॥ তাঁর—শ্রীগদাধরের ॥১৩২॥

এই লক্ষ্য— বল্লভভট্টকৃত কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা শ্রবণাদি ছল ॥১৩৩॥

শ্রীভাগবতে ১০ম, স্কন্ধে ৬০ অধ্যায় শ্রীরুক্মিণীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসের বর্ণনা আছে ॥১৩৪॥১৩৫॥ পণ্ডিতের—শ্রীগদাধরের ॥১৩৬॥

মন্ত্রাদি—কিশোর গোপাল উপাসনার মন্ত্রাদি। এই কর্ম্ম—মন্ত্রপ্রদান-রূপকর্ম্ম ॥১৩৭॥১৩৮॥ ওলাহন—দোষ ॥১৩৯॥১৪০॥

নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতে বোলাইলা।
স্বরূপ জগদানন্দ গোবিন্দে পাঠাইলা ॥১৪১॥
পথে পণ্ডিতেরে স্বরূপ কহেন বচন।
পরীক্ষিতে প্রভু তোমাকে কৈল উপেক্ষন ॥১৪২॥
তুমি কেনে আসি তারে না দিলা ওলাহন।
ভীত প্রায় হঞা কেনে করিলে সহন ॥১৪৩॥
পণ্ডিত কহেন প্রভু সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি।
তাঁর মনে হঠ করি ভাল নাহি মানি ॥১৪৪॥
যেই কহে সেই সহি নিজ শিরে ধরি।
আপনে করিবেন কৃপা দোষাদি বিচারি ॥১৪৫॥
এত বলি পণ্ডিত প্রভুর স্থানে আইলা।
রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা ॥১৪৬॥
ঈষৎ হাসি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
সদা শুনাইয়া কহেন মধুর বচন ॥১৪৭॥
আমি চালাইল তোমা তুমি না চলিলা।
ক্রোধে কিছু না কহিলা সকলি সহিলা ॥১৪৮॥
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা।
সুদৃঢ় সরল ভাবে আমারে কিনিলা ॥১৪৯॥
পণ্ডিতের ভাব মুদ্রা কহনে না যায়।
গদাধর প্রাণনাথ নাম হৈল যায় ॥১৫০॥
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহনে না যায়।
গদাইর গৌরাঙ্গ বলি যাঁরে লোকে গায় ॥১৫১॥

পণ্ডিতানয়নায় স্বরূপাদয়ঃ প্রেরিতা ইত্যর্থঃ ॥১৪১॥

নিমন্ত্রণ দিনে—ভট্টকৃত তদ্দিবসে। শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে আনিবার নিমিত্ত স্বরূপাদিকে পাঠান ইত্যর্থ ॥১৪১॥—॥১৪৩॥

হঠ—বিবাদ অর্থাৎ বল প্রকাশ ॥১৪৪॥—॥১৪৭॥

চালাইল—অর্থাৎ উপেক্ষা করিলাম ॥১৪৮॥১৪৯॥

নাম—শ্রীচৈতন্যের ইতিশেষ। যায়—যে ভাবমুদ্রায় ॥১৫০॥

যাঁরে—যে শ্রীচৈতন্যকে ॥১৫১॥

চৈতন্য প্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে।
এক লীলায় বহে গঙ্গার শত শত ধারে ॥১৫২॥
পণ্ডিতের সৌজন্য আর ব্রহ্মণ্যতা গুণ।
দৃঢ়প্রেম মুদ্রা লোকে করিল ক্ষেপণ ॥১৫৩॥
অভিমান পঙ্ক ধুঞা ভট্টেরে শোধিল।
সেই দ্বারা আর সব লোক শিক্ষাইল ॥১৫৪॥
অন্তরে অনুগ্রহ বাহ্যে উপেক্ষার প্রায়।
বাহ্যার্থ যেই লয় সেই নাশ যায় ॥১৫৫॥
নিগূঢ় চৈতন্য লীলা বুঝিতে কার শক্তি।
সেই বুঝে গৌরচন্দ্রে দৃঢ় যার ভক্তি ॥১৫৬॥
দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাহাঁ ভিক্ষা কৈল লয়ে ভক্তগণ ॥১৫৭॥
তাহাঁই বল্লভ ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈলা।
পণ্ডিত ঠাঞি পূর্ব্ব প্রার্থিত সর্ব্ব সিদ্ধি হৈলা ॥১৫৮॥
এইত কহিল বল্লভ ভট্টের মিলন।
যাহার শ্রবণে পায় গৌর প্রেমধন ॥১৫৯॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৬০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বল্লভভট্ট মিলনং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥৭॥

পূর্ব্বপ্রার্থিত কিশোর গোপালোপাসনাদিকং ॥১৫৮॥

এক লীলায় অনেক শাখা, যেমন গঙ্গার ইত্যাদি। এখানে গঙ্গা উপমায় শ্রীচৈতন্যলীলাকে অতি পবিত্র বলা হইল জানিবেন ॥১৫২॥

সেই শাখা সকল বলিতেছেন "পণ্ডিতের" ইত্যাদি। বল্লভভট্টের কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রীমাধবের সৌজন্য এবং ব্রহ্মণ্যতা (ব্রাহ্মণকে সম্মান দেওয়া) গুণ প্রকাশ করেন ॥১৫৩॥

অভিমান ইত্যাদি স্পষ্টই আছে ॥১৫৪॥—॥১৫৬॥ ভিক্ষা—ভোজন। ১৫৭॥

পূর্ব্বপ্রার্থিত—"কিশোর গোপাল" ১৩৬ এতদুক্ত কিশোর গোপালোপাসনা মন্ত্রগ্রহণাদি। ১৫৮॥—॥১৬০॥

ইতি অন্ত্য-সুধাসঞ্চারিণী নাম ব্যাখ্যা সপ্তম ॥৭॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্দ্রপুরী ভয়াৎ।
লৌকিকাহারতঃ স্বং যোভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু অবতার।
ব্রহ্মা শিবাদিক ভজে চরণ যাহার ॥১॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু যার প্রাণধন ॥২॥
এইমত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে ক্রীড়া করে কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গে ॥৩॥
হেনকালে রামচন্দ্র পুরী গোসাঞি আইলা।
পরমানন্দ পুরী আর প্রভুরে মিলিলা ॥৪॥
পরমানন্দ পুরী কৈল চরণ বন্দন।
পুরী গোসাঞি কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥৫॥
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে দণ্ডবৎ প্রণতি।
আলিঙ্গন করি তিহোঁ কৈল কৃষ্ণস্মৃতি ॥৬॥

যঃ চৈতন্যো লৌকিকাহারতো লোকপ্রসিদ্ধভোজনাৎ যং রামচন্দ্রপুরীভয়ং তস্মাৎ স্বমাত্মানং ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ সংকোচিতবান্ স্বল্পাহারং কারিতবান্ ইতিভাবঃ। ইতি চং ॥১॥

তং কৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে, যঃ রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ লৌকিকাহারতঃ স্বং ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

এই অষ্টম পরিচ্ছেদে রামচন্দ্র পুরীর চরিত্র কথনপূর্ব্বক শ্রীমহাপ্রভুর ভোজন সঙ্কোচলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

অথ ব্যাখ্যা।

সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি, যিনি রামচন্দ্রপুরীভয়ে লৌকিক আহার হইতে নীয় ভোজনান্ন সঙ্কোচ করেন ॥১॥

পুরী—রামচন্দ্রপুরী ॥৫॥ তাঁরে—সেই রামচন্দ্রপুরীকে ॥৬॥

তিন জনে ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কথোক্ষণ।
জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥৭॥
জগন্নাথের প্রসাদ আনিল ভিক্ষার লাগিয়া।
যথেষ্ট ভিক্ষা কৈল তিহোঁ নিন্দার লাগিয়া ॥৮॥
ভিক্ষা করি কহে পুরী শুন জগদানন্দ।
অবশেষ প্রসাদ তুমি করহ ভক্ষণ ॥৯॥
আগ্রহ করিয়া তাঁরে বসি খাওয়াইল।
আপনে আগ্রহ করি পরিবেশন কৈল ॥১০॥
আগ্রহ করিয়া পুনঃ পুনঃ খায়াইলা।
আচমন কৈলে নিন্দা করিতে লাগিলা ॥১১॥
শুনি চৈতন্যগণ করে বহুত ভক্ষণ।
নাহা সেই বাক্য সাক্ষাৎ দেখিল এখন ॥১২॥
সন্ন্যাসীকে এত খায়্যায়া করে ধর্ম্মনাশ।
বৈরাগী হয়্যা এত খায় বৈরাগ্যে নাহি ভাস ॥১৩॥
এইত স্বভাব তার আগ্রহ করিয়া।
পাছে নিন্দা করে আগে বহুত খায়্যাইয়া ॥১৪॥
পূর্ব্বে যবে মাধবেন্দ্রপুরী করে অন্তর্দ্ধান।
রামচন্দ্রপুরী তবে আল্যা তাঁর স্থান ॥১৫॥
পুরীগোসাঞি করেন কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন।
মথুরা না পাইনু বলি করেন ক্রন্দন ॥১৬॥

রামচন্দ্রপুরী পরমানন্দপুরী ও শ্রীমহাপ্রভু, এই তিন জন। ইষ্টগোষ্ঠী—কৃষ্ণকথা। তাঁরে—রামচন্দ্রপুরীকে ॥৭॥—॥১৪॥

রামচন্দ্রপুরীর নিন্দক স্বভাবের কারণ বলিতেছেন "পূর্ব্বে" ইত্যাদি। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর এক শিষ্য রামচন্দ্রপুরী। নিজগুরু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর নিকট অপরাধই তাঁহার নিন্দক স্বভাবের কারণ হইয়াছে, ইতি এই প্রকরণাভিপ্রায় ॥১৫॥

মথুরা—মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণ। মানসিক চিন্তায় স্বয়ং বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিরহে 'মথুরা না পাইনু' বলিয়াছেন, জানিবেন, অপর বিশেষ পশ্চাদুক্ত 'কৃষ্ণের বিরহ ভক্তের' এই পয়ার ব্যাখ্যায় দেখিবেন ॥১৬॥১৭॥

রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে ভয় নাহি করে ॥১৭॥
তুমি পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ।
চিৎব্রহ্ম হঞা কেনে করহ রোদন ॥১৮॥
শুনি মাধবেন্দ্র মনে ক্রোধ উপজিল।
দূর দূর পাপী বলি ভর্ৎসন করিল ॥১৯॥
কৃষ্ণ কৃপা না পাইনু না পানু মথুরা।
আপন দুঃখে মরোঁ এই দিতে আল্য জ্বালা ॥২০॥
মোরে মুখ না দেখাবি তুঞি যাও যথি তথি।
তোরে দেখি মৈলে মোর হবে অসদ্গতি ॥২১॥
কৃষ্ণ না পাইনুঁ মুঞি মরোঁ নিজ দুঃখে।
মোরে ব্রহ্ম উপদেশে এই ছার মূর্খে ॥২২॥
এই যে শ্রীমাধবেন্দ্র শ্রীপাদ উপেক্ষা করিল।
সেই অপরাধে ইহার বাসনা জন্মিল ॥২৩॥
শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী নাহি কৃষ্ণের সম্বন্ধ।
সর্ব্ব লোকের নিন্দা করে নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ ॥২৪॥

জীব ও ব্রহ্ম অভেদ, অতএব তুমি আপনাকে পূর্ণব্রহ্মানন্দ বলিয়া মনে জান, এবং তুমি সেই পূর্ণব্রহ্ম, তোমার কোন অভাব বা দুঃখ না থাকায় রোদন কর কেন, অর্থাৎ রোদন করিও না ॥১৮॥

"শুনি" ইতি। অর্থাৎ জলকণা যেমন সমুদ্র হইতে পারে না, তেমনি চিৎকণ জীব ব্রহ্ম হইতে পারে না, জীবের স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, এইটি শাস্ত্র সুসিদ্ধান্ত, কিন্তু রামচন্দ্রপুরী তাহার বিপরীত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্মরণের বাধা দেওয়াতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর ক্রোধ হয়। জীবের স্বরূপ বিচার মধ্যের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সার্ব্বভৌম বিচারে দেখিবেন ॥১৯॥

আল্য—আসিল ॥২০॥ অসদ্গতি—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবহির্মুখ অভেদ ব্রহ্মবাদী অপরাধী তোর মুখ দেখিয়া মরিলে সদ্গতি হইবে না ॥২১।২২॥

শ্রীপাদ—সন্ন্যাসীর সম্মানসূচকবাক্য। ইহার—রামচন্দ্রপুরীর। বাসনা—বাঞ্ছা ॥২৩॥

সেই বাসনাকে বিশদ করিয়া বলিতেছেন "শুষ্ক" ইতি। শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী—

শ্রীঈশ্বরপুরী করেন শ্রীপাদ সেবন।
স্বহস্তে করেন মল মূত্রাদি মার্জ্জন ॥২৫॥
নিরন্তর করায় কৃষ্ণ নামের স্মরণ।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ ॥২৬॥
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
বর দিলেন কৃষ্ণে তোমার হউ প্রেমধন ॥২৭॥
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্ব নিন্দাকর ॥২৮॥
মহদনুগ্রহ নিগ্রহের সাক্ষী দুই জন।
এই দুই দ্বারে শিক্ষাইল জগজ্জন ॥২৯॥
জগদ্‌গুরু মাধবেন্দ্র করি প্রেমদান।
এই শ্লোক পড়ি তিহোঁ করিল অন্তর্দ্ধান ॥৩০॥

তথাহি পদ্যাবল্ল্যাং ৪০০ অঙ্ক ধৃত মাধবেন্দ্রপুরী বাক্যং ;—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদবলোক কাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং ॥২॥

এই শ্লোকে কৃষ্ণ প্রেম কৈল উপদেশ।
কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাব বিশেষ ॥৩১॥
পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্য ঠাকুর ॥৩২॥

আমি সেই ব্রহ্ম, এইরূপ অভেদ ব্রহ্মজ্ঞানী। কৃষ্ণের সম্বন্ধ—আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস, এইরূপ সম্বন্ধ। নির্ব্বন্ধ—নিপুণ ॥২৪॥

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর অপর শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী। শ্রীপাদ—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর ॥২৫॥—॥২৮॥ শ্রীঈশ্বরপুরী অনুগ্রহের সাক্ষী আর রামচন্দ্রপুরী নিগ্রহের সাক্ষী ॥২৯॥৩০॥

"অয়ি দীন" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি মধ্যের ৪র্থ, পরিচ্ছেদে ২য় শ্লোকে দেখিবেন। "এই শ্লোক পড়ি তিহোঁ" তাহা এই শ্লোক ॥২৯॥

যদি বকুলনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণোপাসক শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী অন্তর্দ্ধান কালে মথুরানাথ পাইলাম না বলে কেন? ইহাতে বলিতেছেন "কৃষ্ণের" ইতি। অর্থাৎ তাদৃশ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণবিরহে ঐরূপ বলিয়া থাকেন, এইটি তাহাদের একটি

প্রস্তাবে কহিল পুরী গোসাঞির নির্য্যানে।
যেই ইহা শুনে সেই বড় ভাগ্যবান ॥৩৩॥
রামচন্দ্রপুরী ঐছে রহিলা নীলাচলে।
বিরক্ত স্বভাব কভু রহে কোন স্থলে ॥৩৪॥
নিমন্ত্রণ নাহি কাঁহা করেন নির্ণয়।
অন্যের ভিক্ষার স্থিতির লয়েন নিশ্চয় ॥৩৫॥
প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারি পণ।
প্রভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খায় তিন জন ॥৩৬॥
প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ইতি উতি হয়।
কেহ যদি মূল্য আনে চারি পণ নির্ণয় ॥৩৭॥
প্রভু স্থিতি রীতি ভিক্ষা শয়ন প্রয়াণ।
রামচন্দ্রপুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান ॥৩৮॥
প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল।
ছিদ্র চাহি বুলে কাহোঁ ছিদ্র না পাইল ॥৩৯॥
সন্ন্যাসী হইয়া করে নানা ভক্ষণ।
এই ভোগে হয় কৈছে ইন্দ্রিয় বারণ ॥৪০॥
এই নিন্দা করি কহে সর্ব্ব লোক স্থানে।
প্রভুকে দেখিতে অবশ্য আইসে প্রতি দিনে ॥৪১॥
প্রভু গুরু বুদ্ধ্যে করে সম্ভ্রম সম্মান।
তিহোঁ ছিদ্র চাহে বুলে এই তার কাম ॥৪২॥

বিশেষভাব, তবে কিনা তাদৃশ ভক্ত ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসক, কিন্তু তদ্বিরহে তিনি মথুরা গিয়া তথায় আছেন এই বোধে বলে আমি মথুরানাথ পাইলাম না ॥৩১॥—৩৩॥

'নাহি' ইতি। কাঁহা—কোন স্থানে নিমন্ত্রণ নির্ণয়—নিশ্চয় করেন না, অর্থাৎ কাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না, অন্য জনের ভিক্ষার এবং স্থিতির অর্থাৎ কে কোথায় ভোজন এবং অবস্থিতি করে, ইহার নিশ্চয় (অনুসন্ধান) করে ॥৩৫॥৩৬॥

ইতি উতি—অন্যান্য স্থানে ॥৩৭॥৩৮॥

ছিদ্র—দোষ। চাহি—দেখিবার। বুলে—অনুসন্ধান করে ॥৩৯॥—॥৪৪॥

যত নিন্দা করে তাহা প্রভু সব জানে।
তথাপি আদর করে বড়ই সম্ভ্রমে ॥৪৩॥
এক দিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুর ঘর।
পিপীলিকা দেখি কিছু কহেন উত্তর ॥৪৪॥

তথাহি রামচন্দ্রপুরী বাক্যং ;—

রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি।
অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়
লালসেতি তু বন্ম শ্বারগতঃ ॥৩॥

প্রভু পূর্ব্বে পূর্ব্বে নিন্দা করিয়াছেন শ্রবণ।
এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন কল্পিত নিন্দন ॥৪৫॥
সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্রে বেড়ায়।
তাহা তর্ক উঠাইয়া দোষ লাগায় ॥৪৬॥
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সঙ্কোচ ভয় মনে।
গোবিন্দ বোলাঞা কিছু কহেন বচনে ॥৪৭॥
আজি হৈতে ভিক্ষা আমার এইত নিয়ম।
পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন ॥৪৮॥
ইহা বই অধিক আর কিছু না লইবা।
অধিক আনিলে আমা এথা না দেখিবা ॥৪৯॥
সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহে এই বাত।
শুনি সবার মাথে যৈছে হৈল বজ্রাঘাত ॥৫০॥
রামচন্দ্রপুরীকে করে গালি তিরস্কার।
এই পাপিষ্ঠ আসি প্রাণ লইল সবার ॥৫১॥
সেই দিন এক বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
এক চৌঠি ভাত পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন ॥৫২॥

রাত্রিকালে এই স্থানে ইক্ষুবিকার চিনি প্রভৃতি ছিল, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সন্ন্যাসী রাত্রিতে মিষ্টান্ন ভক্ষণ করাতে অবশিষ্ট চিনি এইখানে পড়িয়াছিল, সেই নিমিত্ত পিপীলিকাগণ বিচরণ করিতেছে, কি আশ্চর্য্য বিরক্ত সন্ন্যাসীদিগের এইরূপ ইন্দ্রিয় লালসা, এই বলিয়া উঠিয়া গেল ॥৩॥

কল্পিত নিন্দন—মিথ্যা নিন্দা ॥৪৫॥—॥৫৭॥

একচৌঠি—এক চতুর্থাংশ ॥৪৮॥—॥৫২॥

এই মাত্র গোবিন্দ কৈল অঙ্গীকার।
মাথায় ঘা মারে বিপ্র করে হাহাকার ॥৫৩॥
সেই ভাত ব্যঞ্জন প্রভু অর্দ্ধেক খাইল।
যে কিছু রহিল তাহা গোবিন্দ পাইল ॥৫৪॥
অর্দ্ধাশন করে প্রভু গোবিন্দ অর্দ্ধাশন।
সর্ব্ব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন ॥৫৫॥
গোবিন্দ কাশীশ্বরে প্রভু কৈল আজ্ঞাপন।
তুহেঁ অন্যত্র মাগি কর উদর ভরণ ॥৫৬॥
এইমত মহাদুঃখে দিন কত গেল।
শুনি রামচন্দ্রপুরী প্রভু পাশ আইল ॥৫৭॥
প্রণাম করি কৈল প্রভু চরণ বন্দন।
প্রভুকে কহয়ে কিছু হাসিয়া বচন ॥৫৮॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ইন্দ্রিয় তর্পণ।
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ ॥৫৯॥
তোমাকে ক্ষীণ দেখি শুনি কর অর্দ্ধাশন।
এই শুষ্ক বৈরাগ্য নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ॥৬০॥
যথাযোগ্য উদর ভরে না করে বিষয় ভোগ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় ধ্যানযোগ ॥৬১॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৬ অ, ১৬ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ;—

নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি নচৈকান্ত মনশ্নতঃ।
নচাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈবচার্জ্জুন ॥৪॥

যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্যাহারাদি নিয়ম মাহ নাত্যশ্নত ইতি দ্বাভ্যাং। অত্যন্তং অধিকং ভুঞ্জানস্য একান্ত মত্যন্ত মভুঞ্জানস্যাপি যোগঃ সমাধির্নভবতি, তথা নিদ্রাশীলস্যাতিজাগ্রতশ্চ যোগো নৈবাস্তি। ইতি শ্রীস্বামী-॥৪॥

অর্জ্জুন (হে) অত্যশ্নতঃ অপি (জনস্য) যোগঃ ন অস্তি, একান্তং অশ্নতঃ যোগঃ ন অস্তি, অতিস্বপ্নশীলস্য চ যোগঃ ন অস্তি, অতিজাগ্রতঃ চ ন এব যোগঃ অস্তি ন ইত্যন্বয়ঃ ॥৪॥

শুনি—শ্রীচৈতন্য স্বল্পভোজন করে, ইহা শুনিয়া॥ ৫৭।৫৮॥

তত্রৈব ৬ষ্ঠ অ, ১৭ শ্লো অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ;—

যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥৫॥

প্রভু কহে অজ্ঞ বালক মুঞি শিষ্য তোমার
মোরে শিক্ষা দেহ এই ভাগ্য আমার ॥৬২॥
এত বলি রামচন্দ্রপুরী উঠি গেলা।
ভক্তগণ অর্দ্ধাশন করে গোসাঞি শুনিলা ॥৬৩॥
আর দিন ভক্তগণ পরমানন্দ পুরী।
প্রভু পাশে নিবেদিল দৈন্য বিনয় করি ॥৬৪॥
রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দুক স্বভাব।
তার বোলে অন্ন ছাড় কিবা হবে লাভ ॥৬৫॥
পুরীর স্বভাব যত্নে আহার করাইয়া।
যে না খায় তারে খায়ায় যতন করিয়া ॥৬৬॥
খায়াইয়া পুনঃ তার করয়ে নিন্দন।
এত অন্ন খায় তোমার কত আছে ধন ॥৬৭॥

তর্হি কথম্ভূতস্য যোগো ভবতীত্যত আহ যুক্তাহারেতি। যুক্তো নিয়ত আহারো বিহারশ্চ যস্য, কর্ম্মসু কার্য্যেষু যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য, যুক্তৌ নিয়তৌ স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রা জাগরৌ যস্য তস্য দুঃখ নিবর্ত্তকো যোগো ভবতি সিধ্যতি। ইতি শ্রীস্বামী ॥৫॥

যুক্তাহারবিহারস্য কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য (জনস্য) দুঃখহা যোগঃ ভবতি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৫॥

তর্পণ—তৃপ্তিকরা ॥৫৯॥—॥৬১॥

হে অর্জ্জুন! অত্যন্ত ভোজনশীলজনের আলস্যবশতঃ সমাধি হয় না, অত্যন্ত ভোজনবিহীনজনের ক্ষুধায় মন চাঞ্চল্যবশতঃ সমাধি হয় না, অতিশয় নিদ্রাশীলজনের চিত্তলয়বশতঃ সমাধি হয় না, এবং অতিশয় জাগরণশীলজনের মনচাঞ্চল্যবশতঃ সমাধি হয় না ॥৪॥

"এই শুন—" অর্দ্ধ পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৪॥

নিয়মিত আহার বিহার, কর্ম্ম সকলে নিয়মিত চেষ্টাবিশিষ্ট, নিয়মিত নিদ্রা ও জাগরণ, এবম্প্রকার ব্যক্তির দুঃখবিনাশক সমাধি হয় ॥৫॥

"যথাযোগ্য" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৫॥

অজ্ঞ এবং বালক ॥৬২॥—॥৬৯॥

সন্ন্যাসীকে এত খায়ুয়ে কর ধর্ম্মনাশ।
অতএব জানিনু তোমার কিছু নাহি ভাস ॥৬৮॥
কে কৈছে ব্যবহারে কে কেবা খায়।
এই অনুসন্ধান তেহোঁ করে সদায় ॥৬৯॥
শাস্ত্রে যেই দুই কর্ম্ম করিয়াছে বর্জ্জন।
সেই কর্ম্ম নিরন্তর ইহাঁর করণ ॥৭০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ২৮ অ, ১ম শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ;—

পরস্বভাব কর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥৬॥
তার মধ্যে পূর্ব্ববিধি প্রশংসা ছাড়িয়া।
পর বিধি নিন্দা করে বলিষ্ঠ জানিয়া ॥৭১॥

তথাহি পাণিনি সূত্রং ;—

পূর্ব্ব পরয়োঃ পরোবিধি র্বলবান্ ॥৭॥

ইদানীমতিবিস্তরেণোক্তং জ্ঞানযোগং সংক্ষেপেণ বক্তুং আহ পরেষাং স্বভাবান্ শান্তঘোরাদীন্ কর্ম্মাণিচ। তত্রহেতুঃ বিশ্বমিতি। ইতি শ্রীস্বামী ॥৬॥

প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ (সহ) বিশ্বং একাত্মকং পশ্যন্ পরস্বভাব কর্ম্মাণি ন প্রশংসেৎ ন গর্হয়েৎ। ইত্যন্বয়ঃ ॥৬॥

দুই কর্ম্ম—প্রশংসা আর নিন্দা। প্রশংসা না করিবার কারণ পরশ্লোক ব্যাখ্যায় ব্যক্ত হইবে ॥৭০॥

প্রকৃতি এবং পুরুষের সহিত জগৎকে একাত্মক (একরূপ) দেখিয়া পরের শান্ত কিম্বা ঘোর স্বভাবকে এবং শান্ত বা ঘোর কর্ম্মকে প্রশংসা করিবে না এবং নিন্দা করিবে না ॥৬॥

এখানে অভিপ্রায় এই যে, শ্রীভাগবতে ১১শ, স্কং ২০, অং ৩৩ শ্লোক ;—"গুণদোষদৃশি র্দোষঃ" উহার অর্থ ;—গুণ এবং দোষের দর্শনকে দোষ বলে, অর্থাৎ গুণে দৃষ্টি থাকিলেই দোষ দর্শন হয়, এবং দোষে দৃষ্টি থাকিলেই গুণ দর্শন হয়, অতএব ঐ উভয় দর্শনই দোষ, এ প্রমাণে ঐ উভয় দর্শনই দোষ হওয়াতে এবং জগৎ একাত্মক হওয়াতে গুণ ও দোষ এইটি বস্তু না থাকায় প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না।

"শাস্ত্রে যেই" এই অর্দ্ধ পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৩॥

তার মধ্যে—প্রশংসা ও নিন্দার মধ্যে। বলিষ্ঠ—বলবান ॥৭১॥৭২॥

পূর্ব্বোক্ত বিধি আর পশ্চাদুক্ত বিধি, এই দুই বিধির মধ্যে পশ্চাদুক্ত বিধি বলবান্ ॥৭॥

তাহা গুণ শত আছে না করে গ্রহণ।
গুণ মধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ ॥৭২॥
ইহার স্বভাব ইহা কহিতে না জুয়ায়।
তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্ম দুঃখ পায় ॥৭৩॥
ইহার বচনে কেনে অন্ন ত্যাগ কর।
পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ মান সবার বোল ধর ॥৭৪॥
প্রভু কহে সবে কেনে পুরীকে কর রোষ।
সহজ ধর্ম্ম কহে তিহোঁ তার কিবা দোষ ॥৭৫॥
যতি হঞা জিহ্বা লম্পট অত্যন্ত অন্যায়।
যতিধর্ম্ম প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায় ॥৭৬॥
তবে সবে মেলি প্রভুরে বহু যত্ন কৈল।
সবার আগ্রহে প্রভু অর্দ্ধেক রাখিল ॥৭৭॥
দুই পণ কৌড়ি লাগে প্রভুর নিমন্ত্রণ।
কভু দুইজন ভোক্তা কভু তিনজন ॥৭৮॥
অভোজ্যান্ন বিপ্র যদি করেন নিমন্ত্রণ।
প্রসাদ মূল্য লইতে লাগে কৌড়ি দুই পণ ॥৭৯॥
ভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।
কিছু প্রসাদ আনে কিছু পাক করে ঘরে ॥৮০॥
পণ্ডিত গোসাঞি ভগবানাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
নিয়মের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ ॥৮১॥
তাহা সবার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন।
তাহা প্রভুর স্বাতন্ত্র্য নাই যৈছে ভক্তের মন ॥৮২॥

যদি বলেন শাস্ত্রে পরনিন্দায় নিষেধ থাকায় তোমরা কেন রামচন্দ্রপুরীর নিন্দা করিতেছ? ইহাতে "ইহার" ইতি। ইহার—রামচন্দ্রপুরীর। স্বভাব—নিন্দক স্বভাব। ইহা—এখানে। না জুয়ায়—উচিত নহে। মর্ম্ম—হৃদয়। অর্থাৎ উহার নিন্দা করা উচিত নহে, কিন্তু হৃদয়ের বেদনায় কাতরতাবশতঃ তাহা বলিতেছি ॥৭৩॥—॥৭৫॥

যতি—সন্ন্যাসী ॥৭৬॥৭৭॥ পূর্ব্বে চারিপণ কৌড়ি ছিল, এক্ষণ দুই পণ কৌড়ি গ্রহণ করিলেন ॥৭৮॥

অভোজ্যান্ন—যাহার হস্তে অন্নভোজন করিতে পারা যায় না, এরূপ ॥৭৯॥৮০॥

ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার।
যারা যৈছে যোগ্য তৈছে করেন ব্যবহার ॥৮৩॥
কভুত লৌকিক রীতি যেন ইতর জন।
কভুত স্বতন্ত্র করেন ঐশ্বর্য্য প্রকটন ॥৮৪॥
কভু রামচন্দ্রপুরীর হয়ে ভৃত্য প্রায়।
কভু তারে নাহি মানে দেখে তৃণ প্রায় ॥৮৫॥
ঈশ্বর চরিত্র প্রভুর বুদ্ধি অগোচর।
যবে যেই করে সেই সব মনোহর ॥৮৬॥
এই মত রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে।
দিন কত রহি গেলা তীর্থ করিবারে ॥৮৭॥
তিহোঁ গেলে প্রভুরগণ হৈল হরষিতে।
শিরের পাথর যেন পড়িল ভূমিতে ॥৮৮॥
স্বচ্ছন্দে নিমন্ত্রণ প্রভুর কীর্ত্তন নর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন সবে প্রসাদ ভোজন ॥৮৯॥
গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয় ॥৯০॥
যদ্যপি গুরু বুদ্ধ্যে প্রভু তাঁর দোষ না লইল।
তাঁর ফল দ্বারা লোকে শিক্ষা করাইল ॥৯১॥
শ্রীচৈতন্য চরিত্র যেন অমৃতের পুর।
শুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর ॥৯২॥
চৈতন্য চরিত্র লোক শুন এক মনে।
অনায়াসে পাবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণ চরণে ॥৯৩॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৯৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভিক্ষাসঙ্কোচ নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥৮॥

নিয়মের দিনে—মাসের মধ্যে ভোজনের যে যে দিনের নিয়ম আছে, সেই সেই দিনে ॥৮১॥—৮৪ "গুরু" ইতি। অর্থাৎ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী রামচন্দ্রপুরীকে উপেক্ষা করায় তাহার যেমন ঐছে ফল (পরনিন্দক স্বভাব) হইয়াছে, এইরূপ অন্যেরও তাহা হয় ॥৯০॥—॥৯৪॥

ইতি অন্ত্য-সুধাসঞ্চারিণী নাম ব্যাখ্যা অষ্টম ॥৮॥

নবম পরিচ্ছেদ।

অগণ্য ধন্য চৈতন্য গণানাং প্রেমবন্যয়া।
নিন্যেঽধন্য জনস্বান্ত মরুং শশ্বদনূপতাং ॥১॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণ হৃদয় ॥১॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় জয় দয়াময়।
জয় গৌরভক্তগণ সব রসময় ॥২॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে বাস করে কৃষ্ণপ্রেম রঙ্গে ॥৩॥
অন্তর বাহিরে কৃষ্ণ বিরহ তরঙ্গ।
নানা ভাবে ব্যাকুল মন আর অঙ্গ ॥৪॥
দিনে নৃত্য কীর্ত্তন জগন্নাথ দরশন।
রাত্রো রায় স্বরূপ সনে রস আস্বাদন ॥৫॥

অগণ্য অপরিমিতা অথচ ধন্যা যে চৈতন্যগণা স্তেষাং প্রেমবন্যয়া কর্ত্র্যা অধন্যজন স্বান্ত মরুঃ অধমলোক চিত্তরূপ নিরুদকদেশঃ শশ্বন্নিরন্তরং অনূপতাং জলবহুল দেশতাং নিন্যে। জনপ্রাবমনূপংজাদিতি চামরঃ। ইতি চং ॥১॥

অগণ্য ধন্য চৈতন্যগণানাং প্রেমবন্যয় অধন্য জন স্বান্ত মরুং শশ্বৎ অনূপতাং নিন্যে। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

এই নবম পরিচ্ছেদে শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়কোদ্ধার লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

অথ ব্যাখ্যা।

অগণ্য অথচ পতিতপাবন শ্রীচৈতন্যভক্তগণের প্রেমরূপ বন্যা পতিত জনের অন্তকরণরূপ মরুভূমীকে নিরন্তর অনূপতা (বহুজল প্রাচুর্য্য) পাওয়াইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য ভক্তগণ পতিতজনকে প্রেম প্রদান করিয়াছেন ॥১॥

রায়—শ্রীরামানন্দ রায়। স্বরূপ—শ্রীস্বরূপ দামোদর। রস—শ্রীকৃষ্ণ লীলারস ইত্যর্থ ॥৫॥

ত্রিজগতের লোক আসি করে দরশন।
যেই দেখে সেই পায় কৃষ্ণপ্রেম ধন ॥৬॥
মনুষ্যের বেশে আসি গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
সপ্ত পাতালের যত দৈত্য বিষধর ॥৭॥
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে বৈসে যত জন।
নানা বেশে আসি করে প্রভুর দর্শন ॥৮॥
প্রহ্লাদ বলি ব্যাস শুক আদি মুনিগণ।
আসি প্রভু দেখে প্রেমে হয় অচেতন ॥৯॥
বাহিরে ফুকারে লোক দর্শন না পাঞা।
কৃষ্ণ কহ বলে প্রভু বাহিরে আসিয়া ॥১০॥
প্রভুর দর্শনে সব লোক প্রেমে ভাসে।
এইমত যায় প্রভুর রাত্রি দিবসে ॥১১॥
একদিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল।
গোপীনাথকে বড় জানা চাঙ্গে চড়াইল ॥১২॥
তলে খড়্গ পাতিয়া উপরে ডারি দিবে।
প্রভু রক্ষা করেন যবে তবে নিস্তারিবে ॥১৩॥
সবংশে তোমার সেবক ভবানন্দ রায়।
তাঁর পুত্র তোমার সেবক রাখিতে জুয়ায় ॥১৪॥
প্রভু কহে রাজা কেনে করয়ে তাড়ন।
তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ ॥১৫॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দ ভাই।
সর্ব্বকাল হয় তিহোঁ রাজার বিষয়ী ॥১৬॥

বড় জানা জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রস্য সংজ্ঞা ॥১২॥

ত্রিজগতের—অর্থাৎ ঊর্দ্ধ অধঃ ও মধ্য রূপ চতুর্দ্দশ ভুবনের। করে দরশন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ইতিশেষ ॥৬॥

দৈত্য—অসুর। বিষধর—সর্প ॥৭॥

সপ্তদ্বীপের ও নবখণ্ডের নাম অন্তের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে "সপ্তদ্বীপের" এই ২ পয়ার ব্যাখ্যায় দেখিবেন ॥৮॥—॥১১॥

শ্রীরামানন্দ রায়ের ভ্রাতা গোপীনাথকে। জানা—রাজপুত্রের উপাধি বিশেষ অর্থাৎ রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র। চাঙ্গে—মঞ্চোপরি ॥১২॥—॥১৫॥

মালজাঠ্যা দণ্ডপাটে তার অধিকার।
সাধি পাড়ি আনি দ্রব্য দিল রাজদ্বার ॥১৫॥
দুই লক্ষ কাহন তাঁর ঠাঞি বাকী হৈল।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি রাজাতে মাগিল ॥১৮॥
তিহঁ কহে স্থূল দ্রব্য নাহি মোর দিব।
ক্রমে ক্রমে বেচি কিনি দ্রব্য ভরিব ॥১৯॥
ঘোড়া দশ বার হয় লেহ মূল্য করি।
এত বলি ঘোড়া আনি রাজদ্বারে ধরি ॥২০॥
এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে।
তারে পাঠাইল রাজা পাত্র মিত্র সনে ॥২১॥
সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘাটাইয়া।
গোপীনাথের ক্রোধ হৈল মূল্য শুনিয়া ॥২২॥
সেই রাজপুত্রের স্বভাব গ্রীবা ফিরায়।
ঊর্দ্ধমুখে বার বার ইতি উতি চায় ॥২৩॥
তারে নিন্দা করি কহে সগর্ব্ব বচনে।
রাজা কৃপা করে তাতে ভয় নাহি মনে ॥২৪॥
আমার ঘোড়া গ্রীবা উঠায় ঊর্দ্ধে নাহি চায়।
তাতে ঘোড়ার ঘাটি মূল্য করিতে না জুয়ায় ॥২৫॥
শুনি রাজপুত্র মনে ক্রোধ উপজিল।
রাজার ঠাঞি যাই বহু লাগানি করিল ॥২৬॥
কৌড়ি নাহি দিবে এই বেড়ায় ছল করি।
আজ্ঞা কর তারে চাঙ্গে চড়াই নিয়ে কৌড়ি ॥২৭॥

বিষয়ী—বিষয় রক্ষক ॥১৬॥

মালজাঠ্যা দণ্ডপাটে—তন্নামক দেশে। সাধি পাড়ি—সেই দেশের করাদি আদায় করিয়া ॥১৭॥

ঠাঞি ঠাঞি—গোপীনাথ স্থানে ॥১৮॥

"তিঁহ" ইতি। অর্থাৎ আমার এমন কিছু সম্পত্তি নাই যে একেবারে বাকী পরিশোধ করিব ॥১৯—॥২১॥

ঘাটাইয়া—ঠমাইয়া ॥২২॥ গ্রীবা—ঘাড় ॥২৩॥—॥৩০॥

রাজা বলে যেই জান সেই কার্য্য কর।
যেই মতে কৌড়ি পাই সেই মত আচর ॥২৮॥
রাজপুত্র আসি তারে চাপ্পে চড়াইল।
খড়্গে উপর ফেলাইতে তলে খড়্গ পাতিল ॥২৯॥
শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয় রোষ।
রাজ কৌড়ি নাহি দেয় রাজার কিবা দোষ ॥৩০॥
রাজ বিলাত সাধি খায় নাহি রাজ ভয়।
দারী নাটুয়াকে দিয়া করে নানা ব্যয় ॥৩১॥
যেই চতুর সেই করুক রাজার বিষয়।
রাজ দ্রব্য শোধি যেই পায় তাহা করুক ব্যয় ॥৩২॥
হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া।
বাণীনাথাদি সবংশে লয়া গেল বান্ধিয়া ॥৩৩॥
প্রভু কহে রাজা আপন লেখার দ্রব্য লৈব।
আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী তাহে কি করিব ॥৩৪॥
তবে স্বরূপাদি যত প্রভুর ভক্তগণ।
প্রভুর চরণে সবে কৈল নিবেদন ॥৩৫॥
রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী সব তোমার দাস।
তোমার উচিত নহে করিতে উদাস ॥৩৬॥
শুনি মহাপ্রভু কহে সক্রোধ বচনে।
মোরে আজ্ঞা দেহ সবে যাঙ রাজ স্থানে ॥৩৭॥
তোমা সবার মত এই রাজ ঠাঞি যাঞা।
কৌড়ি মাগি লেঙ আজি অঁচল পাতিয়া ॥৩৮॥
পাঁচ গণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
মাগিলে বা কেনে দিবে দুই লক্ষ কাহন ॥৩৯॥
হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া।
খড়্গের উপর গোপীনাথে দিতেছে ডারিয়া ॥৪০॥

বিলাত—প্রজা প্রভৃতির নিকট প্রাপ্য অর্থ। দারী—পরস্ত্র। নাটুয়া—নর্ত্তক প্রভৃতি ॥৩১॥—॥৩৭॥

অঁচল—অঞ্চল ॥৩৮॥—॥৪২॥

শুনি প্রভুর গণ প্রভুকে করে অনুনয়।
প্রভু কহে আমি ভিক্ষুক আমা হৈতে কিছু নয় ॥৪১॥
তারে রক্ষা করিতে যদি হয় সবার মনে।
সবে মেলি যাত জগন্নাথের চরণে ॥৪২॥
ঈশ্বর জগন্নাথ যার হাতে সর্ব্ব অর্থ।
কর্ত্তু মকর্ত্তু মন্যথা করিতে সমর্থ ॥৪৩॥
ইহা যদি মহাপ্রভু এতেক কহিলা।
হরিচন্দন মহাপাত্র রাজারে কহিলা ॥৪৪॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক সেবক তোমার।
সেবকের প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার ॥৪৫॥
বিশেষে তাহার ঠাঞি কোড়ি বাকী হয়।
প্রাণ নিলে কিবা লাভ নিজ ধন ক্ষয় ॥৪৬॥
যথা মূল্যে ঘোড়া লেহ যেবা বাকী হয়।
ক্রমে ক্রমে দিবে ব্যর্থ প্রাণ কেনে লয় ॥৪৭॥
রাজা কহে এই বাত আমি নাহি জানি।
প্রাণ কেন লৈব তার দ্রব্য চাহি আমি ॥৪৮॥
তুমি সব যাই কর সর্ব্ব সমাধান।
দ্রব্য যৈছে আইসে আর রাখ তাঁর প্রাণ ॥৪৯॥
তবে হরিচন্দন আসি জানারে কহিল।
চাঙ্গে হৈতে গোপীনাথে শীঘ্র নামাইল ॥৫০॥
দ্রব্য দেহ রাজা মাগে তাহারে পুছিল।
যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লেহ তেঁহ কহিল ॥৫১॥
ক্রমে ক্রমে দিব আর যত কিছু পারি।
অবিচারে প্রাণ লহ কি বলিতে পারি ॥৫২॥
যথার্থ মূল্য করি ঘোড়া মূল্যে লইল।
আর দ্রব্যের মুদ্রাতি করি ঘরে পাঠাইল ॥৫৩॥

ঈশ্বরের লক্ষণ বলিতেছেন, কর্ত্তুং—ভাল করিতে। অকর্ত্তুং—মন্দ করিতে। অন্যথা করিতে—ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল করিতে যিনি সমর্থ, তিনি ঈশ্বর ॥৪৩॥—১৫০॥ তাহারে—গোপীনাথকে ॥৫১॥৩॥

তবে প্রভু সেই মনুষ্যেরে প্রশ্ন কৈল।
কে তুমি কি করে যবে বান্ধিয়া আনিল ॥৫৫॥
গোপীনাথ নির্ভয়েতে লয় কৃষ্ণ নাম।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কহে অবিশ্রাম ॥৫৫॥
সংখ্যা লাগি দুই হাতে অঙ্গুলীতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে অঙ্গে কাটে রেখা ॥৫৬॥
শুনি মহাপ্রভুর হৈল পরম আনন্দ।
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপার ছন্দ বন্ধ ॥৫৭॥
হেনকালে কাশীমিশ্র আইলা প্রভু স্থানে।
প্রভু কহে তাঁহে কিছু সোদ্বেগ বচনে ॥৫৮॥
ইহাঁ রহিতে নারিল আমি যাব আলালনাথ।
নানা উপদ্রবে ইহাঁ না পাই সোয়াথ ॥৫৯॥
ভবানন্দ গোষ্ঠী করে রাজার বিষয়।
নানা প্রকারে করে রাজ দ্রব্য ব্যয় ॥৬০॥
রাজার কি দোষ, রাজা নিজ দ্রব্য চায়।
দিতে নারে দ্রব্য, দণ্ড আমারে জানায় ॥৬১॥
রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল।
চারিবার লোকে আসি মোরে জানাইল ॥৬২॥
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জ্জনেতে বসি।
আমায় দুঃখ দেন নিজ দুঃখ কহি আসি ॥৬৩॥
আজি তারে জগন্নাথ করিল রক্ষণ।
কালি কে রাখিবে যদি না দিবে রাজ ধন ॥৬৪॥

সংখ্যা ইতি। হস্তদ্বয়স্যাঙ্গুলীষু লেখা রেখা তয়োরেকত্বাৎ তাস্ত নাম সংখ্যাবৈবেত্যর্থঃ ॥৫৬॥

মুদ্যতে—রাজা দ্রব্যাদির সময় নির্দ্ধার ॥৫৩॥—॥৫৫॥

"সংখ্যা" ইতি। অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী পর্ব্বে দশ সংখ্যা, আর বাম হস্তের অঙ্গুলী পর্ব্বে শত সংখ্যা। সহস্র শব্দ শত বাচক, নচেৎ সঙ্গতি হয় না, অর্থাৎ শত নাম হইলে শরীরে একটি রেখা কাটেন ॥৫৬॥—॥৫৮॥

সোয়াথ—সুস্থতা ॥৫৯॥—॥৬৯॥

বিষয়ীর বার্ত্তা শুনি ক্ষুব্ধ হয়ে মন।
তাতে ইহাঁ রহি মোর নাহি প্রয়োজন ॥৬৫॥
কাশীমিশ্র কহে প্রভুর ধরিয়া চরণে।
তুমি কেনে এই বাতে ক্ষোভ কর মনে ॥৬৬॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার কা সনে সম্বন্ধ।
ব্যবহার লাগি তোমা ভজে সেই অন্ধ ॥৬৭॥
তোমার ভজন ফল তোমাতে প্রেমধন।
বিষয় লাগি তোমায় ভজে সেই মূঢ় জন ॥৬৮॥
তোমা লাগি রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈল।
তোমা লাগি সনাতন বিষয় ছাড়িল ॥৬৯॥
তোমা লাগি রঘুনাথ সকল ছাড়িল।
হেথায় তাঁহার পিতা বিষয় পাঠাইল ॥৭০॥
তোমার চরণ কৃপা হয়্যাছে তাহারে।
ছত্রে মাগি খায় বিষয় স্পর্শ নাহি করে ॥৭১॥
রামানন্দের ভাই গোপীনাথ মহাশয়।
তোমা হৈতে বিষয় বাঞ্ছা তার ইচ্ছা নয় ॥৭২॥
তার দুঃখ দেখি তার সেবকাদি গণ।
তোমাকে জানাইল যাতে অনন্য শরণ ॥৭৩॥
সেই শুদ্ধ ভক্ত, তোমা ভজে তোমা লাগি।
আপনার সুখ দুঃখে নহে ভোগ ভাগী ॥৭৪॥
তোমার অনুকম্পা চাহি যে ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাতে মিলে তারে তোমার চরণ ॥৭৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ১৪শ অ, ৯ম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং ;—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।

আত্মনঃ সুখ দুঃখয়োঃ ভোগঃ ফলং তন্নভজতে প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ ॥৭৪॥

তাঁহার—শ্রীরঘুনাথ দাসের ॥৭০॥—॥৭৩॥

আপনার সুখ ও দুঃখের ফলকে ভোগ করে না ইত্যর্থ ॥৭৪॥৭৫॥

কৃষ্ণায়পূভির্বিদধন্নমস্তে,
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥২॥
তুমি বসি রহ কেনে যাবে আলালনাথ।
কেহ তোমা না শুনাবে বিষয়ীর বাত ॥৭৬॥
যদি তোমার তারে রাখিতে হয় মন।
আজি যে রাখিলে সেই করিবে রক্ষণ ॥৭৭॥
এতবলি কাশীমিশ্র গেলা স্বমন্দিরে।
মধ্যাহ্নে প্রতাপরুদ্র আইল তার ঘরে ॥৭৮॥
প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে।
যত দিন রহেন তিহঁ শ্রীপুরুষোত্তমে ॥৭৯॥
নিত্য আসি করে মিশ্রের পাদ সম্বাহনে।
জগন্নাথের করেন সেবা ভিয়ান শ্রবণ ॥৮০॥
রাজা মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র তারে কিছু ভঙ্গীতে কহিলা ॥৮১॥
দেব শুন আর এক অপরূপ বাত।
মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি যাবেন আলালনাথ ॥৮২॥
শুনি রাজা দুঃখী হৈয়া পুছেন কারণ।
তবে মিশ্র কহে তাঁরে সব বিবরণ ॥৮৩॥
গোপীনাথ পট্টনায়কে যবে চাঙ্গে চড়াইলা।
তার সব সেবক আসি প্রভুকে কহিলা ॥৮৪॥
শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
ক্রোধে গোপীনাথের কৈল বহুত ভংসন ॥৮৫॥
অজিতেন্দ্রিয় হয়্যা করে রাজ বিষয়।
নানা অসৎপথে করে রাজ দ্রব্য ব্যয় ॥৮৬॥
ব্রহ্মস্ব অধিক এই হয় রাজধন।
তাহা হরি ভোগ করে মহাপাপীজন ॥৮৭॥

"তত্তে" এই শ্লোকের টীকা প্রতি মধ্যের ৬ষ্ঠ, পং ২৬শ, শ্লোকে দেখিবেন।
"তোমার" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥২॥
বাত—বার্ত্তা ॥৭৬॥—৭৯॥ ভিয়ান—পারিপাট্য ॥৮০॥৮১॥
দেব ইতি, রাজার প্রতি সম্মানবাক্য অর্থাৎ হে মহারাজ ॥৮২॥—॥৮৬॥

রাজার বর্ত্তন খায় আর চুরি করে।
রাজদণ্ড হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥৮৮॥
নিজ কৌড়ি মাগে রাজা নাহি করে দণ্ড।
রাজা মহাধার্ম্মিক এই হয় পাপী ভণ্ড ॥৮৯॥
রাজ কড়ি না দেয় আমাহে কুকারে।
এই মহাদুঃখ ইহা কে সহিতে পারে ॥৯০॥
আলালনাথ যাই তাহাঁ নিশ্চিন্তে রহিব।
বিষয়ীর ভাল মন্দ বার্ত্তা না শুনিব ॥৯১॥
এত শুনি কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা।
সব দ্রব্য ছাড়ো যদি প্রভু রহে এথা ॥৯২॥
একক্ষণ প্রভুর যদি পায়ো দরশন।
কোটী চিন্তামণি লাভ নহে তার সম ॥৯৩॥
কোন ছার পদার্থ এই দুই লক্ষ কাহন।
প্রাণ রাজা করোঁ প্রভুর পদে নির্ম্মঞ্ছন ॥৯৪॥
মিশ্র কহে কৌড়ি ছাড়িবে নহে প্রভুর মন।
তারা দুঃখ পায় এই না যায় সহন ॥৯৫॥
রাজা কহে তারে আমি দুঃখ নাহি দিয়ে।
চাঙ্গে চড়া খড়্গে তারা আমি না জানিয়ে ॥৯৬॥
পুরুষোত্তম জানারে তিহঁ কৈল পরিহাস।
সেই জানা মিথ্যা তারে দেখাইল ত্রাস ॥৯৭॥
আপনি যাইয়া রাখ প্রভুরে যত্ন করি।
এই যাই মুঞি তার ছাড়িনু সব কৌড়ি ॥৯৮॥
মিশ্র কহে কৌড়ি ছাড়িবে নহে প্রভুর মনে।
কৌড়ি ছাড়িলে প্রভু কদাচিৎ দুঃখ মানে ॥৯৯॥
রাজা কহে কৌড়ি ছাড়ি ইহা না কহিবা।
সহজে মোর প্রিয় তাঁরা, ইহা জানাইবা ॥১০০॥
ভবানন্দ রায়ে আমার পূজ্য পূর্ব্বিত।
তার পুত্রগণে আমার সহজেই প্রীত ॥১০১॥

ব্রহ্মস্ব—ব্রাহ্মণ ধন ॥৮৭॥ বর্ত্তন—বেতন ॥৮৮॥—॥৯৩॥
নির্ম্মঞ্ছন—আরতি ॥৯৪॥ তারা—গোপীনাথ প্রভৃতি ॥৯৫॥—॥১০১॥

এত বলি রাজা মিশ্রে নমস্করি গেলা।
গোপীনাথেরে বড় জানা ডাকিয়া আনিলা ॥১০২॥
রাজা কহে সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িল।
সেই মালজ্যাঠা পাঠ তোমায়েত দিল ॥১০৩॥
আর বার ঐছে না খাইহ রাজধন।
আজি হৈতে দিল তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন ॥১০৪॥
এত বলি নেতধড়ি তাঁরে পরাইল।
যেই ঘোড়া নিয়াছিল পুনঃ তাহা দিল ॥১০৫॥
পরমার্থে প্রভুর কৃপা সেহ রহু দূরে।
অনন্ত তাহার ফল কে বলিতে পারে ॥১০৬॥
রাজ্য বিষয় ফল এই কৃপার আভাসে।
তাহার গণনা করোঁ মনে নাহি আইসে ॥১০৭॥
কাহাঁ চাঙ্গে চড়াইয়া লয় ধন প্রাণ।
কাহা সব ছাড়ি সেই রাজ্যাধিকার দান ॥১০৮॥
কাহাঁ সর্ব্বস্ব বেচি লয় দেয়া না যায় কৌড়ি।
কাহাঁ দ্বিগুণ বর্ত্তন পরায় নেতধড়ি ॥১০৯॥
প্রভুর ইচ্ছা নাহি তারে কৌড়ি ছাড়াইব।
দ্বিগুণ বর্ত্তন করি পুনঃ বিষয় দিব ॥১১০॥
তথাপি তার সেবক আসি কৈল নিবেদন।
তাতে ক্ষুব্ধ হৈল যবে মহাপ্রভুর মন ॥১১১॥
বিষয় সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল।
নিবেদন প্রভাবে তবু ফলে এত ফল ॥১১২॥
কে কহিতে পারে গৌরের আশ্চর্য্য স্বভাব।
ব্রহ্মা শিব আদি যার না পায় অন্তর্ভাব ॥১১৩॥
এথা কাশীমিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
রাজার চরিত্র সব কৈল নিবেদনে ॥১১৪॥

গোপীনাথকে এবং বড় জানাকে (বর পুত্রকে) ॥১০২।১০৩॥

বর্ত্তন—বেতন ॥১০৪॥

নেতধড়ি—নেত্রবতী, অর্থাৎ পুরাতন বস্ত্রবিশেষের শিরোপা ॥১০৫॥—॥১১৪॥

প্রভু কহে কাশীমিশ্র কি তুমি করিলা।
রাজ প্রতিগ্রহ তুমি আমারে করাইলা ॥১১৫॥
মিশ্র কহে শুন প্রভু রাজার বচনে।
অকপটে রাজা এই কৈল নিবেদনে ॥১১৬॥
প্রভু মতি জানে রাজা আমার লাগিয়া।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি দিলেক ছাড়িয়া ॥১১৭॥
ভবানন্দের পুত্র সব মোর প্রিয়তম।
ইহাঁ সবাকারে আমি দেখোঁ আত্মসম ॥১১৮॥
অতএব যাহা তাঁহা দেঙ অধিকার।
খায় পিয়ে লুটে বিলায় না করোঁ বিচার ॥১১৯॥
রাজমহেন্দ্রের রাজা কৈনু রামানন্দ রায়।
যে খাইল যেবা দিল নাহি লেখা দায় ॥১২০॥
গোপীনাথ এইমত বিষয় করিয়া।
দুই চারি লক্ষ কাহন রহেত খাইয়া ॥১২১॥
কিছু দেয় কিছু না দেয় না করো বিচার।
জানা সহিত অপ্রীতি দুঃখ পাইল এইবার ॥১২২॥
জানা এত কৈল ইহা মুঞি নাহি জানো।
ভবানন্দের পুত্র সব আত্মসম মানো ॥১২৩॥
তাহা লাগি দ্রব্য ছাড়ি ইহা মতি জানে।
সহজেই মোর প্রীত হয় তাঁর মনে ॥১২৪॥
শুনিয়া রাজার বিনয় প্রভুর আনন্দ।
হেনকালে আইল তথা রায় ভবানন্দ ॥১২৫॥

প্রভুরুক্তিঃ কর্ত্তরি এবং জানাতীতি কাকুক্তিঃ ॥ ১১৭॥

"রাজ" ইতি। অর্থাৎ আমার (শ্রীচৈতন্যের) বাক্যে রাজা প্রাপ্য কড়ি ত্যাগ করায় তাহা আমারই প্রতিগ্রহ (গ্রহণ) করা হইয়াছে, এইটি তুমি করিলে ॥১১৫॥১১৬॥

"প্রভু" ইতি। রাজা আমার (শ্রীচৈতন্যের) জন্য দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি ছাড়িয়াছে, ইহা প্রভু মতি (মনে) জানিতেছেন, অর্থাৎ প্রভুর নিমিত্ত আমি (রাজা) ঐ কৌড়ি ছাড়ি নাই, তাহা প্রভু জানেন ॥১১৭॥

তবে 'ভবানন্দের' ইত্যাদি ॥১১৮॥১১৯॥ রাজমহেন্দ্রের—তন্নামক দেশের ॥১২০॥ বিষয়—বিষয়কর্ম্ম ॥১২১॥—॥১২৩॥

পঞ্চ পুত্র সহিতে আসি পড়িলা চরণে।
উঠাইয়া প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গনে ॥১২৬॥
রামানন্দ রায় আদি সবাই মিলিলা।
ভবানন্দ রায় তবে বলিতে লাগিলা ॥১২৭॥
তোমার কিঙ্কর এই সব মোর কুল।
এ বিপদে রাখি প্রভু পুনঃ নিলে মূল ॥১২৮॥
ভকতবাৎসল্য এবে প্রকট করিলে।
পূর্ব্বে যেন পঞ্চ পাণ্ডব বিপদে তারিলে ॥১২৯॥
নেতধড়ি মাথে গোপীনাথ চরণে পড়িলা।
রাজার বৃত্তান্ত কৃপা সকলি কহিলা ॥১৩০॥
বাকী কৌড়ি ছাড়িলেন আর দ্বিগুণ বর্ত্তন।
ধড়ি দিয়া পুনঃ বিষয় কৈল সমর্পণ ॥১৩১॥
কাহাঁ চাঙ্গের উপর সেই মরণ প্রমাদ।
কাহাঁ নেতধড়ি পুনঃ এ সব প্রসাদ ॥১৩২॥
চাঙ্গের উপরে তোমার চরণ ধ্যান কৈল।
চরণ স্মরণ প্রভাবে এই ফল পাইল ॥১৩৩॥
লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা মহিমা গাইয়া ॥১৩৪॥
কিন্তু তোমা স্মরণের নহে এই মুখ্য ফল।
ফলাভাস এই যাতে বিষয় চঞ্চল ॥১৩৫॥
রামানন্দে বাণীনাথে কৈলে নির্ব্বিষয়।
সে কৃপা আমাতে নাহি যাতে ঐছে হয় ॥১৩৬॥
শুদ্ধ কৃপা কর গোসাঞি ঘুচাহ বিষয়।
নির্ব্বিণ্ণ হইনু মোতে বিষয় না হয় ॥১৩৭॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসী তবে হবে পঞ্চজন।
কুটুম্ব বাহুল্য তোমার কে করে ভরণ ॥১৩৮॥
মহাবিষয় কর কিবা বিরক্ত উদাস।
জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ মোর নিত্যদাস ॥১৩৯॥

মতি জানে—অর্থাৎ প্রভু মনে জানেন ॥১২৯॥—॥১৪১॥

কিন্তু মোর এক আজ্ঞা করিহ পালন।
ব্যয় না করিহ কিভো রাজার মূল ধন ॥১৪০॥
রাজার মূল ধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেইত করিহ নানা ধর্ম্মে কর্ম্মে ব্যয় ॥১৪১॥
অসদ্ব্যয় না করিহ যাতে দুই লোক যায়।
এত বলি সবাকারে দিলেন বিদায় ॥১৪২॥
রায়ের ঘরে প্রভুর কৃপা বিবর্ত্ত কহিল।
ভক্তবাৎসল্য গুণ যাতে ব্যক্ত হৈল ॥১৪৩॥
সবায় আলিঙ্গিয়া প্রভু বিদায় যবে দিলা।
হরিধ্বনি করি সব ভক্ত উঠি গেলা ॥১৪৪॥
প্রভুর কৃপা দেখি সবার হৈল চমৎকার।
তাহারা বুঝিতে নারে প্রভুর ব্যবহার ॥১৪৫॥
ভক্ত সব যদি কৃপা করিতে সাধিল।
আমা হৈতে কিছু নহে প্রভু তবে কৈল ॥১৪৬॥
গোপীনাথের নিন্দা আর আপন নির্ব্বেদ।
এই মাত্র কহি ইহাকে বুঝিবে ভেদ ॥১৪৭॥
কাশীমিশ্রে না সাধিল রাজারে না সাধিল।
উদ্যোগ বিনা এত সব ফল দিল ॥১৪৮॥
চৈতন্যচরিত্র এই পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে তাঁর পদে যার মন ধীর ॥১৪৯॥
যেই ইহা শুনে ভক্তবাৎসল্য প্রকাশ।
প্রেমভক্তি পায় তার বিপদ যায় নাশ ॥১৫০॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৫১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে গোপীনাথ পট্টনায়কোদ্ধারো নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥৯॥

দুই লোক যায়—নিন্দা হেতু ইহলোক নাশ, আর পাপ হেতু পরলোক নাশ ॥১৪২॥ বিবর্ত্ত—সমূহ ॥১৫৩—॥১৫১॥

ইতি অন্ত্য-সুধাসঞ্চারিণী নাম ব্যাখ্যা নবম ॥৯॥

দশম পরিচ্ছেদ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকাতরং।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেনশ্রদ্ধয়া ॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥১॥
বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে দেখিতে।
পরম আনন্দে সবে নীলাচল যাতে ॥২॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সর্ব্ব অগ্রগণ্য।
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি শ্রীবাস আদি ধন্য ॥৩॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে।
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে ॥৪॥
অনুরাগের লক্ষণ এই বিধি নাহি মানে।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গের কারণে ॥৫॥

ভক্তেষু যো হনুগ্রহ স্তেন কাতরং পরবশং পুনঃ কিম্ভূতং শ্রদ্ধয়া ভক্তদত্তেন যেন কেনাপি তোয়াদিনাপি সন্তুষ্টং। ইতি চং ॥১॥

শ্রদ্ধয়া ভক্তদত্তেন যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তানুগ্রহ কাতরং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

এই দশম পরিচ্ছেদে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ঝালি বর্ণনা, নরেন্দ্রে জলকেলি, পরিমণ্ডা অর্থাৎ বেড়া সঙ্কীর্ত্তন, নিজ ভৃত্য গোবিন্দের গুণ প্রকাশ এবং প্রভুর ভক্তদত্ত দ্রব্য ভোজন, ইত্যাদি বিবিধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

অথ ব্যাখ্যা।

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভক্তদত্ত যে কোন বস্তুতে সন্তুষ্ট, এবং ভক্তপরবশ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি ॥১॥

বর্ষান্তর—পরবৎসরে। যাতে—যাইতে ॥২॥—॥৪॥

যদি বল আজ্ঞা লঙ্ঘনে দোষ হয়? ইহাতে বলিতেছেন "অনুরাগের" ইত্যাদি। প্রেমাধীন বশতঃ আজ্ঞালঙ্ঘনে কোন দোষ হয় না এবং তাহাতে তিনি সন্তুষ্টই হয়েন ইতিভাব ॥৫॥

রাসে যৈছে গোপীকে ঘর যাইতে কৃষ্ণ আজ্ঞা দিলা।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গে সে রহিলা ॥৬॥
আজ্ঞা পালনে কৃষ্ণের যত পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটি সুখ পোষ ॥৭॥
বাসুদেব দত্ত মুরারি গুপ্ত গঙ্গাদাস।
শ্রীমান সেন শ্রীমান পণ্ডিত অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস ॥৮॥
মুরারি গরুড় পণ্ডিত বুদ্ধিমন্ত খান।
সঞ্জয় পুরুষোত্তম পণ্ডিত ভগবান ॥৯॥
শুক্লাম্বর নৃসিংহানন্দ আর যত জন।
সবাই চলিলা নাম না যায় লিখন ॥১০॥
কুলীন গ্রামী খণ্ডবাসী মিলিলা আসিয়া।
শিবানন্দ সেন চলে সবারে লইয়া ॥১১॥
রাঘব পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া ॥১২॥
নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্য দ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ।
বৎসরেক প্রভু যাহা করে উপযোগ ॥১৩॥
আম্র কাশন্দি ঝাল কাশন্দি আদা কাশন্দি নাম।
নেম্বু আদা আম্র কোলি বিবিধ সন্ধান ॥১৪॥
আমসী আমখণ্ড তৈলাম্র আমতা।
যত্ন করি গুণ্ডি করি পুরাণ সুকুতা ॥১৫॥
সুকুতা বলি অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে।
সুক্তায় সে সুখ হয় নহে পঞ্চামৃতে ॥১৬॥

উহাতে প্রমাণ দেখাইতেছেন "রাসে" ইতি। রাসের কথা শ্রীভাগবতের ১০ম স্কং, ২৯ অং, দেখিবেন ॥৬॥—॥১১॥

ঝালি সাজাইয়া—পেটীকা মধ্যে নানা দ্রব্য লইয়া। দময়ন্তী—শ্রীরাঘবের ভগিনী ॥১২॥১৩॥

সেই নানা দ্রব্য বলিতেছেন "আম্র" ইত্যাদি ॥১৪॥

গুণ্ডি করি—চূর্ণ করিয়া। সুকুতা—তিক্ত পত্র বিশেষ, যাহাকে লালিতে বলে ॥১৫॥

ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহ মাত্র লয়।
যুক্তাপাতা কাশন্দিতে মহাসুখ হয় ॥১৭॥
দময়ন্তী প্রভুকে মনুষ্য বুদ্ধি প্রায়।
গুরু ভোজনে উদরে কভু আম হঞা যায় ॥১৮॥
যুক্তা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।
সেই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস ॥১৯॥

তথাহি ভারবৌ ৮ম সর্গে ৩৭ শ্লোক ;—

প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষ সন্নিধা,
বৃপাহিতাং বক্ষসি পীবরস্তনে।
স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিলাং,
বসন্তিহি প্রেম্নি গুণা ন বস্তুনি ॥২॥

ধনিয়া মৌহরীর তণ্ডুল গুণ্ডি করিয়া।
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনির পাক করিয়া ॥২০॥

ভাবগ্রাহী দময়ন্ত্যা অভিপ্রায়জ্ঞঃ অতএব তস্যাঃ স্নেহ মাত্রং গৃহ্লাতি নতু তত্তদ্বস্তুনি তাৎপর্য্যং ॥১৭॥

প্রিয়েণেতি। কাচিৎপ্রিয়েণ সংগ্রথ্য স্বয়মেব রচয়িত্বা বিপক্ষ সন্নিধৌ সপত্নীজন সমক্ষং পীবরস্তনে বক্ষসি উপাহিতাং স্রজং মালাং জলাবিলাং মৃদিতামপীত্যর্থঃ ন বিজহৌ ন তত্যাজ। ন চ নির্গুণায়াস্তত্র কাপ্রীতি রিতি বাচ্যমিত্যর্থান্তর ন্যাসেনাহ। গুণাঃ প্রেম্নি বসন্তি বস্তুনি ন বসন্তি হি। যৎ প্রেমাস্পদ তদেব গুণবৎ অস্তুতু গুণবদপি নির্গুণমেব। প্রেমতু ন বস্তু পরীক্ষা মপেক্ষত ইতিভাবঃ। ইতি মল্লিনাথঃ ॥২॥

কাচিৎ প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষসন্নিধৌ পীবরস্তনে বক্ষসি উপাহিতাং স্রজং জলাবিলাং (অপি) ন বিজহৌ, গুণাঃ প্রেম্নি বসন্তি, বস্তুনি ন (বসন্তি)। ইত্যন্বয়ঃ ॥২॥

"ভাব" ইতি। অর্থাৎ দময়ন্তীর অভিপ্রায় জানিয়া প্রভুর তাঁহার স্নেহ মাত্রই গ্রহণ করেন, কিন্তু সেই সেই বস্তুতে কোন তাৎপর্য্য নাই ॥১৭॥

সেই ভাব বলিতেছেন "দময়ন্তী" ইত্যাদি ॥১৮।১৯॥

নিজপ্রিয়জন স্বয়ং গ্রহণ করিয়া সতিনী সমক্ষে উচ্চস্তনবিশিষ্ট বক্ষে অর্পিত মালা জলবিহারে মৃদিত হইলেও কেনে স্ত্রী সেই মালাকে পরিত্যাগে

শুণ্ঠীখণ্ড লাড়ু আর আমপিত্তহর।
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি বস্ত্রের কোথলী ভিতর ॥২১॥
কোলিশুণ্ঠী কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর।
কত নাম লব আর শত প্রকার আচার ॥২২॥
নারিকেল খণ্ড আর লাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ড বিকার করিল সকল ॥২৩॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার।
অমৃত কর্পূর আদি অনেক প্রকার ॥২৪॥
শালিকাঁচটি ধান্যের আতপ চিঁড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় কোথলী সব ভরি ॥২৫॥
কথোক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে লাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া ॥২৬॥
শালি তণ্ডুল ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্ত লাড়ু কৈল চিনি পাক দিয়া ॥২৭॥
কর্পূর মরিচ লবঙ্গ এলাচি রসবাস।
চূর্ণ দিয়া লাড়ু কৈল পরম সুবাস ॥২৮॥
শালি ধান্যের খয়ি পুনঃ ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া ॥২৯॥
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল।
চিনিপাকে কর্পূর দিয়া লাড়ু কৈল ॥৩০॥
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহস্র প্রকার ॥৩১॥

করে নাই, কেননা গুণসকল প্রেমে বাস করে, কিন্তু বস্তুতে বাস করে না ॥২৪॥

"ভাবগ্রাহী" এই পদের প্রমাণ "বসন্তি—" ॥২৪॥

তণ্ডুল—চাউল ॥২৫॥

কোথলি—থলে ॥২১—২৫॥

শালি—তন্নামক। কাঁচটি—অপরিপক্ক ॥২৫॥—॥২৭॥

এলাচি রস বাস—রস এবং বাস—পক্কমুক্ত এলাচি। সুবাস—সদ্‌গন্ধ ॥২৮॥

খয়ি—লাজ (খই)। উখড়া—মুরকী ॥২৯॥—॥৩২॥

রাঘবের আজ্ঞা আর করেন দময়ন্তী।
তুয়ার প্রভুতে স্নেহ পরম ভকতি ॥৩২॥
গঙ্গার মৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছানিয়া।
পাপড়ি করিয়া দিল গন্ধদ্রব্য দিয়া ॥৩৩॥
পাতল মৃৎ পাত্রে সন্ধানাদি দিল ভরি।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কোথলী ॥৩৪॥
সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি করাইল।
পরিপাটি করি সব ঝালিতে ভরিল ॥৩৫॥
ঝালি বান্ধি মোহর দিল আগ্রহ করিয়া।
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রম করিয়া ॥৩৬॥
সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার।
রাঘবের ঝালি বলি খ্যাতি যাহার ॥৩৭॥
ঝালির উপর মুন্‌সিব মকরধ্বজ কর।
প্রাগরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর ॥৩৮॥
এইমতে বৈষ্ণব সব নীলাচলে আইলা।
দৈবে সে দিন জগন্নাথের জলকেলী ॥৩৯॥
নরেন্দ্রের জলে গোবিন্দ নৌকাতে চড়িয়া।
জলক্রীড়া করে সব ভক্তগণ লঞা ॥৪০॥
সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে জলকেলি রঙ্গে ॥৪১॥

সন্ধানাদি শোভন ভৃষ্ট ধবাদি ॥৩৩॥

পাপড়ি—পর্পটী, ইহা দন্ত মার্জ্জনের নিমিত্ত জানিবেন ॥৩৩॥

সন্ধানাদি—উত্তম ভাজা ধবাদি, অথবা সুস্বাদু বস্তু প্রভৃতি ॥৩৪॥

ঝালি—পেটীকা ॥৩৫॥

মোহর—ছাপ। বোঝারি—ভারবাহক। ক্রম করিয়া—এক জনের পর আর এক জন এইরূপ ক্রম করিয়া ॥৩৬॥৩৭॥

মুন্‌সিব—মুন্সিব উপযুক্ত, অর্থাৎ রক্ষক ॥৩৮॥৩৯॥

গোবিন্দ—তন্নামক শ্রীমূর্ত্তি ॥৪০॥—॥৪৪॥

সেইকালে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নরেন্দ্রে প্রভুর সঙ্গে হইল মিলন ॥৪২॥
ভক্তগণ পড়ে আসি প্রভুর চরণে।
উঠাইয়া প্রভু সবারে কৈল আলিঙ্গনে ॥৪৩॥
গৌড়িয়া সম্প্রদায় সব করেন কীর্ত্তন।
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন ॥৪৪॥
জলক্রীড়া বাদ্য গীত নর্ত্তন কীর্ত্তন।
মহাকোলাহল তীরে, সলিলে খেলন ॥৪৫॥
গৌড়িয়া সংকীর্ত্তন আর রোদন মিলিয়া।
মহাকোলাহল হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ॥৪৬॥
সব ভক্ত লঞা প্রভু নামিলেন জলে।
সবা লয়ে জলক্রীড়া করে কুতূহলে ॥৪৭॥
প্রভুর এই জলক্রীড়া দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিয়াছেন বর্ণন ॥৪৮॥
পুনঃ ইহা বর্ণিলে পুনরুক্তি হয়।
বার্থ লিখন হয় আর গ্রন্থ বাড়য় ॥৪৯॥
জলকেলি করি গোবিন্দ চলিলা আলয়।
নিজগণ লঞা প্রভু গেলা দেবালয় ॥৫০॥
জগন্নাথ দেখি পুনঃ নিজ ঘরে আইলা।
প্রসাদ আনাইয়া ভক্তগণে খাওয়াইলা ॥৫১॥
ইষ্টগোষ্ঠী সবা লঞা কতোক্ষণ কৈল।
নিজ নিজ পূর্ব্ব বাসায় সবা পাঠাইল ॥৫২॥
গোবিন্দের ঠাঞি রাঘব ঝালি সমর্পিলা।
ভোজন গৃহের কোণে ঝালি গোবিন্দ রাখিল ॥৫৩॥
পূর্ব্ব বৎসরের ঝালি আজাড় করিয়া।
দ্রব্য ধরিবারে রাখে অন্য গৃহে লঞা ॥৫৪॥

সলিলে—জলে ॥৪৫॥—৪৬॥

চৈতন্যমঙ্গলে—শ্রীচৈতন্যভাগবতে শেষ খণ্ডে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে এই জলক্রীড়া বর্ণনা করিয়াছেন ॥৪৮॥—॥৫৩॥

আজাড়—শূন্য। দ্রব্য ধরিবারে—অপর দ্রব্য রাখিবার নিমিত্ত ॥৫৩॥৫৪॥

আর দিন মহাপ্রভু নিজগণ লঞা।
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে যাঞা ॥৫৫॥
বেড়া কীর্ত্তনের তাঁহা আরম্ভ করিল।
সাত সম্প্রদায় তবে গাইতে লাগিল ॥৫৬॥
সাত সম্প্রদায় নৃত্য করে সাত জন।
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ॥৫৭॥
বক্রেশ্বর অচ্যুতানন্দ পণ্ডিত শ্রীবাস।
সত্যরাজখান আর নরহরি দাস ॥৫৮॥
সাত সম্প্রদায় প্রভু করেন ভ্রমণ।
মোর সম্প্রদায় প্রভু ঐছে সবার মন ॥৫৯॥
সংকীর্ত্তন কোলাহলে আকাশ ভেদিল।
সব জগন্নাথবাসী দেখিতে আইল ॥৬০॥
রাজা আসি দূরে দেখে নিজগণ লঞা।
রাজপত্নী সব দেখে অট্টালী চড়িয়া ॥৬১॥
কীর্ত্তনের আটোপে পৃথিবী করে টলমল।
হরিধ্বনি করে লোক হৈল কোলাহল ॥৬২॥
এই মত কতোক্ষণ করাইল কীর্ত্তন।
আপনে নাচিতে তবে প্রভুর হৈল মন ॥৬৩॥
সাত দিকে সাত সম্প্রদায় গায় বাজায়।
মধ্যে মহা প্রেমাবেশে নাচে গৌর রায় ॥৬৪॥
উড়িয়া পদ মহাপ্রভুর মনে স্ফূর্তি হৈল।
স্বরূপের সেই পদ গাইতে আজ্ঞা দিল ॥৬৫॥

পদং

জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ ॥৩॥

পরিমুণ্ডা নির্ম্মঞ্ছনস্য ভাষা ॥৩॥

বেড়া—অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথের মন্দির প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ॥৫৬॥
সেই সাত জন বলিতেছেন "অদ্বৈত" ইত্যাদি ॥৫৭॥—॥৬৫॥
জগমোহন—হে জগন্নাথ! তোমার পরিমুণ্ডা—নির্ম্মঞ্ছন। যাউ—যাই, অর্থাৎ তোমার বালাই যাই, অথবা জগমোহনের চরণোপরি। মুণ্ডা—মস্তক।
যাউ—যাউক, অর্থাৎ জগন্নাথচরণে মস্তক থাকুক ॥৩॥

এই পদে নৃত্য করে পরম আবেশে।
চৌদিকের লোক প্রভুর প্রেমজলে ভাসে ॥৬৬॥
বোল বোল বলেন প্রভু দু বাহু তুলিয়া।
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া ॥৬৭॥
প্রভু পড়ি মূর্চ্ছা যায় শ্বাস নাহি আর।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হুঙ্কার ॥৬৮॥
সঘন পুলক যেন শিমুলের তরু।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ কভু হয় সরু ॥৬৯॥
প্রতি রোমে প্রস্বেদ বহে তাতে রক্তোদ্গম।
জজ গগ পরি পরি গদ্গদ বচন ॥৭০॥
এক এক দন্ত সব পৃথক্ পৃথক্ নড়ে।
তৈছে নড়ে দন্ত যেন ভূমে খসি পড়ে ॥৭১॥
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে প্রভুর আনন্দ আবেশ।
তৃতীয় প্রহর হৈল নৃত্য নহে শেষ ॥৭২॥
সব লোকের উথলিল আনন্দ সাগর।
সব লোক পাসরিল দেহ আত্ম ঘর ॥৭৩॥
তবে নিত্যানন্দ প্রভু সৃজিল উপায়।
ক্রমে ক্রমে কীর্ত্তনীয়া রাখিল সবায় ॥৭৪॥
প্রধান প্রধান যেবা হয় সম্প্রদায়।
স্বরূপের সঙ্গে সেই মন্দস্বরে গায় ॥৭৫॥

প্রেমাবেশেন বাক্য স্খলনং তত্র জগমোহন ইত্যুক্তৌ জজ গগ ইতি পরিমুণ্ডা ইত্যুক্তৌ পরি পরীতি এতদর্থ মজানতো জর্জর ধর্ম্মে ইতি কল্পিতঃ পাঠোঽপার্থঃ ॥৭০॥

প্রেম জলে—প্রেম জনিত নেত্রজলে ॥৬৬॥—॥৬৮॥

সরু—ক্ষীণ ॥৬৯॥

"জগমোহন" এই বলিতে জজ গগ, "পরিমুণ্ডা" এই বলিতে পরি পরি ॥৭০॥—॥৭৪॥

সম্প্রদায় মধ্যে যে যে প্রধান প্রধান জন। মন্দ—মৃদু ॥৭৫॥—॥৭৮॥

কোলাহল নাহি প্রভুর কিছু বাহ্য হৈল।
তবে নিত্যানন্দ সবার শ্রম জানাইল ॥৭৬॥
ভক্তশ্রম জানি কৈল কীর্ত্তন সমাপন।
সবা লঞা আসি কৈল সমুদ্রে স্নপন ॥৭৭॥
সবা লঞা আসি কৈল প্রসাদ ভোজন।
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন ॥৭৮॥
গম্ভীরার দ্বারে কৈল আপনে শয়ন।
গোবিন্দ আসিলা করিতে পাদ সম্বাহন ॥৭৯॥
সর্ব্বকাল আছে এই সুদৃঢ় নিয়ম।
প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা করেন শয়ন ॥৮০॥
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদ সম্বাহন।
তবে যাই প্রভুর শেষ করেন ভোজন ॥৮১॥
সব দ্বার যুড়ি প্রভু করিয়াছে শয়ন।
ভিতরে যাইতে না পায় গোবিন্দ করে নিবেদন ॥৮২॥
এক পাশ হয় মোরে দেহ ভিতর যাইতে।
প্রভু কহে শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে ॥৮৩॥
বার বার গোবিন্দ কহে এক পাশ হৈতে।
প্রভু কহে আমি অঙ্গ নারি চালাইতে ॥৮৪॥
গোবিন্দ কহে করিতে চাহি পাদ সম্বাহন।
প্রভু কহে কর বা না কর যেই তোমার মন ॥৮৫॥
তবে গোবিন্দ তাঁর বহির্ব্বাস উপরে দিয়া।
ভিতর ঘর গেলা গোবিন্দ প্রভুকে লঙ্ঘিয়া ॥৮৬॥
পাদ সম্বাহন কৈল কটি পৃষ্ঠ চাপিল।
মধুর মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল ॥৮৭॥
সুখে নিদ্রা হৈলা প্রভুর গোবিন্দ চাপে অঙ্গ।
দণ্ড দুই রহি প্রভুর হৈল নিদ্রা ভঙ্গ ॥৮৮॥
গোবিন্দ দেখিয়া প্রভু বলে ক্রুদ্ধ হঞা।
আজি কেন এতক্ষণ আছিস বসিয়া ॥৮৯॥

গৃহের ভিতর গৃহকে গম্ভীরা বলে। ১৯—৯৯।

নিদ্রা হৈলে কেন না পেলে প্রসাদ পাইতে।
গোবিন্দ কহে দ্বারে শুইলা না পাই যাইতে ॥৯০॥
প্রভু কহে ভিতরে তবে আইলা কেমনে।
তৈছে কেনে প্রসাদ লৈতে না কৈলে গমনে ॥৯১॥
গোবিন্দ মনে কহে আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউ কিবা নরকে গমন ॥৯২॥
সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গনি।
স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি ॥৯৩॥
এত সব মনে করি গোবিন্দ রহিলা।
প্রভু যে পুছিলা তার উত্তর না দিলা ॥৯৪॥
প্রত্যহ প্রভু নিদ্রা গেলে যায়েন প্রসাদ লইতে।
সে দিবসের শ্রম দেখি লাগিল চাপিতে ॥৯৫॥
যাইতেহ পথ নাহি যাইবেন কেমনে।
মহা অপরাধ হয় প্রভুর লঙ্ঘনে ॥৯৬॥
এই সব হয় ভক্তি শাস্ত্রের সূক্ষ্ম ধর্ম্ম।
চৈতন্যের কৃপায় জানে এই ধর্ম্ম মর্ম্ম ॥৯৭॥
ভক্তগণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী।
এই সব প্রকাশিতে কৈল এত ভঙ্গী ॥৯৮॥
সঙ্ক্ষেপে কহিল এই পরিমুণ্ডা নৃত্য।
অদ্যাপিহ গায় যাহা চৈতন্যের ভৃত্য ॥৯৯॥
এই মত মহাপ্রভু লঞা নিজগণ।
গুণ্ডিচা মন্দিরের কৈল ক্ষালন মার্জ্জন ॥১০০॥
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু কীর্ত্তন নর্ত্তন।
পূর্ব্ববৎ টোটাতে কৈল বন্য ভোজন ॥১০১॥
পূর্ব্ববৎ রথ আগে করিল নর্ত্তন।
হোরাপঞ্চমী যাত্রা কৈল দরশন ॥১০২॥
চারিমাস রহিলা সব ভক্তগণ।
জন্মাষ্টমী আদি যাত্রা কৈল দরশন ॥১০৩॥

স্বনিমিত্ত—নিজের জন্যে ॥৯৩॥—॥১০০॥
টোটাতে—উদ্যানে ॥১০১॥—॥১০৫॥

পূর্ব্বে যদি গৌড় হৈতে ভক্তগণ আইলা।
প্রভুরে কিছু খাওয়াইতে সবার মন হৈলা ॥১০৪॥
কেহ কোন প্রসাদ আনি দেন গোবিন্দ ঠাঞি।
ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞি ॥১০৫॥
কেহ পইড় কেহ লাড়ু কেহ পিঠাপানা।
বহুমূল্য প্রসাদ সব পদ্মচিনি ছানা ॥১০৬॥
অমুক এই দিয়াছেন গোবিন্দ করেন নিবেদন।
ধরি রাখ বলি প্রভু না করে ভক্ষণ ॥১০৭॥
ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ।
শত জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন ॥১০৮॥
গোবিন্দেরে সবে পুছে করিয়া যতন।
আমাদত্ত প্রসাদ প্রভুকে কি করাইলে ভোজন ॥১০৯॥
কাহাঁ কিছু কহি গোবিন্দ করেন বঞ্চন।
আর দিন প্রভুকে কহে নির্ব্বেদ বচন ॥১১০॥
আচার্য্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে।
তোমাকে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে ॥১১১॥
তুমি সে না খায় তাঁরা পুছেন বার বার।
কত বঞ্চনা করিব কেমনে আমার নিস্তার ॥১১২॥
প্রভু কহে আদি বৈশ্য দুঃখ কাহে মানে।
কেবা কি দিয়াছে তাহা আনহ এখানে ॥১১৩॥
এতবলি মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে।
নাম ধরি ধরি গোবিন্দ করে নিবেদনে ॥১১৪॥
আচার্য্যের এই পৈড় পানা সর পুপী।
এই অমৃত গুটীকা মণ্ডা কর্পূর কুপী ॥১১৫॥
শ্রীবাস পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার।
পিঠা পানা অমৃত মণ্ডা পদ্ম চিনি আর ॥১১৬॥

আদিবৈশ্যঃ কৃষকঃ কালাকাল বিবেচনাশূন্য ইত্যর্থঃ ॥১১৩॥

পইড়—পেড়া ॥১০৬॥—॥১১২॥
আদি বৈশ্য—কৃষক অর্থাৎ কালাকাল বিবেচনাবিহীন ॥১১৩॥—॥১২১॥

আচার্য্য রত্নের এই সব উপহার।
আচার্য্য নিধির এই অনেক প্রকার ॥১১৭॥
বাসুদেব দত্তের মুরারি গুপ্তের আর।
বুদ্ধিমন্ত খানের এই বিবিধ প্রকার ॥১১৮॥
শ্রীমান সেন শ্রীমান পণ্ডিত আচার্য্যনন্দন।
তাহা সবার দত্ত এই করহ ভোজন ॥১১৯॥
কুলীনগ্রামীর এই আগে দেখ যত।
খণ্ডবাসী লোকের এই দেখ তত ॥১২০॥
ঐছে সবার নাম ধরি প্রভুর আগে ধরে।
সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু সব ভোজন করে ॥১২১॥
যদ্যপি মাসেকের বাসি মুখ করা নারিকেল।
অম্লত গুটিকাদি পানাদি সকল ॥১২২॥
তথাপি নূতন প্রায় সব দ্রব্যের স্বাদ।
বাসি বিস্বাদ নহে সেই প্রভুর প্রসাদ ॥১২৩॥
শতজনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইল।
আর কিছু আছে বলি গোবিন্দে পুছিল ॥১২৪॥
গোবিন্দ বলে রাঘবের ঝালি মাত্র আছে।
প্রভু কহে আজি রহু তাহা দেখিব পাছে ॥১২৫॥
আর দিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈল।
রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল ॥১২৬॥
সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈল।
স্বাদু সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল ॥১২৭॥
বৎসরের তরে আর রাখিল ধরিয়া।
ভোজন কালে স্বরূপ পরিবেশে খসাইয়া ॥১২৮॥
কভু রাত্রিকালে কিছু করেন উপযোগ।
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করে উপভোগ ॥১২৯॥

মুখ করা—মুখে ছিদ্র করা। ইহাতে ভগবদ্দ্রব্যের চিন্ময়ত্বও বলা হইল, নচেৎ তাহা সুস্বাদু থাকিতে পারে না, জানিবেন ॥১২২॥—॥১২৬॥

উপযোগ—অঙ্গীকার, অর্থাৎ ভোজন ॥১২৭॥—॥১৩২॥

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
চাতুর্ম্মাস্য গোঙাইল কৃষ্ণ কথা রঙ্গে ॥১৩০॥
মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করেন নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥১৩১॥
শাক দুই চারি আর সুকুতার ঝোল।
নিম্ব বার্ত্তাকী আর ভৃষ্ট পটোল ॥১৩২॥
ভৃষ্ট ফুলবড়ী আর মুদ্গদালি সূপ।
বিবিধ ব্যঞ্জন রান্ধে প্রভুর অনুরূপ ॥১৩৩॥
মরিচের ঝাল মধুরাম্ল আম্র।
আদা লবণ লেম্বু দুগ্ধ দধিখণ্ড সার ॥১৩৪॥
জগন্নাথের প্রসাদ আনে করিতে মিশ্রিত।
কাহাঁ একা যায়েন কাহাঁ গণের সহিত ॥১৩৫॥
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি নন্দন রাঘব।
শ্রীবাস আদি যত ভক্ত বিপ্র সব ॥১৩৬॥
এইমত নিমন্ত্রণ করে যত্ন করি।
বাসুদেব গদাধর দাস গুপ্ত মুরারি ॥১৩৭॥
কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী আর যত জন।
জগন্নাথের প্রসাদ আনি করেন নিমন্ত্রণ ॥১৩৮॥
শিবানন্দ সেনের শুন নিমন্ত্রণাখ্যান।
শিবানন্দের বড় পুত্রের চৈতন্যদাস নাম ॥১৩৯॥
প্রভুকে মিলাইতে তাঁরে সঙ্গে আনিল।
মিলাইলে প্রভু তাঁরে নাম পুছিল ॥১৪০॥
চৈতন্যদাস নাম শুনি কহেন গৌর রায়।
কি নাম ধরাঞাছ বুঝন না যায় ॥১৪১॥
সেন কহে যে জানিল সেই নাম ধরিল।
এতবলি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল ॥১৪২॥

সূপ—দাইল ॥১৩৩॥—॥১৪০॥

চৈতন্যদাস বলাতে নিজ দাস বুঝায় বলিয়া প্রভু ভঙ্গী করিয়া "বুঝন না যায়" বলিয়াছেন ॥১৪১॥—॥১৫২॥

জগন্নাথের বহু মূল্য প্রসাদ আনাইল।
ভক্তগণ সহিত প্রভুকে ভোজন করাইল ॥১৪৩॥
শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিল ভোজন।
অতি গুরু ভোজনে প্রভুর প্রসন্ন নহে মন ॥১৪৪॥
আর দিন চৈতন্যদাস কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভুর অভীষ্ট বুঝি আনিল ব্যঞ্জন ॥১৪৫॥
দধি লেম্বু আদা আর ফুলবড়া লবণ।
সামগ্রী দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ॥১৪৬॥
প্রভু কহে এই বালক আমার মন জানে।
সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে ॥১৪৭॥
এতবলি দধি ভাত করিল ভোজন।
চৈতন্যদাসেরে দিল উচ্ছিষ্ট ভাজন ॥১৪৮॥
চারিমাস এইমত নিমন্ত্রণে যায়।
কোন কোন বৈষ্ণব দিবস নাহি পায় ॥১৪৯॥
গদাধর পণ্ডিত আচার্য্য সার্ব্বভৌম।
ইহা সবার আছে ভিক্ষার দিবস নিয়ম ॥১৫০॥
গোপীনাথাচার্য্য জগদানন্দ কাশীশ্বর।
ভগবান রামভদ্রাচার্য্য শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥১৫১॥
মধ্যে মধ্যে ঘর ভাতে করে নিমন্ত্রণ।
অন্যের নিমন্ত্রণে প্রসাদে কৌড়ি দুই পণ ॥১৫২॥
প্রথমে আছিল নির্ব্বন্ধ কৌড়ি চারি পণ।
রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ঘটাইল নিমন্ত্রণ ॥১৫৩॥
চারিমাস রহি গৌড়ের ভক্ত বিদায় দিলা।
নীলাচলের সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা ॥১৫৪॥
এইত কহিল প্রভুর ভিক্ষা নিমন্ত্রণ।
ভক্ত দত্ত বস্তু যৈছে কৈল আস্বাদন ॥১৫৫॥
তারি মধ্যে রাঘবের ঝালি বিবরণ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা নৃত্য কথন ॥১৫৬॥

ঘটাইল—কমাইল, অর্থাৎ দুই পণ গ্রহণ করেন ॥১৫৩॥—॥১৫৯॥

শ্রদ্ধা করি শুনে যেই চৈতন্যের কথা।
চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা ॥১৫৭॥
শুনিতে অমৃত সম জুড়ায় কর্ণ মন।
সেই ভাগ্যবান যেই করে আস্বাদন ॥১৫৮॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৫৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভক্তদত্তাস্বাদনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥১০॥

ইতি অন্ত্য-সুধাসঞ্চারিণী নাম ব্যাখ্যা দশম ॥১০॥

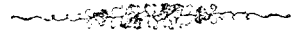

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুং।
সংস্থিতামপিযন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয়াদ্বৈতপ্রিয় নিত্যানন্দপ্রিয় জয় ॥১॥
জয় শ্রীনিবাসেশ্বর হরিদাসনাথ।
জয় গদাধরপ্রিয় স্বরূপ প্রাণনাথ ॥২॥
কাশীশ্বর প্রিয় জগদানন্দ প্রাণেশ্বর।
জয় রূপ সনাতন রঘুনাথেশ্বর ॥৩॥
জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
কৃপা করি দেহ প্রভু নিজ পদ দান ॥৪॥

তং সুপ্রসিদ্ধং তৎপ্রভুং হরিদাসপ্রভুং সংস্থিতাং মৃতাং স্বাঙ্কে স্বস্য ক্রোড়ে॥ ইতি চং ॥১॥

তং হরিদাসং নমামি, তৎপ্রভুং তং চৈতন্যং চ (নমামি), যঃ (চৈতন্যঃ) সংস্থিতাং অপি যন্মূর্ত্তিং (যস্য হরিদাসস্য মূর্ত্তিং) স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

এই একাদশ পরিচ্ছেদে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যান বর্ণিত হইয়াছে।

অন্ধ ব্যাখ্যা।

সেই সুপ্রসিদ্ধ শ্রীহরিদাসকে প্রণাম করি, এবং তাঁহার প্রভু শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করি, যে শ্রীচৈতন্য সেই শ্রীহরিদাসের মৃত শরীরকে নিজ ক্রোড়ে লইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন ॥১॥

ভগবানের মতন তৎপার্ষদেরও দেহত্যাগ হইতে পারে না, অতএব তাহার অন্তর্দ্ধান বলিতে হইবে। ইহার বিশেষ বিচার শ্রীভাগবতে ১১শ, স্কং, ৩১শঃ, অং, "রাজন্ পরম ভবতঃ" ৯ম, ইত্যাদি শ্লোকে দেখিবেন পর পর স্থানেও এই সিদ্ধান্ত জানিবেন ॥১॥

নিজ পদ দান—আপনার শ্রীচরণ দান ॥৪॥—॥৭॥

নিত্যানন্দচন্দ্র জয় চৈতন্যের প্রাণ।
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান ॥৫॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় চৈতন্যের আর্য্য।
স্বচরণে ভক্তি দেহ জয়াদ্বৈতাচার্য্য ॥৬॥
জয় গৌর ভক্তগণ গৌর যাঁর প্রাণ।
সব ভক্ত মিলি মোরে ভক্তি দেহ দান ॥৭॥
জয় রূপ সনাতন জীব রঘুনাথ।
রঘুনাথ গোপাল ছয় মোর প্রাণনাথ ॥৮॥
এ সব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলা গুণ।
যৈছে তৈছে লিখি করি আপন শোধন ॥৯॥
এইমত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস।
সঙ্গের ভক্তগণ লঞা কীর্ত্তন বিলাস ॥১০॥
দিনে নৃত্য কীর্ত্তন ঈশ্বর দরশন।
রাত্র্যে রায় স্বরূপ সনে রস আস্বাদন ॥১১॥
এইমত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায়।
কৃষ্ণের বিরহ বিকার অঙ্গে না আমায় ॥১২॥
দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্র্যে অতিশয়।
চিন্তা উদ্বেগ প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে কয় ॥১৩॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রামানন্দ রায়।
রাত্রি দিনে করে দোঁহে প্রভুর সহায় ॥১৪॥
একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া।
হরিদাসে দিতে গেলা আনন্দিত হঞা ॥১৫॥
দেখেন হরিদাস ঠাকুর করয়াছেন শয়ন।
মন্দ মন্দ করিতেছেন সংখ্যা সংকীর্ত্তন ॥১৬॥

রঘুনাথ ভট্ট, আর রঘুনাথ দাস ॥৮॥৯॥

সঙ্গের—চাতুর্ম্মাস্যান্তে গৌড়ের ভক্তগণ স্বদেশে আসিলে যাঁহারা নীলাচলে প্রভুসঙ্গে থাকেন, তাঁহারা সঙ্গের ভক্ত ॥১০॥

ঈশ্বর—শ্রীজগন্নাথ। রস—শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস ॥১১॥

না আমায়—পরিমিত হয় না, অর্থাৎ ধরে না ॥১২॥—৯১৫॥

গোবিন্দ কহে উঠ আসি কর প্রসাদ ভোজন।
হরিদাস কহে আজি করিব লঙ্ঘন ॥১৭॥
সংখ্যা কীর্ত্তন পূজে নাহি কেমতে খাইব।
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ কেমতে উপেক্ষিব ॥১৮॥
এতবলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন।
একরুক লঞা তার করিল ভক্ষণ ॥১৯॥
আর দিনে মহাপ্রভু তার ঠাঞি আইলা।
সুস্থ হঞা হরিদাস তাঁহারে পুছিলা ॥২০॥
নমস্কার করি তিহোঁ কৈল নিবেদন।
শরীর অসুস্থ নহে মোর অসুস্থ বুদ্ধি মন ॥২১॥
প্রভু কহে কোন ব্যাধি কহত নির্ণয়।
তিহোঁ কহেন সংখ্যা কীর্ত্তন না পূজয় ॥২২॥
প্রভু কহেন বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্পকর।
দিন দেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেনে কর ॥২৩॥
লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলে প্রচার ॥২৪॥
এবে অল্প সংখ্যা করি কর সংকীর্ত্তন।
হরিদাস কহে শুন মোর নিবেদন ॥২৫॥
হীন জাতিতে জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর।
হীনকর্ম্মে রত মুঞি অধম পামর ॥২৬॥
অদৃশ্য অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলে।
রৌরব হইতে মোরে বৈকুণ্ঠে চড়াইলে ॥২৭॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হয় স্বেচ্ছাময়।
জগৎ নাচায় যারে যৈছে ইচ্ছা হয় ॥২৮॥

মন্দ মন্দ—মৃদু মৃদু ॥১৬।১৭॥
পূজে নাহি—নিয়ম পূর্ণ হয় নাই ॥১৮॥
একরুক—একটি প্রসাদের কিঞ্চিদংশ ॥১৯॥—॥২৬॥
এবে—এক্ষণে ॥২৫।২৬॥
রৌরব—নরক ॥২৭।২৯॥

অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া।
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইয়া ॥২৯॥
এক বাঞ্ছা হয় মোর বহু দিন হৈতে।
লীলা সম্বরিবে তুমি লয় মোর চিত্তে ॥৩০॥
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা ॥৩১॥
হৃদয়ে ধরিব তোমার কোমল চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ বদন ॥৩২॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ ॥৩৩॥
মোর ইচ্ছা এই যদি তোমার প্রসাদে হয়।
এই নিবেদন মোর কর দয়াময় ॥৩৪॥
এই নীচ দেহ মোর পড়ে তব আগে।
এই বাঞ্ছা সিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে ॥৩৫॥
প্রভু কহে হরিদাস যে তুমি মাগিবে।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে ॥৩৬॥
কিন্তু আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লঞা।
তোমার যোগ্য নহে যাবে আমারে ছাড়িয়া ॥৩৭॥
চরণে ধরি কহে হরিদাস না করিহ মায়া।
অবশ্য মো অধমে প্রভু কর এই দয়া ॥৩৮॥
মোর শিরোমণি কত কত মহাশয়।
তোমার লীলার সহায় কোটি ভক্ত হয় ॥৩৯॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীহরিদাসকে শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করাইয়াছিলেন। ইহার বিশেষ আদির ১০ম, পরিচ্ছেদে "আচার্য্য গোসাঞি" এই ৪২ পয়ার ব্যাখ্যায় দেখিবেন ॥২৯॥

লীলা সম্বরিবে—অর্থাৎ অন্তর্দ্ধান হইবে ॥৩০॥—॥৩২॥

কৃষ্ণনাম ও চৈতন্যনাম, ইহাতে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যানুগত শ্রীকৃষ্ণভজন ছিল, এইটি এখানে প্রকাশ পাইতেছে ॥৩৩॥—॥৩৮॥

যে কিছু সুখ—অর্থাৎ হরিনামেই আমার সুখ, ইহা তোমার দ্বারা হইত ॥৩৭॥—॥৪১॥

আমা হেন এক কীট যদি মরি গেল।
এক পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাহা হানি হৈল ॥৪০॥
ভক্তবৎসল তুমি মুঞি ভক্তাভাস।
অবশ্য পূরিবে প্রভু মোর এই আশ ॥৪১॥
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলিলেন আপনে।
ঈশ্বর দেখিয়া কালি দিবে দরশনে ॥৪২॥
তবে মহাপ্রভু তারে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥৪৩॥
প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি সব ভক্ত লঞা।
হরিদাসে দেখিতে আইলা শীঘ্র করিয়া ॥৪৪॥
হরিদাসের আগে আসি দিল দরশন।
হরিদাস বন্দিল প্রভুর আর বৈষ্ণব চরণ ॥৪৫॥
প্রভু কহে হরিদাস কহ সমাচার।
হরিদাস কহে প্রভু যে কৃপা তোমার ॥৪৬॥
অঙ্গনে আরম্ভিল প্রভু মহাসংকীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাহাঁ করেন নর্ত্তন ॥৪৭॥
স্বরূপ গোসাঞি আদি যত প্রভুরগণ।
হরিদাসে বেড়ি করে নাম সংকীর্ত্তন ॥৪৮॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম সবার অগ্রেতে।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে ॥৪৯॥
হরিদাসের গুণ কহিতে হৈলা পঞ্চমুখ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ ॥৫০॥
হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হৈল মন।
সবে ভক্ত্যে বন্দে হরিদাসের চরণ ॥৫১॥
প্রেমানন্দে ভক্তগণ করে আলিঙ্গন।
হরিবোল হরিবোল বোলে আনন্দিত মন ॥৫২॥
হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল ॥৫৩॥

ঈশ্বর দেখিয়া—শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া, এই বাক্যটি শ্রীহরিদাসের উক্তি ।৪২॥—চৈঃ

সর্ব্বহৃদয়ে আনি ধরিল প্রভুর শ্রীপদ্ম চরণ।
সর্ব্বভক্ত পদ রেণু মস্তক ভূষণ ॥৫৪॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ বলে বার বার।
প্রভু মুখ মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার ॥৫৫॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিল উৎক্রামণ ॥৫৬॥
মহাযোগেশ্বর প্রায় দেখি স্বচ্ছন্দে মরণ।
ভীষ্মের নির্য্যাণ সবার হইল স্মরণ ॥৫৭॥
হরি কৃষ্ণ শব্দে সবে করে কোলাহল।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল ॥৫৮॥
হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥৫৯॥
প্রভুর আবেশে আবিষ্ট সর্ব্ব ভক্তগণ।
প্রেমাবেশে সবে নাচেন করেন কীর্ত্তন ॥৬০॥
এইমতে নৃত্য প্রভু কৈল কথোক্ষণ।
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে কৈল নিবেদন ॥৬১॥
হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াইয়া।
সমুদ্রে লইয়া গেলা কীর্ত্তন করিয়া ॥৬২॥
আগে মহাপ্রভু চলেন নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে ॥৬৩॥
হরিদাসে সমুদ্র জলে স্নান করাইল।
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল ॥৬৪॥

ভীষ্মের নির্য্যান—ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে রাখিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করেন। ইহার বিস্তার শ্রীভাগবতে ১ম স্কং, ৯ম অধ্যায়ে বর্ণনা আছে ॥৫৭॥৫৮॥

শ্রীহরিদাস অদ্য ইহলোক হইতে ভগবদ্ধামে গমন করিলেন, এই আনন্দে শ্রীমহাপ্রভু তাহার দেহ কোলে লইয়া নৃত্য করেন, জানিবেন ॥৫৯॥—॥৬৩॥

"তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি" এই শ্রীভাগবতের ১ম স্কং, ১৩শ অং, ৯ম, শ্লোক প্রমাণে হরিদাসের স্নানজলে সমুদ্র মহাতীর্থ হইল বলিয়াছেন, জানিবেন ॥৬৪॥

হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন ॥৬৫॥
ভোর কড়ার প্রসাদ বস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকার গর্ত্ত করি তাহে শোয়াইল ॥৬৬॥
চারিদিগে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর মহানন্দে করেন নর্ত্তন ॥৬৭॥
হরিবোল হরিবোল বলি গৌররায়।
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিল তাঁর গায় ॥৬৮॥
তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডি বান্ধাইল।
চৌদিগে পিণ্ডির মহাআবরণ কৈল ॥৬৯॥
তাঁহারে বেড়িয়া প্রভু করে সংকীর্ত্তন।
হরিধ্বনি কোলাহলে ভরিল ভুবন ॥৭০॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ সঙ্গে।
সমুদ্রে করিল স্নান জলকেলি রঙ্গে ॥৭১॥
হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি আল্যা সিংহদ্বারে।
হরি কীর্ত্তন কোলাহল সকল নগরে ॥৭২॥
সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারির ঠাঞি।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই ॥৭৩॥
হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবের তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহত আমারে ॥৭৪॥

ভগবৎ পার্ষদ শ্রীহরিদাসের প্রাকৃতবৎ মৃতদেহ না হওয়াতে ভক্তগণ তাঁহার চরণামৃত পান করেন, জানিবেন ॥৬৫॥

ভোর—শ্রীজগন্নাথের পট্টডোরী। কড়ার—প্রসাদী চন্দন ॥৬৬॥—॥৭২॥

পসারির—বিক্রেতার ॥৭৩॥

তরে—নিমিত্তে। এখানে যদি বল কাহার মৃত্যু হইলে তদ্বান্ধবেরা শোকাদিই করে, কিন্তু এখানে তাহা না করিয়া মহোৎসব (মহানন্দ) করেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, শ্রীগীতার ২য়, অং, ২০শ, শ্লোক;—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইত্যাদি প্রমাণ মতে তদভিজ্ঞ ব্যক্তি কখন কাহার জন্ম শোক করে না, বিশেষতঃ ভগবদ্দাস তদ্ধামে গমন করিয়া অদ্য তিনি ভগবানের সহিত আনন্দ করিতেছেন, এই বোধে এখানকার তদ্বান্ধবেরা সেই

শুনিয়া পসারি সব চাঙ্গড়া উঠাইয়া।
প্রসাদ দিতে আসে তারা আনন্দিত হৈয়া ॥৭৫॥
স্বরূপ গোসাঞি পসারিকে নিষেধিল।
চাঙ্গড়া লইয়া পসারি পসারে বসিল ॥৭৬॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে ঘরে পাঠাইল।
চারি বৈষ্ণব চারি পিছোড়া সঙ্গে রাখিল ॥৭৭॥
স্বরূপ গোসাঞি কহেন সব পসারিরে।
একেক দ্রব্যের একেক পুঞ্জা আনি দেহ মোরে ॥৭৮॥
এইমতে নানা প্রসাদ বোঝা বান্ধাইয়া।
আইলেন চারিজনের মস্তকে চঢ়াইয়া ॥৭৯॥
বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা।
কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা ॥৮০॥
সব বৈষ্ণবে প্রভু বসাইলা সারি সারি।
আপনে পরিবেশে প্রভু লঞা জনা চারি ॥৮১॥

আনন্দে আনন্দিত হইয়া এবং তদানন্দে যোগ দিয়া এখানে আনন্দ করেন, এই নিমিত্ত অদ্যাপিও বৈষ্ণব অন্তর্দ্ধান উপলক্ষ কার্য্যকে মহোৎসব বলেন, অতএব শ্রীহরিদাসের অন্তর্দ্ধানে শোক না করিয়া মহোৎসব করেন, যেমন শ্রীকৃষ্ণ নির্য্যানে দেবগণ মহোৎসব করেন, তদ্‌যথা শ্রীভাগবতে ১১শ, স্কং, ৩১শ, অং, ৬ষ্ঠ, শ্লোক ;—

"দিবি দুন্দুভয়ো নেদুঃ" ইহার শ্রীস্বামী "দেবাদিকৃতঃ সর্ব্বতো দুন্দুভিনাদ পুষ্প বৃষ্ট্যাদি মহোৎসবো হভবদিত্যাহ দিবীতি" ইতি।

তথা ভীষ্মনির্য্যানে যথা শ্রীভাগবতে ১ম স্কং, ৯ম অং, ৪৫শ, শ্লোক ;—

"তত্র দুন্দুভয়ো নেদু র্দেবমানব বাদিতাঃ। শশংসুঃ সাধবো রাজ্ঞাং খাৎ পেতুঃ পুষ্প বৃষ্টয়ঃ। ইতি।

উহার অর্থ সহজই আছে, অপর বিশেষ তত্র তত্র দেখিবেন, ইতি ॥৭৪॥

চাঙ্গড়া—চেঙ্গারি ॥৭৫॥৭৬॥

পিছোড়া—ঝোড়া ॥৭৭॥

পুঞ্জা—রাশি ॥৭৮॥—৮১॥

মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অন্ন না আইসে।
একেক পাতে পঞ্চজনার ভক্ষ্য পরিবেশে ॥৮২॥
স্বরূপ কহে প্রভু বসি করহ দর্শন।
আমি ইহা সবা লঞা করি পরিবেশন ॥৮৩॥
স্বরূপ জগদানন্দ কাশীশ্বর শঙ্কর।
চারি জন পরিবেশন করে নিরন্তর ॥৮৪॥
প্রভু না খাইলে কেহো না করে ভোজন।
প্রভুকে সে দিনে কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ ॥৮৫॥
আপনে কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লইয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা করাইল আগ্রহ করিয়া ॥৮৬॥
পুরী ভারতীর সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈল।
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিল ॥৮৭॥
আকণ্ঠ পুরিয়া সবাকে করাল্য ভোজন।
দেহ দেহ বলি প্রভু বলেন বচন ॥৮৮॥
ভোজন করিয়া সবে কৈল আচমন।
সবারে পরাল্য প্রভু মাল্য চন্দন ॥৮৯॥
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করে বর দান।
শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মন কান ॥৯০॥
হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দরশন।
যে ইহাঁ নৃত্য কৈল যে কৈল কীর্ত্তন ॥৯১॥
যে তারে বালুকা দিতে করিল গমন।
তাঁর মধ্যে মহোৎসবে যেই করিল ভোজন ॥৯২॥
অচিরে হৈবে সবার কৃষ্ণ প্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে হয়ে ঐছে শক্তি ॥৯৩॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়া ছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গ ভঙ্গ ॥৯৪॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে ॥৯৫॥

বিজয়োৎসব—গমনোৎসব, অর্থাৎ অন্তর্দ্ধানে মহোৎসব ॥৯১—৯৯॥

ইচ্ছামাত্রে কৈল নিজ প্রাণ নিষ্ক্রমণ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ ॥৯৬॥
হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনা রত্ন শূন্য হইলা মেদিনী ॥৯৭॥
জয় জয় হরিদাস বলি কর জয়ধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি ॥৯৮॥
সবে গায় জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেই করিল প্রকাশ ॥৯৯॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিল।
হর্ষ বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিল ॥১০০॥
এইত কহিল হরিদাসের বিজয়।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হয় ॥১০১॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল ন্যাসী শিরোমণি ॥১০২॥
শেষকালে দিল তাঁরে দর্শন স্পর্শন।
তাঁরে কোলে করি কৈল আপনে নর্ত্তন ॥১০৩॥
আপনে শ্রীহস্তে কৃপায় তাঁরে বালু দিল।
আপনে প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল ॥১০৪॥
মহাভাগবত হরিদাস পরম বিদ্বান।
এ সৌভাগ্য লাগি আগে করিল প্রয়াণ ॥১০৫॥
চৈতন্যচরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু।
কর্ণ মন তৃপ্ত করে যার এক বিন্দু ॥১০৬॥
ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত।
শ্রদ্ধা করি শুন তবে চৈতন্যচরিত্র ॥১০৭॥

শ্রীহরিদাসের ভগবদ্ধামে গমন বলিয়া হর্ষ, আর তাদৃশ ভক্তসঙ্গ বিচ্ছেদ বলিয়া বিষাদ ॥১০০॥—॥১০২॥

শেষকালে—মৃত্যু সময়ে। তাঁরে—শ্রীহরিদাসকে ॥১০৩॥১০৪॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১০৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাসনির্য্যাণ-বর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥১১॥

এ সৌভাগ্য—উক্ত দর্শন স্পর্শনাদি ॥১০৫॥—॥১০৮॥

ইতি অন্ত্য-সুধাসঞ্চারিণী নাম ব্যাখ্যা একাদশ ॥১১॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রুয়তাং শ্রুয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতং ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ কৃপাসিন্ধু জয় ॥১২॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় করুণাসাগর।
জয় গৌরভক্তগণ কৃপা পূর্ণান্তর ॥২॥
অতঃপর মহাপ্রভুর বিষম অন্তর।
কৃষ্ণের বিয়োগ দশা স্ফুরে নিরন্তর ॥৩॥
হাহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাহাঁ যাঙ কাহাঁ পাঙ মুরলীবদন ॥৪॥
রাত্রি দিনে এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মানে।
কষ্টে রাত্রি গোঙান স্বরূপ রামানন্দ সনে ॥৫॥
এথা গৌড়দেশের যত প্রভুর ভক্তগণ।
প্রভু দেখিবারে সবে করিলা গমন ॥৬॥
শিবানন্দ সেন আর আচার্য্য গোসাঞি।
নবদ্বীপে সব ভক্ত হল্যা এক ঠাঞি ॥৭॥

হে ভক্তাঃ নিত্যং সর্ব্বদা মুদা হর্ষেণ। ইতি চং ॥১॥

ভক্তাঃ (হে) মুদা নিত্যং চৈতন্যচরিতামৃতং শ্রুয়তাং শ্রুয়তাং গীয়তাং গীয়তাং চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

এই দ্বাদশ পরিচ্ছেদে গৌড় হইতে সস্ত্রীক ভক্তগনের শ্রীমহাপ্রভুর নিকটে গমন এবং শ্রীজগন্নানন্দের তৈলভঞ্জন, ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

অথ ব্যাখ্যা।

হে ভক্তগণ! তোমরা আনন্দের সহিত সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রবণ কর শ্রবণ কর, গান কর গান কর, বিচার কর বিচার কর ॥১॥

কুলীনগ্রামবাসী আর যত খণ্ডবাসী।
একত্র মিলিলা সব নবদ্বীপে আসি ॥৮॥
নিত্যানন্দ প্রভুকে আসিতে যদি আজ্ঞা নাই।
তথাপি দেখিতে চলিলা চৈতন্য গোসাঞি ॥৯॥
শ্রীবাসাদি চারি ভাই সঙ্গেতে মালিনী।
আচার্য্যরত্নের সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী ॥১০॥
শিবানন্দ পত্নী চলে তিন পুত্র লঞা।
রাঘব পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া ॥১১॥
দত্ত গুপ্ত বিদ্যানিধি আর যত জন।
দুই তিন শত ভক্ত করিল গমন ॥১২॥
শচীমাতা দেখি তাঁর আজ্ঞা লঞা।
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিয়া ॥১৩॥
শিবানন্দ সেন করে ঘাটী সমাধান।
সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান ॥১৪॥
সবার সব কার্য্য করেন দেন বাসস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান ॥১৫॥
এক দিন সব লোক ঘাটিতে রাখিলা।
সবা ছাড়াইয়া শিবানন্দ একলা রহিলা ॥১৬॥
সবে আগে আসি রহিলা গ্রামের ভিতরে।
শিবানন্দ বিনা বাসা স্থান নাহি মিলে ॥১৭॥
নিত্যানন্দ প্রভু ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া।
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাইয়া ॥১৮॥
তিন পুত্র মরুক শিবার অবহুঁ না আল্যা।
ছোপে মরি গেনু, মোরে বাসা না দেয়াল্যা ॥১৯॥

শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি, শ্রীনিধি, এই চারি ভাই। মালিনী—শ্রীবাসের পত্নী ॥১০॥

শিবানন্দ এবং তৎপত্নী। ঝালি সাজাইয়া—প্রভুর নিমিত্ত পেটারী মধ্যে নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য লইয়া ॥১১॥

দত্ত—শ্রীবাসুদেব দত্ত। গুপ্ত—শ্রীমুরারি গুপ্ত ॥১২॥১৩॥

ঘাটী সমাধান—পথকর প্রদানাদি ॥১৪॥১৫॥

ঘাটিতে—পথের স্থানে ॥১৬॥—॥১৮॥

শুনি শিবানন্দের পত্নী কান্দিতে লাগিল।
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি হৈতে আইল ॥২০॥
শিবানন্দের পত্নী তাঁরে কহেন কান্দিয়া।
পুত্রে শাপ দিছেন গোসাঞি বাসা না পাইয়া ॥২১॥
তিহোঁ কহে বাউলি কেনে মরিস কান্দিয়া।
মরুক আমার তিন পুত্র তাঁর বালাই লইয়া ॥২২॥
এতবলি প্রভু পাশে গেলা শিবানন্দ।
উঠি তাঁরে নাথি মাইল প্রভু নিত্যানন্দ ॥২৩॥
আনন্দিত শিবানন্দ পাদ প্রহার পায়্যা।
শীঘ্র বাসা ঘর কৈল গৌড় দেশে গিয়া ॥২৪॥
চরণে ধরিয়া প্রভুকে বাসায় লঞা গেলা।
বাসা দিয়া হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা ॥২৫॥
আজি মোরে ভৃত্য করি অঙ্গীকার কৈলা।
যেমন অপরাধ ভৃত্যের যোগ্য ফল দিলা ॥২৬॥
শাস্তি ছলে কৃপা কর এ তোমার করুণা।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন জনা ॥২৭॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তোমার শ্রীচরণ রেণু।
হেন চরণ স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু ॥২৮॥
আজি মোর সফল হৈল জন্ম কুল ধর্ম্ম।
আজি পাইনু কৃষ্ণ ভক্তি অর্থ কাম ধর্ম্ম ॥২৯॥
শুনি নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দিত মন।
উঠি শিবানন্দে কৈল প্রেম আলিঙ্গন ॥৩০॥
আনন্দিত শিবানন্দ করে সমাধান।
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে দিল বাসাস্থান ॥৩১॥

কেননা পুত্রাদি কেবল মিথ্যা অভিমান। নচেৎ শ্রীনিত্যানন্দ বাক্য অব্যর্থ হওয়াতে তাহাদের অবশ্যই মৃত্যু হইত, দ্বিতীয়তঃ শ্রীশিবানন্দের রোষে তৎপুত্রগণকে মৃত্যু গালি দেওয়া হইতে পারে না ॥১৯॥—॥২১॥

বাউলি—পাগ্‌লি। অর্থাৎ তুমি সে শাপের মর্ম্ম জান না ॥২২॥

নাথি মাইল—পদপ্রহার করিল ॥২৩॥

গৌড়—তদ্দেশস্থ জাতিবিশেষ ॥২৪॥—॥৩৩॥

নিত্যানন্দ প্রভুর সব চরিত্র বিপরীত।
ক্রুদ্ধ হঞা নাথি মারি করে তার হিত ॥৩২॥
শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত সেন নাম।
মামার অগোচরে কহে করি অভিমান ॥৩৩॥
চৈতন্য পারিষদ মোর মাতুলের খ্যাতি।
হাড়ুরালী করেন গোসাঞি তাঁরে মারে নাথি ॥৩৪॥
এতবলি শ্রীকান্ত বালক আগে চলি যান।
সঙ্গ ছাড়ি আগে গেলা মহাপ্রভুর স্থান ॥৩৫॥
পেটাঙ্গি গায় করে দণ্ডবৎ নমস্কার।
গোবিন্দ কহে শ্রীকান্ত আগে পেটাঙ্গি উতার ॥৩৬॥
প্রভু কহেন শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনোদুঃখ।
কিছু না বলিহ করুক যাতে ইহার সুখ ॥৩৭॥
বৈষ্ণবের সমাচার গোসাঞি পুছিল।
একে একে সবার নাম শ্রীকান্ত জানাইল ॥৩৮॥
দুঃখ পাঞা আসিয়াছে এই প্রভুর বাক্য শুনি।
জানিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভু এত অনুমানি ॥৩৯॥
শিবানন্দে নাথি মারিল ইহা না কহিলা।
এথা সব বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা ॥৪০॥
পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈল সবার মিলন।
স্ত্রী সব দূরে হৈতে কৈল প্রভু দর্শন ॥৪১॥

পেটাঙ্গি উতার বস্ত্রাবৃত দেহেন প্রণাম নিবেধাং তথাহি। বস্ত্রেণাবৃত-দেহস্তু যো নরঃ প্রণমেদ্ধরিং। শিত্রী ভবতি মূঢ়াত্মাসপ্তজন্মনি ভাবিনীতি তন্ত্রং ॥৩৬॥

আমার মাতুলের চৈতন্য পারিষদ বলিয়া খ্যাতি ইত্যন্বয় ॥৩৩॥৩৪॥

পেটাঙ্গি—অঙ্গবরক্ষক। জামা ইতি ভাষা। উতার—খুলে রাখ। কেননা তন্ত্রে বস্ত্রাবৃত দেহে প্রণাম নিবেধ আছে, যথা "বস্ত্রাবৃত দেহ যে মনুষ্য হরিকে প্রণাম করে, তাহার গাত্রে সাত জন্ম শ্বেতকুষ্ঠ হয় ॥৩৬॥—॥৩৮॥

জানিলা—শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীশিবানন্দকে পাদপ্রহার করিয়াছেন, ইহা সর্ব্বজ্ঞতাপ্রযুক্ত প্রভু জানিয়াছেন, এইটি শ্রীকান্ত অনুমান করিয়া "শিবানন্দ"

বাসা ঘর পূর্ব্ববৎ সবারে দেয়াইল।
মহাপ্রসাদ ভোজনে প্রভু সবে বোলাইল ॥৩২॥
শিবানন্দ তিন পুত্র গোসাঞিকে মিলাইল।
শিবানন্দ সম্বন্ধে সবায় বহু কৃপা কৈল ॥৪৩॥
ছোটপুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিল।
পরমানন্দ দাস নাম সেন জানাইল ॥৪৪॥
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভু স্থানে আইলা।
তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিলা ॥৪৫॥
এইবার তোমার যেই হইবে কুমার।
পুরীদাস বলি নাম ধরিবে তাহার ॥৪৬॥
তবে মাতার গর্ভে হয় সেইত কুমার।
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তার ॥৪৭॥
প্রভু আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দ দাস।
পুরীদাস করি প্রভু করে উপহাস ॥৪৮॥
শিবানন্দ যবে সেই বালকে মিলাইল।
মহাপ্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ তাঁর মুখে দিল ॥৪৯॥
শিবানন্দের ভাগ্যসিন্ধুর কেবা পায় পার।
যার সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে আপনার ॥৫০॥
তবে সব ভক্ত লঞা করিল ভোজন।
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল করি আচমন ॥৫১॥
শিবানন্দের প্রকৃতি পুত্র যাবৎ এথায়।
আমার অবশেষ পাত্র তারা যেন পায় ॥৫২॥
নদীয়াবাসী মোদক তার নাম পরমেশ্বর।
মোদক বেচে প্রভুর বাটীর নিকট তার ঘর ॥৫৩॥
বালক কালে প্রভু তার ঘরে বারবার যান।
দুগ্ধ খণ্ড মোদক দেয় প্রভু তাহা খান ॥৫৪॥

ইতি পর পরারে অন্বয় ॥৩৯॥—॥৫১॥

প্রকৃতি—পত্নী। যাবৎ—যত দিন ॥৫২—॥৫৭॥

প্রভু বিষয় স্নেহ তাঁর বালক কাল হৈতে।
সে বৎসর সে আইল প্রভুকে দেখিতে ॥৫৫॥
পরমেশ্বর। মুঞি বলি দণ্ডবৎ কৈল।
তাঁরে দেখি প্রভু প্রীতে তাঁহারে পুছিল ॥৫৬॥
পরমেশ্বর কুশল হয়, ভাল হৈল আইলা।
মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে প্রভুকে কহিলা ॥৫৭॥
মুকুন্দার মাতার নাম শুনি প্রভুর সঙ্কোচ হৈল।
তথাপি তাঁহার প্রীতে কিছু না বলিল ॥৫৮॥
প্রশ্রয় পাগল শুদ্ধ বৈদগ্ধী না জানে।
অন্তরে সুখী হৈলা প্রভু তাঁর সেই গুণে ॥৫৯॥
পূর্ব্ববৎ সবা লঞা গুণ্ডিচা মার্জ্জন।
রথ আগে পূর্ব্ববৎ করিল নর্ত্তন ॥৬০॥
চাতুর্ম্মাস্য সব যাত্রা কৈল দরশন।
মালিনী প্রভৃতি প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ ॥৬১॥
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য আনিয়াছে দেশ হৈতে।
সেই ব্যঞ্জন করি ভিক্ষা দেন ঘর ভাতে ॥৬২॥
দিনে নানা ক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ।
রাত্রেতে কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রভু করেন রোদন ॥৬৩॥
এইমত নানা লীলায় চাতুর্ম্মাস্য গেল।
গৌড় দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল ॥৬৪॥

মুকুন্দ—ঐ পরমেশ্বরের পুত্র। মুকুন্দার মাতা এই স্ত্রীলোকের নামোল্লেখে প্রভুর সঙ্কোচ হয় ॥৫৮॥

প্রশ্রয় পাগল—অর্থাৎ প্রেমোন্মত্ত জন। শুদ্ধ—সরল হৃদয়। অতএব বৈদগ্ধী—চতুরতা, জানেনা। তবে কিনা প্রভুর নিকট স্ত্রীলোকের নামোল্লেখ করা নিষেধ থাকিলেও সরল হৃদয় নিবন্ধন তিনি তথায় স্ত্রীলোকের নামোল্লেখ করেন ॥৫৯।৬০॥

সব যাত্রা—শ্রীজগন্নাথের সকল উৎসব। মালিনী—শ্রীবাস পত্নী ॥৬১॥

ঘর ভাতে—গৃহে অন্নাদি পাক করিয়া ॥৬২॥—৬৬॥

সব ভক্তগণ করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।
সর্ব্ব ভক্তে কহেন প্রভু মধুর বচন ॥৬৫॥
প্রতিবর্ষে আইস সবে আমারে দেখিতে।
আসিতে যাইতে দুঃখ পায় বহুমতে ॥৬৬॥
তোমা সবার দুঃখ জানি, নারি নিষেধিতে।
তোমা সবার সঙ্গ সুখ লোভ বাড়ে চিত্তে ॥৬৭॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল গৌড়েতে রহিতে।
আজ্ঞা লঙ্ঘি আইসেন তাঁরে কি পারি বলিতে ॥৬৮॥
আইসেন আচার্য্য গোসাঞি মোরে কৃপা করি।
প্রেম ঋণে বদ্ধ আমি শুধিতে না পারি ॥৬৯॥
মোর লাগি স্ত্রী পুত্র গৃহাদি ছাড়িয়া।
নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি আসেন ধাইয়া ॥৭০॥
আমি এই নীলাচলে রহি যে বসিয়া।
পরিশ্রম নাহি মোর তোমা সবা লাগিয়া ॥৭১॥
সন্ন্যাসী মানুষ মোর নাহি কিছু ধন।
কি দিয়া তোমা সবার ঋণ করিব শোধন ॥৭২॥
দেহ মাত্র ধন সবায় কৈল সমর্পণ।
তাহাঁ বিকাই যাহাঁ বেচিতে তোমার মন ॥৭৩॥
প্রভুর বচনে সবার সার্দ্র হৈল মন।
অঝর নয়নে সবে করেন ক্রন্দন ॥৭৪॥
প্রভু সবার গলা ধরি করেন রোদন।
কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে সবায় কৈল আলিঙ্গন ॥৭৫॥
সবাই রহিল কেহ চলিতে নারিল।
আর দিন পাঁচ সাত এইমতে গেল ॥৭৬॥

যাতায়াতে তোমাদের সকলকার দুঃখ জানি, তথাপি নিষেধ করিতে পারি না, যেহেতু "তোমা সবার" ইত্যাদি ॥৬৭॥৬৮॥

আচার্য্য—শ্রীঅদ্বৈত ॥৬৯॥—॥৭৩॥

অঝর নয়নে—অর্থাৎ চক্ষুর জল চক্ষুতে রাখিয়া ॥৭৪॥—॥৭৬॥

অদ্বৈত অবধূত কিছু কহে প্রভু পায়।
সহজে তোমার গুণে জগৎ বিকায় ॥৭৭॥
আর তাতে বান্ধ ঐছে কৃপা বাক্য ডোরে।
তোমা ছাড়ি কেবা কাহাঁ যাইবারে পারে ॥৭৮॥
তবে প্রভু সবাকারে প্রবোধিয়া।
সবারে বিদায় দিল সুস্থির হইয়া ॥৭৯॥
নিত্যানন্দে কহিল তুমি না আসিহ বারবার।
তথাই আমার সঙ্গ হইবে তোমার ॥৮০॥
চলিলা সব ভক্তগণ রোদন করিয়া।
মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হইয়া ॥৮১॥
নিজ কৃপাগুণে প্রভু বান্ধিল সবারে।
মহাপ্রভুর কৃপা ঋণ কে শুধিতে পারে ॥৮২॥
যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
তাতে তাহাঁ ছাড়ি লোক যায় দেশান্তর ॥৮৩॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
ঈশ্বর চরিত্র কিছু বুঝন না যায় ॥৮৪॥
পূর্ব্ববর্ষে জগদানন্দ আই দেখিবারে।
প্রভু আজ্ঞা লয়ে আইল নদীয়া নগরে ॥৮৫॥
আইর চরণ যাই করিল বন্দন।
জগন্নাথের প্রসাদ বস্ত্র কৈল নিবেদন ॥৮৬॥
প্রভুর নাম করি মাতাকে দণ্ডবৎ কৈল।
প্রভুর বিনতি স্তুতি মাতাকে কহিল ॥৮৭॥

অদ্বৈত এবং অবধূত—শ্রীনিত্যানন্দ। পায়—চরণে ॥৭৭॥—॥৮২॥

যদি বল, শ্রীমহাপ্রভু ভক্তগণকে নিজকৃপারজ্জুতে যদি বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, তবে কেন তাঁহারা প্রভুকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যায়েন? ইহাতে বলিতেছেন "যারে" ইতি দুই পয়ারে। অর্থাৎ শ্রীমহাপ্রভু যাঁহাকে যে স্থানে পাঠান তিনি তাঁহার কৃপায় বদ্ধ থাকিলেও সেই স্থানে যান ॥৮৩, ৮৪॥

আই—মাতা, অর্থাৎ শ্রীশচী ॥৮৫॥—॥৮৮॥

জগদানন্দ পাইয়া মাতা আনন্দিত মনে।
তিহোঁ প্রভুর কথা কহে শুনে রাত্রি দিনে ॥৮৮॥
জগদানন্দ কহে, মাতা কোন কোন দিনে।
তোমার এথা আসি প্রভু করেন ভোজনে ॥৮৯॥
ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞা।
মাতা আজি খায়্‌ইলেন আকণ্ঠ পূরিয়া ॥৯০॥
আমি যাই ভোজন করি মাতা নাহি জানে।
সাক্ষাতে আমি খাই তিহোঁ স্বপ্ন হেন মানে ॥৯১॥
মাতা কহে কভো রান্ধি উত্তম ব্যঞ্জন।
নিমাঞি ইহা খায় ঐছে হয় মোর মন ॥৯২॥
নিমাঞি খাইয়াছে ঐছে হয় মোর মন।
পাছে জ্ঞান হয় মুঞি দেখিনু স্বপন ॥৯৩॥
এইমত জগদানন্দ শচীমাতা সনে।
চৈতন্যের সুখ কথা কহে রাত্রি দিনে ॥৯৪॥
নদীয়ার ভক্তগণ সবারে মিলিলা।
জগদানন্দ পাঞা সবে আনন্দিত হৈলা ॥৯৫॥
আচার্য্যে মিলিতে তবে গেলা জগদানন্দ।
জগদানন্দ পাঞা আচার্য্যের হৈল আনন্দ ॥৯৬॥
বাসুদেব মুরারি গুপ্ত জগদানন্দ পায়্যা।
আনন্দে রাখিল ঘরে না দেন ছাড়িয়া ॥৯৭॥
চৈতন্যের মর্ম্মকথা শুনে তার মুখে।
আপনা পাসরে সবে চৈতন্য কথা সুখে ॥৯৮॥
জগদানন্দ মিলিতে যায় যেই ভক্ত ঘরে।
সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে ॥৯৯॥
চৈতন্যের প্রিয়পাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে সেই মানে পাইল চৈতন্য ॥১০০॥

মাতা—হে মাতঃ! কোন কোন দিনে প্রভু—শ্রীচৈতন্য, তোমার এথা—এখানে, অ দিয়া ভোজন করেন। ইত্যন্বয়ঃ ॥৮৯॥—॥৯৫॥

আচার্য্য—শ্রীঅদ্বৈত ॥৯৬॥—॥১০০॥

শিবানন্দ সেন গৃহে যাইয়া রহিল।
চন্দনাদি তৈল তাহাঁ এক মাত্রা কৈল ॥১০১॥
সুগন্ধি করিয়া তৈল গাগরী ভরিয়া।
নীলাচলে লঞা আইল যতন করিয়া ॥১০২॥
গোবিন্দের ঠাঞি তৈল ধরিয়া রাখিল।
প্রভু অঙ্গে তৈল দিতে গোবিন্দে কহিল ॥১০৩॥
তবে প্রভু ঠাঞি গোবিন্দ কৈল নিবেদন।
জগদানন্দ চন্দনাদি তৈল আনিয়াছেন ॥১০৪॥
তার ইচ্ছা প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়।
পিত্ত বায়ু প্রকোপ শান্ত হঞা যায় ॥১০৫॥
এক কলস সুগন্ধি তৈল গৌড়ে করিয়া।
ইহাঁ আনিয়াছেন বহু যতন করিয়া ॥১০৬॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার ॥১০৭॥
জগন্নাথে দেহ তৈল দীপ যেন জ্বলে।
তার পরিশ্রম যেন হয়েত সকলে ॥১০৮॥
এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল।
মৌন করি রহিল পণ্ডিত কিছু না কহিল ॥১০৯॥
দিন দশ গেলে গোবিন্দ জানাল্য আরবার।
পণ্ডিতের ইচ্ছা তৈল করেন অঙ্গীকার ॥১১০॥

শিবানন্দ সেন জাতিতে বৈদ্য, এ নিমিত্ত তাঁহার গৃহে প্রভুর নিমিত্ত অর্থাৎ উপবাসাদি জন্য প্রভুর শরীর শুষ্ক হয়, এ নিমিত্ত যক্ষ্মাধিকারোক্ত মহাচন্দনাদি তৈল এক মাত্রা (ষোল সের) প্রস্তুত করিয়া লয়েন, এ তৈলের গুণ পশ্চাদুক্ত "পিত্তবায়ু—" পয়ারে ব্যক্ত হইবে ॥১০১॥—॥১০৪॥

ঐ তৈলের গুণ বলিতেছেন "পিত্ত" ইতি। তদ্বথা ভৈষজ্যরত্নাবলীর যক্ষ্মাধিকারে ;—

"বাতপিত্তহরং বৃষ্যং ধাতুপুষ্টিকরং পরং"।

ইত্যাদি ॥১০৫॥—॥১০৮॥

শুনি প্রভু কহেন কিছু সক্রোধ বচন।
মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন ॥১১১॥
এই সুখ লাগি আমি করাছি সন্ন্যাস।
আমার সর্ব্বনাশ তোমা সবার পরিহাস ॥১১২॥
পথে যাতে তৈলগন্ধ মোর যেই পাবে।
দারী সন্ন্যাসী করি আমারে কহিবে ॥১১৩॥
শুনি প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা।
প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভু স্থানে আল্যা ॥১১৪॥
প্রভু কহেন পণ্ডিত তৈল আনিলা গৌড় হতে।
আমিত সন্ন্যাসী তৈল না পারি লইতে ॥১১৫॥
জগন্নাথে দেহ লঞা দীপ যেন জ্বলে।
তোমার সকল শ্রম হইবে সফলে ॥১১৬॥
পণ্ডিত কহে কে তোমাকে কহে মিথ্যা বাণী।
আমি গৌড় হৈতে কভু তৈল নাহি আনি ॥১১৭॥
এত বলি ঘর হৈতে তৈল কলস আনিয়া।
প্রভুর আগে আঙ্গিনাতে ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥১১৮॥
তৈল ভাঙ্গি সেই পথে নিজ ঘর গিয়া।
শুইয়া রহিল ঘরে কবাট মারিয়া ॥১১৯॥
তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁর দ্বার যাঞা।
উঠহ পণ্ডিত করি কহেন ডাকিয়া ॥১২০॥
আজি ভিক্ষা দেহ মোরে করিয়া রন্ধন।
মধ্যাহ্নে আসিব এবে যাই দরশনে ॥১২১॥

পণ্ডিত—শ্রীজগদানন্দ ॥১০৯॥—॥১১২॥

দারী—স্ত্রী সঙ্গী ॥১১৩॥—॥১১৬॥

আমি তৈল আনি নাই, ইহার অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বর যাহা করান জীব তাহাই করে, আমি করি ইহা অজ্ঞানবশতঃ জীবের অভিমান মাত্র, অতএব ঈশ্বর তুমিই (শ্রীচৈতন্য) তৈল প্রস্তুত করাইয়াছ আমি করি নাই। দ্বিতীয়তঃ তোমার (শ্রীচৈতন্যের) মর্দ্দনের নিমিত্তই তৈল আনিয়াছি, তাহা যখন হইল না, তখন তৈলও আনা হয় নাই। ইহাতে তাঁহার কথা মিথ্যাও হইল না জানিবেন ॥১১৭॥—॥১২০॥

এতবলি প্রভু গেলা পণ্ডিত উঠিলা।
স্নান করি নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিলা ॥১২২॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে।
পাদ প্রক্ষালন করি বসিলা আসনে ॥১২৩॥
সরুত শালির কলাপাতে স্তূপ কৈল।
ভোঙ্গা ভরি নানা ব্যঞ্জন চৌদিগে ধরিল ॥১২৪॥
অন্ন ব্যঞ্জনোপরি তুলসী মঞ্জরী।
জগন্নাথের পিঠাপানা আগে আনি ধরি ॥১২৫॥
প্রভু কহে দ্বিতীয় পাত্রে বাঢ় অন্ন ব্যঞ্জন।
তোমায় আমায় আজি একত্র করিব ভোজন ॥১২৬॥
হস্ত তুলি রহিলা প্রভু না করে ভোজন।
তবে পণ্ডিত কহে কিছু সপ্রেম বচন ॥১২৭॥
আপনে প্রসাদ লয়েন পাছে মুঞি লইমু।
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিমু ॥১২৮॥
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলা।
ব্যঞ্জনের স্বাদ পায়া কহিতে লাগিলা ॥১২৯॥
ক্রোধাবেশে পাকের হয় এত বড় স্বাদ।
অতএব জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের প্রসাদ ॥১৩০॥
আপনে খাইবেন কৃষ্ণ তাহার লাগিয়া।
তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিয়া ॥১৩১॥
ঐছে অমৃত অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করে বর্ণন ॥১৩২॥
পণ্ডিত কহে যে খাইবে সেই পাককর্ত্তা।
আমি সব কেবল মাত্র সামগ্রী আহর্ত্তা ॥১৩৩॥

ভিক্ষা—ভোজন। এখানে অভিপ্রায় এই যে, পত্নী যতই ক্রোধ করুক না কেন, পতির ভোজনেচ্ছা অন্যথা করিতে পারে না, শ্রীজগদানন্দ সত্যভামা আর শ্রীমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ, এই ভাবে বলিয়াছেন ভিক্ষা দেহ ॥১২১॥১২২॥

মধ্যাহ্নে স্নানাদি করিয়া ॥১২৩॥— ১৩৩।

পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে।
ভয়ে কিছু না বলেন প্রভু খায়েন তরাসে ॥১৩৪॥
আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত করাল্য ভোজন।
আর দিন হৈতে ভোজন হৈল দশগুণ ॥১৩৫॥
বারবার প্রভু উঠিতে করেন মন।
পুনঃ সেইকালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥১৩৬॥
কিছু বলিতে নারেন প্রভু খায়েন তরাসে।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে ॥১৩৭॥
তবে প্রভু কহে করি বিনয় সম্মান।
দশগুণ খাওয়াইলে এবে কর সমাধান ॥১৩৮॥
তবে মহাপ্রভু উঠি কৈল আচমন।
পণ্ডিত দিল মুখবাস মাল্য চন্দন ॥১৩৯॥
চন্দনাদি লঞা প্রভু বসিলা সেই স্থানে।
আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজনে ॥১৪০॥
পণ্ডিত কহেন কর যাই আপনে বিশ্রাম।
মুঞি প্রসাদ লইমু করি সব সমাধান ॥১৪১॥
রসোইর কার্য্য করিয়াছেন রামাই রঘুনাথ।
তাঁহা সবায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন ভাত ॥১৪২॥
প্রভু কহেন গোবিন্দ তুমি ইহাঁই রহিবে।
পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কহিবে ॥১৪৩॥
এত কহি মহাপ্রভু করিলা গমন।
গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন ॥১৪৪॥
তুমি শীঘ্র যাহ করিতে পাদ সম্বাহনে।
কহিও পণ্ডিত এবে বসিলা ভোজনে ॥১৪৫॥
তোমার প্রভুর শেষ রাখিব ধরিয়া।
প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি খাইহ আসিয়া ॥১৪৬॥
রামাই নন্দাই আর গোবিন্দ রঘুনাথ।
সবারে বাঁটিয়া দিল প্রভুর ব্যঞ্জন ভাত ॥১৪৭॥

তরাসে—ত্রাসে অর্থাৎ ভয়ে ভয়ে ॥১৩৪॥—॥১৪১॥
রসোইর—রন্ধনের ॥১৪২॥—॥১৪৪॥

আপনে প্রভুর প্রসাদ করিল ভোজন।
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইল পুনঃ ॥১৪৮॥
দেখ জগদানন্দ প্রসাদ খায় কি না খায়।
শীঘ্র সমাচার তুমি করিবে আমায় ॥১৪৯॥
গোবিন্দ আসি দেখি কহিল পণ্ডিতের ভোজন।
তবে মহাপ্রভু করিল স্বচ্ছন্দে শয়ন ॥১৫০॥
জগদানন্দে প্রভুতে প্রেমাচলে এইমতে।
সত্যভামা কৃষ্ণে যেন শুনি ভাগবতে ॥১৫১॥
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা।
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেহেঁই উপমা ॥১৫২॥
জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত শুনে যেই জন।
প্রেমের স্বরূপ জানে পায় প্রেমধন ॥১৫৩॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৫৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ তৈল-ভঞ্জনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥১২॥

পাদ সম্বাহন প্রভুর ইতিশেষ ॥১৪৫॥—॥১৫০॥

প্রেমাচলে—প্রেম কলহ ইত্যর্থ ॥১৫১॥১৫২॥

প্রেম বিবর্ত্ত—প্রেমের পরিণাম ॥১৫৩॥১৫৪॥

ইতি অন্ত্য-সুধাসঞ্চারিণী নাম ব্যাখ্যা দ্বাদশ ॥১২॥

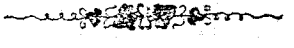

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণবিচ্ছেদ জাতার্ত্ত্যা ক্ষীণে চাপি মনস্তনূ।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈ র্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে ॥১॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥১॥
হেন মতে মহাপ্রভু জগদানন্দ সঙ্গে।
নানা মতে আস্বাদয়ে প্রেমের তরঙ্গে ॥২॥
কৃষ্ণবিচ্ছেদ দুঃখে ক্ষীণমন কায়।
ভাবাবেশে তবু প্রভু প্রফুল্লিত হয় ॥৩॥
কলার শরলাতে শয়ন ক্ষীণ অতি কায়।
শরলাতে হাড় লাগে ব্যথা হয় গায় ॥৪॥
দেখি সব ভক্তগণ মহাদুঃখ পায়।
সহিতে নারে জগদানন্দ সৃজিল উপায় ॥৫॥

কৃষ্ণস্য যো বিচ্ছেদ স্তেন জাতা প্রাদুর্ভূতা যা আর্ত্তি রুদ্বেগ স্তয়া ক্ষীণে অতি মনস্তনূ কর্ত্রো ফুল্লতাং। ইতি চং ॥১॥

যস্য মনস্তনূ কৃষ্ণবিচ্ছেদ জাতার্ত্ত্যা ক্ষীণে চ অপি ভাবৈঃ ফুল্লতাং দধাতে, তং গৌরং আশ্রয়ে। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

এই ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে শ্রীজগদানন্দের বৃন্দাবন গমন, মহাপ্রভুর দেবদাসীকৃত গান শ্রবণ ও শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি শ্রীমহাপ্রভুর কৃপা, ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

অথ ব্যাখ্যা।

যাহার মন এবং দেহ শ্রীকৃষ্ণ বিরহজাত পীড়ায় ক্ষীণ হইলেও ভাবসমূহ দ্বারা প্রফুল্লতাকে ধারণ করে, সেই শ্রীগৌরচন্দ্রকে আশ্রয় করি ॥১॥

"কৃষ্ণ বিচ্ছেদ" এই পয়ারটি উক্ত শ্লোকের অর্থরূপ জানিবেন ॥৩॥

শরলা—বাস্না ॥৪॥৫॥

সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি গৈরিক দিয়া রাঙ্গাইল।
শিমুলীর তুলা দিয়া তাহা পুরাইল ॥৬॥
এক তুলি গেণ্ডু পণ্ডিত গোবিন্দের হাতে দিল।
প্রভুকে শোয়াইহ ইহায় তাহারে কহিল ॥৭॥
স্বরূপে কহিল পণ্ডিত বিনয় বচন।
আজি আপনে যাঞা প্রভুকে করাইহ শয়ন ॥৮॥
শয়নের কালে স্বরূপ তাহাঁই রহিলা।
তুলি গেণ্ডু দেখি প্রভুর ক্রোধাবিষ্ট হৈলা ॥৯॥
গোবিন্দেরে পুছেন ইহা করাইল কোন জন।
জগদানন্দের নাম শুনি সঙ্কোচ হৈল মন ॥১০॥
গোবিন্দেরে কহি সেই তুলি দূর কৈল।
কলার শরলা উপর শয়ন করিল ॥১১॥
স্বরূপ কহে তোমার ইচ্ছা কি কহিতে পারি।
শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারি ॥১২॥
প্রভু কহেন খাট এক আনহ পাতিতে।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে ॥১৩॥
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমারে খাট তুলি গেণ্ডু মস্তক মুণ্ডন ॥১৪॥
স্বরূপ গোসাঞি আসি পণ্ডিতে কহিল।
শুনিয়া জগদানন্দের মহাদুঃখ হৈল ॥১৫॥
স্বরূপ গোসাঞি তবে সৃজিল প্রকার।
কদলীর শুষ্কপত্র আনিল অপার ॥১৬॥
নখে চিরি চিরি তাহা অতি সূক্ষ্ম কৈল।
প্রভুর বহির্বাস দুইতে সে সব ভরিল ॥১৭॥

গৈরিক—গিরিমাটী। পুরাইল—পূর্ণ করিল ॥৬॥

তুলি—তোষক। গেণ্ডু—মস্তকোপাধান। পণ্ডিত—শ্রীজগদানন্দ ॥৭॥—॥১০॥

"আনাহে" ইতি। অর্থাৎ খাটাদিতে শয়ন, কিন্তু মস্তক মুণ্ডন, ইহা অত্যন্ত অবৈধ্য ॥১৪॥—॥১৯॥

এইমত দুই কৈল ওড়ন পাড়নে।
অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে ॥১৮॥
তাতে শয়ন করে প্রভু দেখি সবে সুখী।
জগদানন্দের ভিতরে ক্রোধ বাহিরে মহাদুঃখী ॥১৯॥
পূর্ব্বে জগদানন্দের ইচ্ছা বৃন্দাবন যাত্যে।
প্রভু আজ্ঞা না দেন তাতে না পারে চলিতে ॥২০॥
ভিতরের ক্রোধ দুঃখ প্রকাশ না কৈল।
মথুরা যাত্যে প্রভু স্থানে আজ্ঞা মাগিল ॥২১॥
প্রভু কহে মথুরা যাইবে আমায় ক্রোধ করি।
আমায় দোষ লাগায়া তুমি হইবে ভিখারি ॥২২॥
জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ।
পূর্ব্বে হৈতে মোর ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন ॥২৩॥
প্রভুর আজ্ঞা নাহি তাতে না পারি যাইতে।
এবে আজ্ঞা দেও অবশ্য যাইব নিশ্চিতে ॥২৪॥
প্রভু প্রীত্যে তাঁর গমন না করে অঙ্গীকার।
তিহোঁ প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা মাগে বার বার ॥২৫॥
স্বরূপ গোসাঞিকে পণ্ডিত কৈল নিবেদন।
পূর্ব্বে হৈতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন ॥২৬॥
প্রভু আজ্ঞা বিনা তাঁহা যাইতে না পারি।
এবে আজ্ঞা না দেন মোরে ক্রোধে যাহ বলি ॥২৭॥
সহজেই মোর মন তাহাঁ যাত্যে হয়।
প্রভুর আজ্ঞা লঞা দেহ করিয়ে বিনয় ॥২৮॥
তবে স্বরূপ গোসাঞি কহেন প্রভুর চরণে।
জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে ॥২৯॥
তোমার ঠাঞি আজ্ঞা তিহোঁ মাগে বার বার।
আজ্ঞা দেহ মথুরা দেখি আসেন একবার ॥৩০॥

এবে ইতি। ক্রোধেন গচ্ছতীতি কৃত্বা আজ্ঞাং ন দদাতীত্যর্থঃ ॥২৭॥

যাত্যে—যাইতে ॥২০॥—॥২৬॥

এবে—এক্ষণে, অর্থাৎ আমার (শ্রীচৈতন্যের) প্রতি ক্রোধ করিয়া তুমি

আইকে দেখিতে যৈছে গৌড়দেশে যায়।
তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি আয় ॥৩১॥
স্বরূপ গোসাঞির বোলে প্রভু আজ্ঞা দিল।
জগদানন্দে বোলাই প্রভু তারে শিক্ষাইল ॥৩২॥
বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাইবে পথে।
আগে সাবধানে যাইহ ক্ষত্রী আদি সাথে ॥৩৩॥
কেবল গৌড়িয়া পাল্যে বাটপাড় করি বান্ধে।
সব লুটি বান্ধি রাখে যাইতে বিরোধে ॥৩৪॥
মথুরা গেলে সনাতনের সঙ্গেতে রহিবে।
মথুরার স্বামী সবের চরণ বন্দিবে ॥৩৫॥
দূরে রহি ভক্তি করি সঙ্গে না রহিবা।
তাঁ সবার আচার চেষ্টা লৈতে নারিবা ॥৩৬॥
সনাতনের সঙ্গে করিহ বন দরশন।
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িহ একক্ষণ ॥৩৭॥
শীঘ্র আসিহ এথায় তাহাঁ না রহিহ চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল ॥৩৮॥
আমিহ আসিতেছি কহিও সনাতনে।
আমার তরে এক স্থান করেন বৃন্দাবনে ॥৩৯॥
এত বলি জগদানন্দে কৈল আলিঙ্গন।
জগদানন্দ চলিলা প্রভুর বন্দিয়া চরণ ॥৪০॥
সব ভক্তগণ ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা।
বনপথে চলি চলি বারাণসী আল্যা ॥৪১॥

(শ্রীজগদানন্দ) শ্রীবৃন্দাবন যাইতেছ, এই বলিয়া প্রভু একণ তথা যাইতে আজ্ঞা দেন না ॥২৭॥—॥৩০॥

আইকে—মাতাকে অর্থাৎ শ্রীশচীকে। যৈছে—যেমন। আয়—আইসে ॥৩১॥—॥৩৮॥

আমিহ—শ্রীচৈতন্যও। আসিতেছি—শ্রীবৃন্দাবন যাইব। এখানে ইহা জানিবেন, শ্রীমহাপ্রভুর পুনঃ শ্রীবৃন্দাবন গমন কথা না থাকিলেও এই বাক্যে জানা যাইতেছে তিনি পুনরায় শ্রীবৃন্দাবন গিয়াছিলেন। নচেৎ তাঁহার বাক্য

তপনমিশ্র চন্দ্রশেখর দুহাঁরে মিলিলা।
তাঁর ঠাঞি প্রভুর পূর্ব্বকথা যে শুনিলা ॥৪২॥
মথুরায়ে আসিয়া মিলিলা সনাতনে।
দুই জনের সঙ্গে দুহেঁ আনন্দিত মনে ॥৪৩॥
সনাতন করাইলা দ্বাদশ বন দরশন।
গোকুলে রহিলা দুহেঁ দেখি মহাবন ॥৪৪॥
সনাতনের গোফাতে দুহেঁ রহে এক ঠাঞি।
পণ্ডিত পাক করেন দেবালয়ে যাই ॥৪৫॥
সনাতন ভিক্ষা করেন যাই মহাবনে।
কভু দেবালয়ে কভু ব্রাহ্মণ সদনে ॥৪৬॥
সনাতন পণ্ডিতের করে সমাধান।
মহাবনে দেন আনি মাগি অন্ন পান ॥৪৭॥
এক দিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিল।
নিত্যকৃত্য করি তিহেঁ পাক চড়াইল ॥৪৮॥
মুকুন্দ সরস্বতী নাম সন্ন্যাসী মহাজনে।
এক বহির্ব্বাস তিহোঁ দিল সনাতনে ॥৪৯॥
সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বান্ধিয়া।
জগদানন্দের বাসা দ্বারে বসিলা আসিয়া ॥৫০॥
রাতুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
মহাপ্রভুর প্রসাদ জানি তাঁহারে পূছিলা ॥৫১॥
কাহাঁ পাইলে তুমি এই রাতুল বসন।
মুকুন্দ সরস্বতী দিলেন কহে সনাতন ॥৫২॥
শুনি পণ্ডিতের মনে ক্রোধ উপজিলা।
ভাতের হাণ্ডি লঞা তাঁরে মারিতে আইলা ॥৫৩॥
সনাতন তাঁরে জানি লজ্জিত হইলা।
বলিতে লাগিলা পণ্ডিত হাণ্ডি চুলাতে ধরিয়া ॥৫৪॥

মিথ্যা হয় ॥৩৯—॥৪৪॥

গোফা—ক্ষুদ্র অথচ গুহাভূগর্ভ গৃহ। পণ্ডিত—শ্রীজগদানন্দ ॥৪৫—॥৫০॥

রাতুল—রক্তবর্ণ। প্রসাদ—অর্থাৎ প্রসাদী বস্ত্র ॥৫১—॥৫৮॥

তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ প্রধান।
তোমা সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন ॥৫৫॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে।
কোন ঐছে হয় ইহা পারে সহিবারে ॥৫৬॥
সনাতন কহে সাধু পণ্ডিত মহাশয়।
তোমা সম চৈতন্যের প্রিয় কেহ নয় ॥৫৭॥
ঐছে চৈতন্য নিষ্ঠা আছয়ে তোমাতে।
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে ॥৫৮॥
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষে দেখিল ॥৫৯॥
রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না জুয়ায়।
কোন পরদেশিকে দিব কি কার্য্য ইহায় ॥৬০॥
পাক করি জগদানন্দ চৈতন্যে সমর্পিল।
দুই জন বসি তবে প্রসাদ পাইল ॥৬১॥
প্রসাদ পাই অন্যান্যে কৈল আলিঙ্গন।
চৈতন্য বিরহে দুহেঁ করেন ক্রন্দন ॥৬২॥
এইমতে মাস দুই রহিলা বৃন্দাবনে।
চৈতন্য বিরহ দুঃখ না যায় সহনে ॥৬৩॥
মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিল সনাতনে।
আমিহ আসিতেছি রহিতে করিহ একস্থানে ॥৬৪॥
জগদানন্দ পণ্ডিত তবে আজ্ঞা মাগিল।
সনাতন প্রভুকে কিছু ভেটবস্তু দিল ॥৬৫॥
রাসস্থলীর ধূলি আর গোবর্দ্ধনের শিলা।
শুষ্ক পক্ক পীলুফল আর গুঞ্জামালা ॥৬৬॥

"যাহা" ইতি। ইহা প্রকাশ পাইতেছে এই যে, শ্রীজগদানন্দের শ্রীচৈতন্য-নিষ্ঠা পরীক্ষার নিমিত্ত শ্রীসনাতন শ্রীবৃহদ্ভ সরস্বতীর বস্ত্র মস্তকে ধারণ করেন ॥৫৯॥

পরদেশিকে—বিদেশী ব্যক্তিকে ॥৬০॥—॥৬২॥

রহি—থাকিয়া, শ্রীজগদানন্দ ইতিশেষ ॥৬৩॥

জগদানন্দ পণ্ডিত চলিলা সব লঞা।
ব্যাকুল হৈলা সনাতন তাঁরে বিদায় দিয়া ॥৬৭॥
প্রভুর নিমিত্ত স্থান মনে বিচারিল।
দ্বাদশাদিত্য টীলায় এক মঠ পাইল ॥৬৮॥
সেই স্থান রাখিল গোসাঞি সংস্কার করিয়া।
মঠের আগে রাখিল এক চালি বান্ধিয়া ॥৬৯॥
শীঘ্র চলি নীলাচলে গেলা জগদানন্দ।
ভক্ত সহ প্রভুর হৈল পরম আনন্দ ॥৭০॥
প্রভুর চরণ বন্দি সবারে মিলিলা।
মহাপ্রভু তারে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥৭১॥
সনাতনের নামে পণ্ডিত দণ্ডবৎ কৈল।
রাসস্থলীর ধূলি আদি সব ভেট দিল ॥৭২॥
সব দ্রব্য রাখিলেন পীলু দিলেন বাঁটিয়া।
বৃন্দাবনের ফল বলি খাইল হৃষ্ট হঞা ॥৭৩॥
যেই জানে সেই আঁটি সহিত গিলিল।
যে না জানে গোঁড়িয়া পীলু চাবায়া খাইল ॥৭৪॥
মুখে তার ছাল গেল জিহ্বায় পরে লালা।
বৃন্দাবনের পীলু খাইতে এই এক খেলা ॥৭৫॥
জগদানন্দের আগমনে সবার উল্লাস।
এই মতে নীলাচলে প্রভুর বিলাস ॥৭৬॥
এক দিন প্রভু যমেশ্বর টোটা যাত্যে।
সেই কালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে ॥৭৭॥
গুর্জ্জরীরাগ লঞা সুমধুর স্বরে।
গীতগোবিন্দের পদ গায় জগমনোহরে ॥৭৮॥
দূরে গান শুনি প্রভুর হইল আবেশ।
স্ত্রী পুরুষ কে গায় না জানি বিশেষ ॥৭৯॥

সন্দেশ—সংবাদ। তাহা এই যে "আমি" ইত্যাদি ॥৬৪॥—॥৬৭॥

দ্বাদশাদিত্য টীলা—উন্নতস্থান। এক্ষণ যেখানে শ্রীমদনমোহনের পুরাতন শ্রীমন্দির আছে ॥৬৮॥—॥৭৬॥

তারে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা।
পথে সিজের বাড়ি হয় কুটিয়া চলিলা ॥৮০॥
অঙ্গে কাঁটা লাগিল ইহা কিছুই না জানিলা।
আস্তেব্যস্তে গোবিন্দ তাঁর পাছেতে ধাইলা ॥৮১॥
ধাইয়া যায়েন প্রভু, স্ত্রী আছে অল্প দূরে।
স্ত্রী গায় বলি গোবিন্দ প্রভু কৈল কোলে ॥৮২॥
স্ত্রী নাম শুনি প্রভুর বাহ্য জ্ঞান হৈলা।
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি আইলা ॥৮৩॥
প্রভু কহে গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন।
স্ত্রী পরশ হইলে হইত আমার মরণ ॥৮৪॥
এই ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।
গোবিন্দ কহেন জগন্নাথ রাখেন, মুঞি কোন ছার ॥৮৫॥
প্রভু কহেন গোবিন্দ মোর সঙ্গেই রহিবা।
যাহাঁ তাহাঁ মোর রক্ষায় সাবধান হইবা ॥৮৬॥
এত বলি লেউটি প্রভু গেলা নিজ স্থানে।
শুনি মহা ভয় পাইল স্বরূপাদি মনে ॥৮৭॥
এথা তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য।
প্রভুকে দেখিতে চলিলা ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য ॥৮৮॥
কাশী হৈতে চলিলা তিহোঁ গৌড় পথ দিয়া।
সঙ্গে সেবক চলে তাঁর ঝালি সাজাইয়া ॥৮৯॥
পথে তাঁরে মিলিলা বিশ্বাস রামদাস।
বিশ্বাসখানার কায়স্থ তিহোঁ রাজার বিশ্বাস ॥৯০॥

দেবদাসী—শ্রীজগন্নাথের অগ্রে নৃত্য গীতাদিকারী স্ত্রীলোক বিশেষ ॥৭৭॥—॥৭৯॥

সিজের—মনসা নামক কণ্টকবৃক্ষ বিশেষের ॥৮০॥—॥৮২॥

বাহুড়ি—ফিরিয়া ॥৮৩॥—॥৮৬॥

লেউটি—ফিরিয়া ॥৮৭॥—॥৮৯॥

বিশ্বাসখানার—তন্নামক স্থানের। রাজার বিশ্বাস—রাজার বিশ্বাসপাত্র। অথবা রাজদত্ত বিশ্বাস এই প্রাপ্ত উপাধি ॥৯০॥

সর্ব্ব শাস্ত্রে প্রবীণ কাব্যপ্রকাশ অধ্যাপক।
পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ উপাসক ॥৯১॥
অষ্ট প্রহর রামনাম জপেন রাত্রি দিনে।
সর্ব্বত্যাগী চলিলা জগন্নাথ দরশনে ॥৯২॥
রঘুনাথ ভট্টের সনে পথেতে মিলিলা।
ভট্টের ঝালি মাথে করি বহিয়া চলিলা ॥৯৩॥
নানা সেবা করি করে পাদ সম্বাহন।
তাতে রঘুনাথের হয় সঙ্কুচিত মন ॥৯৪॥
তুমি বড় লোক মহাপণ্ডিত ভাগবতে।
সেবা না করিহ সুখে চল মোর সাথে ॥৯৫॥
রামদাস কহে আমি শূদ্র অধম।
ব্রাহ্মণের সেবা এই মোর নিজ ধর্ম্ম ॥৯৬॥
সঙ্কোচ না কর তুমি আমি তোমার দাস।
তোমার সেবা করিলে হয় হৃদয় উল্লাস ॥৯৭॥
এত বলি ঝালি বহেন করেন সেবনে।
রঘুনাথের তারকমন্ত্র জপে রাত্রি দিনে ॥৯৮॥
এই মতে রঘুনাথ আসি নীলাচলে।
প্রভুর চরণে যাঞা মিলিলা কুতূহলে ॥৯৯॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করি ভট্ট পড়িলা চরণে।
প্রভু রঘুনাথ জানি কৈল আলিঙ্গনে ॥১০০॥
মিশ্র আর শেখরের প্রণাম জানাইল।
মহাপ্রভু তাঁ সবার বার্ত্তা পুছিল ॥১০১॥
ভাল হৈল আইলে দেখ কমললোচন।
আজি আমার এথা করিবে প্রসাদ ভোজন ॥১০২॥
গোবিন্দেরে কহি এক বাসা দেওয়াইল।
স্বরূপাদি ভক্তগণ সঙ্গে মিলাইল ॥১০৩॥
এই মত প্রভুর সঙ্গে রহিলা অষ্টমাস।
দিনে দিনে প্রভুর কৃপা বাঢ়য়ে উল্লাস ॥১০৪॥

কাব্যপ্রকাশ—তন্নামক অলঙ্কারশাস্ত্র বিশেষ ॥৯১॥—॥১০০॥
মিশ্র—তপনমিশ্র। শেখর—চন্দ্রশেখর ॥১০১॥

মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করেন নিমন্ত্রণ।
ঘর ভাত করেন আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥১০৫॥
রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ।
যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম ॥১০৬॥
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভট্টের ভক্ষণ ॥১০৭॥
রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু তাঁরে অধিক কৃপা না করিলা ॥১০৮॥
অন্তরে মুমুক্ষু তেহোঁ বিদ্যা গর্ব্ববান।
সর্ব্বচিত্তজ্ঞাতা প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান ॥১০৯॥
রামদাস কৈল তবে নীলাচলে বাস।
পট্টনায়ক গোষ্ঠীকে পঢ়ায় কাব্যপ্রকাশ ॥১১০॥
অষ্ট মাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিল।
বিবাহ না করিহ বলি নিষেধ করিল ॥১১১॥
বৃদ্ধ মাতা পিতার যাই করহ সেবন।
বৈষ্ণব পাশে শ্রীভাগবত কর অধ্যয়ন ॥১১২॥
পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে।
এত বলি কণ্ঠমালা দিল তাঁর গলে ॥১১৩॥

কমললোচন—অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ ॥১০২॥—॥১০৭॥

অধিক কৃপা—অর্থাৎ সন্তোষের সহিত আন্তরিক সম্পূর্ণ কৃপা, করেন নাই ॥১০৮॥

তাহার প্রতি হেতু বলিতেছেন "অন্তরে" ইতি। অর্থাৎ রামদাসের, মুমুক্ষু—মুক্তি পাইবার ইচ্ছা, এবং বিদ্যাগর্ব্ব ছিল বলিয়া তাঁহার প্রতি তিনি অধিক কৃপা করেন নাই। ইহা তাৎকালিক, কিন্তু ইহার পর অধিক কৃপা করিয়া তাঁহার মুমুক্ষাদি পরিত্যাগ করাইয়া প্রেমভক্তি প্রদান করেন, নচেৎ শ্রীচৈতন্য জগতের সকল লোককে প্রেম প্রদান করেন, এ বাক্য মিথ্যা হয়, জানিবেন ॥১০৯॥

পট্টনায়ক—গোপীনাথ[illegible] গোষ্ঠীকে—অর্থাৎ পুত্রাদিকে ॥১১০॥

আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় তাঁরে দিলা।
প্রেমে গর গর ভট্ট কান্দিতে লাগিলা ॥১১৪॥
স্বরূপ আদি ভক্ত ঠাঞি আজ্ঞা মাগিয়া।
বারাণসী আল্যা ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা পাঞা ॥১১৫॥
চারি বৎসর পিতা মাতার সেবা কৈলা।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ঠাঞি ভাগবত পড়িলা ॥১১৬॥
পিতা মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞা।
পুনঃ প্রভুর ঠাঞি আল্যা গৃহাদি ছাড়িয়া ॥১১৭॥
পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভু পাশে ছিলা।
অষ্টমাস রহি পুনঃ প্রভু আজ্ঞা দিলা ॥১১৮॥
আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবনে।
তাহাঁ যাঞা রহ রূপ সনাতন স্থানে ॥১১৯॥
ভাগবত পঢ়িয় সদা লয় কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান ॥১২০॥
এত বলি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত হৈল ॥১২১॥
চৌদ্দ হাত জগন্নাথের তুলসীর মালা।
ছুটা পান বিঁড়া মহোৎসবে পাঞা ছিলা ॥১২২॥
সেই মালা ছুটা পান প্রভু তাঁরে দিলা।
ইষ্টদেব করি মালা ধরিয়া রাখিলা ॥১২৩॥
প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা আইলা বৃন্দাবন।
আশ্রয় করিল আসি রূপ সনাতন ॥১২৪॥
রূপ গোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পঢ়িতে প্রেমে আল্যায় তাঁর মন ॥১২৫॥

ভট্টে—শ্রীরঘুনাথকে ॥১১১॥—॥১১৬॥

কাশী পাইলে—অর্থাৎ মৃত্যু হইলে ॥১১৭॥—॥১২১॥

তুলসীপত্রনির্ম্মিত চৌদ্দ হাত মালা ইত্যর্থ। ছুটা নামক পানের বিঁড়া—খিলি ॥১২২॥—॥১২৫॥

অশ্রুকম্প গদ্গদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র কণ্ঠ রোধে বাষ্প, না পারে পড়িতে ॥১২৬॥
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ ॥১২৭॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যবে পঢ়ে শুনে।
প্রেমেতে বিহ্বল হয় কিছুই না জানে ॥১২৮॥
গোবিন্দ চরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দ চরণারবিন্দ যার প্রাণধন ॥১২৯॥
নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দের মন্দির করাইল।
বংশী মকর কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল ॥১৩০॥
গ্রাম্যবার্ত্তা নাহি শুনে না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণ কথা পূজাদিতে অষ্ট প্রহর যায় ॥১৩১॥
বৈষ্ণবের নিন্দ্য কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণ ভজন করে এইমাত্র জানে ॥১৩২॥
মহাপ্রভুর দত্তমালা মননের কালে।
প্রসাদ কড়ার সহ বান্ধিলেন গলে ॥১৩৩॥
মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল।
এইত কহিলুঁ তাঁতে চৈতন্য কৃপাফল ॥১৩৪॥
জগদানন্দের কহিলুঁ বৃন্দাবন গমন।
তার মধ্যে দেবদাসীর গান শ্রবণ ॥১৩৫॥

বাষ্প—নেত্রজল, নেত্র এবং কণ্ঠকে রোধ করাতে পড়িতে পারেন না ॥১২৬॥

পিক—কোকিল ॥১২৭॥—॥১২৯॥

মন্দির—বর্ত্তমান যাহা পুরাতন মন্দির ॥১৩০॥

গ্রাম্যবার্ত্তা—বৈষয়িক কথা ॥১৩১॥

সকলেই শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, এই মাত্র জানিতেন বলিয়া কোন বৈষ্ণবের নিন্দ্য (নিন্দনীয়) কর্ম্ম শ্রবণ করিতেন না ইত্যর্থ ॥১৩২॥

মননের কালে—মন্ত্র স্মরণ সময়ে। "মরণের কালে" ইতি কোথাও পাঠ ॥১৩৩॥

মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপা মহাবল।
এক পরিচ্ছেদে তিন কথা কহিল সকল ॥১৩৬॥
যে এই সকল কথা শুনে শ্রদ্ধা করি।
তাঁরে কৃষ্ণপ্রেমধন দেন গৌরহরি ॥১৩৭॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৩৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ বৃন্দাবন গমনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥১৩॥

তাঁতে—শ্রীরঘুনাথে ॥১৩৬॥—॥১৩৮॥

ইতি অন্ত্য—সুধাসঞ্চারিণী নাম ব্যাখ্যা ত্রয়োদশ ॥১৩॥

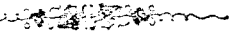

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া।
যদ্‌যদ্ব্যধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান।
জয় জয় গৌরচন্দ্র ভক্তগণ প্রাণ ॥১॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য জীবন।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌর প্রিয়তম ॥২॥
জয় স্বরূপ শ্রীবাসাদি প্রভু ভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্য বর্ণন ॥৩॥
প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর ॥৪॥
বুঝিতে না পারি যাহা বর্ণিতে কে পারে।
সেই বুঝে বর্ণে চৈতন্য শক্তি দেন যারে ॥৫॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ ॥৬॥
সে কালে এ দুই রহেন মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চা কর্ত্তা রহেন দূর দেশে ॥৭॥

কৃষ্ণবিচ্ছেদ বিভ্রান্ত্যা কৃষ্ণবিরহজাতয়া ভ্রান্ত্যা যদ্ যৎ ভাবচেষ্টাদিকং। ইতি শ্লোকমালা ॥১॥

গৌরাঙ্গঃ কৃষ্ণবিচ্ছেদ বিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া যৎ যৎ ব্যধত্ত, অধুনা তল্লেশঃ কথ্যতে। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

এই চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে শ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ চেষ্টা বর্ণিত হইয়াছেন। অন্বয় ব্যাখ্যা।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণবিরহবিভ্রমে মন, দেহ ও বুদ্ধি, এই সকল দ্বারা যাহা যাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণ তাহার কিঞ্চিন্মাত্র বলিতেছেন ॥১॥

ক্ষণে ক্ষণে অনুভবী এই দুই জন।
সংক্ষেপে বাহুল্যে করেন কড়চার গ্রন্থন ॥৮॥
স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার।
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি টীকা ব্যবহার ॥৯॥
তাতে বিশ্বাস করি শুন ভাবের বর্ণন।
হইবে ভাবের জ্ঞান পাইবে প্রেমধন ॥১০॥
কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল ॥১১॥
উদ্ধব দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ বিলাপ ॥১২॥
রাধিকার ভাবে প্রভু সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা জ্ঞান ॥১৩॥
দিব্যোন্মাদে ঐছে হয় কি ইহা বিস্ময়।
অধিরূঢ় মহাভাবে দিব্যোন্মাদ হয় ॥১৪॥

বিরহোন্মাদ—শ্রীকৃষ্ণবিরহজন্য উন্মত্ততা ॥৬॥—॥৭॥

সংক্ষেপে—অল্পের মধ্যে। বাহুল্যে—বিস্তার রূপে ॥৮॥

ঐটিকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন "স্বরূপ" ইতি। সূত্রকর্ত্তা—সংক্ষেপে বলিয়াছেন। বৃত্তিকার—বাহুল্যে বলিয়াছেন। পাঁজি—প্রস্তাবনা ॥৯॥১০॥

অতঃপর শ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ চেষ্টা বলিতেছেন "কৃষ্ণ" ইত্যাদি যাবৎ বিংশতি পরিচ্ছেদ। গোপী বলিতে এখানে শ্রীরাধা, কেননা পর পয়ারে তাহারই উল্লেখ আছে। যে দশা—পশ্চাদুক্ত "চিত্তাদ্রৌ" এই শ্লোকোক্ত দশবিধ অবস্থা। উহার উদাহরণ পশ্চাদুক্ত এই প্রকরণ ব্যাখ্যায় ব্যক্ত হইবে ॥১১॥

উদ্ধব দর্শনে—মথুরাগত শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে শ্রীবৃন্দাবনাগত উদ্ধবের দর্শনে। রাধার বিলাপ—শ্রীভাগবতে ১০ম, স্কং ৪৭ অং, ভ্রমরগীতার "মধুপ-কিতববন্ধো" ইত্যাদি দশ শ্লোকোক্ত বিলাপ ॥১২॥

যদি বল শ্রীরাধার মতন শ্রীমহাপ্রভু বিলাপ করেন কেন? ইহাতে বলিতেছেন "রাধিকার" ইতি দুই পয়ারে। অর্থাৎ আপনাকে শ্রীরাধা অভিমান করায় সেইভাবে দিব্যোন্মাদজনিত বিলাপ করেন। দিব্যোন্মাদের লক্ষণ পর শ্লোকে দেখিবেন।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়ীভাবে ১৩৭ শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামী বাক্যং ;—

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে ॥২॥
উদ্‌ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদ্যা স্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ ॥৩॥

কাং অপি গতিং উপেয়ুষঃ এতস্য মোহনাখ্যস্য ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতি ঈর্য্যতে। ইত্যন্বয়ঃ ॥২॥

উদ্‌ঘূর্ণাঃ চিত্রজল্পাদ্যাঃ বহবঃ তদ্‌ভেদাঃ মতাঃ। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩॥

অধিরূঢ় মহাভাবের লক্ষণ মধ্যের ২৩শ পরিচ্ছেদে "রূঢ় অধিরূঢ়" ৩৭ ইত্যাদি দুই পয়ার ব্যাখ্যায় দেখিবেন ॥১৩॥১৪॥

এই দুই শ্লোকের টীকা নাই, ব্যাখ্যা এই যে, অনির্ব্বচনীয় গতিকে প্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ এই মোহন নামক ভাবের ভ্রমতুল্য অনির্ব্বচনীয় বিচিত্রতাকে দিব্যোন্মাদ বলে ॥২॥

ঐ উন্মাদের উদ্‌ঘূর্ণা এবং চিত্রজল্প প্রভৃতি অনেক প্রকার প্রভেদ আছে ॥৩॥

"দিব্যোন্মাদ" ইহার লক্ষণ এই দুই শ্লোকে বলিয়াছেন।

উক্ত উদ্‌ঘূর্ণার লক্ষণ এই যে, সাধারণ হইতে বিলক্ষণ এরূপ নানাপ্রকার বিবশজনিত চেষ্টাকে উদ্‌ঘূর্ণা বলে। ইহার মূল উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়ীভাব প্রকরণে ১৩৭ শ্লোক।

উহার উদাহরণ পশ্চাদুক্ত শ্রীস্বরূপাদিকে শ্রীমহাপ্রভুর নিজ মনোভাব কথন, সিংহদ্বারে পতন, চটকপর্ব্বত গমন, এবং বনভ্রমণ ইত্যাদ্যন্তর্গত নানা চেষ্টা।

উক্ত চিত্রজল্পের লক্ষণ এই যে, প্রিয়ব্যক্তির বন্ধুদর্শনে গূঢ়ক্রোধ প্রকাশিত এবং অধিক ভাবময় যে কথন, এবং শেষে যাহাতে অধিক উৎকণ্ঠা, তাহাকে চিত্রজল্প বলে। ইহার মূল তত্রৈব ১৪০ শ্লোক। ঐ চিত্রজল্প দশ প্রকার প্রলাপবাক্যে ব্যক্ত হইবে।

এখানে ইহা জানিবেন, এই চতুর্দ্দশাদি বিংশ পরিচ্ছেদান্ত সাত পরিচ্ছেদে শ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ বর্ণিত হইয়াছে, ঐ দিব্যোন্মাদে উদ্‌ঘূর্ণা (নানা-প্রকার বৈবশ্য চেষ্টা) এবং দশ প্রকার চিত্রজল্প হয়।

তাহা হইলে এই সাত পরিচ্ছেদে যে যে বৈবশ্য চেষ্টা বলিয়াছেন, তাহা

এক দিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন।
কৃষ্ণ রাসলীলা করেন দেখেন স্বপন ॥১৫॥
ত্রিভঙ্গ সুন্দর দেহ মুরলী বদন।
পীতাম্বর বনমালা মদনমোহন ॥১৬॥
মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন।
মধ্যে রাধা সহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥১৭॥

উদ্‌ঘূর্ণা, আর দশ প্রকার যে প্রলাপ বলিয়াছেন, তাহা দশ প্রকার চিত্রজল্প, নচেৎ দশটি প্রলাপ বর্ণনার কারণ দেখা যায় না।

উদ্‌ঘূর্ণা বর্ণনার পর যে প্রলাপ বর্ণনা করিয়াছেন, সেইটির পৃথক্ সংখ্যা হইবে, আর প্রলাপ বর্ণনার মধ্যগত শ্লোকের পর যে প্রলাপ তাহা পূর্ব্ব প্রলাপের অন্তর্গত হইবে।

ফল কথা এই যে, উজ্জ্বলের স্থায়ীভাব প্রকরণে দিব্যোন্মাদ কথনে "চিত্রজল্প দশাঙ্গোঽয়ং" এই বাক্যে চিত্রজল্প দশ প্রকার বলাতে দিব্যোন্মাদাবস্থার শ্রীরাধিকা শ্রীভাগবতের ১০ স্কং ৪৭ অং ভ্রমর গীতার দশটি শ্লোকে যে দশ প্রকার চিত্রজল্প (প্রলাপ) বলিয়াছেন, শ্রীমহাপ্রভু সেই শ্রীরাধাভাবে এখানে তদনুরূপ দশ প্রকার প্রলাপ বলিয়াছেন, সুতরাং শ্রীমহাপ্রভু দশটি প্রলাপ বলিয়াছেন।

বিশেষ শ্রীপাদ গ্রন্থকারও উহা স্পষ্টই বলিয়াছেন, যথা অন্ত্যের উনবিংশে ১০০ পয়ারে "ইহার সত্যত্বে প্রমাণ শ্রীভাগবতে।

শ্রীরাধার প্রলাপ ভ্রমর "গীতাতে" ইতি।

প্রলাপের লক্ষণ এই যে, যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, সে সেস্থানে নাই, অথচ তাহাকে যাহা বলে, তাহার নাম প্রলাপ, ইহা চিত্তের অত্যন্ত ভ্রমবশতঃ হইয়া থাকে, তথাহি সাহিত্য দর্পণের ৩য়ং পং, ২১৪ সূং, "অসম্বন্ধবাক প্রলাপঃ স্যাদিত্যাদি"। উদ্‌ঘূর্ণা এবং চিত্রজল্প ভেদ ক্রমশঃ পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে ॥৯॥

তাহাতে প্রথমতঃ চিন্তাদি দশ দশার মধ্যে চিন্তাদশা কথনপূর্ব্বক শ্রীমহাপ্রভুঃ উদ্‌ঘূর্ণা (বৈবশ্য চেষ্টা) বলিতেছেন "এক দিন" ইত্যাদি "রাত্রি হৈলে" ইত্যন্তদ্বারা। "এক দিন" ইতি অর্থাৎ কোন দিন স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা দর্শন করেন ইত্যর্থ।

দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু এই জ্ঞান হইলা ॥১৮॥
প্রভুর বিলম্ব দেখি গোবিন্দ জাগাইলা।
জাগিলে স্বপ্ন জ্ঞান ভঙ্গ প্রভু দুঃখী হৈলা ॥১৯॥
দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি সমাপন।
কালে যাই কৈল জগন্নাথ দরশন ॥২০॥
যাবৎ কাল দর্শন করে গরুড়ের পাছে।
প্রভুর আগে দর্শন করে লোক লাখে লাখে ॥২১॥
উড়িয়া এক স্ত্রী ভীড়ে দর্শন না পাঞা।
গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া ॥২২॥
দেখি গোবিন্দ আস্তেব্যস্তে সেই স্ত্রীকে বর্জ্জিলা।
তারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা ॥২৩॥
আদি বৈশ্য এই স্ত্রীকে না কর বর্জ্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন ॥২৪॥

রাধা সহ ইতি। নন্থ রাধা সহ নৃত্য দর্শনেন ভেদ প্রতীতেঃ "রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত" মিত্যসংলগ্নং ভবেৎ তত্র ভেদ প্রতীতে রিতি চেন্ন, কেনোক্তা তত্র ভেদপ্রতীতিঃ কিন্তু তত্তায় মভিপ্রায়ঃ রাধায়াঃ ভাবৈঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রীণনাদিরূপঃ স্বভাব স্তদর্শনে পরমার্ত্ত্যা চিত্তাদিদশাভিঃ স্ববিমানন রূপা চেষ্টা চ সখীভাব সমাশ্রিত ইতি তেতু তস্থাং তৎসঙ্গিন্যা মপিস্তঃ অতএব তদ্ভাব সুবলিতত্বং কচিদাত্মন স্তত্তাদাত্ম্য মননেন কদাচিৎ তৎ সঙ্গিনীত্বাভিমানেন ভবেৎ অতএব তৎসুবলিতত্বং ভেদাভেদৌদাসীন্যং নেতি সর্ব্বং সুসঙ্গতং ॥১৭॥

প্রকরণার্থ মধ্যে উদ্ঘূর্ণার্থ দেখাইব, এই নিয়ম অপর সর্ব্বত্র জানিবেন ॥১৫॥১৬॥

"রাধা সহ" ইতি। এখানে যদি বল শ্রীরাধাসহ শ্রীকৃষ্ণনৃত্য দর্শনে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীরাধাভাব সংলগ্ন হয় কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে, শ্রীমহাপ্রভুর কখন শ্রীরাধাসহ অভেদ মনন, কখন তাহার সঙ্গিনী মনন, এই মননে সেই নৃত্যদর্শন, অতএব তাহা অসংলগ্ন হয় না ॥১৭॥

সেই রসে—সেই নৃত্য রসে ॥১৮॥—॥২৩॥

আদিবৈশ্য—আদি—প্রথম, বৈশ্য অর্থাৎ বিচারানভিজ্ঞ মহামূর্খ ॥২৪॥—॥২৭॥

আস্তেব্যস্তে সেই নারী ভূমেতে নামিলা।
মহাপ্রভুকে দেখি সেই চরণ বন্দিলা ॥২৫॥
তার আর্ত্তি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা।
এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা ॥২৬॥
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু মন প্রাণে।
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে ॥২৭॥
অহো ভাগ্যবতী এই, বন্দোঁ ইহার পায়।
ইহাঁর প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমার বা হয় ॥২৮॥
পূর্ব্বে আসি যবে কৈল জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২৯॥
স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন।
যাহাঁ তাহাঁ সর্ব্বত্র দেখে মুরলীবদন ॥৩০॥
এবে যদি স্ত্রীকে দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামের স্বরূপ দেখিল ॥৩১॥
কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ ঐছে হৈল মন।
কাহাঁ কুরুক্ষেত্রে আইলাম, কাহাঁ বৃন্দাবন ॥৩২॥
প্রাপ্ত রত্ন হারাইল ঐছে ব্যগ্র হৈলা।
বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজ বাসা আইলা ॥৩৩॥
ভূমির উপরে বসি নিজ নখে ভূমি লেখে।
অশ্রু গঙ্গা নেত্রে বহে কিছুই না দেখে ॥৩৪॥
পাইলুঁ বৃন্দাবননাথ পুনঃ হারাইলুঁ।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ কাহাঁ মুঞি আইলুঁ ॥৩৫॥

এই—উড়িয়া স্ত্রীলোক। পায়—চরণ ॥২৮॥

পূর্ব্বে—অর্থাৎ সেই দিবস প্রথমে ॥২৯॥—॥৩১॥

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতেছি, এইটি তখন মনে হইল।

এই কুরুক্ষেত্রাদি চারি পয়ারে দশ দশার মধ্যে প্রভুর চিন্তাদশা বলা হইল। উহার লক্ষণ এই যে, অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অনভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তি জন্য যে ধ্যান, তাহাকে চিন্তা বলে। ইহাতে দীর্ঘনিশ্বাস, অধো-

স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গর গর মন।
বাহ্য হৈলে হয় যেন হারাইনু ধন ॥৩৬॥
উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করে স্নান ভোজন কৃত্য ॥৩৭॥
রাত্রি হৈলে স্বরূপ রামানন্দে লইয়া।
আপন মনের ভাব কহে উঘাড়িয়া ॥৩৮॥

তথাহি গোস্বামী পাদোক্ত শ্লোকঃ ;—

প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্তঃ আত্মা,
যযৌ বিষাদোজ্ঝিত দেহগেহঃ।
গৃহীত কাপালিক ধর্ম্মকোমে,
বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ ॥৪॥

যথা রাগঃ ;—

প্রাপ্ত কৃষ্ণ হারাইয়া, তার গুণ সোঙরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হাহা হরি হরি,
ধৈর্য্য গেল হইল চপল ॥৩৯॥

প্রাপ্ত ইতি। আদৌ প্রাপ্তং পশ্চাৎ প্রণষ্টং কৃষ্ণরূপবিত্তং ধনং যস্য, আত্মা মনঃ, বিষাদেন উজ্ঝিতং ত্যক্তং দেহরূপং গেহং যেন, গৃহীতঃ স্বীকৃতঃ কাপালিকস্য যোগিনঃ ধর্ম্মো যেন, ইন্দ্রিয়মেব শিষ্যবৃন্দং তেন সহ বর্ত্তমানঃ ॥৪

প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্তঃ বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহঃ গৃহীত কাপালিকধর্ম্মকঃ সেন্দ্রিয় শিষ্যবৃন্দঃ মে আত্মা বৃন্দাবনং যযৌ। ইত্যন্বয়ঃ ॥৪॥

বদন, পৃথিবীলেখন, বিবর্ণতা, নিদ্রাশূন্যতা, বিলাপ, উত্তাপ, কৃশতা, নেত্রজল ও দৈন্য প্রভৃতি হয়। ইহার মূল ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে দেখিবেন।

এখানে অভিলষিত ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তি এবং অনভিলষিত দ্বারকানাথের প্রাপ্তি জন্য শ্রীমহাপ্রভুর চিত্তাদশা। অপর স্পষ্টই আছে ॥৩২॥—॥৩৫॥

গর গর—উদ্দীপ্ত ॥৩৬॥৩৭॥

উঘাড়িয়া—প্রকাশ করিয়া। "উন্মত্তের" ইত্যাদি বাক্যে উদ্‌ঘূর্ণা অর্থাৎ নানা বৈবশ্য চেষ্টার মধ্যে এই চেষ্টা বলা হইল ॥৩৮॥

শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন, ছাড়িলেক বেদধর্ম্ম,
যোগী হঞা হইল ভিখারি ॥ ধ্রু ॥৪০॥
কৃষ্ণ লীলা মণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল,
গড়িয়াছে শুক কারিকর।
সেই কুণ্ডল কাণে পরি, তৃষ্ণালাউ থালী ধরি,
আশা ঝুলি কান্ধের উপর ॥৪১॥

তৃষ্ণা এবালাবূ স্থালী। তৃষ্ণা প্রাপ্তীচ্ছা, আশা কদা কুত্র প্রাপ্স্যামীত্যা-সংসেতি দ্বয়োর্ভেদঃ ॥৪১॥

আমার মন প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণরূপ ধনকে প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ সেই ধনকে হারাইয়া ইষ্টনাশ কৃত মনোভঙ্গে দেহরূপ গৃহকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয়রূপ শিষ্যগণের সহিত বৃন্দাবন গমন করিয়াছেন। অর্থাৎ সাধারণ লোক যেমন ধনবিহীন হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক বন গমন করে, তেমনি আমার (শ্রীচৈতন্যের) মন কৃষ্ণবিহীন হইয়া বৃন্দাবন গমন করিয়াছে ॥৪॥

উদ্ঘূর্ণাদ্যন্তর শ্রীমহাপ্রভু উক্ত শ্লোকের অর্থকরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত "চিত্রজল্পাদ্যাঃ" তদুক্ত চিত্রজল্পের দশপ্রকার মধ্যে অভিজল্পরূপ প্রলাপ বলিতেছেন "প্রাপ্ত" ইত্যাদি। অভিজল্পিতের লক্ষণ এই প্রকরণ শেষে ব্যক্ত হইবে।

সোঙরিয়া—স্মরণ করিয়া।

এ প্রকরণে শ্লোকার্থ যথাযথ যোগ করিয়া লইবেন ॥১৯॥

"শুন বান্ধব" ইত্যাদি রূপক বাক্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি। চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ, তাহা মনের কার্য্য, এজন্য মনকে যোগী বলিয়া রূপক করিয়াছেন, এইরূপ পরত্রও জানিবেন ॥৪০॥

শুক কারিকর—শুকদেব গোস্বামীরূপ শিল্পকার। যোগীর শঙ্খকুণ্ডলবৎ শ্রীশুকদেবোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতকে সর্ব্বদা কর্ণে শ্রবণ করে বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে শঙ্খকুণ্ডল বলিয়াছেন।

তৃষ্ণারূপ লাউ হইয়াছে। থালি—ভিক্ষাপাত্র। প্রাপ্তীচ্ছার নাম তৃষ্ণা, তাহা হইলে ভিক্ষা প্রাপ্তির ইচ্ছায় যোগী অলাবু পাত্র ধারণ করে বলিয়া তৃষ্ণাকে লাউ থালি (অলাবু পাত্র) বলিয়াছেন।

চিন্তা কান্থা উঢ়ি গায়, ধূলি বিভূতি মলিন কায়,
হায়, কৃষ্ণ প্রলাপ উত্তর।
উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে, লোভের ঝুলনী মাথে,
ভিক্ষা ভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥৪২॥

ধূলী এব বিভূতিঃ পাংশুবিশেষঃ। প্রলাপ উত্তর ইতি। কস্ত্বং কুত্র যাসীতি কদাচিৎ কেনাপি পৃষ্ঠঃ প্রলাপোত্তর মিতার্থঃ। উদ্বেগ ইতি। আত্মনোঽস্থৈর্য্যং উদ্বেগঃ স এব দ্বাদশো ষষ্টিবিশেষ এবযোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধঃ। লোভের ইতি। ইষ্টে দ্রব্যে লোভো লোভঃ। রাহোঃ শির ইতি রূপভেদ ষষ্ঠ্যর্থক ভাবেরং। ঝুলনী শিরোবেষ্টন বিশেষঃ। অত্র লোভের ঝুলনী করি মাথে ইতি কল্পিত পাঠোঽপাস্তঃ যতঃ ঝুলি পদেন আঁচলা ইতি প্রসিদ্ধস্ত চেল বিশেষাভিধানং তত্ত্ব তু স্কন্ধে এব ধারণং নতু মস্তকে ইতি ॥৪২॥

কোথায় কি পাইব, ইহার নাম আশা, তাহা হইলে প্রাপ্তবস্তুদ্বারা যোগীর ঝুলির মতন আশা পূর্ণ হয় বলিয়া আশাকে ঝুলি বলিয়াছেন।

তৃষ্ণা এবং আশার প্রভেদ এই যে, প্রাপ্তীচ্ছার নাম তৃষ্ণা, আর কোথায় কি পাইব ইহার নাম আশা ॥৪১॥

উঢ়ি গায়—গাত্রে ধৃত করিয়া অর্থাৎ চিন্তারূপ কান্থাদ্বারা গাত্রাবরণ করিয়াছে। যোগী গাত্রাবরণ কান্থার মতন চিন্তা মনকে আবরণ করে বলিয়া চিন্তাকে কান্থা বলিয়াছেন।

পশ্চাদুক্ত "সে বিরোগে দশদশা হয়" এতদুল্লিখিত দশদশার মধ্যে এখানে চিন্তা দশাও বলা হইল।

বিভূতি—পাঁশ। কায়—দেহ, অর্থাৎ ধূলীরূপ বিভূতিদ্বারা যোগীর মতন দেহ মলাযুক্ত। ইহাতে দশদশার মধ্যে মলিনাঙ্গতা দশা বলা হইল।

প্রলাপ উত্তর—অর্থাৎ তুমি কে কোথায় যাইতেছ ইত্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে যোগী প্রলাপের মতন যাহা বৃক্ষ এই প্রলাপ উত্তর। ইহাতে দশদশার মধ্যে প্রলাপ দশা বলা হইল।

মনের অস্থিরতাকে উদ্বেগ বলে, এই উদ্বেগরূপ দ্বাদশ—ষষ্টিবিশেষ, ইহা যোগশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। অর্থাৎ হস্তে উদ্বেগরূপ ষষ্টি ধারণ করিয়াছে। ষষ্টি লোককে অস্থির করে বলিয়া যোগী ষষ্টিবৎ উদ্বেগকে ষষ্টি বলিয়াছেন। ইহাতে দশদশার মধ্যে উদ্বেগ দশা বলা হইল।

যাঁরে শুকাদি যোগীগণ, কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন,
ব্রহ্মে তাঁর যত লীলাগণ।
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে,
সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ ॥৪৩॥
দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, মহা বাউল নাম ধরি,
শিষ্য লঞা করিল গমন।
মোর দেহ স্বসদন, বিষয় ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন ॥৪৪॥
বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর জঙ্গম,
বৃক্ষ লতা গৃহস্থ আশ্রমে।
তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফল মূল পত্রাশন,
এই বৃত্তি করে শিষ্যগণে ॥৪৫॥

এখানে "উদ্বেগ দাদশ" স্থানে "উদ্বেগাদি দশা" কল্পনা করিয়া অর্থ করেন এই যে, উদ্বেগাদি দশদশা, ইতি। ইহা সঙ্গত নহে, কেননা এই স্থানে দশ-দশার শেষ হইলে অন্য স্থানে অন্য দশা বলিবার আবশ্যক থাকে না। দ্বিতীয়তঃ যেমন তৃষ্ণাকে লাউ, আশাকে ঝুলি, ইত্যাদি বলিয়াছেন, তেমনি উদ্বেগাদি দশদশাকে একটি কিছু বলা চাই, নচেৎ রূপক হয় না।

অভিলষিত দ্রব্যে ক্ষোভের নাম লোভ, এই লোভরূপ ঝুলী মস্তকে। কামাদি সকলকার শীর্ষস্থানীয় বলিয়া যোগীর মস্তকস্থ ঝুলীর মতন লোভকে ঝুলী বলিয়াছেন।

ভিক্ষাভাবে—ভোজন অভাবে। ইহাতে দশদশার মধ্যে তানব দশা বলা হইল ॥৪২॥

আত্মা—পরমাত্মা। নিরঞ্জন—ব্রহ্ম, অর্থাৎ পরমাত্মা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর—সেই শ্রীকৃষ্ণের।

তর্জ্জা—অন্যার্থ বোধক বাক্য বিশেষ, অর্থাৎ যোগীর তর্জ্জা বাক্য মতন আমার মন শ্রীভাগবতের শ্লোক বলে ॥৪৩॥

মহা বাউল—মহা উন্মত্ত, ইহাতে দশ দশার মধ্যে উন্মাদ দশা বলা হইল।

স্বসদন—নিজগৃহ, অর্থাৎ যোগীর মতন আমার মন নিজগৃহাদি ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়রূপ শিষ্যগণ সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন গমন করিয়াছে ॥৪৪॥

কৃষ্ণগুণ রূপ রস, গন্ধ শব্দ পরশ,
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।
তা সবার গ্রাস শেষে, আনি পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে,
সে ভিক্ষায় রাখয়ে জীবন ॥৪৬॥
শূন্য কুঞ্জ মণ্ডপ কোণে, যোগ অভ্যাসে কৃষ্ণ ধ্যানে,
তাহা রহে লঞা শিষ্যগণ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ॥৪৭॥
মনঃ কৃষ্ণ বিয়োগী, দুঃখে মনঃ হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশ দশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মনঃ গেল পলাইয়া,
শূন্য মোর শরীর আলয় ॥৪৮॥

কৃষ্ণস্য রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ যে গুণা স্তানমুভবতীত্যর্থঃ ॥৪৬॥

মনঃ কর্তৃ সাততযোগিজ্ঞানমুরূপাণি কৃষ্ণাত্মানিরঞ্জনানি সাক্ষাদ্দ্রষ্টুং ধ্যানেন রাত্রিজাগরণং করোতীত্যর্থঃ ॥৪৭॥

"বৃন্দাবনে" ইতি। অশন—ভোজন। বৃত্তি—জীবিকা নির্ব্বাহ। অর্থাৎ যোগী যেমন গৃহস্থআশ্রমীজনের নিকট ভিক্ষা করে, তেমনি আমার (শ্রীচৈতন্যের) মন বৃন্দাবনস্থ গৃহস্থাশ্রমী স্থাবর ও জঙ্গমের নিকট ভিক্ষা করে, তন্মধ্যে ফল মূলাদি স্থাবরের নিকট আর পর পয়ারোক্ত "কৃষ্ণগুণরূপরস" ইত্যাদ্যুক্ত শ্রীকৃষ্ণ গুণাদি জঙ্গম গোপীগণের নিকট ভিক্ষা করে, অর্থাৎ চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি রস আস্বাদন করে ॥৪৫॥

"কৃষ্ণ" ইতি। শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি যে পঞ্চগুণ, তাহা আস্বাদন করে ইত্যর্থ ॥৪৬॥

মন এখানে কর্তৃপদ, ভক্ত যোগী ও জ্ঞানী ইহাদের অনুরূপ শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা ও ব্রহ্ম, ইহাদের সাক্ষাৎ দর্শন নিমিত্ত ধ্যানে রাত্রি জাগরণ করে। ইহাতে দশ দশার মধ্যে জাগর্য্যা দশা বলা হইল ॥৪৭॥

দুঃখে—কৃষ্ণবিয়োগজন্য দুঃখে। এখানে দশ দশা বলার অবশিষ্ট ব্যাধি, মোহ ও মৃত্যু দশা বলা হইল।

কৃষ্ণবিয়োগে মন যোগী হইল, এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিরূপ ত্যাগ

কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয় ॥৪৯॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে ৬৫ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং ;—

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশা দশ ॥৫॥

এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রিদিনে।
কভু কোন দশা উঠে স্থির নহে মনে ॥৫০॥
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা।
রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥৫১॥
স্বরূপ গোসাঞি করেন কৃষ্ণলীলা গান।
দুই জনে কিছু কৈল প্রভুর বাহ্য জ্ঞান ॥৫২॥
এইমত অর্দ্ধ রাত্রি কৈল নির্ব্বাপন।
ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রভুকে করাইল শয়ন ॥৫৩॥
রামানন্দ রায় তবে গেলা নিজ ঘরে।
স্বরূপগোবিন্দ দুহে শুইলেন দ্বারে ॥৫৪॥

ঔচিত্য বলাতে দশাঙ্গ চিত্রজল্পের মধ্যে অভিজল্প বলা হইল, উহার লক্ষণ যথা ;—

পক্ষী প্রভৃতিরও দুঃখ কথনপূর্ব্বক অনুতাপের সহিত যেখানে শ্রীকৃষ্ণের ত্যাগ ঔচিত্য বলা হয়, তাহাকে অভিজল্প বলা হয়, ইতি। উহার মূল উজ্জ্বলের স্থায়ীভাব প্রকরণে দেখিবেন

উহার মিল শ্রীভাগবতের ১০ম স্কং ৩৭ অং ১৬ শ্লোক ;—"যদনুচরিত লীলা—"। ইতি। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিরূপ ত্যাগ ঔচিত্য এখানে বলা হইল ॥৪৮॥

"কৃষ্ণের" ইতি শ্রীগ্রন্থকার বাক্য ॥৪৯॥

"চিন্তাত্র" এই শ্লোকের টীকা নাই। অর্থ এই যে, বিরহে চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তানব (দেহের কৃশতা), অরে মলা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, ও মৃত্যু, এই দশ দশার প্রমাণ এই শ্লোক। ঐ দশ দশা পর পর প্রলাপ স্থানে যথাযথ যোগ করিয়া লইবেন ॥৫॥

সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ।
উচ্চ করি কহে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন ॥৫৫॥
প্রভুর শব্দ না পায়া স্বরূপ কপাট কৈল দূরে।
তিন দ্বারে কপাট আছে প্রভু নাহি ঘরে ॥৫৬॥
চিন্তিত হইল সবে প্রভু না দেখিয়া।
প্রভু খুঁজি বুলে সবে দিউটি জ্বালিয়া ॥৫৭॥
সিংহদ্বারের উত্তর দিশায় আছে এক ঠাঞি।
তার মধ্যে পড়িয়াছে চৈতন্য গোসাঞি ॥৫৮॥
দেখি স্বরূপ গোসাঞি আদি আনন্দিত হৈলা।
প্রভুর দশা দেখি পুনঃ চিন্তিত হইলা ॥৫৯॥
প্রভু পড়িয়াছেন দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ নাসায় শ্বাস নাহি বয় ॥৬০॥
একেক হস্ত পাদ দীর্ঘ তিন তিন হাত।
অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম মাত্র আছে তাত ॥৬১॥
হস্ত পাদ গ্রীবা কটি অস্থি সন্ধি যত।
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত ॥৬২॥
চর্ম্ম মাত্র উপরে সন্ধি আছে দীর্ঘ হঞা।
দুঃখিত হইলা সবে প্রভুকে দেখিয়া ॥৬৩॥
মুখে লালাফেন প্রভুর উত্তান নয়ন।
দেখিতেই সব ভক্তের দেহে ছাড়ে প্রাণ ॥৬৪॥
স্বরূপ গোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া।
প্রভুর কাণে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞা ॥৬৫॥

এই—শ্লোকোক্ত ॥৫০॥—॥৫৪॥

"সব রাত্রি—" ইত্যাদি বাক্যে জাগরাদি দশা বলা হইল ॥৫৫॥

"প্রভুর" ইতি। অর্থাৎ শেষ রাত্রে প্রভুর শব্দ না পাইয়া। তিন দ্বারে, ইহার বিশদার্থ মধ্যের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে "তিন দ্বারে কবাট প্রভু" এই পয়ার ব্যাখ্যায় দেখিবেন ॥৫৬॥

দিউটি—মশাল ॥৫৭॥—॥৬০॥

তাত—তাতে, অর্থাৎ হস্তাদিতে ॥৬১॥—॥৬৮॥

এতক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা।
হরিবোল বলি প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিলা ॥৬৬॥
চেতন পাইতে অস্থি সন্ধি লাগিল।
পূর্ব্ব প্রায় যথাবত শরীর হইল ॥৬৭॥
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস।
চৈতন্য স্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥৬৮॥

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে ২৭ শ্লোকঃ ;—

ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতি সুতস্যোরু বিরহাৎ,
শ্লথং শ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিক দৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।
লুঠন ভূমৌ কাক্বা বিকলঃ গদ্গাদ বিকল বচা,
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৬॥

সিংহদ্বার দেখি প্রভু বিস্মিত হইলা।
কাহা কর কিবা এই স্বরূপে পুছিলা ॥৬৯॥
স্বরূপ কহে উঠ প্রভু চল নিজ ঘরে।
তথাই তোমাকে সব করিব গোচরে ॥৭০॥

ক্বচিৎ ক্বত্রচিৎ মিশ্রাবাসে কাশীমিশ্রালয়ে ব্রজপতিসুতস্য নন্দনন্দনস্য উরু-বিরহাৎ অত্যন্তবিরহাৎ বিকলাদপি বিকলং যথাস্যাত্তথা কাক্বা কাতর্য্যেন গদ্গাদং বচো যথা স্যাত্তথা ভূতঃ সন্ ভূমৌ লুঠন্ শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদ্ভুজপদো অধিক দৈর্ঘ্যং দধৎ ধারয়ন্ যো বভূব স গৌরাঙ্গ ইতি সম্বন্ধঃ। ইতি চং ॥৬॥

ক্বচিৎ মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্য উরুবিরহাৎ শ্লথং শ্রীসন্ধিত্বাৎ ভুজপদোঃ অধিক দৈর্ঘ্যং দধৎ ভূমৌ লুঠন্ বিকল বিকলঃ কাক্বা গদ্গদবচা রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৬॥

কোন দিন কাশীমিশ্রের বাটীতে শ্রীকৃষ্ণের অধিকতর বিরহে অঙ্গ বন্ধ সকল শ্লথ হওয়াতে হস্ত পদের অধিক দৈর্ঘ্যকে ধারণ করিয়াছেন, ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন, অধিকতর বিকল হইয়াছেন ও কাতর বাক্যে রোদন করিতেছেন, এরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥৬॥

"এই লীলা" ইহার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৬৮॥

কাহা কর—কি কার্য্য কর। কিবা এই—এখানে কেন ॥৬৯॥৭০॥

এত বলি প্রভু ধরি ঘরে লঞা গেল।
তাঁহার অবস্থা সব তাঁহারে কহিল ॥৭১॥
শুনি মহাপ্রভুর বড় হৈল চমৎকার।
প্রভু কহে কিছু স্মৃতি নাহিক আমার ॥৭২॥
সবে দেখি, হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান ॥
বিদ্যুৎ প্রায় দেখা দিয়ে করে অন্তর্দ্ধান ॥৭৩॥
হেন কালে জগন্নাথের পানি শঙ্খ বাজিল।
স্নান করি মহাপ্রভু দরশনে গেল ॥৭৪॥
এইত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥৭৫॥
লোকে নাহি দেখে ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসী চূড়ামণি ॥৭৬॥
শাস্ত্র লোকাতীত যেই যেই ভাব হয়।
ইতর লোকের তাতে না হয় নিশ্চয় ॥৭৭॥
রঘুনাথ দাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি ॥৭৮॥
এক দিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে।
চটক পর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে ॥৭৯॥
গোবর্দ্ধন শৈল জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্ব্বত দিশাতে প্রভু ধাইয়া চলিলা ॥৮০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ২১ অ, ১৯ শ্লো, শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং ;—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো,
যদ্রামকৃষ্ণচরণ স্পর্শ প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়ো স্তয়োর্যৎ,
পানীয় সূযবসকন্দর কন্দমূলৈঃ ॥৭॥

তাঁহার—শ্রীচৈতন্যের। তাঁহারে—শ্রীচৈতন্যকে ॥৭১॥৭২॥

সবে দেখি—এই মাত্র দেখি ॥৭৩॥—॥৭৯॥

শৈল—পর্ব্বত। দিশাতে—দিকে। নানাবৈবশ্য চেষ্টার মধ্যে এই এক সেই চেষ্টা বলা হইল ॥৮০॥

এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলে বায়ুবেগে।
গোবিন্দ ধাইয়া পাছে নাহি পায় লাগে ॥৮১॥
ফুকার পড়িল মহা কোলাহল হৈল।
যেই যাঁহা ছিল সেই উঠিয়া ধাইল ॥৮২॥
স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত গদাধর।
রামাই নন্দাই আর পণ্ডিত শঙ্কর ॥৮৩॥
পুরীভারতীগোসাঞি আইলা সিন্ধুতীরে।
ভগবানাচার্য্য খঞ্জ চলিলেন ধীরে ধীরে ॥৮৪॥
প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভভাব হৈল পথে চলিতে নাহি শক্তি ॥৮৫॥
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপরে রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার ॥৮৬॥
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠে ঘর্ঘর নাহি বর্ণের উচ্চার ॥৮৭॥
দুই নেত্রভরি অশ্রু পড়য়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা যমুনা ধার ॥৮৮॥
বৈবর্ণ্যে শঙ্খ প্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্রে তরঙ্গ ॥৮৯॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমেতে পড়িলা।
তবেত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা ॥৯০॥
করঙ্গের জলে করে সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চন।
বহির্ব্বাস লঞা করে অঙ্গ সংবীজন ॥৯১॥
স্বরূপাদিগণ তাঁহা আসিয়া মিলিলা।
প্রভুর অবস্থা দেখি কান্দিতে লাগিলা ॥৯২॥

"হস্তায়ং—" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি মধ্যের ১৮শ, পং ৫ শ্লোকে দেখিবেন। পর পয়ারের এই শ্লোক ॥৮॥

এই শ্লোক—"হস্তায়ং" এই উক্ত শ্লোক ॥৮১॥—॥৮৬॥

বর্ণের—অক্ষরের। উচ্চার—উচ্চারণ ॥৮৭॥৮৮॥

বৈবর্ণ্যে—বিবর্ণতায় ॥৮৯॥—॥৯২॥

প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার।
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি হৈল চমৎকার ॥৯৩॥
উচ্চ সংকীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে।
সুশীতল জলে করে প্রভুর অঙ্গ সম্মার্জ্জনে ॥৯৪॥
এই মত বহুবার কীর্ত্তন করিতে।
হরিবোল বলি প্রভু উঠে আচম্বিতে ॥৯৫॥
আনন্দে সকল বৈষ্ণব বলে হরি হরি।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি চতুর্দ্দিক ভরি ॥৯৬॥
উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ইতি উতি চায়।
যে দেখিতে চায় তাহা দেখিতে না পায় ॥৯৭॥
বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধ বাহ্য হৈল।
স্বরূপ গোসাঞিকে কিছু কহিতে লাগিল ॥৯৮॥
গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইহাঁ আনিল।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল ॥৯৯॥
ইহাঁ হৈতে আজি মুঞি গেনু গোবর্দ্ধনে।
দেখোঁ যদি কৃষ্ণ করে গোধন চারণে ॥১০০॥
গোবর্দ্ধনে চড়ি কৃষ্ণ বাজাইল বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু ॥১০১॥
বেণুনাদ শুনি আইলা রাধা ঠাকুরাণী।
সব সখিগণ সঙ্গে করিয়া সাজনি ॥১০২॥
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখীগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে ॥১০৩॥
হেন কালে তুমি সব কোলাহল কৈলা।
তাহাঁ হৈতে ধরি মোরে ইহাঁ লঞা আইলা ॥১০৪॥
কেনবা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাল্যুঁ দেখিতে ॥১০৫॥

অষ্ট সাত্ত্বিক এই যে, স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় ।৯৩।—॥১০১॥

সাজনি—সেজে অর্থাৎ বিভূষিতা হইয়া ॥১০২॥

এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন।
তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন ॥১০৬॥
হেন কালে আইলা পুরী ভারতী দুই জন।
দোঁহা দেখি মহাপ্রভুর হইল সম্ভ্রম ॥১০৭॥
নিপট্ট বাহ্য হৈলে প্রভু দুহাকে বন্দিলা।
মহাপ্রভুকে দুই জন প্রেমালিঙ্গন কৈলা ॥১০৮॥
প্রভু কহে দুহে কেন আইলা এত দূরে।
পুরীগোসাঞি কহে তোমার নৃত্য দেখিবারে ॥১০৯॥
লজ্জিত হইল প্রভু পুরীর বচনে।
সমুদ্রের ঘাট আইলা সব বৈষ্ণব সনে ॥১১০॥
স্নান করি মহাপ্রভু ঘরেতে আইলা।
সবা লঞা মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা ॥১১১॥
এইত কহিল প্রভুর দিব্যোন্মাদ ভাব।
ব্রহ্মাদি কহিতে নারে যাহার প্রভাব ॥১১২॥
চটক গিরি গমন লীলা রঘুনাথ দাস।
গৌরাঙ্গ স্তবকল্পবৃক্ষে করাছেন প্রকাশ ॥১১৩॥

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে ৮ম শ্লোকঃ ;—

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটক গিরিরাজস্য কলনা,
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধন গিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদইব ধাবন্নবধৃতো,
গণৈঃ, স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৮॥

নীলাদ্রেঃ সমীপে চটকগিরিরাজস্য কলনা দর্শনাৎ প্রমদঃ প্রমত্ত ইব ধাবন্ স্বৈঃ স্বৈঃ গণৈঃ স্বরূপাদিভি রবধৃতো নিশ্চিতঃ কিং কৃত্বা ধাবন্ গোষ্ঠে ব্রজে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুং দ্রষ্টুমিতঃ ক্ষেত্রা দয়ে গচ্ছাম্যস্মি ইত্যুক্ত্বা ব্রজন্ বরা অরে বান্ধব লোকিতুং ব্রজন্নস্মি গচ্ছন্ ভবামীতি। ইতি চং ॥৮॥

নীলাদ্রেঃ সমীপে চটকগিরিরাজস্য কলনাৎ অরে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধন গিরিপতিং লোকিতুং ইতঃ ব্রজন্ অস্মি ইত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্ স্বৈঃ গণৈঃ অবধৃতঃ গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৮॥

কন্দরা—পর্ব্বত গহ্বর ॥১০৩॥—॥১০৬॥

পুরী—পরমানন্দপুরী। ভারতী—ব্রহ্মানন্দ ভারতী ॥১০৭॥

এইত কহিল প্রভুর অলৌকিক লীলা।
কে বর্ণিতে পারে তাহা মহাপ্রভুর খেলা ॥১১৪॥
সংক্ষেপ করিয়া করি দিগ্ দরশন।
যে ইহা শুনে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥১১৫॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১১৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে চটকগিরি গমনরূপ বিরোন্মাদবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥১৪॥

ইহাকে—উক্ত পুরী ও ভারতীকে ॥১০৮॥

লুকা—অর্থাৎ লীলা ॥১০৯॥—॥১১৬॥

শ্রীক্ষেত্র নিকটে পর্ব্বতপ্রধান চটকনাম পর্ব্বত দেখিয়া বলেন, হে বান্ধবগণ আমি (শ্রীগৌরাঙ্গ) ব্রজে গিরিপতি গোবর্দ্ধনকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত এখান হইতে (শ্রীক্ষেত্র হইতে) গমন করিতেছি, এই বলিয়া প্রমত্তবৎ ধাববান্ এবং নিজজন কর্ত্তৃক নিশ্চিত হয়েন, এরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥৮॥

"চটকগিরি—" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৮॥

ইতি অন্ত্য-সুধাসঞ্চারিণী নাম ব্যাখ্যা চতুর্দ্দশ ॥১৪॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্ন চেতসা।
গৌরেণ হরিণাপ্রেম মর্য্যাদা ভুবিদর্শিতা ॥১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দ কলেবর ॥১॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণচৈতন্য প্রিয়তম।
জয় জয় শ্রীবাস আদি প্রভুর ভক্তগণ ॥২॥
এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি রহে কৃষ্ণ প্রেমাবেশে ॥৩॥
কভু ভাবে মগ্ন কভু অর্দ্ধ বাহ্যস্ফূর্ত্তি।
কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি তিন রীতে প্রভুর স্থিতি ॥৪॥
স্নান দর্শন ভোজন দেহ স্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয় ॥৫॥

দুর্গমে ব্রহ্মাদীনা মপি অগম্যে মর্য্যাদা সীমা। ইতি চং ॥১॥

অধীশ্বর, পুরুষাদি ব্রহ্মাণ্ডানাং প্রভুঃ। পূর্ণেতি পূর্ণানন্দং সচ্চিদানন্দং কলেবরং যস্য পূর্ণানন্দ বিশিষ্টং কলেবরং যস্তেতি বা ॥১॥

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্ন চেতসা গৌরেণ হরিণা ভুবি (পৃথিব্যাং) প্রেমমর্য্যাদা দর্শিতা। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

এই পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে শ্রীমহাপ্রভুর দিবোন্মাদাবস্থায় অপর প্রকার উদ্‌ঘূর্ণাদি বর্ণিত হইয়াছে।

অথ ব্যাখ্যা ;—

দুর্ব্বোধ শ্রীকৃষ্ণভাবসমুদ্রে নিমগ্নোন্মগ্নচেতা শ্রীগৌরহরি পৃথিবীতে প্রেম-সীমা দেখাইয়াছেন ॥১॥

অধীশ্বর—সর্ব্বেশ্বর ॥১॥২॥

আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি ইত্যাদি বাক্যে শ্রীমহাপ্রভুর উদ্‌ঘূর্ণা অর্থাৎ নানা বৈরশ্যচেষ্টার মধ্যে এই এক সেই চেষ্টা বলিয়াছেন ॥৩॥৪॥

এক দিন করে প্রভু জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথ দেখেন সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥৬॥
একবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ।
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ ॥৭॥
এক মন পঞ্চগুণে পঞ্চদিগে টানে।
টানাটানিতে প্রভুর মন হৈল আগেয়ানে ॥৮॥
হেন কালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিল।
ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লঞা আইল ॥৯॥
স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজন লঞা।
বিলাপ করেন দুহাঁর কণ্ঠ ধরিয়া ॥১০॥
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।
বিশাখাকে কহে আপন উৎকণ্ঠা কারণ ॥১১॥
সেই শ্লোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ।
শ্লোকের অর্থ শুনায় দুহাঁকে করিয়া বিলাপ ॥১২॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ৮ম সর্গে ৩য় শ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং ;—

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধু ভঙ্গললনা চিত্তাদ্রি সংপ্লাবকঃ,
কর্ণানন্দি স নর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দু শীতাঙ্গকঃ।
সৌরভ্যামৃত সংপ্লবাবৃত জগৎ পীযূষ রম্যাধরঃ,
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে ॥২॥

ইন্দ্রিয়ৈরিতি যদুক্তং তদেবব্যক্তমাহ। হে আলি মে পঞ্চেন্দ্রিয়াণি স কৃষ্ণ আকর্ষতি। কীদৃশঃ সৌন্দর্য্যরূপামৃতসমুদ্রস্য তরঙ্গৈঃ স্ত্রীণাং চিত্তপর্ব্বত তানাং সংপ্লাবকঃ ইত্যনেন নেত্রেন্দ্রিয়ং। কর্ণ মানন্দয়িতুং শীলং যস্য তাদৃশ নর্ম্ম সহিতং বচনং যস্যেতি কর্ণং। কোটীন্দু শীতাঙ্গক ইতি স্পর্শেন্দ্রিয়ং। সৌরভ্যেত্যাদিনা ঘ্রাণং। পীযূষেত্যাদিনা রসনাং। ইতি সদানন্দবিধায়িনী ॥২॥

চাক—চক্র। সতত ফিরয়—সংস্কার বশতঃ স্বয়ংই ফিরে ॥৫॥৬॥

পঞ্চগুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। পঞ্চেন্দ্রিয়—কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ও নাসিকা ॥৭॥—॥১২॥

এ শ্লোকের অন্বয় সহজই আছে।

যথা রাগঃ ;—

কৃষ্ণরূপ শব্দ স্পর্শ, সৌরভ্য অধর রস,
যার মাধুর্য্য কহন না যায়।
দেখি লোভিত পঞ্চজন, এক অশ্ব মোর মন,
চড়ি পঞ্চ পাঁচ দিগে ধায় ॥১৩॥
সখি হে শুন মোর দুঃখের কারণ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহালম্পট দস্যুপণ,
সবে করে হরে পরধন ॥ধ্রু॥১৪॥
এক অশ্ব একক্ষণে পাঁচে পাঁচ দিকে টানে
এক মন কোন দিগে ধায়।
এককালে সবে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে
এই দুঃখ সহন না যায় ॥১৫॥

মন্‌মন আরুহ্য ইত্যর্থঃ ॥১৩॥

দস্যুপণ ইতি। সর্ব্বে দস্যূনাং পণং প্রতিজ্ঞাং কুর্ব্বন্তি। এবং পরধনং হরন্তীত্যর্থঃ ॥১৪॥

যিনি সৌন্দর্য্যরূপ অমৃত সমুদ্রের তরঙ্গদ্বারা ললনাগণের চিত্তরূপ পর্ব্বতকে সংপ্লাবন করেন, যাহার কর্ণ সুখদ সপরিহাস বাক্য, যাহার অঙ্গ কোটিচন্দ্র অপেক্ষাও সুশীতল, সৌরভ্যরূপ অমৃত সংপ্লাবনদ্বারা যিনি জগৎকে আবৃত করিয়াছেন, যাহার অমৃতযুক্ত মনোহর অধর, হে সখি, সেই নন্দনন্দন আমার (শ্রীরাধার) পঞ্চেন্দ্রিয়কে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছেন ॥২॥

"সেই শ্লোক" তাহা এই শ্লোক ॥২॥

উদ্ঘূর্ণাদানন্তর শ্রীমহাপ্রভু উক্ত "সৌন্দর্য্য" এই শ্লোকের অর্থকরণপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদোক্ত "চিত্রজল্পাদ্যাঃ" ৩ এতদুক্ত চিত্রজল্পের দশ প্রকার মধ্যে অবজল্পরূপ বিলাপ বলিতেছেন, তাহাতে প্রথমতঃ ঐ শ্লোকের "শ্রীগোপেন্দ্র" এই শেষ চরণের অর্থ করিতেছেন "কৃষ্ণ" ইত্যাদি চারি পয়ারে। পঞ্চজন—চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপ লোক। মন চড়ি—মনরূপ ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ মনদ্বারা রূপাদি বস্তু গ্রহণ করে বলিয়া মনকে ঘোড়া বলিয়াছেন। পঞ্চ—পঞ্চেন্দ্রিয়। পাঁচদিগে—রূপাদি পঞ্চ বিষয়ে ॥১৩॥

লম্পট—লোলুপ। দস্যুপণ—দস্যুর প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয় সকলে দস্যুর প্রতিজ্ঞা করে, এবং পরধন হরণ করে ॥১৪॥

ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইহা সবার কাঁহা দোষ,
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে, গেল পাঁচের পরাণে,
মোর দেহে না রহে জীবন ॥১৬॥
কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু, তাহার তরঙ্গ বিন্দু,
এক বিন্দু জগৎ ডুবায়।
ত্রিজগতে যত বারী, তার চিত্ত উচ্চ গিরি,
তাহা ডুবাই আগে উঠি যায় ॥১৭॥
কৃষ্ণ বচন মাধুরী, নানা রস নর্ম্মধারী,
তার অন্যায় কথন না যায়।
জগন্নারীর কাণে, মাধুরীগুণে বান্ধি টানে,
টানাটানি কাণের প্রাণ যায় ॥১৮॥

পাঁচে ইতি। পঞ্চলোকাঃ পঞ্চে পঞ্চেন্দ্রিয়াণি। একং মনঃ কস্যাং দিশি ধাবেদিত্যর্থঃ ॥১৫॥

রূপাদি রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দাঃ পঞ্চ। চক্ষু র্জিহ্বা নাসিকা গাত্র কর্ণাঃ পঞ্চ ॥১৬॥

তরঙ্গবিন্দো রেকবিন্দু রিত্যর্থঃ। তাহা ইতি। তং প্লাবয়তি এব সম্মুখে উত্থায় ধাবতীত্যর্থঃ ॥১৭॥

নানা ইতি। নানারসে শৃঙ্গারাদৌ যন্নর্ম্ম কৌতুকং তদ্ধারী। মাধুরীগুণে মাধুর্য্যমেব গুণো রজ্জুঃ ॥১৮॥

পাঁচে—চক্ষুরাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়। পাঁচ দিগে—রূপাদি পাঁচ দিকে ॥১৫॥

পাঁচের—রূপাদি পাঁচের। এ পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি পঞ্চ কর্তৃক চক্ষুরাদি পাঁচকে আকর্ষণ করে ॥১৬॥

উক্ত "সৌন্দর্য্য" এই শ্লোকোক্ত "সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধু ভঙ্গ ললন চিত্তাদ্রি সংপ্লাবকঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "কৃষ্ণরূপ" ইতি। ডুবাই—ডুবাইয়া। উঠি ধায়—অর্থাৎ সেই অসীমরূপ চিত্তে ধারণা হয় না। ইহাতে কৃষ্ণ রূপে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আকর্ষণ বলা হইল ॥১৭॥

"সৌন্দর্য্য—" শ্লোকোক্ত "কর্ণানন্দি স নর্ম্মরম্য বচনঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "কৃষ্ণ বচন" ইতি। নানা রস নর্ম্মধারী—শৃঙ্গারাদি নানারসে কৌতুকঃ

কৃষ্ণ অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল,
ছটায় জিতে কোটীন্দু চন্দন।
সুশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণ মন ॥১৯॥
কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভ্য ভর, মৃগমদ মনোহর,
নীলোৎপলের হরে গর্ব্ব ধন।
জগত নারীর নাসা, তার ভিতর পাতে বাসা,
নারীগণ করে আকর্ষণ ॥২০॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, তাতে কর্পূর মন্দস্মিত,
স্বমাধুর্য্যে হরে নারীর মন।

ছটায় ইতি। পুটয়া শীতলস্য লেশেন ইত্যর্থঃ। সুশৈল মহাপর্ব্বতঃ পাহাড় ইতি নীচ ব্যবহার যোগ্য স্তনাকর্ষণেনাঙ্গস্য সরতা ॥১৯॥

সৌরভ্যভর সৌরভ্যাতিশয় স্তেন সৌরভ্যেন মৃগমদমনোহরণং অঙ্গেন নীলোৎপল গর্ব্ব হরণ মিত্যর্থঃ ॥২০॥

ধারী। মাধুরী গুণে—মাধুর্য্যরূপ রজ্জুদ্বারা। ইহাতে কর্ণেন্দ্রিয়ের আকর্ষণ বলা হইল ॥১৮॥

"সৌন্দর্য্য" শ্লোকোক্ত "কোটীন্দু শীতাঙ্গকঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "কৃষ্ণ অঙ্গ" ইতি।

ছটায়—অর্থাৎ শীতলের লেশ মাত্রে। জিতে—জয় করে। সুশৈল ইতি, অর্থাৎ নারীর স্তনরূপ মহাপর্ব্বত। সশৈল ইতি পাঠে পর্ব্বত সহিত অর্থাৎ স্তন সহিত বক্ষ। ইহাতে ত্বগিন্দ্রিয়ের আকর্ষণ বলা হইল।

চন্দনের একটি অপর নাম চন্দ্রদ্যুতি বলিয়া শ্লোকোক্ত "ইন্দু" শব্দের ইন্দু (চন্দ্র) ও চন্দন অর্থ করিয়াছেন। তদ্‌যথা ভাবপ্রকাশের কর্পূরাদি বর্গে "গন্ধসারো মলয়জ স্তথা চন্দ্রদ্যুতিশ্চ সঃ" ইতি ॥১৯॥

"সৌন্দর্য্য" শ্লোকোক্ত "সৌরভ্যামৃত সংপ্লবায়ত জগৎ" ইহার অর্থ করিতেছেন "কৃষ্ণাঙ্গ" ইতি। সৌরভ্যভর—সুগন্ধাতিশয়। মৃগমদ—মৃগনাভি। কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভ্যভরে মৃগমদের মন হরণ করে, আর অঙ্গবর্ণে এবং তাহার সৌরভ্যভরে নীলপদ্মের গর্ব্বধন হরণ করে। ইহাতে নাসিকেন্দ্রিয়ের আকর্ষণ বলা হইল ॥২০॥

অন্যত্র ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মন ক্ষোভ,
ব্রজনারীগণের মূল ধন ॥২১॥
এত কহি গৌরহরি, দুই জনার কণ্ঠ ধরি,
কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাও, কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাও,
দুঁহে মোরে কহ সে উপায় ॥২২॥
এই মত গৌর প্রভু প্রতি দিনে দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ রামানন্দ সনে ॥২৩॥
সেই দুই জন প্রভুকে করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায় রায় করে শ্লোক পঠন ॥২৪॥
কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ।
ইহার শ্লোক গীতে প্রভুর করায় আনন্দ ॥২৫॥
এক দিন মহাপ্রভু সমুদ্র স্নান যাত্যে।
পুষ্পের উদ্যান তথা দেখে আচম্বিতে ॥২৬॥
বৃন্দাবন ভ্রমে তাহাঁ পশিল ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বুলে তাহাঁ কৃষ্ণ অন্বেষিয়া ॥২৭॥

"সৌন্দর্য্য" শ্লোকোক্ত "পীযূষরম্যাধরঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "কৃষ্ণের" ইতি। মন্দস্মিত—ঈষৎ হাস্য। ইহাতে জিহ্বা ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ বলা হইল।

"কৃষ্ণরূপ শব্দস্পর্শ" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের কাঠিন্যাদি বলাতে দশাঙ্গ চিত্রজল্পের মধ্যে অবজল্প বলা হইল, উহার লক্ষণ যথা;—

শ্রীকৃষ্ণে কাঠিন্য কামিত্ব ও ধূর্ত্ততা হেতু আসক্তি অযোগ্যতা যেখানে ঈর্ষার সহিত ভয় হেতুই বলা হয় তাহাকে অবজল্প বলে; ইতি। উহার মূল উজ্জ্বলের স্থায়ীভাব প্রকরণে দেখিবেন।

উহার মূল শ্রীভাগবতের ১০ম স্কং ৪৭ অ, ভ্রমরগীতার "মৃগয়ুরিব" এই শ্লোক। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ রূপাদি দ্বারা নারীর ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করে, এইটি তাঁহার কাঠিন্যাদি। নির্ব্বেদ যথাযথ প্রলাপে যোগ করিয়া লইবেন ॥২১—২৩॥

বিদ্যাপতি—তৎকৃত পদাবলি ॥২৫॥২৬॥

তাঁহা—সেই পুষ্পোদ্যানে। পশিল—প্রবেশ করিল। বুলে—ভ্রমণ করেন

রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ অন্তর্ধান কৈল।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইল ॥২৮॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরু লতা।
শ্লোক পড়ি পড়ি চাহি বুলে যথা তথা ॥২৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩০ অ, ৯ম শ্লোকে বৃক্ষাদীন্ প্রতি গোপীবাক্যং ;—

চূতপিয়াল পনসাসন কোবিদার.
জম্বর্ক বিল্লবকুলাম্র কদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যেপরার্থ ভবিকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥৩॥

তথাহি তত্রৈব ৭ম শ্লোকে তুলসীং প্রতি গোপীবাক্যং ;—

ক্বচিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দ চরণ প্রিয়ে।
সহত্বালিকুলৈ র্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥৪॥

ফলাদিভিঃ সর্ব্বপ্রাণি সন্তর্পকাঃ এতে পঞ্চেত্যুক্তাঃ পৃচ্ছন্তি চূতেতি। চূতাস্তরো রবান্তর জাতিভেদঃ কদম্বনীপয়োশ্চ। হে চূতাদয়ঃ যে অন্যে পরার্থ-ভবিকাঃ পরার্থমেব ভবো জন্ম যেষাং তে যমুনোপকূলাঃ যমুনায়াঃ কূলসমীপে বর্ত্তমানা স্তীর্থবাসিন ইত্যর্থঃ তে ভবদ্ভঃ রহিতাত্মনাং শূন্যচেতসাং নঃ কৃষ্ণ-পদবীং কৃষ্ণস্য মার্গং শংসন্তু কথয়ন্তু। ইতি শ্রীস্বামী ॥৩॥

চূত পিয়াল পনসাসন কোবিদার জম্বর্ক বিল্ব বকুলাম্র কদম্বনীপাঃ পরার্থ-ভবিকাঃ যমুনোপকূলাঃ যে অন্যে (বৃক্ষাঃ হে) রহিতাত্মনাং নঃ কৃষ্ণপদবীং শংসন্তু। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩॥

"বৃন্দাবন ভ্রমে" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীমহাপ্রভুর উদ্ঘূর্ণা বলিয়াছেন ॥২৭॥—॥২৯॥

হে চূত (লতা জাতি), পিয়াল (প্রিয়াল), পনস (কাঁটাল), অসন (পীতসাল), কোবিদার (কোয়িলাব), জাম, অর্ক (আকন্দ), বিল্ব, বকুল, আম্র (বৃক্ষজাতি), কদম্ব ও নীপ (কদম্ব ভেদ) এবং যমুনার তীরবাসী অর্থাৎ তীর্থবাসী যে অন্য বৃক্ষগণ, তোমাদের পরের উপকার নিমিত্তই জন্ম, অতএব তোমাদিগকে বলিতেছি, শূন্যচিত্ত আমাদিগকে (গোপীদিগকে) শ্রীকৃষ্ণের পথ বলিয়া দাও।

"শ্লোক পড়ি পড়ি—" ইহাতে "চূত" ইত্যাদি পাঁচ শ্লোক ॥৩॥

তথাহি তত্রৈব চম শ্লোকে মালত্যাদীন প্রতি গোপী-বাক্যং ;—

মালত্যদর্শিবঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥৫॥

আম্র পনস পিয়াল জম্বু কোবিদার।
তীর্থবাসী সবে কর পর উপকার ॥৩০॥
কৃষ্ণ তোমার ইহাঁ আল্যা পাল্যা দরশন।
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন ॥৩১॥
উত্তর না পাইয়া পুনঃ করে অনুমান।
এই সব পুরুষ জাতি কৃষ্ণের সখার সমান ॥

অলিকুলৈঃ সহ ত্বা ত্বাং বিভ্রত্যতিপ্রিয় ত্বয়া কিং দৃষ্ট ইতি। ইতি শ্রীস্বামী ॥৪॥

ওষাতিরেকে হপি নম্রত্বাদিমাঃ পঞ্চেত্যুক্তিঃ পৃচ্ছতি মালতি ইতি। হে মালতি মল্লিকে জাতি যূথিকে যুষ্মাভিঃ কিমদর্শি দৃষ্টঃ করস্পর্শেন বঃ প্রীতিং জনয়ন্ কিং যাত ইতি। অত্র মালতী জাত্যো রবান্তর বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ। ইতি শ্রীস্বামী ॥৫॥

কল্যাণি (হে) গোবিন্দচরণপ্রিয়ে (হে) তুলসি (হে) কচ্চিৎ (প্রশ্নে) অলিকুলৈঃ (সহ) ত্বা (ত্বাং) বিভ্রৎ যে অতিপ্রিয়ঃ অচ্যুত তে (ত্বয়া) দৃষ্টঃ। ইত্যন্বয়ঃ ॥৪॥

মালতি মল্লিকে জাতি যূথিকে (হে) কচ্চিৎ করস্পর্শেন বঃ (যুষ্মাকং) প্রীতিং জনয়ন্ যাতঃ মাধবঃ বঃ (যুষ্মাভিঃ) অদর্শি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৫॥

হে পরম সৌভাগ্যবতি হে কৃষ্ণচরণপ্রিয়ে হে তুলসি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি এই যে, ভ্রমর সমূহ সহিত তোমাকে ধারণ করেন অতএব তোমার অতি-প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে কি তুমি দর্শন করিয়াছ ॥৪॥

হে মালতি হে মল্লিকে হে জাতি হে যূথিকে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি এই যে, হস্তস্পর্শ দ্বারা অর্থাৎ পুষ্পাদি চয়নে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া তোমাদের আনন্দ জন্মাইয়া গমন করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে কি দেখিয়াছ ॥৫॥

"চূত পিয়াল" এই শ্লোকের অর্থ করিতেছেন "আম্র" ইতি দুই পয়ারে। আল্যা—আসিলে। পাল্যা—পাইলে ॥৩০।৩১॥

ঐ বৃক্ষগণের নিকট উত্তর না পাইবার কারণ অনুমান করিতেছেন "উত্তর"

এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায় ॥৩২॥
এ স্ত্রীজাতি লতা আমার সখী প্রায়।
অবশ্য কহিবে কৃষ্ণের পাঞাছে দর্শনে।
এত অনুমানি পুছে তুলস্যাদি গণে ॥৩৩॥
তুলসি মালতি যূথি মাধবি মল্লিকে।
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে ॥৩৪॥
তুমি সব হয় আমার সখীর সমান।
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি সবে রাখহ পরাণ ॥৩৫॥
উত্তর না পায়া পুনঃ ভাবেন অন্তরে।
এহ কৃষ্ণদাসী ভয়ে না কহে আমারে ॥৩৬॥
আগে মৃগগণ দেখি কৃষ্ণাঙ্গ গন্ধ পায়্যা।
তার মুখ দেখি পুছেন নির্ণয় করিয়া ॥৩৭॥

আগে ইতি। কৃষ্ণাঙ্গ গন্ধং প্রাপ্য মৃগীগণো হগ্রে পশ্যতি শ্রীকৃষ্ণমন্বেষ্য-তীত্যর্থঃ ॥৩৭॥

ইতি সার্দ্ধৈক পয়ারে। অর্থাৎ আম্রাদি এই সকল বৃক্ষ পুরুষজাতি স্ত্রীজাতির হৃদয় বেদনা জানে না, এবং শ্রীকৃষ্ণের সখা, এজন্য ইহারা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ বলিল না ॥৩২॥

"কচ্চিত্তুলসি" এবং "মালতি" এই দুই শ্লোকের অর্থ করিতে প্রথমতঃ উহাদের নিকট উত্তর পাইবার কারণ অনুমান করিতেছেন "এ স্ত্রীজাতি" ইতি সার্দ্ধৈক পয়ারে। এ—তুলস্যাদি ॥৩৩॥

ঐ দুই শ্লোকের অর্থ করিতেছেন "তুলসী" ইতি দুই পয়ারে। তুলসি আদি মল্লিকে অন্ত সম্বোধন পদ। অন্তিকে—নিকটে ॥৩৪॥৩৫॥

তুলস্যাদির নিকট উত্তর না পাইবার কারণ অনুমান করিতেছেন "এই" ইতি। এই—তুলস্যাদি। ভয়ে—শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে, অর্থাৎ দাসী প্রভুর অমতে কার্য্য করিতে পারে না, কৃষ্ণোদ্দেশ কহিলে যদি কৃষ্ণ আমাদের প্রতি ক্রোধ করেন, এই ভয়ে কৃষ্ণদাসী তুলসী প্রভৃতি উত্তর দিল না ॥৩৬॥

"আগে" ইতি। মৃগীগণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ গন্ধ পাইয়া অগ্রে তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) অন্বেষণ করিতেছে, এই সময়ে তার—মৃগীগণের মুখ দেখিয়া অর্থাৎ মুখভঙ্গী দেখিয়া কৃষ্ণোদ্দেশ পাইবার নিশ্চয় করিয়া ঐ মৃগীগণকে জিজ্ঞাসা করেন, ইত্যর্থ ॥৩৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩০ অ, ১২শ শ্লোকে হরিণীং প্রতি গোপীবাক্যং ;—

অপ্যেণ পত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ,
স্তন্বন্ দৃশাংসখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গ কুচকুঙ্কুম রঞ্জিতায়াঃ,
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহবাতি গন্ধঃ ॥৬॥

কহ মৃগি রাধা সহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা।
তোমায় সুখ দিতে আইলা না কর অন্যথা ॥৩৮॥
রাধা প্রিয়সখী মোরা নহি বহিরঙ্গ।
দূরে হৈতে জানি তার যৈছে অঙ্গ সঙ্গ ॥৩৯॥

হরিণ্যা দৃষ্টি প্রসক্ত্যা কৃষ্ণদর্শনং সংভাবয়ন্তঃ অপীতি। হে সখি এণপত্নী অপি কিং উপগতঃ সমীপং গতঃ গাত্রৈঃ সুন্দরৈ র্মুখ বাহ্বাদিভিঃ প্রিয়য়া সহেতি যদুক্তং তৎদ্যোতয়ন্তি কান্তায়া অঙ্গসঙ্গত স্তৎ কুচ কুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ কুন্দকুসুমস্রজো গন্ধঃ কুলপতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বাতি আগচ্ছতি। ইতি শ্রীস্বামী ॥৬॥

দূরে ইতি। তস্যাঃ কুন্দস্রজঃ যথা অঙ্গ সঙ্গঃ তদ্দূরাদেব জানামীত্যর্থঃ। ক্বচিৎ পুস্তকে অঙ্গসঙ্গ ইতি পাঠঃ সতু নাদরণীয়ঃ মিত্রাক্ষরভঙ্গাৎ অস্যাপ্রস্তাবাচ্চ ॥৩৯॥

সখি এণপত্নি (হে) অচ্যুতঃ প্রিয়য়া (সহ) গাত্রৈঃ বঃ (যুষ্মাকং) দৃশাং সুনির্বৃতিং তন্বন্ ইহ অপি (কিং) উপগতঃ, কুলপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) কান্তাঙ্গ সঙ্গ কুচ কুঙ্কুম রঞ্জিতায়াঃ কুন্দস্রজঃ গন্ধঃ ইহ বাতি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৬॥

হে সখি মৃগপত্নি! শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাসহ কর চরণাদি গাত্রদ্বারা তোমাদের চক্ষুর আনন্দ বিস্তার করত এই স্থানে কি আসিয়াছেন, কেননা শ্রীকৃষ্ণের কান্তাঙ্গসঙ্গ স্তন কুঙ্কুম ভূষিত কুন্দপুষ্পমালার গন্ধ এখানে আসিতেছে ॥৬॥

"আগে মৃগগণ দেখি" এই পয়ারের এই শ্লোক ॥৬॥

"অপ্যেণ পত্নি" এই শ্লোকের অর্থ করিতেছেন "কহ" ইত্যাদি তিন পয়ারে। না কর অন্যথা—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ বল, গোপন করিও না ॥৩৮॥

কেননা "রাধাপ্রিয়সখী" ইত্যাদি। বিশেষতঃ "দূরে" ইতি। অর্থাৎ কুন্দপুষ্পমালার যে অঙ্গসঙ্গ তাহা আমরা দূর হইতেই জানি, এবং শ্রীকৃষ্ণাঙ্গস

রাধা অঙ্গ সঙ্গে কুচ কুঙ্কুম ভূষিত।
কৃষ্ণ কুন্দমালা গন্ধে বায়ু সুবাসিত ॥৪০॥
কৃষ্ণ ইহা ছাড়ি গেলা ইহোঁ বিরহিণী।
কিবা উত্তর দিবে এই না শুনে কাহিনী ॥৪১॥
আগে বৃক্ষগণ দেখে পুষ্প ফলভরে।
শাখা সব পড়িয়াছে পৃথিবী উপরে ॥৪২॥
কৃষ্ণে দেখি এই সব করে নমস্কার।
কৃষ্ণ গমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার ॥৪৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩০ অ, ১২ শ্লোকে তরূন্ প্রতি গোপীবাক্যং ;—

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো,
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈ র্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ চরস্তরবঃ প্রণামং,
কিম্বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥৭॥

স্বভাবচকলায়াঃ হরিণ্যা শাকল্যং দৃষ্ট্বা স্বপ্রার্থনাবজ্ঞাং মত্বাহ কৃষ্ণ ইহা ইত্যাদি ॥৪১॥

ফলভারেণাবনতাংস্তরূন্ শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা প্রণতান্ মত্বা প্রিয়য়া সহ গতস্য গতিবিলাসং সভাবয়ন্ত্যঃ পৃচ্ছন্তি বাহুমিতি। তুলসিকায়া অলিকুলৈঃ অতস্তদামোদমদান্ধৈঃ অন্বীয়মানঃ অনুগম্যমান ইহ চরন্নিত্যর্থঃ। ইতি শ্রীস্বামী ।৭।

প্রিয়াংসে বাহুং উপধায় গৃহীতপদ্মঃ মদান্ধৈঃ তুলসিকালিকুলৈঃ অন্বীয়মানঃ রামানুজঃ ইহ চরন্ তরবঃ (হে) বঃ প্রণামং প্রণয়াবলোকৈঃ কিম্বা অভিনন্দতি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৭॥

ঐ মালার গন্ধযুক্ত বায়ু আসিতেছে, অতএব অবশ্যই তিনি এখানে আসিয়াছেন ॥৩৯॥৪০॥

হরিণীর নিকট উত্তর না পাইবার কারণ অনুমান করিতেছেন "কৃষ্ণ ইহা" ইতি। ইহোঁ—হরিণী। কাহিনী—বাক্য। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিরহ বিবশবশতঃ আমাদের বাক্য শ্রবণ না করায় এই হরিণী উত্তর দিল না ॥৪১॥

"আগে" ইতি। অর্থাৎ এই বৃক্ষগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতেছে, অতএব ইহারা তাঁহার উদ্দেশ জানে, এই নিশ্চয়ে অপর বৃক্ষগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥৪২॥৪৩॥

প্রিয়া মুখে ভৃঙ্গ পড়ে তাহা নিবারিতে।
লীলাপদ্ম চালাইতে হৈল অন্যচিত্তে ॥৪৪॥
তোমার প্রণামে কি করিয়াছেন অবধান।
কিবা নাহি করে কহ বচন প্রমাণ ॥৪৫॥
কৃষ্ণের বিরহে এই সেবক দুঃখিত।
কিবা উত্তর দিবে ইহার নাহিক সম্বিত ॥৪৬॥
এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে তাঁহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের মূলে ॥৪৭॥
কোটী মন্মথমোহন মুরলী বদন।
আপন সৌন্দর্য্যে হরে জগন্নেত্র মন ॥৪৮॥
সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভূম্যে পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া।
হেন কালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া ॥৪৯॥
পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে সাত্ত্বিক সকল।
অন্তরে আনন্দ আস্বাদ বাহিরে বিহ্বল ॥৫০॥

অনুত্তরং স্বয়মেব সম্ভাবয়তি কৃষ্ণের ইত্যাদি ॥৪৬॥

হে বৃক্ষগণ! প্রেয়সীর স্কন্ধে বামহস্ত ধারণপূর্ব্বক অপর হস্তে পদ্ম ধারণ করিয়া এবং তুলসীবলয়স্থ মদান্ধ ভ্রমরগণ কর্ত্তৃক অন্বেষিত হইয়া এই বনে ভ্রমণ করিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনি কি তোমাদের প্রণামকে প্রণয়াবলোকন দ্বারা অঙ্গীকার করিয়াছেন ॥৭॥

"কৃষ্ণগমন পুছে" ইহার এই শ্লোক ॥৭॥

উক্ত "বাহুং" এই শ্লোকের অর্থ করিতেছেন "প্রিয়া" ইতি দুই পয়ারে। ভৃঙ্গ—ভ্রমর। হস্তস্থিত পদ্মকে লীলাপদ্ম বলে। অর্থাৎ প্রেয়সী শ্রীরাধা-মুখে পড়িতেছে যে ভ্রমরগণ, তাহাকে হস্তস্থ পদ্মদ্বারা নিবারণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অন্যমনস্ক ছিলেন, ঐ সময়ে তোমরা (বৃক্ষগণ) তাঁহাকে যে প্রণাম করিয়াছিলে, তিনি তাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন কি না করিয়াছেন, তাহা বচন প্রমাণ অর্থাৎ সত্য করিয়া বল ॥৪৪॥৪৫॥

ঐ বৃক্ষগণের নিকট উত্তর না পাইবার কারণ অনুমান করিতেছেন "কৃষ্ণের" ইতি। সেবক—দাস। সম্বিত—জ্ঞান। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিরহে এই বৃক্ষগণের জ্ঞান না থাকায় আমার কথার উত্তর দিল না ॥৪৬॥—॥৪৯॥

পূর্ব্ববৎ সবে মিলি করাল্য চেতন।
উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করেন দর্শন ॥৫১॥
কাঁহা গেলা কৃষ্ণ এখনি পালুঁ দরশন।
যাঁহার সৌন্দর্য্য মোর হরিলে নেত্র মন ॥৫২॥
পুনঃ কেন না দেখিয়ে মুরলী বদন।
তাঁর দরশন লোভে ভ্রময় নয়ন ॥৫৩॥
বিশাখাকে রাধা যৈই শ্লোক কহিলা।
সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা ॥৫৪॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ৮ম সর্গে ৪র্থ শ্লোকে শ্রীরাধিকাবাক্যং ;—

নবাম্বুদলসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ,
সুচিত্র মুরলী স্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ,
স মে মদনমোহনঃ সখিতনোতিনেত্রস্পৃহাং॥৮॥

অথৈকৈকমেষাং পঞ্চেন্দ্রিয়াণাং নামগ্রাহপূর্ব্বক মাকর্ষণং কথয়ন্তী সতী কৃষ্ণস্য রূপাদিপঞ্চগুণানুক্তানপি প্রেমোৎকণ্ঠয়া পুনস্তান্ পঞ্চশ্লোক্যা স্পষ্টয়ন্তী রূপং স্পষ্টয়তি নবাম্বুদেত্যাদ্যেকেন। হে সখি স মদনমোহনঃ মদনস্য কন্দর্পস্য মোহনঃ। যদ্বা মদয়তি সম্ভোগাংশে হর্ষয়তি বিপ্রলম্ভাংশে গ্লাপয়তি চেতি মদনঃ মদীহর্ষগ্লাপনয়োঃ তাভ্যাং মোহয়তি স্ববশীকরোতি ইতি মোহনঃ সচাসৌ সচেতি সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ মে মম নেত্রে স্পৃহাং তনোতি সৌন্দর্য্য গুণেনেতি শেষঃ। কীদৃশঃ নবাম্বুদাদপি লসন্তী দ্যুতির্যস্য সঃ। নবতড়িতোঽপি মনোজ্ঞমম্বরং যস্য সঃ। সুষ্ঠু চিত্রয়া রুচিরয়া মুরল্যা স্ফুরৎ শোভমানং শরৎপূর্ণচন্দ্র ইবাননং যস্য সঃ। অনেন মুখস্য চন্দ্ররূপকেণ মুরল্যাস্তদ্গলদমৃত ধারাত্মনা তস্যাং ধ্বনিস্ত গর্জ্জিত মিতি বোদ্ধং। ময়ূরদলভূষিতঃ ময়ূরদলৈঃ "চন্দ্রকচারুময়ূর শিখণ্ডক মণ্ডল বলয়িত কেশং" ইত্যুক্ত্যা চূড়ায়ামূলাগ্রং পার্শ্বদ্বয়ে বলয়ীকৃতৈঃ। কিম্বা চূড়াগ্রে ত্রিশাখাকারৈঃ ত্রিভিঃ শিখিপিচ্ছৈঃ ভূষিতঃ। অনেন কৃষ্ণস্য মেঘরূপকেণ বর্হাণামিন্দ্রধনুস্ত্বগাখ্যাতাং। সুভগতারহার প্রভঃ তারা ইহ হারো মুক্তাবলী মুক্তামালা হারোমুক্তাবলীত্যমরঃ

সাত্ত্বিক—স্বেদাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ॥৫০॥—॥৫৩॥

নবঘন স্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন চিক্কণ,
ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল।
জিনি উপমারগণ, হরে সবার নয়ন,
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল ॥৫৫॥

সুভগশ্চাসৌ স চেতি সুভগস্তারহার স্তম্ভপ্রভাশোভা যস্মিন্ "ভূষণভূষণাঙ্গ-নিত্যুক্তেঃ। মেঘে চন্দ্রতারকাণাং মক্ষূরণাৎ কৃষ্ণস্যাদ্ভুতমেঘত্বং। ত্রিভঙ্গেত্যাদি দ্বিতীয় তৃতীয় পাদপাঠভেদেতু শ্লোকস্যাপি বিশেষণাভ্যাং মেঘই মেঘঃ তত্র "ত্রিভঙ্গ রুচিরাকৃতি র্মধুর বস্ত্রবেশোজ্জ্বলঃ। সুধাংশুমধুরাননঃ কমলকান্তি-জিল্লোচনঃ"। ইতি বিশেষণ চতুষ্টয়েন সোপ্যাকৃতিমান্। তত্রাপি ত্রিভঙ্গ-ললিতঃ। তত্রাপি মধুরবস্ত্রবেশেন শোভিতঃ। তত্রাপ্যত্যাহ্লাদকাভ্যাং চন্দ্রপদদ্বয়াভ্যাং সংযুক্তঃ। অনেনাপি অদ্ভুতমেঘত্বমায়াতং অতো মম নেত্র-য়োশ্চাকত্বমুহং। ইতি সদানন্দবিধায়িনী ॥৮॥

নবঘনস্নিগ্ধবর্ণাদিকং জিত্বা এব মন্যোপমানগণমপি জিত্বে ইত্যর্থঃ ॥৫৫॥

সখি (হে) নবাম্বুদলসদ্দ্যুতিঃ নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ সুচিত্রমুরলী স্ফুর-চ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ সঃ মদনমোহনঃ মে নেত্রস্পৃহাং তনোতি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৮॥

নবজলধর অপেক্ষাও সুন্দর যাহার দেহকান্তি, নূতন বিদ্যুৎতুল্য মনোহর-যাহার বস্ত্র, শারদচন্দ্র তুল্য শোভমান ও মনোহর যাহার শ্রীমুখ, ময়ূরপুচ্ছ-ভূষিত যাহার কেশকলাপ, তারা তুল্য যাহার হারকান্তি, সেই মদনমোহন নিজ সৌন্দর্যগুণে, হে সখি! আমার চক্ষুলোভ বিস্তার করিতেছেন ॥৮॥

"সেই শ্লোক" তাহা এই শ্লোক ॥৮॥

উল্লূর্ণাদ্যানন্তর শ্রীমহাপ্রভু উক্ত "নবাম্বুদ" এই শ্লোকের এবং পর শ্লোকের অর্থকরণপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদোক্ত "চিত্রজল্পাদ্যাঃ" ৩ এতদুক্ত চিত্রজল্পের দশপ্রকার মধ্যে সংজল্পরূপ প্রলাপ বলিতেছেন, তাহাতে প্রথমতঃ ঐ শ্লোকের "নবাম্বুদলসদ্দ্যুতিঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন, "নবঘন" ইত্যাদি দুই পয়ারে। নবঘন—নূতন মেঘ। দলিত—ভগ্ন। ইন্দীবর—নীলপদ্ম।

শ্লোকোক্ত "নবাম্বুদ" ইহার পর ইত্যাদি পদ প্রয়োগ করিয়া বলিতে হইবে, অর্থাৎ নবাম্বুদ আদি, নচেৎ "দলিতাঞ্জন" এবং "ইন্দীবর" এই দুইটি পদ অধিক হয়।

কহ সখি কি করি উপায়।
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র চাতক,
না দেখি পিয়াসে মরি যায় ॥ধ্রু॥৫৬॥
সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির নহে নিরন্তর,
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল।
ইন্দ্রধনু শিখিপাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,
আর ধনু বৈজয়ন্তী মাল ॥৫৭॥
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি,
বৃন্দাবনে নাচে ময়ূরচয়।
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য জ্যোৎস্না ঝলমল,
চিত্রচন্দ্র তাহাতে উদয় ॥৫৮॥

পূর্ণচন্দ্রস্য কলঙ্করাহিত্যেন চিত্রত্বং ॥৫৮॥

এখানকার "জিনি" এই শব্দটির সকলকার সহিত অন্বয়, অর্থাৎ নবঘন, ধূলিতাঞ্জন, ইন্দীবর এবং অন্য উপমার গণকে জিনি (জয় করিয়া) ॥৫৫॥

কৃষ্ণাদ্ভুত, এই অদ্ভুতত্ব পশ্চাদুক্ত "অকলঙ্ক পূর্ণকল" এই বাক্যে ব্যক্ত হইবে। বলাহক—মেঘ। চাতক—পক্ষী বিশেষ। পিয়াসে—পিপাসায় ॥৫৬॥

শ্লোকোক্ত "নবতড়িন্নিভাম্বরঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "সৌদামিনী" ইতি। সৌদামিনী—বিদ্যুৎ।

শ্লোকোক্ত "সুভগতারহারপ্রভঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "মুক্তাহার" ইতি। বক পাঁতি—বক শ্রেণী।

শ্লোকোক্ত "ময়ূরদলভূষিতঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "ইন্দ্রধনু" ইতি। ইন্দ্রধনু—রামধনু ইতি লোকোক্তি। শিখিপাখা—ময়ূরপুচ্ছ। উপরে—কৃষ্ণরূপ অদ্ভুত মেঘের উপরে। বৈজয়ন্তী মাল—পঞ্চবর্ণ পুষ্পদ্বারা গ্রথিত মালা ॥৫৭॥

শ্লোকোক্ত "সুচিত্র মুরলী" ইহার অর্থ করিতেছেন "মুরলীর" ইতি। কলধ্বনি—মধুর শব্দ। কৃষ্ণমেঘের মধুর গর্জ্জন হইয়াছে মুরলীর কলধ্বনি, ঐ গর্জ্জন শুনিয়া ময়ূরচয়—ময়ূর সমূহ নৃত্য করে।

শ্লোকোক্ত "স্ফুরদ্ভূরদমন্দচন্দ্রাননঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "অকলঙ্ক" ইতি। পূর্ণকল—ষোলকলাপূর্ণ। চিত্র—আশ্চর্য্য। তাহাতে—শ্রীকৃষ্ণমেঘে।

লীলামৃত বরিষণে, সিঁচে চৌদ্দভুবনে,
হেন মেঘ যবে দেখা দিল।
দুর্দ্দৈব ঝঞ্ঝা পবনে, মেঘ নিল অন্য স্থানে,
মরে চাতক পিতে না পাইল ॥৫৯॥
পুনঃ কহে হায় হায়, পঢ় শ্লোক রামরায়,
কহে প্রভু গদ্গদ আখ্যানে।
রামানন্দ পঢ়ে শ্লোক, শুনি প্রভুর হর্ষ শোক,
আপনে প্রভু করেন ব্যাখ্যানে ॥৬০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ২৯ অ, ৩৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং ;—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তবকুণ্ডলশ্রি,
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকং।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য,
বক্ষঃ শ্রিয়ৈক রমণঞ্চ ভবামদাস্যঃ ॥৯॥

যথা রাগঃ।

কৃষ্ণ জিনি পদ্মচান্দ, পাতিয়াছে মুখফান্দ,
তাতে অধর মধুরস্মিত চার।
ব্রজনারী আসি আসি, ফান্দে পড়ি হয় দাসী,
ছাড়ি লাজ পতি ঘর দ্বার ॥৬১॥

ঝঞ্ঝাপবনেন ঝড় ইতি প্রসিদ্ধেন মহাবায়ুনা ॥৫৯॥

চার বাগুড়ায়াং দেয় লোভ্যবস্তু ॥৬১॥

মেঘে চন্দ্রের উদয় হয় না কিন্তু কৃষ্ণমেঘে মুখরূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুত মেঘ। পূর্ণচন্দ্র কলঙ্কবিহীন হয় না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মুখচন্দ্র কলঙ্কবিহীন, অতএব উহা আশ্চর্য্য ॥৫৮॥

শ্লোকোক্ত "স মে—" এই শেষ চরণের অর্থ করিতেছেন "লীলামৃত" ইতি। সিঁচে—সেচন করে। ঝঞ্ঝপবন—ঝড় বায়ু। চাতক—নেত্ররূপ চাতক। পিতে—পান করিতে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে দর্শন দেন না, তাহাতে আমাদের বড়ই কষ্ট ॥৫৯॥

শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য শ্রবণ জন্য হর্ষ, আর তৎঅপ্রাপ্তি জন্য শোক ॥৬০॥

বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার।
নাহি গণে ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে নারী মৃগীর মর্ম্ম,
করে নানা উপায় তাহার ॥ধ্রু॥৬২॥
গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকর কুণ্ডল,
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়।
সস্মিত কটাক্ষ বাণে, তাঁ সবার হৃদয়ে হানে,
নারী বধে নাহি কিছু ভয় ॥৬৩॥
অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী শ্রীবৎস অলঙ্কার,
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা সবার মনোবক্ষ,
হরিদাসী করিবারে দক্ষ ॥৬৪॥

লক্ষ্মীরেব শ্রীবৎসঃ অলঙ্কারশ্চ যত্র কিম্বা সএব অলঙ্কারো যত্র ॥৬৪॥

"বীক্ষালক" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি মধ্যের ২৪শ, পং ১১শ শ্লোকে দেখিবেন। "রামানন্দ পড়ে শ্লোক" তাহা এই শ্লোক ॥৯॥

ঐ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রথমতঃ শ্লোকোক্ত বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং" এবং "অধর সুধং" ইহার অর্থ করিতেছেন "কৃষ্ণ" ইতি দুই পয়ারে। কৃষ্ণ ইতি কর্ত্তৃপদ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পদ্ম ও চন্দ্রকে জিনি—জয় করিয়া, তবে কিনা পদ্ম ও চন্দ্র অপেক্ষাও অতি মনোহর মুখরূপ ফান্দ—মৃগ প্রভৃতি ধরিবার জাল পাতিয়াছে। তাতে—সেই ফান্দে। চার—মৃগ প্রভৃতির লোভজনক খাদ্য-বস্তু। এখানে ব্রজনারী ঐ ফান্দে মৃগ স্বরূপ জানিবেন ॥৬১॥

"বান্ধব" ইতি। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বন্ধু হইয়া ব্যাধের ব্যবহার করে, এ বড় আশ্চর্য্য ॥৬২॥

শ্লোকোক্ত "কুণ্ডলশ্রিগণ্ডস্থল" ইহার অর্থ করিতেছেন "গণ্ডস্থল" ইতি। চয়—সমূহ।

শ্লোকোক্ত "হসিতাবলোকং" ইহার অর্থ করিতেছেন "সস্মিত" ইতি। তাঁ সবার—সেই নারীরূপা মৃগী সকলের ॥৬৩॥

শ্লোকোক্ত "বক্ষঃ শ্রিয়ৈক রমণং" ইহার অর্থ করিতেছেন "অতি উচ্চ" ইতি। যে বক্ষে লক্ষ্মীই শ্রীবৎসচিহ্নে এবং অন্যান্য অলঙ্কার আছে। অথবা শ্রীবৎস চিহ্নই যে বক্ষে অলঙ্কার। বক্ষের দক্ষিণ ভাগে রোমের যে প্রদক্ষিণাবর্ত্ত,

সুবলিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণের ভুজ যুগল,
ভুজ নহে কৃষ্ণ সর্পকায়।
দুই শৈল ছিদ্রে পৈশে, নারীর হৃদয় দংশে,
মরে নারী সে বিষ জ্বালায় ॥৬৫॥
কৃষ্ণ কর পদতল, কোটি চন্দ্র সুশীতল,
জিনি কর্পূর বেণামূল চন্দন।
একবার যারে স্পর্শে, স্মর বিষ জ্বালা নাশে,
যার স্পর্শে লুব্ধ নারী মন ॥৬৬॥

অন্তসর্পযুগলং শৈলছিদ্রে প্রবিশ্য তত্র প্রাপ্তং জনং দশতি ভুজরূপসর্পদ্বয়স্ত ছিদ্রে চক্ষুরিন্দ্রিয়ে প্রবিশ্য নারীহৃদয়ং দশতি ইতি শ্লেষঃ ॥৬৫॥

তাহাকে শ্রীবৎস বলে। মন এবং বক্ষ। হরিদাসী—এই বাক্যে শ্লোকোক্ত "ভবাম দাস্যঃ" ইহার অর্থ করা হইল জানিবেন ॥৬৪॥

শ্লোকোক্ত "দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং" ইহার অর্থ করিতেছেন "সুবলিত" ইতি। এখানে "দত্তাভয়ং" ইহার অর্থ এই যে, দত্ত—দেয়। আসম্যক, ভয়কে যে। অর্থাৎ যে অধিক ভয়কে দেয় এরূপ ভুজদণ্ডযুগল।

সুবলিত—বলবিশিষ্ট। অর্গল—হুড়কা। কৃষ্ণসর্প—কালসাপ। দুই শৈলছিদ্রে—অর্থাৎ অন্য সর্প পর্ব্বত গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ জনকে যেমন দংশন করে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের ভুজদ্বয়রূপ সর্পযুগল চক্ষু ইন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিয়া নারীর হৃদয়ে দংশন করে।

এখানে "দুই শৈলছিদ্রে" ইহার অর্থ নানারূপ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার কোনটিই সঙ্গত নহে, কেননা শ্লোকে "ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য" অর্থাৎ হস্তরূপ দণ্ড দুইটিকে দর্শন করিয়া, ইহারই অর্থ ঐ পয়ারে বলাতে দর্শন ক্রিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয় ব্যতীত হয় না, অতএব দুই শৈলছিদ্র বলিতে দুই চক্ষু, এই অর্থই সাধু। নচেৎ শ্লোকোক্ত ঐ বাক্যের সঙ্গতি হয় না।

উহার ফল কথা এই যে, শ্রীকৃষ্ণভুজযুগল দর্শনে কন্দর্প জ্বালা উদয় হওয়াতে ঐ ভুজকে কৃষ্ণসর্প বলিয়াছেন ॥৬৫॥

শ্রীকৃষ্ণভুজাদির স্পর্শগুণ বলিতেছেন "কৃষ্ণ" ইতি। করতল ও পদতল।

এখানে "নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ" ৫৫ এবং "কৃষ্ণজিনি পদ্মচান্দ" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের অকৃতজ্ঞতা বলাতে দশাঙ্গ চিত্রজল্পের মধ্যে সংজল্প বলা হইল।

এতেক বিলাপ করি, প্রেমাবেশে শ্রীগৌরহরি,
এই অর্থে পড়ে এক শ্লোক।
এই শ্লোক পড়ি রাধা, বিশাখাকে কহে রাধা,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক ॥৬৭॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ৮ম সর্গে ৭ম শ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং ;—

হরিণ্মণিকবাটিকা প্রততিহারি বক্ষঃস্থলঃ,
স্মরার্ত্ততরুণীমনঃ কলুষ হারিদোর্গলঃ।
সুধাংশু হরিচন্দনোৎপলসিতাভ্র শীতাঙ্গকঃ,
স মে মদনমোহনঃ সবিতনোতি বক্ষঃস্পৃহাং ॥১০॥

স্বস্পর্শেন বক্ষঃ স্পৃহাং তনোতি কীদৃশঃ ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত কবাটিকে ইব প্রততং বিস্তীর্ণং হারি মনোহরং বক্ষঃস্থলং যস্য সঃ। স্মরার্ত্ত তরুণীনাং মনসঃ কলুষং মনস্তাপ স্তস্য হন্তৃণী নাশকে দোর্ব্বৌ বাহু তদ্রূপার্গলে যস্য সঃ। অর্গলাভ্যাং রোধেনেব বাহুভ্যামালিঙ্গনেন মনস্তাপং নাশয়তীত্যর্থঃ। সুধাংশু-শ্চন্দ্রশ্চ হরিচন্দন মুত্তমচন্দনঞ্চ উৎপলং পদ্মঞ্চ সিতাভ্রঃ কর্পূর শ্চৈতেভ্যোঽপি শীতং শীতলমঙ্গং যস্য সঃ। অথ কর্পূর মত্রিয়াং ঘনসার-শ্চন্দ্রসজ্ঞঃ সিতাভ্রো হিমবাহকমিত্যমরঃ। ইতি সদানন্দবিধায়িনী ॥১০

উহার লক্ষণ যথা ;—

দুর্ব্বোধ পরিহাসযুক্ত কোন আক্ষেপ মুদ্রাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে অকৃতজ্ঞতা উক্তি তাহাকে সংজল্প বলে। উহার মূল উজ্জ্বলের স্থায়ীভাবপ্রকরণে দেখিবেন।

উহার মিশ্র শ্রীভাগবতের ১০ম স্কং, ৪৭ অং, ভ্রমরগীতার "বিসৃজ শিরসি পাদং" এই শ্লোক। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে দর্শন দেন না এবং ব্যাধের ব্যবহার করে এইটি তাহার অকৃতজ্ঞতা। পরিহাসাদি যথাযথ প্রলাপে যোগ করিয়া লইবেন ॥৬৬॥

এই অর্থে—"কৃষ্ণজিনি পদ্মচান্দ" ইত্যাদি পয়ারার্থে। রাধা—দুঃখ। উঘাড়িয়া—প্রকাশ করিয়া ॥৬৭॥

এ শ্লোকের অন্বয় সহজই আছে।

ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত কবাট তুল্য বিস্তীর্ণ এবং মনোহর যাহার বক্ষঃস্থল,

প্রভু কহে কৃষ্ণ মুঞি এখনি পাইনু।
আপনার দুর্দ্দৈবে পুনঃ হারাইনু ॥৬৮॥
চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের না রহে এক স্থানে।
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্ধানে ॥৬৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ২৯ অ, ৪২ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং ;—

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্যমানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥১১॥

স্বরূপ গোসাঞিকে কহেন গায় এক গীত।
যাতে আমার চিত্তে হয়েত সম্বিত ॥৭০॥
স্বরূপ গোসাঞি তবে মধুর করিয়া।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাঞা ॥৭১॥

তথাহি গীতগোবিন্দে ২য় সর্গে ৩য় শ্লোকে সখীং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং ;—

রাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসং।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসং ॥১২॥

তৎ সৌভগমদং অস্বাধীনভাং মানং গর্ব্বং কেশবঃ কশ্চ ঈশশ্চ তৌ বয়তে ইতি তথা সঃ। ইতি শ্রীস্বামী ॥১১॥

বিহিতবিলাসং বিবিধরূপেণ কৃতঃ বিলাসঃ যেন তং। ইতি চং ॥১২॥

কেশবঃ তাসাং (গোপীনাং) তৎ সৌভগমদং মানং চ বীক্ষ্য প্রশমায় প্রসাদায় তত্র এব অন্তরধীয়ত। ইত্যন্বয়ঃ ॥১১॥

মম মনঃ ইহ রাসে বিহিতবিলাসং কৃতপরিহাসং হরিং স্মরতি। ইত্যন্বয়ঃ ॥১২॥

কন্দর্প প্রপীড়িত তরুণীগণের মনস্তাপ নাশক যাহার বাহুযুগল, চন্দ্র উত্তমচন্দন পদ্ম ও কর্পূর ইহাদের অপেক্ষাও যাহার অঙ্গ সুশীতল, সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ, হে সখি! আমার বক্ষের ক্ষোভ বিস্তার করিতেছেন ॥১০॥

"পঢ়ে এক শ্লোক" তাহা এই শ্লোক ॥১০॥

দুর্দ্দৈব—দুরদৃষ্টবশতঃ ॥৬৮॥৬৯॥

স্বরূপ গোসাঞি যবে এই পদ গাইলা।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা ॥৭২॥
অষ্ট সাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল।
হর্ষাদি ব্যভিচারী সব উথলিল ॥৭৩॥
ভাবোদয় ভাব সন্ধি ভাব সাবল্য।
ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ সবারী প্রাবল্য ॥৭৪॥
সেই পদ পুনঃ পুনঃ করায় গায়ন।
পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ে করেন নর্ত্তন ॥৭৫॥
এই মত নৃত্য যদি হৈল বহুক্ষণ।
স্বরূপগোসাঞি পদ কৈল সমাপন ॥৭৬॥
বোল বোল বলি প্রভু কহে বারবার।
না গান স্বরূপগোসাঞি শ্রম মানি তাঁর ॥৭৭॥
বোল বোল প্রভু বোলে ভক্তগণ শুনি।
চৌদিগে সবে মেলি করে হরিধ্বনি ॥৭৮॥

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সেই সৌভাগ্যহেতুক গর্ব্ব এবং মান দেখিয়া গর্ব্বের প্রতি প্রশান্তি নিমিত্ত এবং মানের প্রসন্নতার নিমিত্ত সেই রাস স্থানেই অন্তর্দ্ধান হয়েন ॥১১॥

"চঞ্চল" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥১১॥

সহিত—চেতন, অর্থাৎ সুখ ॥৭০॥৭১॥

নানা পরিহাসপূর্ব্বক এই রাসমধ্যে বিবিধবিলাস করিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহাকে আমার মন স্মরণ করিতেছে ॥১২॥

গীত গোবিন্দের এই পদ ॥১২॥

এই পদ—"রাসে হরিমিহ" এই শ্লোক। গাইলা—গান করিলেন ॥৭২॥

অষ্টসাত্ত্বিক—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়, এই অষ্ট সাত্ত্বিকভাব। ব্যভিচারী—তন্নামক হর্ষাদি তেত্রিশটি ভাব ॥৭৩॥

ভাবোদয়—সাত্ত্বিকাদি ভাবের উদয়। ভাবসন্ধি—সমান কিম্বা ভিন্ন ভাবদ্বয়ের মিলনকে ভাবসন্ধি বলে। ভাব সাবল্য—ভাব সকলের পরস্পর সংমর্দ্দনকে ভাব সাবল্য বলে ॥৭৪॥

সেই পদ—রাসে ইত্যাদি ॥৭৫॥৭৬॥

রামানন্দ রায় তবে প্রভুকে বসাইল।
ব্যজনাদি করি প্রভুর শ্রম ঘুচাইল ॥৭৯॥
প্রভু লঞা গেলা সবে সমুদ্রের তীরে।
স্নান করাইয়া পুনঃ লঞা আল্যা ঘরে ॥৮০॥
ভোজন করাইয়া প্রভুকে করাল্যা শয়ন।
রামানন্দ আদি সবে গেল নিজ স্থান ॥৮১॥
এইত কহিল প্রভুর উদ্যান বিহার।
বৃন্দাবন ভ্রমে যাহাঁ প্রবেশ তাঁহার ॥৮২॥
প্রলাপ সহিত এই উন্মাদ বর্ণন।
শ্রীরূপগোসাঞি ইহা করাছেন লিখন ॥৮৩॥

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্তবে ষষ্ঠ শ্লোকঃ ;—

পয়োরাশে স্তীরেস্ফুরদুপবনালিকলনয়া,
মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি প্রচলরসনোভক্তি রসিকঃ,
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশো র্যাস্যতি পদং ॥১৩॥

পয়োরাশেঃ সমুদ্রস্য তীরে তীরোপান্তভূমৌ স্ফুরদুপবনালিকলনয়া কৃত্রিম বনসমূহদর্শন হেতু ভূতয়া। কৃষ্ণবৃত্ত্যা শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণবৃত্তিভূতয়া প্রচলা চঞ্চলা রসনা জিহ্বা যস্য সঃ। ইতি চং ॥১৩॥

ক্বচিৎ পয়োরাশেঃ তীরে স্ফুরদুপবনালিকলনয়া মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিত প্রেম বিবশঃ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনঃ ভক্তিরসিকঃ স চৈতন্যঃ পুনঃ অপি কিং মে দৃশঃ পদং যাস্যতি। ইত্যন্বয়ঃ ॥১৩॥

না গান—স্থান করিলেন না। তাঁর—শ্রীমহাপ্রভুর ॥৭৭॥—॥৮৩॥

কোন দিবস সমুদ্রতীরে কৃত্রিম বন দেখিয়া বারম্বার বৃন্দাবন স্মরণজনিত প্রেম বিবশ, শ্রীকৃষ্ণ নামোচ্চারণে চঞ্চলজিহ্ব ও ভক্তিরসিক সেই শ্রীচৈতন্য পুনরায় কি আমার দৃষ্টিপথকে প্রাপ্ত হইবেন, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের কি আর দর্শন পাইব ॥১৩॥

শ্রীরূপ গোসাঞি—এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥১৩॥

অনন্ত চৈতন্য লীলা না যায় লিখন।
দিগ্‌মাত্র দেখাইয়া করিয়ে সূচন ॥৮৪॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৮৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে উদ্যান বিহারো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥১৫॥

করিয়ে সূচন—সঙ্কেতদ্বারা জ্ঞাপন করি ॥৮৪॥৮৫॥

ইতি অন্ত্য-সুধাসঞ্চারিণী নাম ব্যাখ্যা পঞ্চদশ ॥১৫॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতংহি যঃ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥১॥
এই মত মহাপ্রভু রহে নীলাচলে।
ভক্তগণ সঙ্গে সদা প্রেম বিহ্বলে ॥২॥
বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ আসি কৈল প্রভুর মিলন ॥৩॥
তা সবার সঙ্গে প্রভুর চিত্তে বাহ্য হইল।
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রায় নৃত্যাদি করিল ॥৪॥
তা সবার সঙ্গে আইল কালিদাস নাম।
কৃষ্ণনাম বিনা তিহোঁ নাহি জানে আন ॥৫॥
মহাভাগবত তিহোঁ সরল উদার।
কৃষ্ণনাম সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার ॥৬॥
কৌতুকেতে তেহোঁ যদি পাশক খেলায়।
হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ বলি পাশক চালায় ॥৭॥

প্রেমদীক্ষাং প্রেমোপদেশং। ইতি চং ॥১॥

যঃ কৃষ্ণভাবামৃতং আস্বাদ্য ভক্তান্ আস্বাদয়ন্ প্রেমদীক্ষাং অশিক্ষয়ৎ, (তং) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদে কালিদাসের চরিত্র কথনদ্বারা বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনের মহিমা কথন, পুরীদাসের কৃষ্ণ বর্ণনা, শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ গুণবর্ণনা ও শ্রীমহাপ্রভুর প্রলাপ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

অথ ব্যাখ্যা।

যিনি কৃষ্ণভাবামৃত আস্বাদন করিয়া ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া প্রেমোপদেশ শিক্ষা দেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি ॥১॥

রঘুনাথ দাসের তিঁহ হয় জ্ঞাতি খুড়া।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খায়া তেহঁ হৈল বুড়া ॥৮॥
গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবের গণ।
সবার উচ্ছিষ্ট তেহঁ করাছেন ভোজন ॥৯॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত ছোট বড় হয়।
উত্তম বস্তু ভেট লঞা তার ঠাঞি যায় ॥১০॥
তার ঠাঞি শেষ পাত্র লয়েন মাগিয়া।
কাহাঁও না পায় যদি রহে লুকাইয়া ॥১১॥
ভোজন করিলে পাত্র ফেলাইয়া যায়।
লুকাইয়া সেই পাত্র আনি চাটি খায় ॥১২॥
শূদ্র বৈষ্ণবের ঘর যায় ভেট লঞা।
এই মত তার উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইয়া ॥১৩॥
ভূমি মালী জাতি বৈষ্ণব ঝড়ু তার নাম।
আম্র ভেট লঞা তেহোঁ গেলা তার স্থান ॥১৪॥
আম্র ভেট দিয়া তার চরণ বন্দিল।
তার পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল ॥১৫॥
পত্নী সহিতে তেহোঁ আছেন বসিয়া।
বহু সম্মান কৈল কালিদাসেরে দেখিয়া ॥১৬॥
ইষ্টগোষ্ঠী কতোক্ষণ করি তার সনে।
ঝড়ু ঠাকুর কহে তারে মধুর বচনে ॥১৭॥
আমি নীচজাতি তুমি অতিথি সর্ব্বোত্তম।
কোন প্রকারে করিব তোমার সেবন ॥১৮॥
আজ্ঞা দেহ ব্রাহ্মণ ঘরে অন্ন লঞা দিয়ে।
তাহাঁ তুমি প্রসাদ পায় তবে আমি জীয়ে ॥১৯॥
কালিদাস কহে ঠাকুর কৃপা কর মোরে।
তোমার দর্শনে আল্যুঁ মুঞি পতিত পামরে ॥২০॥

বর্ষান্তরে—পর বৎসরে ॥৩॥—॥৫॥
চালায় ব্যবহার—বৈষয়িক কার্য্য করে ॥৬॥
কৌতুক—পরিহাস ॥৭॥—॥১৬॥
ইষ্ট গোষ্ঠী—কৃষ্ণকথা ॥১৭॥—॥২০॥

পবিত্র হইনু মুঞি পাইনু দর্শন।
কৃতার্থ হইনু মুঞি সফল জীবন ॥২১॥
এক বাঞ্ছা হয় যদি কৃপা করি কর।
পদরজ দেহ পদ মোর মাথে ধর ॥২২॥
ঠাকুর কহে ঐছে বাত কহিতে না জুয়ায়।
আমি নীচজাতি তুমি সুসজ্জন রায় ॥২৩॥
তবে কালিদাস শ্লোক পড়ি শুনাইল।
শুনি ঋড়ু ঠাকুরের বড় সুখ হৈল ॥২৪॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য ১০ম বিলাসে ৯১ ইতিহাস সমুচ্চয়ে ভগবদ্বাক্যং ;—

ন মে ভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং ॥২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ম স্কন্ধে ৯ম অ, ৯ম শ্লোকে প্রহ্লাদ বাক্যং ;—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ,
পাদারবিন্দ বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যেতদর্পিত মনোবচনে হিতার্থং,
প্রাণং পুনাতি সকুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥৩॥

তথাহি তত্রৈব ২য় স্কন্ধে ৩৩অ, ৮ম শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং ;—

অহোবত শ্বপচোঽতো বরীয়ান্,
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ,
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥৪॥

ভক্তমহিমা শ্রবণে ঋড়ু ঠাকুরের সুখ হইল, কিন্তু নিজ মহিমায় নহে, কেন না পরে বলিয়াছেন আমাতে কৃষ্ণভক্তি নাই ॥২৪॥

"ন মে ভক্তঃ" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি মধ্যের ১৯শ, পং ২ শ্লোকে দেখিবেন ;২॥

"বিপ্রাৎ" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি মধ্যের ২০শ, পং ৩ শ্লোকে দেখিবেন ॥৩॥

শুনি ঠাকুর কহে শাস্ত্র এই সত্য হয়।
সেই নীচ শ্রেষ্ঠ যাতে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥২৫॥
আমি নীচজাতি আমায় নাহি কৃষ্ণভক্তি।
অন্য ঐছে হয় আমায় নাহি ঐছে শক্তি ॥২৬॥
তারে নমস্করি কালিদাস বিদায় মাগিলা।
ঝড়ু ঠাকুর তবে তার অনুব্রজি আইলা ॥২৭॥
তাঁরে বিদায় দিয়া ঠাকুর ঘদি ঘরে আল্যা।
তাহার চরণ চিহ্ন যেই ঠাঞি পড়িলা ॥২৮॥
সেই ধূলী লঞা কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিল।
তার নিকট এক স্থানে লুকাঞা রহিল ॥২৯॥
ঝড়ু ঠাকুর ঘর যাই দেখি আম্র ফল।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিল সকল ॥৩০॥
কলার পাটুয়াঠোলা হৈতে আম্র নিকালিয়া।
তাঁর পত্নী তাঁরে দেন খায়েন চুষিয়া ॥৩১॥
চুষি চুষি চোকা আঁঠি ফেলান ঠোলাতে।
তাঁরে খায়্যা তাঁর পত্নী খাইলা পশ্চাতে ॥৩২॥
আঁঠি চোষা সেই পাটুয়া ঠোলাতে ভরিয়া।
বাহির উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে ফেলাইল লৈয়া ॥৩৩॥
সেই খোলা আঁঠি চোকা চুষে কালিদাস।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস ॥৩৪॥
এই মত বত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে।
কালিদাস ঐছে সবার খাইল অবশেষে ॥৩৫॥

"অহো বত" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি মধ্যের ১১শ, পং ১৩ শ্লোকে দেখিবেন ॥১॥

"কালীদাস শ্লোক পড়ি—" তাহা এই তিন শ্লোক ॥২॥৩॥৪॥

ঠাকুর—ঝড়ু ঠাকুর। এই—নীচ ব্যক্তিও কৃষ্ণভক্ত হইলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়। যাতে—যে নীচ জনে ॥২৫॥

ঐছে—শ্রেষ্ঠত্ব ॥২৬॥

অনুব্রজি—পশ্চাদ্গামী ॥২৭॥—॥৩০॥

সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তাঁর উপর মহাকৃপা কৈলা ॥৩৬॥
প্রতিদিন প্রভু যদি যায়েন দরশনে।
জলকলস লৈয়া গোবিন্দ যায়েন প্রভু সনে ॥৩৭॥
সিংহদ্বারের উত্তরদিগে কপাটের আড়ে।
বাইশ পশার তলে আছে এক নিম্ন খালে ॥৩৮॥
সেই খালে করেন প্রভু পাদ প্রক্ষালন।
তবে করিবারে যায় ঈশ্বর দর্শন ॥৩৯॥
গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করিয়াছেন নিয়ম।
মোর পাদজল যেন না লয় কোন জন ॥৪০॥
প্রাণিমাত্র লইতে না পায় সেই পাদজল।
অন্তরঙ্গ ভক্ত নয় করি কোন ছল ॥৪১॥
এক দিন প্রভু তলে পাদ প্রক্ষালিতে।
কালিদাস আসি তাঁহা পাতিলেন হাতে ॥৪২॥
এক অঞ্জলি দুই অঞ্জলি তিন অঞ্জলি পিল।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিষেধ করিল ॥৪৩॥
অতঃপর আর না করিহ বার বার।
এতাবতা পূর্ণ বাঞ্ছা করিল তোমার ॥৪৪॥
সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর ॥৪৫॥
সেই গুণ লৈয়া প্রভু তাঁরে তুষ্ট হৈলা।
অন্যের দুর্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা ॥৪৬॥
বাইশ পশার পাছে উপর দক্ষিণ দিগে।
এক নৃসিংহ মূর্ত্তি আছেন উঠিতে বাম ভাগে ॥৪৭॥
প্রতিদিন প্রভু তাঁরে করেন নমস্কার।
নমস্করি এই শ্লোক পঢ়ে বার বার ॥৪৮॥

নিকালিয়া—বাহির করিয়া ॥৩৪॥—॥৩৪॥
বৈসে—বাস করে ॥৩৫॥—॥৩৫॥
পসার—সোপান, সীঁড়ি ইতিভাষা ॥৩৮॥
ঈশ্বর—শ্রীজগন্নাথ ॥৩৯॥—॥৩৯॥

তথাহি নৃসিংহ পুরাণং ;—

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপো বক্ষঃ শিলাটঙ্কনখালয়ে ॥৫॥

তথাহি নৃসিংহ পুরাণং ;—

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো,
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহি নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহঃ,
নৃসিংহ মাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥৬॥

তবে প্রভু কৈল জগন্নাথ দরশন।
ঘরে আসি মধ্যাহ্ন করি করিলা ভোজন ॥৪৯॥
বহির্দ্বারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া।
গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়া ॥৫০॥

বক্ষএব শিলা তত্র টঙ্কা নখালয়ো নখশ্রেণ্যো বস্য তস্মৈ টঙ্কঃ পাষাণদরণ ইত্যমরঃ। ইতি চং ॥৫॥

প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে হিরণ্যকশিপোঃ বক্ষঃশিলাটঙ্কনখালয়ে নরসিংহায় তে নমঃ। ইত্যন্বয়ঃ ॥৫॥

এতাবতা—ইহাতেই ॥৪৪॥—॥৪৮॥

যিনি প্রহ্লাদের আহ্লাদদাতা, হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃরূপ শিলা বিদারণের অস্ত্র স্বরূপ, যাঁহার নখশ্রেণী অর্থাৎ যিনি নখদ্বারা হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃ বিদীর্ণ করেন, সেই শ্রীনরসিংহকে প্রণাম করি ॥৫॥

এ শ্লোকের টীকা নাই, অন্বয় সহজই আছে।

এই স্থানে নৃসিংহ, অন্য স্থানে নৃসিংহ, যে যে স্থানে যাইতেছি, সেই সেই স্থানে নৃসিংহ, বাহিরে নৃসিংহ, হৃদয়ে নৃসিংহ, আদিপুরুষ নৃসিংহের আমি শরণাগত ॥৬॥

"এই শ্লোক পড়ে" তাহা এই দুই শ্লোক ॥৫॥৬॥

তবে—শ্রীনৃসিংহ নমস্কারানন্তর। মধ্যাহ্নকরি—মধ্যাহ্নে স্নানাদি করিয়া॥৪৯॥

ঠারে—ইঙ্গিতায়। জানিয়া অর্থাৎ যে প্রকারেই হউক কালিদাস আমার উচ্ছিষ্ট লইবেই, এই জানিয়া, অথবা বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনে তাহার বিশ্বাস জানিয়া ॥৫০॥

মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ সব জানে।
কালিদাসে দিল প্রভুর শেষপাত্র দানে ॥৫১॥
বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পায়াইল প্রভুর কৃপা সীমা ॥৫২॥
তাতে বৈষ্ণবের ঝুঠা খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ।
যাহা হৈতে পাবে নিজ বাঞ্ছিত সব কায ॥৫৩॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টের হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহা মহাপ্রসাদাখ্যান ॥৫৪॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ জল।
ভক্তভুক্ত শেষ এই তিন সাধনের বল ॥৫৫॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণে প্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্ব শাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥৫৬॥
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন ॥৫৭॥
তিন হৈতে কৃষ্ণনাম প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস ॥৫৮॥
নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এই মতে।
কালিদাসে মহাকৃপা কৈল অলক্ষিতে ॥৫৯॥
সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লঞা আইলা।
পুরীদাস ছোট পুত্রে সঙ্গে আনিলা ॥৬০॥
পুত্র সঙ্গে লঞা তিহোঁ আইল প্রভু স্থানে।
পুত্রেরে করাইল প্রভুর চরণ বন্দনে ॥৬১॥
কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু বলে বার বার।
তভো কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার ॥৬২॥
শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন কৈল।
তভো সেই বালক কৃষ্ণনাম না কহিল ॥৬৩॥

দীয়তে ভক্ষ্যতে পাত্রেত্যস্য বিশেষণং অন্যথা দানেত্যস্য উৎকর্ষতা স্যাৎ ॥৫১॥

দিল শেষ পাত্রদান—অর্থাৎ দেবার যোগ্য প্রভুর উচ্ছিষ্টপাত্র কালিদাসকে দিয়াছিলেন ॥৫১॥—॥৬১॥

প্রভু কহেন আমি নাম জগতে বোলাইনু।
যাবর জন্ম পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম কহাইল ॥৬৪॥
ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম লয়াইতে।
শুনিয়া স্বরূপ গোসাঞি কহে হাসিতে হাসিতে॥৬৫॥
তুমি কৃষ্ণনাম মন্ত্র কৈলে উপদেশে।
মন্ত্র পায়্যা করো আগে না করে প্রকাশে ॥৬৬॥
মনে মনে জপে মুখে না করে আখ্যান।
এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান ॥৬৭॥
আর দিন প্রভু কহে পঢ় পুরীদাস।
এই শ্লোক করি তিহোঁ করিল প্রকাশ ॥৬৮॥

তথাহি কর্ণপূরকৃতাচার্য্যশতকে ১ম শ্লোকঃ;—

শ্রবসোঃ কুবলয় মক্ষ্ণো রঞ্জনমুরসোমহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥৭॥

সাত বৎসরের বালক নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে লোকের চমৎকার মন ॥৬৯॥
চৈতন্য প্রভুর এই কৃপার মহিমা।
ব্রহ্মাদি দেবতা যার নাহি পায় সীমা ॥৭০॥
ভক্তগণ প্রভু সঙ্গে রহে চারি মাসে।
প্রভু আজ্ঞা দিল সবে গেলা গৌড়দেশে ॥৭১॥

উচ্চার—উচ্চারণ ॥৬২॥—॥৬৭॥

"এই" ইতি। বক্ষ্যমাণ "শ্রবসোঃ" এই শ্লোক করিয়া। তিহোঁ—পুরীদাস, কৃষ্ণনাম প্রকাশ করিলেন ॥৬৮॥

"শ্রবসোঃ" এই শ্লোকের টীকা নাই। অন্বয় সহজই আছে।

কর্ণযুগলের নীলপদ্ম, চক্ষুদ্বয়ের কজ্জল, বক্ষঃস্থলের ইন্দ্রনীলমণিমালা, এইরূপে বৃন্দাবনরমণীগণের সকল ভূষণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোপরি বিরাজ করিতেছেন, অর্থাৎ তাঁহাকে নমস্কার করি ॥৭॥

"জয়" এই অর্থে নমস্কারও হয়, ইতি কাব্যপ্রকাশ। "এই শ্লোক—" তাহা এই শ্লোক ॥৭॥

ঐছে শ্লোক— "শ্রবসোঃ" এই অপূর্ব্ব শ্লোক ॥৬৯॥—॥৭১॥

তাঁ সবার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান।
তারা গেলে পুনঃ হৈল উন্মাদ প্রধান ॥৭২॥
রাত্রি দিনে স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ গন্ধ রস।
সাক্ষাদনুভবে যেন কৃষ্ণ উপস্পর্শ ॥৭৩॥
এক দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দরশনে।
সিংহদ্বারের দলুই আসি করিল বন্দনে ॥৭৪॥
তাঁরে বলে কোথা কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
মোরে কৃষ্ণ দেখায় বলি ধরে তার হাত ॥৭৫॥
সেই কহে ইহা হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
আইস তুমি মোর সঙ্গে করাঙ দর্শন ॥৭৬॥
তুমি মোর সখা দেখায় কাহাঁ প্রাণনাথ।
এত বলি জগমোহন গেলা ধরি তাঁর হাত ॥৭৭॥
সেই বলে এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম।
নয়ন ভরিয়া তুমি করহ দর্শন ॥৭৮॥
দেখে জগন্নাথ হয় মুরলী বদন।
দেখি প্রভুর হৈল আনন্দে নিগমন ॥৭৯॥
এই লীলা নিজ গ্রন্থে রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥৮০॥

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে ৭ম শ্লোকে রঘুনাথদাসবাক্যং;—

ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিত মিহতং লোকয়সখে,
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপ মভিবদন্নুন্মদইব।

অতঃপর চতুর্দশ পরিচ্ছেদের "দিব্যোন্মাদে ঐছে হয়" ১৪ এতদুক্তমতে শ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ বর্ণনায় প্রথমতঃ উদ্ঘূর্ণা (বৈবশ্য চেষ্টা) বলিতেছেন "এক দিন" ইত্যাদি। পশ্চাদুক্ত "ক্ব মে কান্তঃ" এই শ্লোক "দ্বারাধিপ মভিবদন্" এই উক্তি থাকায় এখানকার "দলুই" এই শব্দের অর্থ দ্বারপাল ॥৭৩॥

তাঁরে—দ্বারপালকে। তাঁরে বলে ইত্যাদি বাক্যে প্রভুর উদ্ঘূর্ণা বলিয়াছেন ॥৭৫॥—॥৭৭॥

শ্রীপুরুষোত্তম—শ্রীজগন্নাথ ॥৭৮॥—॥৮০॥

ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণঃ ক্ব সখে তদিহ তং ত্বরয়াশু দর্শয়েত্যুন্মদ ইব মহোন্মত্তপ্রায়ো দ্বারাধিপং অভিবদন্ প্রিয়ং কৃষ্ণং দ্রষ্টুং দর্শনায় দ্রুতং শীঘ্রং গচ্ছ ইতি তদুক্তেন দ্বারাধিপ বচনেন ধৃতঃ গৃহীতঃ তৎ তস্য দ্বারাধিপস্য ভুজান্তঃ যেন সঃ এবম্ভূতঃ গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ সন্ মাং মদয়তি হর্ষয়তি। ইতি চং ॥৮॥

মে কান্তঃ কৃষ্ণঃ ক্ব, সখে (হে দ্বারাধিপ) ত্বং এব তং (কৃষ্ণং) ইহ ত্বরিতং লোকয়, ইতি উন্মদ ইব দ্বারাধিপং অভিবদন্, প্রিয়ং দ্রষ্টুং দ্রুতং গচ্ছ, ইতি তদুক্তেন (দ্বারাধিপ বাক্যেন) ধৃততদ্ভুজান্তঃ গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৮॥

আমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ কোথায় আছেন, হে সখে দ্বারপাল! তুমিই তাঁহাকে এই স্থানে শীঘ্র দর্শন করাও, এই কথা উন্মত্তের মতন দ্বারপালকে বলিলে, তিনি বলিলেন প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তুমি (শ্রীগৌরাঙ্গ) শীঘ্র গমন কর, এই কথা দ্বারপাল বলিলে তাহার হস্তধারণ করিয়াছেন এরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ আমার (শ্রীরঘুনাথ দাসের) হৃদয়ে উদয় হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন ॥৮॥

"এই লীলা" ইহার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৮॥

হেনকালে—শ্রীজগন্নাথ দর্শন সময়ে। গোপালবল্লভভোগ—তন্নামক নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোগ ॥৮১॥৮২॥

যার—যে প্রসাদের। মাতে—মত্ত হয় ॥৮৩॥—॥৮৬॥

তবে অল্প মহাপ্রভু জিহ্বায় যদি দিল।
আর সব গোবিন্দের আঁচলে বান্ধিল ॥৮৫॥
কোটি অমৃত স্বাদ পায়া প্রভুর চমৎকার।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥৮৬॥
এই দ্রব্যে এত স্বাদ কাহাঁ হৈতে আইল।
কৃষ্ণের অধরামৃত ইথে সঞ্চারিল ॥৮৭॥
এই বুদ্ধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
জগন্নাথের সেবক দেখি সম্বরণ কৈল ॥৮৮॥
সুকৃতি লভ্য ফেলা লব বলে বার বার।
ঈশ্বর সেবক পুছে কি অর্থ ইহার ॥৮৯॥
প্রভু কহে এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত।
ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ এই নিন্দয়ে অমৃত ॥৯০॥
কৃষ্ণের যে ভুক্ত শেষ তার ফেলা নাম।
তার এক লব পায় সেই ভাগ্যবান ॥৯১॥
সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা সেই তাহা পায় ॥৯২॥
সুকৃতি শব্দে কহে কৃষ্ণ কৃপা হেতু পুণ্য।
সেই যার হয় ফেলা পায় সেই ধন্য ॥৯৩॥
এত বলি প্রভু তাঁ সবারে বিদায় দিলা।
উপল ভোগ দেখিয়া প্রভু নিজ বাসা আল্যা ॥৯৪॥

এই দ্রব্যে—ইহার বিশেষ বিচার পশ্চাদুক্ত "প্রভু কহে এই সব" ১০১ ইত্যাদি পয়ারে ব্যক্ত হইবে ॥৮৭॥

সেবক দেখি—অর্থাৎ তাঁহাদের সেবা কার্য্যের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া প্রেম সম্বরণ করেন ॥৮৮॥

সুকৃতি লভ্য ফেলা—ইহার অর্থ পশ্চাদুক্ত "কৃষ্ণের" ৯১ ইত্যাদি পয়ারে করিবেন। লব—অত্যল্প। ঈশ্বর—শ্রীজগন্নাথ ॥৮৯॥৯০॥

উক্ত ফেলা শব্দের অর্থ করিতেছেন "কৃষ্ণের" ইতি ॥৯১॥৯২॥

উক্ত সুকৃতি শব্দের অর্থ করিতেছেন "সুকৃতি" ইতি। "কৃপা" স্থানে "পাবার" ইতি কোথাও পাঠ ॥৯৩॥

তাঁ সবারে—শ্রীজগন্নাথ সেবক সকলকে ॥৯৪॥

মধ্যাহ্ন করিয়া কৈল ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ ॥৯৫॥
বাহ্য কৃত্য করে প্রেমে গরগর মন।
কণ্ঠে সম্বরণ করে আবেশ সঘন ॥৯৬॥
সন্ধ্যা কৃত্য করি পুনঃ নিজগণ সঙ্গে।
নিভৃতে বসিলা নানা কৃষ্ণ কথা রঙ্গে ॥৯৭॥
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিল।
পুরী ভারতীকে প্রভু কিছু পাঠাইল ॥৯৮॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম স্বরূপাদিগণ।
সবাকে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টন ॥৯৯॥
প্রসাদের সৌরভ্য মাধুর্য্য করি আস্বাদন।
অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্ময় হৈল মন ॥১০০॥
প্রভু কহে এই সব হয় প্রাকৃত দ্রব্য।
ঐক্ষব কর্পূর মরিচ এলাইচ লবঙ্গ গব্য ॥১০১॥
রসবাস গুড়ত্বক আদি যত সব।
প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ সবার অনুভব ॥১০২॥
এই দ্রব্যে এত আস্বাদ গন্ধ লোকাতীত।
আস্বাদ করিয়া দেখ সবার প্রতীত ॥১০৩॥
আস্বাদ দূরে রহু গন্ধে মাতে মন।
আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মরণ ॥১০৪॥
তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হৈল।
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল ॥১০৫॥
অলৌকিক গন্ধ স্বাদু অন্য বিস্মারণ।
মহা মাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ ॥১০৬॥

মধ্যাহ্ন—মধ্যাহ্ন স্নানাদি। ভিক্ষা—ভোজন ॥৯৫॥—॥১০০॥

ঐক্ষব—ইক্ষু বিকার গুড় ও চিনি প্রভৃতি। গব্য—ঘৃত ও দুগ্ধ ॥১০১॥

রসবাস—জায়ফল। গুড়ত্বক—দারুচিনি ॥১০২॥১০৩॥

আপনা বিনা—ঐ প্রসাদ আপনা ব্যতীত, অর্থাৎ ঐ প্রসাদ অন্য দ্রব্যের মাধুর্য্য বিস্মরণ করাইয়া আপন মাধুর্য্যই প্রকাশ করে ॥১০৪॥

অনেক সুকৃতে ইহা হঞাছে সম্প্রাপ্তি।
সবে এই আস্বাদ কর করি মহাভক্তি ॥১০৭॥
হরিধ্বনি করি সবে কৈল আস্বাদন।
আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হৈল সবার মন ॥১০৮॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥১০৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩১ অ, ১৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং ;—

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনাসুষ্ঠু চুম্বিতং।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতং ॥৯॥

শ্লোক শুনি মহাপ্রভু মহামত্ত হৈলা।
রাধার উৎকণ্ঠা শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥১১০॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ৮ম সর্গে ৮ম শ্লো, বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং ;—

ব্রজাতুল কুলাঙ্গনেতররসালি তৃষ্ণাহরঃ,
প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতি লভ্য ফেলালবঃ।

অপিচ হে বীর তে অধরামৃতং নো বিতর দেহি। স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং ইতি নাদামৃতবাসিতমিতিভাবঃ। ইতররাগ বিস্মারণং নৃণাং ইতরেষু সার্ব্বভৌমাদি সুখেষু রাগং ইচ্ছাং বিস্মারয়তি বিলোপয়তীতি তথাতৎ। ইতি শ্রীস্বামী ॥৯॥

বীর (হে) সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং নৃণাং ইতররাগ বিস্মারণং তে অধরামৃতং নঃ বিতর। ইত্যন্বয়ঃ ॥৯॥

তাহাতে—"আস্বাদ দূরে রহু" ইত্যাদি কারণ হেতু ॥১০৫॥—॥১০৯॥

হে বীর শ্রীকৃষ্ণ! প্রেমবিশেষময় সম্ভোগেচ্ছাকে বৃদ্ধি করায়, তোমার (শ্রীকৃষ্ণের) অপ্রাপ্তি জন্য দুঃখানুভবকে বিস্মরণ করায়, বেণুর শব্দরূপ অমৃতদ্বারা বাসিত, মনুষ্যগণের রাজ্যাদি সুখেচ্ছাকে বিস্মরণ করায়, এরূপ তোমার অধরামৃতকে আমাদিগকে বিতরণ কর ॥৯॥

"শ্লোক পড়িতে লাগিল" তাহা এই শ্লোক ॥৯॥

উৎকণ্ঠা—শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত পাইবার জন্য চিন্তা ইত্যর্থ ॥১১০॥

সুধাজিদহি বল্লিকা সুদল বীটিকা চর্ব্বিতঃ,
স মে মদনমোহনঃ সখিতনোতি জিহ্বাস্পৃহাং ॥১০॥
এত কহি মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হৈয়া।
দুই শ্লোকের অর্থ করেন প্রলাপ করিয়া ॥১১১॥
যথা রাগঃ ;—
তনু মন করে ক্ষোভ, বাঢ়ায় সুরত লোভ,
হর্ষ শোকাদি ভাব বিনাশয়।
পাসরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয় ॥১১২॥

স্বাধরামৃতরসেন জিহ্বাস্পৃহাং তনোতি কীদৃশঃ ব্রজস্থাতুলকুলাঙ্গনা স্তুলনারহিত ব্রজসুন্দর্য্য স্তাসাং ইতররসশ্রেণিভ্য স্তৃষ্ণা তাং হরতীতি তথা-ভূতং সং প্রদীব্যদধরামৃতং যস্য সঃ। কিন্তুদিতি ব্যঞ্জন্তী তস্য দুর্ল্লভতা মাহ সুকৃতীতি সুকৃতিভিঃ সুষ্ঠু চ তৎকৃতং কর্ম্মচেতি সুকৃতং তৎকর্ম্ম হরিতোষ ইতি যাবৎ তদিত্যাদ্যুক্ত শুদ্ধভক্তি স্তুত্যুক্তে রেব লভ্যঃ কেবলা ভক্ত্যপেক্ষাদীনাং ভুক্তাবশেষস্য লবো যস্য সঃ। এবং সামান্যতঃ কৃষ্ণাধরামৃতমাত্রং সস্পৃহং শংসন্তী সতী বিশেষতঃ কৃষ্ণেন স্বমুখাং স্বমুখে পূর্ব্বমর্পিতং তাম্বূলচর্ব্বিতং স্পৃহয়ন্তী সতী পুন স্তং বিশিনষ্টি সুধাজিদিতি সুধাজিতা অহিবল্লিকা তাম্বূল-বল্লী তস্যাঃ সুদলৈঃ শোভনপত্রৈ র্নির্ম্মিতা যা বীটিকা স্তাসাং চর্ব্বিতং চর্ব্বণং যস্য সঃ। ইতি সদানন্দবিধায়িনী ॥১০॥

ব্রজাতুলকালাঙ্গ নেতররসালি তৃষ্ণাহরঃ প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্যফেলা লবঃ সুধাজিদহি বল্লিকা সুদল বীটিকাচর্ব্বিতঃ সঃ মদনমোহনঃ সখি (হে) মে জিহ্বাস্পৃহাং তনোতি। ইত্যন্বয় ॥১০॥

তুলনারহিত ব্রজকুলরমণীগণের লৌকিক মধুরাদি রসশ্রেণীবিষয়ে তৃষ্ণাকে যিনি হরণ করেন, যাহার অধরামৃত দীপ্তি পাইতেছে, শুদ্ধভক্তিযুক্ত জন কর্ত্তৃক লভ্য যাহার ভুক্তাবশেষ, সুধাপেক্ষাও সুস্বাদু তাম্বূলকে যিনি চর্ব্বণ করেন, সেই মদনমোহন হে সখি! আমার জিহ্বাভিলাষকে বিস্তার করিতেছেন ॥১০॥

"রাধার উৎকণ্ঠা শ্লোক" তাহা এই শ্লোক ॥১০॥

এত কহি—"ব্রজাতুল" এই শ্লোক বলিয়া। দুই শ্লোকের—"সুরত বর্দ্ধন" আর "ব্রজাতুল" এই দুই শ্লোকের ॥১১১॥

নাগর শুন তোমার অধর চরিত।
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ,
বিচারিতে সব বিপরীত ॥১১৩॥
আছুক নারীর কায, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তোমার অধর বড় ধৃষ্ট রায়।
পুরুষে করে আকর্ষণ, পিয়াইতে করে মন,
অন্য রস সব পাসরায় ॥১১৪॥
সচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে,
তোমার অধর বড় বাজিকর।
তোমার বেণু শুকেক্ষন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয় মন,
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর ॥১১৫॥

উন্মূর্ণাদ্যনন্তর শ্রীমহাপ্রভু উক্ত "সুরত বর্দ্ধনং" ইত্যাদি দুই শ্লোকের অর্থকরণপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদোক্ত "চিত্রজল্পাদ্যাঃ" ৩এতদুক্ত চিত্রজল্পের দশপ্রকার মধ্যে প্রজল্পরূপ প্রলাপ বলিতেছেন, তাহাতে প্রথমতঃ প্রথম শ্লোকোক্ত "সুরতবর্দ্ধনং" ইহার অর্থ করিতেছেন "তনু" ইতি। অধর চরিত কর্ত্তৃপদ। প্রথম শ্লোকোক্ত "শোকনাশনং" ইহার অর্থ বলিতেছেন "হর্ষ" ইতি। প্রথম শ্লোকোক্ত "ইতররাগ বিস্মারণং" ইহার অর্থ বলিতেছেন "পাসরায়" ইতি। পাসরায়—ভুলাইয়া দেয়। ইহা দ্বারা দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত "ব্রজাতুল" এই প্রথম চরণেরও অর্থ বলা হইল, জানিবেন ॥১১২॥

প্রথম শ্লোকের "অধরামৃতং" এবং দ্বিতীয় শ্লোকের "প্রদীব্যদধরামৃতং" ইহার অর্থ বলিতেছেন "নাগর" ইতি। নাগর—রসিক। জিহ্বা করে আকর্ষণ, এই বাক্যে দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত "তনোতি জিহ্বাস্পৃহাং" ইহার অর্থ বলা হইল ॥১১৩॥

উক্ত "বিপরীত" ইহাকে বিশদ করিয়া বলিতেছেন "আছুক" ইতি। ধৃষ্ট রায়—নির্লজ্জ প্রধান। অর্থাৎ অধর শব্দ পুংলিঙ্গ বলিয়া সে পুরুষ, পুরুষ হইয়া পুরুষকে আকর্ষণ করে, এইটিই বিপরীত। ঐ আকর্ষণ শ্রীভাগবতে ১০ম স্কং, ২১ অং, "প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্" ইত্যাদি শ্লোকে প্রসিদ্ধই আছে ॥১১৪॥

শ্রীকৃষ্ণাধরচরিত্র আরও বলিতেছেন "সচেতন" ইতি। অচেতনকে সচেতন করে এইটিই বাজিকরত্ব।

বেণু দুষ্ট পুরুষ হৈয়া, পুরুষাধর পিয়াইয়া,
গোপীগণে জানায় নিজ পান।
ওহে শুন গোপীগণ, বলে পিঙো তোমার বন,
তোমার যদি থাকে অভিমান ॥১১৬॥
তবে মোরে ক্রোধ করি, লজ্জা ভয় ধর্ম্ম ছাড়ি,
আইস দিমু যেন কর পান।
নহে পিমু নিরন্তর, তোমারে মোর নাহিক ডর,
অন্যেরে দেখোঁ তৃণের সমান ॥১১৭॥
অধরামৃত নিজ স্বরে, সঞ্চারিয়া সেই বলে,
আকর্ষয় ত্রিজগত জন।
আমরা ধর্ম্ম ভয় করি, রহি যদি ধৈর্য্য ধরি,
তবে আমায় করে বিড়ম্বন ॥১১৮॥
নীবী খসায় গুরু আগে, লজ্জা ধর্ম্ম করায় ত্যাগে,
কেশে ধরি যেন লৈয়া যায়।
আনি করো তোমার দাসী, শুনি লোক করে হাসি,
এই মত নারীরে নাচায় ॥১১৯॥

বিচার বৈপরিত্যাদি বলিয়া উক্ত সচেতন করে ইহা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রথম শ্লোকোক্ত "স্বরিত বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিত" ইহার অর্থ করিতেছেন "তোমার বেণু" ইত্যাদি "শুষ্ক বাঁশের" ইত্যন্ত দ্বারা। জন্মায় অধর ইতিশেষ। ইন্দ্রিয় মন জন্মায় ইহাতে অচেতনকে সচেতন করে বলিয়াছেন ॥১১৫॥

বেণু শব্দ পুংলিঙ্গ বলিয়া উহাকে পুরুষ বলিয়াছেন। বলে—বল করিয়া। পিঙো—পান করি। তোমার—শ্রীকৃষ্ণাধর। অভিমান—শ্রীকৃষ্ণাধর আমার (শ্রীরাধার) এই ভাব ॥১১৬॥

মোরে—বেণুর প্রতি। "আইস—" এই স্থানে "দিমু মুঞি আসিবার পান" ইতি কোথাও পাঠ ॥১১৭॥

"অধর" ইতি। অর্থাৎ বেণু নিজ স্বর দ্বারা অধরামৃতকে সঞ্চার করিয়া সেই বলে—সঞ্চারিত অধরামৃত বল দ্বারা ত্রিজগতের জনকে আকর্ষণ করে। করে বিড়ম্বন—যন্ত্রণা দেয় ॥১১৮॥

ঐ বিড়ম্বন বলিতেছেন "নীবী" ইতি। নীবী—কটিবস্ত্র গ্রন্থি। গুরু—শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজন ॥১১৯॥

শুক বাঁশের কাঠিখান, এত করে অপমান,
এই দশা করিলে গোসাঞি।
না সহি কি করিতে পারি, তাতে রহি মৌন ধরি,
চোরার মাকে ডাকি কান্দিতে নাঞি ॥১২০॥
অধরের এই রীতি, আর শুন কুনীতি,
সে অধর সনে যার মেলা।
সেই ভক্ষ্য ভোজ্য পান, হয় অমৃত সমান,
নাম তার হয় কৃষ্ণ ফেলা ॥১২১॥
সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব,
এ দম্ভে কেবা পাতি যায়।
বহু জন্ম পুণ্য করে, তবে সুকৃতি নাম ধরে,
সে সুকৃতি তার লব পায় ॥১২২॥
কৃষ্ণ যে খায় তাম্বূল, কহে তাঁর নাহি মূল,
তাহে আর দম্ভ পরিপাটী।
তার যেবা উচ্ছার, তারে কয় অমৃতসার,
গোপীর মুখ করে আলবাটী ॥১২৩॥

গোসাঞি—প্রভু। "চোরার" ইতি। অর্থাৎ চোরের মাতা ডাকি—পুত্রের নামে উচ্চৈস্বরে কান্দিলে তাহাকে রাজপুরুষ হৃত করিবে এই ভয়ে সে যেমন চুপ করিয়া থাকে তেমনি লোকলজ্জাভয়ে আমিও চুপ করিয়া থাকি ॥১২০॥

দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত "সুকৃতিলভ্য ফেলা লবঃ" ইহার অর্থ বলিতেছেন "অধরের" ইতি দুই পয়ারে। মেলা—মিলন। পান—পানীয় দ্রব্য। তার—সেই ভক্ষ্য প্রভৃতির ॥১২১॥

এক লব—কিঞ্চিন্মাত্র। না পায় দেবতা সব, ইহা ফেলার অতি দুর্ল্লভতা জ্ঞানে বলিয়াছেন, কিন্তু ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে নহে, লোকেও দুর্ল্লভস্থলে ঐরূপ বলিয়া থাকে, এইরূপ পরত্রও জানিবেন। এ দম্ভে—দেবতারাও সেই ফেলা পায় না এই গর্ব্বে। পাতি যায়—প্রত্যয় করে অর্থাৎ বিশ্বাস করে ॥১২২॥

দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত "সুধাজিৎ" এই চরণের অর্থ বলিতেছেন "কৃষ্ণ যে খায়" ইতি। মূল—মূল্য। আলবাটী—মুখামৃতাদি ত্যাগ করিবার পাত্রবিশেষ,

এ সব তোমার কুটিনাটি, ছাড় এই পরিপাটী,
বেণুদ্বারে কাঁহে হর প্রাণ।
আপনার হাসি লাগি, নহ নারীর বধ ভাগী,
দেহ নিজাধরামৃত দান ॥১২৪॥
কহিতে কহিতে প্রভুর মন ফিরি গেল।
ক্রোধ অংশ শান্ত হৈল উৎকণ্ঠা বাড়িল ॥১২৫॥
পরম দুর্ল্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত।
তাহা যেই পায় তার সফল জীবিত ॥১২৬॥
যোগ্য হয়্যা তাহা কেহ করিতে না পায় পান।
তথাপি সে নির্লজ্জ বৃথা ধরে প্রাণ ॥১২৭॥

আপনার ইতি। আত্মন উপহাসার্থং নারীবধভাগ্ ভব ॥১২৪॥

পিকৃদানী ইতিভাষা ॥১২৩॥

কুটিনাটি—কৌটিল্য। "আপনার" ইতি। আপনার হাসির নিমিত্ত নারীবধের ভাগী হইও না। প্রথম শ্লোকোক্ত "বিতর" এই অবশিষ্ট ভাগের অর্থ করিতেছেন "দেহ" ইতি।

"ক্রোধ অংশ শান্ত হৈল" এই পর পয়ার প্রমাণে এখানে "তনু মন করে ক্ষোভ" ১১২ ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রোধোক্তি হওয়াতে দশাঙ্গ চিত্রজল্পের মধ্যে প্রজল্প বলা হইল। উহার লক্ষণ যথা উজ্জ্বলের স্থায়ীভাব প্রকরণে ;—

ক্রোধ ঈর্ষা (অন্যের সৌভাগ্য ও সুখসমৃদ্ধি সন্দর্শনে অসুধানুভব) ও গর্ব্বযুক্ত অবজ্ঞা মুদ্রাদ্বারা প্রিয় ব্যক্তির অকৌশল কথনকে প্রজল্প বলে।

উহার মিল শ্রীভাগবতের ১০ম স্কং, ৪৭ অং, ভ্রমর গীতার "মধুপ কিতব বন্ধো" এই শ্লোক।

তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ বংশখণ্ড অতএব অযোগ্য এবং পুরুষ বেণুকে অধরামৃত দেন, এইটি তাঁহার অকৌশল। ক্রোধাদি যথাযথ প্রলাপে যোগ করিয়া লইবেন ॥১২৩॥

কহিতে কহিতে—"তনু মন করে ক্ষোভ" ইত্যাদি বাক্য বলিতে বলিতে। উৎকণ্ঠা—শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত প্রাপ্তিতে চিন্তা ইত্যর্থ ॥১২৫॥

এই—পূর্ব্বোক্ত গোপালবল্লভ ভোগের প্রসাদ, অথবা উল্লিখিত ॥১২৬॥১২৭॥

অযোগ্য হঞা তাহা কেহ সদা পান করে।
যোগ্য জন নাহি পায় লোভে মাত্র মরে ॥১২৮॥
তাতে জানি কোন তপস্যার আছে বল।
অযোগ্যেরে দেওয়ায় কৃষ্ণাধরামৃত ফল ॥১২৯॥
কহ রামরায় কিছু শুনিতে হয় মন।
ভাব জানি পঢ়ে রায় গোপীর বচন ॥১৩০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ২১ অ ৯ম শ্লোকে ;—

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু,
র্দামোদরাধরসুধা মপি গোপিকানাং।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো,
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রুমুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥১১॥

অন্যা উচুঃ হে গোপ্যঃ অয়ং বেণুঃ কিং স্ম পুণ্য মাচরৎ কৃতবান। কথং যদ্ যস্মাৎ গোপিকানা মেব ভোগ্যাং সতীমপি দামোদরাধর সুধাং স্বয়ং স্বাত শ্রেণ যথেষ্টং ভুঙ্‌ক্তে। কথং অবশিষ্টরসং কেবলমবশিষ্টরসমাত্রং যথা ভবতি। যতঃ যাসাং পয়সা অয়ং বেণুঃ পুষ্টঃ তা মাতৃতুল্যাঃ হ্রদিন্যঃ হৃষ্যত্ত্বচো বিকসিতকমলমিষেণ রোমাঞ্চিতা লক্ষ্যন্তে। যেষাং বংশে জাতস্তে তরবোঽপি মধুধারামিষেণ আনন্দাশ্রু মুমুচুঃ। যথা আর্য্যাঃ কুলবৃদ্ধাঃ স্ববংশে ভগবৎ-সেবকং দৃষ্ট্বা হৃষ্যত্ত্বচো হর্ষ মুদ্ভিতদ্বৎ। ইতি শ্রীস্বামী ॥১১॥

গোপ্য (হে) অয়ং বেণুঃ কিং স্ম কুশলং আচরৎ, যৎ (যস্মাৎ) গোপিকানাং অপি দামোদরাধরসুধাং অবশিষ্টরসং স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে, হ্রদিন্যঃ হৃষ্যত্ত্বচঃ, আর্য্যাঃ যথা (ইব) তরবঃ অশ্রু মুমুচুঃ। ইত্যন্বয়ঃ ॥১১॥

অযোগ্য—অর্থাৎ বেণু। যোগ্য—অর্থাৎ গোপিকা আমরা ॥১২৮॥—॥১৩০॥

হে গোপীগণ! এই বেণু কি অপূর্ব্ব পুণ্য করিয়াছে, কেননা গোপিকাদেরই ধন শ্রীকৃষ্ণাধরামৃতকে অবশিষ্ট রসমাত্র করিয়া ভোগ করিতেছে, যে সকল হ্রদিনীর জলে ঐ বেণু পুষ্ট হইয়াছে, মাতৃতুল্যা তাহারা আনন্দে বিকসিত কমলচ্ছলে রোমাঞ্চিতা হইতেছে, দেখা যায়। কুলবৃদ্ধেরা স্ববংশে ভগবৎ-সেবক দেখিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া যেমন নেত্রজল পরিত্যাগ করে, তেমনি বৃক্ষগণ স্বংশজাত ঐ বেণুর সেই সৌভাগ্য দেখিয়া আনন্দে মধুধারা-চ্ছলে নেত্রজল পরিত্যাগ করিতেছে ॥১১॥

এই শ্লোক শুনি প্রভু আবিষ্ট হঞা।
উৎকণ্ঠাতে অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥১৩১॥

যথা রাগঃ ;—

ইহোঁ ব্রজেন্দ্রনন্দন, ব্রজের কোন কন্যাগণ,
অবশ্য করিব পরিণয়।
সে সম্বন্ধে গোপীগণ, যাকে জানে নিজ ধন,
সে সুধা অন্যের লভ্য নয় ॥১৩২॥
গোপীগণ কহ সব করিয়া বিচারে।
কোন তীর্থে কোন তপ, কোন সিদ্ধ মন্ত্র জপ,
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে ॥ধ্রু॥১৩৩॥
হেন কৃষ্ণাধর সুধা, যে কৈল অমৃত মুধা,
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ।
এই বেণু অযোগ্য অতি, স্থাবর পুরুষজাতি,
সেই সুধা সদা করে পান ॥১৩৪॥

"পঢ়ে রায় গোপীর বচন" তাহা এই শ্লোক বচন ॥১১॥

আবিষ্ট হঞা—সেই গোপীভাবে আবিষ্ট হইয়া ॥১৩১॥

শ্রীমহাপ্রভু উক্ত "গোপ্যঃ" এই শ্লোকের অর্থকরণপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদোক্ত "চিত্রজল্পাদ্যাঃ" ৩ এতদুক্ত চিত্রজল্পের দশপ্রকার মধ্যে প্রতিজল্পরূপ প্রলাপ বলিতেছেন, তাহাতে "গোপ্যঃ" এই শ্লোকোক্ত প্রথমার্দ্ধ শ্লোকের এবং "ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং" ইহার অর্থ করিতেছেন "ইহোঁ" ইত্যাদি চারি পয়ারে। ইহোঁ—এই। পরিণয়—বিবাহ। সে সম্বন্ধে—শ্রীকৃষ্ণ বিবাহিতা সেই কন্যার সম্পর্কে। যাকে—শ্রীকৃষ্ণের যে অধরসুধাকে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে কন্যাকে বিবাহ করিবেন, তাহারই লভ্য সেই অধরামৃত, এবং সেই কন্যার সম্বন্ধে গোপীকা আমাদেরও সেই অমৃত লভ্য; কিন্তু বেণু প্রভৃতির তাহা লভ্য নহে ॥১৩২॥

"গোপীগণ" ইতি। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত বেণুর লভ্য নহে, তথাপি সে যে তাহা পান করে, ইহাতে হে গোপীগণ! বিচার করিয়া বল, "কোন্" ইত্যাদি। এই—আমাদের কর্ত্তৃক দৃশ্যমান মতন ॥১৩৩॥

হেন—অত্যাশ্চর্য্য। যে—যে সেই সুধা। মুধা—মিথ্যা, অর্থাৎ অমৃতকেও

যার ধন না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে,
পিতে তারে ডাকিয়া জানায়।
তাহার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্য বল,
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায় ॥১৩৫॥
মানস গঙ্গা কালিন্দী, ভুবন পাবন নদী,
কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান।
বেণু ঝুটাধর রস, হইয়া লোভে পরবশ,
সেই কালে হর্ষে করে পান ॥১৩৬॥
এত নদী রহু দূরে, বৃক্ষ সব তার তীরে,
তপ করে পর উপকারী।
নদীর শেষ রস পাঞা, মূল দ্বারে আকর্ষিয়া,
কেনে পিয়ে বুঝিতে না পারি ॥১৩৭॥
নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পহাস্য বিকসিত,
মধু মিষে বহে অশ্রুধার।
বেণুকে মানি নিজ জাতি, আর্য্যের যেন পুত্র নাতি,
বৈষ্ণব হৈলে আনন্দ বিকার ॥১৩৮॥

অপদার্থ করে। যার—যে সেই সুধার। স্থাবর এবং পুরুষজাতি অতএব বেণু শ্রীকৃষ্ণাধর সুধাপানে অতি অযোগ্য হইয়াও সে সদা সেই সুধা পান করে, ইহাতে বলি সে পূর্ব্ব জন্মে অনেক তপ আদি করিয়াছে ॥১৩৪॥

যার—যে গোপিকাদের। পিতে—পান করিতে। ইহার—এই বেণুর। মহাজন—পশ্চাদুক্ত মানসগঙ্গা প্রভৃতি ॥১৩৫॥

"মহাজনে খায়", ইহা দেখাইয়া শ্লোকোক্ত "হৃদিজো হৃষ্যজন্মঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "মানসগঙ্গা" ইতি। অর্থাৎ বেণুর উচ্ছিষ্ট অধরের রস শ্রীকৃষ্ণাধরে যাহা থাকে, সনকাদি মানসগঙ্গা প্রভৃতি মহাজন তাহা পান করে ॥১৩৬॥

"মহাজনে খায়" ইহা আরও দেখাইয়া শ্লোকোক্ত "অক্রমুমুচু স্তরবো যথার্থা" ইহার অর্থ করিতেছেন "এত" ইত্যাদি দুই পয়ারে। "এই" ইতি। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ মানসগঙ্গা প্রভৃতি নদীতে স্নান করাতে তাহাদেরও বেণুর উচ্ছিষ্ট অধররস পান হইতেই পাইল, অতএব ঐ নদীর কথা দূরে থাকুক। "বৃক্ষ সব" ইত্যাদি। অর্থাৎ তপস্বী এবং পরোপকারী অতএব মহাজন বৃক্ষ সবও সেই বেণুর উচ্ছিষ্ট পান করে ॥১৩৭॥

বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে,
এ অযোগ্য আমরা যোগ্য নারী।
যাহা না পাঞা দুঃখে মরি, অযোগ্য পিয়ে নহিতে নারি,
তাহা লাগি তপস্যা বিচারি ॥১৩৯॥
এতেক বিলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি,
সঙ্গে লঞা স্বরূপ রামরায়।
কভু নাচে কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়,
এইরূপে রাত্রি দিন যায় ॥১৪০॥

মধুনিষে—মধুধারাচ্ছলে। আর্য্যের—কুলবৃদ্ধ পিতা প্রভৃতির ॥১৩৮॥

অতএব "বেণুর" ইতি। "এ অযোগ্য" ইতি। অর্থাৎ বেণু পুরুষজাতি অতএব শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত পানে অযোগ্য হইয়াও তাহা যখন তপোবলে পান করে, আমরা তৎপানে যোগ্য তপ করিলে তাহা অবশ্যই পাইব, অতএব বেণুর তপ জানিয়া তাহা করিব।

যদি বল বেণু শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত পান করে করুক, তাহার তপ বিচারে প্রয়োজন কি? ইহাতে বলিতেছেন "যাহা" ইতি। শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত না পাইয়া দুঃখে প্রাণে মরি, এই জন্যে এবং অযোগ্য বেণু তাহা পান করে, এই জন্যে তাহার তপ বিচার করি।

এখানে "ইহোঁ ব্রজেন্দ্র" ইত্যাদি বাক্যে দশাঙ্গ চিত্রজল্পের মধ্যে প্রতিজল্প বলা হইল। উহার লক্ষণ যথা :—

যেখানে দুস্ত্যজ দম্ভভাব শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্তি অযোগ্য এবং দূত সম্মাননা উক্ত হয়, তাহাকে প্রতিজল্প বলে। উহার মূল উজ্জ্বলের স্থায়ীভাব প্রকরণে দেখিবেন। উহার মিল শ্রীভাগবতের ১০ম স্কং ৩৭ অং ভ্রমর গীতার "প্রিয় সখ" এই শ্লোক।

তাহা হইলে বেণু সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত পান করাতে তাহার দুস্ত্যজ দম্ভভাব, এবং আপনাদের (গোপিকাদের) সেই অধরামৃত প্রাপ্তিতে অযোগ্যতা, এবং বেণুর তপ এবং মহাজনে তাহার উচ্ছিষ্ট পান করাতে তাহার সম্মান, এই সকল উক্ত হইয়াছে ॥১৩৯॥

প্রেমাবেশে—গোপী প্রেমাবেশে ॥১৪০॥

স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি করি যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
পায় দীনহীন কৃষ্ণদাস ॥১৪১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কালিদাসপ্রসাদ-বিরহোন্মাদ প্রলাপো নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ ॥১৬॥

যার আশ—যে চৈতন্যচরিতামৃত পানের আশা ॥১৪১॥

ইতি অন্ত্য-সুখদকারিণী নাম ব্যাখ্যা ষোড়শঃ ॥১৬॥

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

লিখ্যতে শ্রীলগৌরেন্দোরত্যদ্ভুত মলৌকিকং।
যৈর্দৃষ্টং তন্মুখাচ্ছ্রুত্বা দিব্যোন্মাদ বিচেষ্টিতং ॥১॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥১॥
এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে ॥২॥
এক দিন প্রভু স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে।
অর্দ্ধ রাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণ কথা রঙ্গে ॥৩॥
যবে যেই ভাব প্রভুর করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয় ॥৪॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পঢ়ে রায় রামানন্দ ॥৫॥

গৌরেন্দোঃ গৌরচন্দ্রস্য দিব্যোন্মাদ বিচেষ্টিতং যৈ র্দৃষ্টং তেষাং মুখাৎ শ্রুত্বা লিখ্যতে। ইতি চং ॥১॥

শ্রীল গৌরেন্দোঃ অত্যদ্ভুতং অলৌকিকং দিব্যোন্মাদচেষ্টিতং যৈঃ দৃষ্টং তন্মুখাৎ শ্রুত্বা লিখ্যতে। ইত্যন্বয়ঃ ।১।

এই সপ্তদশ পরিচ্ছেদে শ্রীমহাপ্রভুর সিংহদ্বারে পতন এবং প্রলাপ বর্ণিত হইয়াছে।

অথ ব্যাখ্যা।

শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্রের অত্যাশ্চর্য্য এবং অলৌকিক দিব্যোন্মাদ চেষ্টাকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, আমি (গ্রন্থকার) তাঁহাদের মুখে শ্রবণ করিয়া সেই চেষ্টা লিখিতেছি ॥১॥

উন্মাদের চেষ্টা এবং প্রলাপ। প্রলাপের লক্ষণ অন্ত্যের ১৪শং, পং, "উদ্ঘূর্ণা" এই তৃতীয় শ্লোক ব্যাখ্যায় দেখিবেন ॥২॥

মধ্যে মধ্যে আপনে প্রভু শ্লোক পঢ়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করেন প্রভু প্রলাপ করিয়া ॥৬॥
এই মতে নানাভাবে অর্দ্ধ রাত্রি হৈলা।
গোসাঞিরে শয়ন করাই দুঁহে ঘরে গেলা ॥৭॥
গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিল শয়ন।
সর্ব্ব রাত্রি করে প্রভু উচ্চ সংকীর্ত্তন ॥৮॥
আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণবেণু গান।
ভাবাবেশে প্রভু তাহাঁ করিলা প্রয়াণ ॥৯॥
তিন দ্বারে কবাট তৈছে আছেত লাগিয়া।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া ॥১০॥
সিংহদ্বার দক্ষিণে রহে তৈলঙ্গ গাভিগণ।
তাহাঁ যাই পড়িলা প্রভু হঞা অচেতন ॥১১॥
এথা গোবিন্দ মহাপ্রভুর শব্দ না পাইয়া।
স্বরূপেরে বোলাইল কবাট খুলিয়া ॥১২॥
তবে স্বরূপ গোসাঞি সঙ্গে লঞা ভক্তগণ।
দিউটী জ্বালিয়া করে প্রভু অন্বেষণ ॥১৩॥
ইতি উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা।
গাভিগণ মধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা ॥১৪॥

তিন দ্বারে ইতি। ঊর্দ্ধদ্বারের গৃহোপরিতন গৃহং প্রবিশ্য বহু স্থানান্নুল্লঙ্ঘ্য তৈলঙ্গিকগোমধ্যে পতিত ইতিভাবঃ ॥১০॥

শ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদাবস্থায় প্রথমতঃ উল্লূর্ণা (বৈবশ্য চেষ্টা) বলিতেছেন "এক দিন" ইত্যাদি ॥৩॥—১৯॥

তিন দ্বারে—ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা মধ্যের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে "তিন দ্বারে" এই ৭ পয়ার ব্যাখ্যায় দেখিবেন।

গম্ভীরা হইতে বাহিরে গমন এবং সিংহদ্বারে পতন ইত্যাদি বাক্যে প্রভুর উল্লূর্ণা বলা হইল ॥১০॥

তৈলঙ্গা—তৈলঙ্গদেশীয় ॥১১।১২॥

দিউটী—মসাল ॥১৩॥১৪॥

পেটের ভিতর হস্ত পদ কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেন পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার ॥১৫॥
অচেতন পড়িয়াছেন যেন কুষ্মাণ্ড ফল।
বাহিরে জড়িমা অন্তরে আনন্দ বিহ্বল ॥১৬॥
গাভি সব চৌদিকে সোঁগে প্রভুর অঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ ॥১৭॥
অনেক করিল যত্ন না হয় চেতন।
প্রভু উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ ॥১৮॥
উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম সংকীর্ত্তন।
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন ॥১৯॥
চেতন পাইলে হস্ত পাদ বাহির হৈল।
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল ॥২০॥
উঠিয়া বসিলেন প্রভু চাহে ইতি উতি।
স্বরূপে কহে তুমি আমা আনিলে কতি ॥২১॥
বেণু শব্দ শুনি আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২২॥
সঙ্কেত বেণু নাদে রাধা আনি কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে ॥২৩॥
তার পাছে পাছে আমি করিলু গমন।
তাঁর ভূষা ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ ॥২৪॥
গোপীগণ সহ করে হাস পরিহাস।
কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস ॥২৫॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি।
আমা ইহা লঞা আইলা বলাৎকার করি ॥২৬॥
শুনিতে না পালুঁ সেই অমৃত সম বাণী।
শুনিতে না পালুঁ ভূষণ মুরলীর ধ্বনি ॥২৭॥

কূর্ম্মের আকার—কচ্ছপের আকৃতি ॥১৫॥১৬॥
সোঁগে—আঘ্রাণ করে ॥১৭॥—॥২০॥
কতি—কোথায় ॥২১॥২২॥
নাদে—শব্দে ॥২৩॥—॥২৭॥

ভাবাবেশে স্বরূপে কহে গদ্গদ বাণী।
কর্ণ তৃষ্ণায় মরে পড় রসামৃত শুনি ॥২৮॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অন্তর জানিয়া।
ভাগবতের শ্লোক পঢ়ে মধুর করিয়া ॥২৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ২৯ অ ৩৭শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং ;—

কা স্ত্র্যঙ্গতে কলপদামৃতবেণুগীত,
সম্মোহিতার্য্য চরিতান্নচলে ত্রিলোক্যাং।
ত্রৈলোক্য সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং,
যদ্গোদ্বিজ দ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥২॥

নন্থ জুগুপ্সিতমৌপপত্য মিত্যুক্তং তত্রাহ কা স্ত্রীতি। অঙ্গ হে শ্রীকৃষ্ণ কলানি পদানি যস্মিন্ তৎ আবৃতং দীর্ঘমূর্চ্ছিতং স্বরালাপভেদস্তেন অমৃতেতি পাঠান্তরে কলপদং মধুরমধুরং বেণুগীতং তেন সম্মোহিতা সতী কা বা স্ত্রী আর্য্যচরিতা নিজধর্ম্মা ন চলেৎ। যস্মোহিতাঃ পুরুষা অপি চলিতাঃ চিত্ত ত্রৈলোক্যস্য সৌভাগ্য মিতি যদ্ যতঃ অবিভ্রন্ অবিভরুঃ তদ্দ্যোতক শব্দ শ্রবণ মাত্রেণাপি ভাবন্নিজধামত্যাগো যুক্তঃ কিং পুন স্বদনুভবেনেতিভাবঃ। ইতি শ্রীস্বামী ॥২॥

অঙ্গ (হে) ত্রিলোক্যাং কা স্ত্রী তব কলপদামৃতবেণুগীত সম্মোহিতা (সতী) আর্য্যচরিতাৎ ন চলেৎ, বৎ (যস্মাৎ) গো দ্বিজ দ্রুম মৃগাঃ ত্রৈলোক্য সৌভগং ইদং চ রূপং নিরীক্ষ্য পুলকানি অবিভ্রন্। ইত্যন্বয়ঃ ॥২॥

"কর্ণ" ইতি। অর্থাৎ ঐ বাক্য প্রভৃতি শুনিতে না পাইয়া কর্ণতৃষ্ণার মরে, অতএব রসামৃত—শ্রীকৃষ্ণের লীলারসামৃত পাঠ কর, আমি (শ্রীচৈতন্য) তাহা শ্রবণ করি ॥২৮॥

অন্তর—মনোগত ভাব ॥২৯॥

হে (শ্রীকৃষ্ণ) ত্রিভুবনে এমন স্ত্রী কে আছে, যে তোমার মধুর পদামৃতযুক্ত বেণুর গানে মোহিত হইয়া নিজধর্ম্ম হইতে বিচলিতা না হয়, অর্থাৎ সকলেই হয়, স্ত্রীলোকের ঐ কথা থাকুক, পুরুষজাতি গো, পক্ষী, বৃক্ষ ও বনজন্তুগণ তোমার যে বেণু শব্দ শ্রবণে নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয়, এবং ত্রিভুবন সৌভাগ্য স্বরূপ এই রূপ দর্শন করিয়া পুলক ধারণ করে ॥২॥

"ভাগবতের শ্লোক" তাহা এই শ্লোক ॥২॥

শুনি প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলা।
ভাগবতের শ্লোকার্থ করিতে লাগিলা ॥৩০॥

যথা রাগঃ ;—

হৈল গোপী ভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ,
শুনি কৃষ্ণের উপেক্ষা বচন।
কৃষ্ণের মধুর হাস্যবাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি,
রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন ॥৩১॥
নাগর কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়।
এই ত্রিজগত ভরি, আছে যত যোগ্যা নারী,
তোমার বেণু কাহাঁ না আকর্ষয় ॥ধ্রু॥৩২॥
জগতে কৈলে বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রা যোগিনী,
দূতী হৈয়া মোহে নারী মন।
মহোৎকণ্ঠা বাঢ়াইয়া, আর্য্যপথ ছাড়াইয়া,
আনি তোমায় করে সমর্পণ ॥৩৩॥

শ্লোকার্থ—উক্ত "কা স্ত্রী" এই শ্লোকের অর্থ ॥৩০॥

উদ্যূর্ণাদ্যানন্তর শ্রীমহাপ্রভু উক্ত "কা স্ত্রী" এই শ্লোকের অর্থকরণপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদোক্ত "চিত্রজল্পাদ্যাঃ" ৩ এতদুক্ত চিত্রজল্পের দশ প্রকার মধ্যে আজল্পরূপ প্রলাপ বলিতেছেন, তাহাতে প্রথমতঃ গ্রন্থকার ঐ শ্লোক বলিবার আভাষ বলিতেছেন "হৈল" ইতি। উপেক্ষা—অনঙ্গীকার। ত্যাগে তাহা সত্য মানি—অর্থাৎ পরিহাসবিশারদ রসিকচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস দ্বারা রসপুষ্টির নিমিত্ত রাসের "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" ইত্যাদি প্রতি বাক্যে এক অর্থে গোপীগণকে ত্যাগ অপর অর্থে অঙ্গীকার করেন, ইহা শ্রীবৈষ্ণব-তোষণীতে বলিয়াছেন, তাহাতে গোপিকারা প্রথমতঃ ত্যাগ অর্থই সত্য মানেন। ওলাহন—ভৎ সনাসূচক বাক্য ॥৩১॥

শ্রীমন্ মহাপ্রভু "কা স্ত্রী" এই প্রথমার্দ্ধ শ্লোকের অর্থ করিতেছেন "নাগর" ইত্যাদি দ্বারা। যোগ্যা—অর্থাৎ যুবতী। বেণু—তাহার শব্দ। কাঁহা—কাহাকে, অর্থাৎ সকল যুবতীকে আকর্ষণ করে ॥৩২॥

সিদ্ধমন্ত্রা—মন্ত্রকে সিদ্ধ করিয়াছে এরূপ যোগিনী—যোগবিদ্যাবতী। আর্য্যপথ—সতীত্বধর্ম্ম ॥৩৩॥

ধর্ম্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে, হানে কটাক্ষ কামশরে,
লজ্জা ভয় সকল ছাড়ায়।
এবে আমায় করি রোষ, কহি পতিত্যাগে দোষ,
ধার্ম্মিক হৈয়া ধর্ম্ম শিখাও ॥৩৪॥
অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ,
এই সব শঠ পরিপাটি।
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্বনাশ,
ছাড় এই সব কুটিনাটি ॥৩৫॥
বেণুনাদে অমৃত ঘোলে, অমৃত সমান মিঠা বোলে,
অমৃত সমান ভূষণ শিঞ্জিত।

"ধর্ম্ম" ইতি। অর্থাৎ যে জন বেণুদ্বারে ধর্ম্ম ত্যাগ করায়, কটাক্ষরূপ কাম বাণে আঘাত করে, লজ্জাদি ত্যাগ করায়, সেই জন তুমি শ্রীকৃষ্ণ এবে—এক্ষণে আমাদের (গোপীদের) প্রতি রোষ—ক্রোধ করিয়া পতিত্যাগে দোষ করিয়া ধার্ম্মিক হইয়া, ইহা ব্যাজোক্তি অর্থাৎ ধর্ম্মাদি ত্যাগ করাতে পরম অধার্ম্মিক হইয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দেও, অতএব ঐ শিক্ষা আমরা গ্রহণ করি না ইতিভাব। অথবা ধার্ম্মিক হৈয়া—স্ত্রী হইয়া অগ্রে পতি সেবা কর, তৎপরে আমাদিগকে শিক্ষা দিও।

পতি ত্যাগে দোষ ইহা রাসের ২৯ অধ্যায়ে "অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ" এই শ্লোকে বলিয়াছেন। এবং ধর্ম্মশিক্ষা "ভর্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং" ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন ॥৩৪॥

কথন অন্য প্রকার, মনে অন্য প্রকার, বাহিরে আচরণ অন্য প্রকার, এই সব শঠের—গূঢ় বিপ্রিয়কারী নায়কের পারিপাট্য—সুশৃঙ্খলা।

যদি বল বাহার্থে ত্যাগ কিন্তু অন্তরর্থে অঙ্গীকার এই ব্যর্থ বাক্যে পরিহাস নিমিত্ত বাহিরে তোমাদিগকে ত্যাগের কথা বলিয়াছি, ইহাতে বলিতেছেন "তুমি" ইতি। অর্থাৎ তুমি বাহার্থে পরিহাস করিয়াছ, কিন্তু আমি নারী সরলা, অতএব অন্তরর্থ বুঝিতে না পারায় আমার সর্ব্বনাশ অর্থাৎ তত্তুল্য দুঃখ, অতএব কুটিনাটি—কৌটিল্য অর্থাৎ অন্তর্ভাবভাব পরিত্যাগ কর। এখানে প্রথমার্দ্ধ শ্লোকই প্রভুর অভিপ্রেত, কেননা অপরার্দ্ধের কোন অর্থ করেন নাই ॥৩৫॥

তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন হরে প্রাণ,
কেমনে নারী ধরিবেক চিত ॥৩৬॥
এত কহি ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে,
উৎকণ্ঠা সাগরে ডুবে মন।
রাধার উৎকণ্ঠাবাণী, পড়ি আপনে বাখানি,
কৃষ্ণ মাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥৩৭॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ৮ম, সর্গে ৫ম, শ্লোক ;—

নদজ্জলদনিস্বনঃ শ্রবণ কর্ষিসংসিঞ্জিতঃ,
সনর্ম্মরসসূচকাক্ষর পদার্থ ভঙ্গ্যুক্তিকঃ।
ধ্রুমাদিকবরাঙ্গনা হৃদয়হারিবংশীকলঃ,
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি কর্ণস্পৃহাং ॥৩॥

অথ শব্দং স্পষ্টয়তি নদজ্জলদেত্যেকেন। হে সখি স কৃষ্ণো মম কর্ণস্পৃহাং তনোতি স্ব শকেনেতি শেষঃ। কীদৃশঃ নদজ্জলদেতি। নদতোজলদস্য নিঃস্বন ইব নিঃস্বন কণ্ঠধ্বনি র্যস্য গম্ভীর ইত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ শ্রবণকর্ষি কর্ণাকর্ষি সহুত্তমং সিঞ্জিতং ভূষণানাং ধ্বনি র্যস্য সঃ। ভূষণানান্তু সিঞ্জিত মিত্যমরঃ। পুনঃ নর্ম্মাণা পরিহাসেন সহবর্ত্তমানৈ রত এব সরস সূচকৈঃ কিম্বা সনর্ম্মরসস্য সূচকৈ রক্ষরৈঃ। অনেন জ্ঞাতং অন্যেষাং বচনানি বা রস-

---

বেণু শব্দ উপলক্ষণে অপর দুইটি শব্দের কথাও বলিতেছেন "বেণু" ইতি। অমৃত ঘোলে—অমৃত উদ্গারে, অর্থাৎ অমৃত উদ্গার করে, তবে কিনা অমৃতকে উদ্গার করে এরূপ বেণু শব্দে।

কোন কোন প্রাচীন বৈষ্ণব বলেন এই যে, "ঘোলন্ত কর্ণ বিবরে" কর্ণ বিবরকে ঘোলে বলে, অর্থ হইল এই যে কর্ণবিবরে অমৃত তুল্য এরূপ বেণু নাদে।

অথবা "অমৃত ঘোলে" স্থানে "অমৃত ঘোষে" ইতি পাঠ। ঘোষ বলিতে মেঘ শব্দ ইতি মেদিনী। অর্থ এই যে, বেণুনাদামৃতরূপ মেঘ শব্দে। যাহা হউক উহার প্রথমার্থই সাধু, কেননা ঘোল বলিতে কর্ণবিবর অর্থে অপ্রসিদ্ধি, এবং "ঘোষে" আর পরবাক্যে "ঘোলে" মিল হয় না।

মিঠা ঘোলে—মিষ্ট বচনে। ভূষণসিঞ্জিত—অলঙ্কার শব্দ। তিন অমৃতে—বেণু নাদে, ঘোলে (বচনে) ও ভূষণসিঞ্জিতে ॥৩৬॥

"এত কহি—" এই পয়ারটি গ্রন্থকার বাক্য ॥৩৭॥

পুনর্বর্ষ শ্লোক ঃ—

কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘন ধ্বনি জিনি,
যার গুণে কোকিল লাজায়।
তার এক শ্রুতি কণে, ডুবায় জগতের কাণে,
পুনঃ কাণ বাহুড়ি না আয় ॥৩৮॥
কহ সখি কি করি উপায়।
কৃষ্ণের সে শব্দ গুণে, হরিলে আমার কাণে,
এবে না পায় তৃষ্ণায় মরি যায় ॥ধ্রু॥৩৯॥

সূচকানি স্যুঃ কৃষ্ণস্য বচনানি মন্ত্রবাণ্যপি রসসূচকান্যেবেতি তৈ র্ভাতানাং পদানাং বিভজ্যস্ত শব্দানাং বা অর্থ ভঙ্গী অর্থকৌশলং। কিম্বা সনর্ম্মরসসূচকান্ করতি শ্রবণকৃতাং যুবরাম নির্বন্ধীত্যক্ষরা পদানাং বা অর্থভঙ্গী সোক্তৌ যস্ত কিম্বা সৈবোক্তি র্যস্ত। যদা রসসূচকাক্ষর পদার্থ ভঙ্গ্যা সহ বর্ত্তমনোক্তি র্যস্ত। যদা সনর্ম্মরসসূচকাক্ষর পদার্থানাং ভঙ্গী ভঙ্গবান্ লহরীমান্ সমুদ্রঃ অর্থান্নর্ম্মরসসমুদ্রঃ তত্রপোক্তি র্যস্ত সঃ। রমাদিকানা মুত্তম স্ত্রীণাং হৃদয়হারী বংশ্যাঃ কলো মধুরাক্ষুট্ধ্বনি র্যস্ত সঃ। বয়স্ত মানুষ্য স্তত্রাপি যুবত্যঃ অর্ব্বাচীনাঃ তত্রাপি সজাতীয়াঃ তত্রাপি তস্ত সম্ভোগ্যাঃ তস্ত বাহনীয়াঃ স্ত্রিয়াশ্চাত-স্তৎকর্ত্তৃক মস্মাচ্ছিস্তাকর্ষণং কিং বিচিত্র মিতিভাবঃ ॥৩॥

এ শ্লোকের অন্বয় সহজই আছে।

শব্দ করিতেছে এরূপ জলধর তুল্য যাঁহার গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি, যাঁহার উত্তম ভূষণধ্বনি কর্ণকে আকর্ষণ করে, যাঁহার সপরিহাস রসসূচক অক্ষর এবং পদার্থ ভঙ্গীযুক্ত উক্তি ও লক্ষ্মী প্রভৃতি দিব্যাঙ্গনাগণের হৃদয়কে হরণ করে এরূপ যাঁহার বংশীর মধুর শব্দ, সেই মদনমোহন, হে সখি! আমার (শ্রীরাধার) কর্ণস্পৃহাকে বিস্তার করিতেছে ॥৩॥

"পড়ি আপনে" তাহা এই শ্লোক পড়িয়া ॥৩॥

শ্রীমহাপ্রভু ঐ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রথমতঃ শ্লোকোক্ত "নদজ্জলদনিস্বনঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "কণ্ঠের" ইতি দুই পয়ারে। নবঘন—নূতন মেঘ। "গুণে" স্থানে "গানে" ইতি কোথাও পাঠ। লাজায়—লজ্জা পায়। বাহুড়ি—ফিরিয়া। না আয়—আইসে না, ইহাতে শ্লোকোক্ত "স মে" এই শেষ চরণেরও অর্থ বলা হইল জানিবেন, এবং পয়ারও উহা দেখিবেন ॥৩৮॥৩৯॥

নূপুর কিঙ্কিণি ধ্বনি, হংস সারস জিনি,
কঙ্কন ধ্বনি চটক লাজায়।
এক বার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কাণে,
অন্য শব্দ সে কাণে না যায় ॥৪০॥
সে শ্রীমুখ ভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
স্মিত কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।
শব্দ অর্থ দুই শক্তি, নানা রস করে ব্যক্তি,
প্রত্যক্ষরে নর্ম্ম বিভূষিত ॥৪১॥
সে অমৃতের এক কণ, কর্ণ চকোর জীবন,
কর্ণ চকোর জীয়ে সেই আশে।
ভাগ্যবশে কভো পায়, অভাগ্যে কভো না পায়,
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে ॥৪২॥
যেবা বেণু কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি,
জগন্নারী চিত্ত আউলায়।
নীবিবন্ধ পড়ে খসি, বিনামূল্যে হয়ে দাসী,
বাউলী হঞা কৃষ্ণ পাশে ধায় ॥৪৩॥

শ্লোকোক্ত "শ্রবণকর্ব্বিসংসিক্তিঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "নূপুর" ইতি। কিঙ্কিণি—ক্ষুদ্রঘণ্টিকাযুক্ত কটিভূষণ, অর্থাৎ ঘুঙুর। কঙ্কন—হস্তস্থ অলঙ্কার। চটক—তন্নামকপক্ষীবিশেষ (চড়ুই) ॥৪০॥

শ্লোকোক্ত "সনর্ম্মরম্যহসকাক্ষর পদার্থ ভঙ্গ্যুক্তিকঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "সে" ইতি দুই পয়ারে। সে শ্রীমুখ—শ্রীকৃষ্ণ মুখ। ভাষিত—বাক্য। দুই শক্তি—শব্দশক্তি ও অর্থশক্তি। নানারস—শৃঙ্গারাদিরস। করে ব্যক্তি—প্রকাশ করে। প্রত্যক্ষরে—অক্ষরে অক্ষরে। নর্ম্ম—পরিহাস ॥৪১॥

কর্ণরূপ চকোর পক্ষীবিশেষ। জীয়ে—জীবনধারণ করে। সেই আশে—সেই শ্রীকৃষ্ণবাক্য অমৃতে আশায়। পিয়াসে—পিপাসায় ॥৪২॥

শ্লোকোক্ত "রমাদিক বরাঙ্গনা হৃদয়হারি বংশীকলঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "যেবা" ইতি দুই পয়ারে। কলধ্বনি—মধুরশব্দ। আউলায়—শিথিল হয়। নীবিবন্ধ—বস্ত্রগ্রন্থি। বাউলী—পাগলিনী। পাশে—নিকটে। ধায়—গমন করে ॥৪৩॥

যেবা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী, তিহোঁ যে কাকলী শুনি,
কৃষ্ণ পাশ আইসে প্রত্যাশায়।
না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাঢ়ে তৃষ্ণা তরঙ্গ,
তপ করে তবু নাহি পায় ॥৪৪॥
এই শব্দামৃত চারি, যার হয় ভাগ্য ভারি,
সেই কর্ণে ইহা করে পান।
ইহা যেই নাহি শুনে, সে কাণ জন্মিল কেনে,
কাণাকড়ি সম সেই কাণ ॥৪৫॥
করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগ ভাব,
মনে কাহো নাহি আলম্বন।
উদ্বেগ বিষাদ মতি, ঔৎসুক্য ত্রাস ধৃতি স্মৃতি,
নানা ভাবের হইল মিলন ॥৪৬॥
ভাব শাবল্যে রাধার উক্তি, লীলা শুক হৈল স্ফূর্ত্তি,
সেই ভাবে পঢ়ে এক শ্লোক।
উন্মাদের সামর্থ্যে, সেই শ্লোকের করে অর্থে,
যেই অর্থ না জানে সব লোক ॥৪৭॥
তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে ৪২ শ্লোকে বিল্বমঙ্গল বাক্যং ;—
কিমিহকৃণুমঃ কস্যব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া,
কথয়তঃ কথা মন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।

যে কাকলী—যে বেণুর সূক্ষ্মধ্বনি ॥৪৪॥

চারি—কণ্ঠের গম্ভীরধ্বনি, নূপুর কিঙ্কিণিধ্বনি, সে শ্রীমুখ ভাষিত ও যেবা বেণুকলধ্বনি, এই চারি শব্দামৃত। ইহাতে শ্লোকোক্ত "স মে" এই শেষ চরণেরও অর্থ বলা হইল জানিবেন। কাণাকড়ি সম—অর্থাৎ ব্যর্থ ॥৪৫॥

"করিতে" ইত্যাদি দুইটি পদ্য গ্রন্থকার বাক্য জানিবেন। উদ্বেগ—মনের কম্প। আলম্বন—আশ্রয়। বিষাদ—অনুতাপ। মতি—শাস্ত্রাদির অর্থ নির্দ্ধারণ। ঔৎসুক্য—ইষ্ট দর্শনাদিতে কালা ক্ষমত্ব। ত্রাস—হৃদয়ে ক্ষোভ। ধৃতি—জ্ঞানাদিদ্বারা পূর্ণতা। স্মৃতি—পূর্ব্বানুভূতার্থ প্রতীতি। নানাভাবের—বিষাদাদি ব্যভিচারীভাবের ॥৪৬॥

ভাব শাবল্যে—ভাবগণের পরস্পর সংমর্দ্দকে ভাবশাবল্য বলে ॥৪৭॥

মধুর মধুরমেরাকারে মনো নয়নোৎসবে,
কৃপণ কৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণাচিরং বত লম্বতে ॥৪॥

যথা রাগঃ ;—

এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে,
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
সেবা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুছোঁ কে করে উপায় ॥৪৮॥
হাহা সখি কি করোঁ উপায়!
তাহা করোঁ কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায় ॥ধ্রু॥৪৯॥

কৃতমিতি আশয়া তদাশয়া যৎকৃতং তৎকৃতমেব অন্যন্নকর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। তদৈব হৃদি স্ফুরন্তং কৃষ্ণং কামং মত্বা স বৈরূপ্য মাহ অহো কষ্টং হৃদয়ে শয়ঃ কামঃ শত্রুরয়ং মারয়তীতি কিং। মধুরেতি মধুরাদপি মধুর স্মেরৌ স্মেরমীষদ্ধাস্য স্তদ্বিশিষ্ট আকার আকৃতি র্যস্য স চেতি সঃ তস্মিন্। কৃপণা কৃপণা উৎকণ্ঠিতা অতিদীনা। লম্বতে প্রতিক্ষাণং বর্দ্ধতে। ইতি চং ॥৪॥

ইহ কিং কৃণুমঃ, কস্য ক্রমঃ, আশয়া কৃতং কৃতং, অন্যাং ধন্যাং কথাং কথয়তং, অহো হৃদয়ে শয়ঃ, মধুর মধুর স্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে কৃষ্ণে কৃপণ কৃপণা তৃষ্ণা বত চিরং লম্বতে। ইত্যবরঃ ॥৪॥

এ বিষয়ে কি করি, কাহাকেই বা বলি, শ্রীকৃষ্ণ পাইবার আশা করা ব্যর্থ, কৃষ্ণকথা ত্যাগ করিয়া অন্য ভাল কথা বল, কেননা তিনি শত্রু, অথবা তিনি হৃদয়ে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, মধুরমধুর ঈষদ্ধাস্যযুক্ত যাহার আকৃতি এবং যিনি মন ও নয়নের আনন্দপ্রদ, সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার অতিদীনা তৃষ্ণা চিরকাল বাড়িতেছে ॥৪॥

"সেই শ্লোকের" তাহা এই শ্লোক ॥৪॥

শ্লোকোক্ত "কস্য ক্রম" ইহার অর্থ করিতেছেন "এই" ইতি। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিরহে মন স্থির না থাকায় তৎপ্রাপ্ত্যুপায় চিন্তা করিতে পারিতেছি না, তৎপরে হে সখিগণ! তোমাদেরও মন শ্রীকৃষ্ণ বিরহে বিক্ষিপ্ত, অতএব তৎপ্রাপ্ত্যুপায় কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কে তাহা বলিয়া দিবে ॥৪৮॥

শ্লোকোক্ত "কিমিহ কৃণুমঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "হাহা" ইতি ॥৪৯॥

ক্ষণে মনঃ স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতেই হইল ভাবোদ্গম।
পিঙ্গলার বচন স্মৃতি, করাইল ভাব মতি,
তাতে করে অর্থ নির্দ্ধারণ ॥৫০॥
দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণ আশা ছাড়ি দিয়ে,
আশা ছাড়িলে সুখি হয় মন।
ছাড়ি কৃষ্ণ কথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য,
যাতে কৃষ্ণ হয় বিস্মরণ ॥৫১॥
কহিতে হইল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি,
সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে।
যারে চাহোঁ ছাড়িতে, সে শুয়া আছে চিতে,
কোন রীত্যে না পারি ছাড়িতে ॥৫২॥
রাধা ভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায় কাম জ্ঞান,
কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে।
কহে যে জগত মারে, সে পশিল অন্তরে,
এই বৈরী না দেয় পাসরিতে ॥৫৩॥

শ্রীমহাপ্রভু শ্লোকোক্ত "কৃতং কৃতমাশয়া" ইহার যে অর্থ করিবেন, গ্রন্থকার তাহার আভাষ দিতেছেন "ক্ষণে" ইতি। ভাবোদ্গম—বক্ষ্যমাণ স্মৃতি নামক ব্যভিচারীভাবের উদয়। ভাবমতি—মতি নামক ব্যভিচারীভাব, এই দুই ভাবের লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত "উদ্বেগ বিষাদমতি" এই ৪৬ পয়ার ব্যাখ্যায় দেখিবেন।

এখানে "পিঙ্গলার বচন স্মৃতি" এইটি কর্ত্তৃপদ, অর্থাৎ ঐ স্মৃতি মতিনামক ভাব করাইল। অর্থ নির্দ্ধারণ—উক্ত "কৃতং কৃতমাশয়া" ইহার অর্থ নিশ্চয় ॥৫০॥

শ্রীমহাপ্রভু উক্ত "কৃতং কৃতমাশয়া" ইহার অর্থ করিতেছেন "দেখি" ইতি অর্দ্ধ পয়ারে। এই উপায়ে—পিঙ্গলার বাক্যমতে।

শ্লোকোক্ত "কথয়তঃ কথামন্যাং ধন্যাং" ইহার অর্থ করিতেছেন "ছাড়ি" ইতি অর্দ্ধ পয়ারে। কৃষ্ণকথা ছাড়ি এরূপ বাক্য বিরহে বলিয়া থাকে, কিন্তু ত্যাগ করিতে পারে না, ইহা লোক প্রসিদ্ধ ॥৫১॥

পর অর্দ্ধ বলিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন "কহিতে" ইতি। এই অর্দ্ধ পয়ার গ্রন্থকার বাক্য। শ্রীমহাপ্রভু শ্লোকোক্ত "অহো হৃদয়ে শয়ঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "যারে" ইতি অর্দ্ধ পয়ারে। শুয়া—শয়ন করিয়া ॥৫২॥

ঔৎসুক্যের প্রাধান্য, জিনি অন্য ভাব সৈন্য,
উদয় কৈল নিজ রাজ্য মনে।
মনে হৈল লালস, না হয় আপন বশ,
দুঃখে মনে করেন ভর্ৎসনে ॥৫৪॥
মন মোর বামদীন, জল বিনা যেন মীন,
কৃষ্ণ বিনু ক্ষণে মরি যায়।
মধুর হাস্য বদনে, মনোনেত্র রসায়নে,
কৃষ্ণে তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায় ॥৫৫॥
হাহা কৃষ্ণ প্রাণধন, হাহা পদ্মলোচন,
হাহা দিব্য সদ্গুণ সাগর।
হাহা শ্যামসুন্দর, হাহা পীতাম্বরধর,
হাহা রাসবিলাস নাগর ॥
কাহাঁ গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাহাঁ যাই ॥৫৬॥

পর অর্থ বলিবার অভিপ্রায় গ্রন্থকার প্রকাশ করিতেছেন "রাধা" ইতি অর্দ্ধ পয়ারে। আন—অন্য প্রকার। কাম জ্ঞান—কন্দর্প বোধ।

শ্রীমহাপ্রভু "হৃদয়ে শয়ঃ" ইহার কন্দর্প অর্থে শ্লোকোক্ত "অহো হৃদয়ে শয়ঃ" ইহার অপর প্রকার অর্থ করিতেছেন "কহে" ইতি অর্দ্ধ পয়ারে। কন্দর্পের অপর একটি নাম মার, জগৎকে মারে বলিয়া তার নাম হইয়াছে মার; অতএব সে বৈরী—শত্রু। পাসরিতে অর্থাৎ কৃষ্ণ ভুলিতে ॥৫৩॥

পর অর্থ বলিবার অভিপ্রায় গ্রন্থকার প্রকাশ করিতেছেন "ঔৎসুক্যের" ইতি। ঔৎসুক্য—তন্নামক ভাব। ইহার লক্ষণ ইষ্ট দর্শনাদিতে কালাক্ষমত্ব, এখানে ঐ ঔৎসুক্য ভাবেরই প্রাধান্য, অর্থাৎ শ্রীমহাপ্রভু ঐ ভাবেই পর অর্থ করেন। জিনি—জয় করিয়া। অর্থ এই যে, এখানে সর্ব্বভাব প্রধান ঔৎসুক্য-ভাব অন্য ভাবরূপ সৈন্যগণকে পরাজয় করিয়া নিজ রাজ্য মনে উদয় করিল, যেমন প্রধান রাজা। অন্য স্পষ্টই আছে ॥৫৪॥

শ্রীমহাপ্রভু শ্লোকোক্ত "মধুর মধুর—" এই অবশিষ্ট অর্দ্ধ শ্লোকের অর্থ করিতেছেন "মন মোর" ইতি। এখানে মন কর্ত্তৃপদ, অর্থাৎ মনই কৃষ্ণে দ্বিগুণ তৃষ্ণা বাড়ায়। মধুর হাস্য বদনে, আর মনোনেত্র রসায়নে, এই দুইটি কৃষ্ণের বিশেষণ ॥৫৫॥

এত বলি চলিলা পাইয়া।
স্বরূপ উহি কোলে করি, প্রভুরে আনিল ধরি,
নিজ স্থানে বসাইল লৈয়া ॥৫৭॥
ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হৈল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল,
স্বরূপ কিছু কর মধুর গান।
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীত গোবিন্দের গীতি,
শুনি প্রভুর যুড়াইল কান ॥৫৮॥
এই মত মহাপ্রভু প্রতি রাত্রি দিনে।
উন্মাদ চেষ্টিত হয় প্রলাপ বচনে ॥৫৯॥
এক দিনে যত হয় ভাবের বিকার।
সহস্র মুখেতে বর্ণে যদি, নাহি পায় পার ॥৬০॥
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন।
শাখা চন্দ্র ন্যায় করি দিগ্‌দরশন ॥৬১॥
ইহা যেই শুনে তার জুড়ায় মন কান।
অলৌকিক গূঢ় প্রেমের হয় চেষ্টা জ্ঞান ॥৬২॥
অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য মহিমা।
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা ॥৬৩॥

শ্রীমহাপ্রভু নিজাভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন "হাহা" ইত্যাদি।

এখানে "হৈল গোপী ভাবাবেশ" ৩১ ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের কুটিলতা বলাতে দশাঙ্গ চিত্রজল্পের মধ্যে আজল্প বলা হইল। উহার লক্ষণ যথা ;—

যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের কুটিলতা এবং দুঃখ প্রদত্ব বলা হয়, এবং ভঙ্গীদ্বারা অন্যের সুখ প্রদত্ব বলা হয়, তাহাকে আজল্প বলে ইহার মূল উজ্জ্বলে স্থায়ীভাব প্রকরণে দেখিবেন।

উহার মিল শ্রীভাগবতে ১০ম স্কং, ৪৭ অঃ ভ্রমরগীতার "বয়মৃতমিব" এই শ্লোক।

তাহা হইলে বেণুদ্বারা গোপীদিগকে বনে আনিয়া যে গৃহে যাইতে বলা এইটি কৃষ্ণের কুটিলতা, আর "কহে যে কপট মারে" ৫৩ ইত্যাদি বাক্যে দুঃখ প্রদত্ব, "আর "সে অমৃতের এক কণ" ইত্যাদি বাক্যে অন্য সুখদত্ব বলা এখানে আজল্প হইল ৫৫৬—৫৫৯॥

"সহস্র" ইতি। সহস্র মুখে অর্থাৎ অনন্তদেবও যদি এক দিনের ভাব বিকার বর্ণনা করেন, তথাপি তিনি শেষ করিতে পারেন না ইত্যর্থ ॥৬০॥

শাখাস্থিত চন্দ্রের কিয়দংশ দেখিয়া তাহার যে পূর্ণতা জ্ঞান, তাহাকে শাখা চন্দ্র ন্যায় বলে ॥৬১॥—॥৬৮॥

অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য অদ্ভুত বদান্য।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে নাহি শুনি অন্য ॥৬৪॥
সর্ব্ব ভাবে ভজ লোক চৈতন্য চরণ।
যাহা হৈতে পাবে কৃষ্ণ প্রেমামৃত ধন ॥৬৫॥
এইত কহিল প্রভুর কূর্ম্মাকৃতি অনুভাব।
উন্মাদ চেষ্টিত তাতে উন্মাদ প্রলাপ ॥৬৬॥
এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥৬৭॥

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে ৫ম শ্লোকে শ্রীরঘুনাথ দাস বাক্যং ;—

অনুদ্ঘাট্যদ্বার ত্রয়মুরুচভিত্তিত্রয়মহো,
বিলঙ্ঘ্যাচ্চৈঃকালিঙ্গিক সুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনুদ্যং সঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ,
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৫॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৬৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কূর্ম্মাকারানুভাবোন্মাদপ্রলাপো নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥১৭॥

ভিত্তিত্রয়ং প্রাচীরত্রয়ং এতেন ত্রিকক্ষা বাটীয়ং তত্র তৃতীয় কক্ষায়াং প্রভো শ্রীসহ্যানং বায়ুগমনার্থং তত্ত্বনারত মিত্যায়াতং এতেন "তিন দ্বারে কপাট প্রভু" ইত্যাদৌ দ্বারপদেন প্রাচীরদ্বারমিতি সর্ব্বং সুসঙ্গতং ভাবান্তর ব্যাখ্যাতু ন ঙ্গতা ॥৫॥

দ্বারত্রয়ং অনুদ্ঘাট্য চ অহো উরু উচ্চৈঃ ভিত্তিত্রয়ং বিলঙ্ঘ্য কালিঙ্গিক রেভি মধ্যে নিপতিতঃ কৃষ্ণোরুবিরহাৎ তনুদ্যং সঙ্কোচাৎ কমঠ ইব বিরাজন্ গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৫॥

তিন দ্বার না খুলিয়া প্রশস্ত এবং উচ্চ তিনটি প্রাচীর উলঙ্ঘন করিয়া লিঙ্গসম্বন্ধীয় গাভি মধ্যে পতিত এবং শ্রীকৃষ্ণের অধিক বিরহ হেতু দেহ ছোট হওয়াতে কূর্ম্মের মতন বিরাজ করিতেছেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার (রঘুনাথ দাসের) হৃদয়ে উদয় হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন ॥৫॥

"এই লীলা" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৫॥

ইতি অন্ত্য-সুধাসঞ্চারিণী নাম ব্যাখ্যা সপ্তদশ ॥১৭॥

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শরজ্জ্যোৎস্ন্যাংসিন্ধোরবকলনয়া জাতযমুনা,
ভ্রমাদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্হরিবিরহতাপার্ণব ইব।
নিমগ্নো মূর্চ্ছাণঃ পয়সি নিবসন্রাত্রি মখিলাং,
প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচীসূনুরিহ নঃ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥১॥
এইমত মহাপ্রভু নীলাচলে বৈসে।
রাত্রি দিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসে ॥২॥
শরৎকালের রাত্রি সব চন্দ্রিকা উজ্জ্বল।
নিজগণ লঞা বেড়ান রাত্রি সকল ॥৩॥

ইহ সংসারে শচীসূনুঃ শচীনন্দনঃ নোঽস্মান্ অবতু রক্ষতু যঃ শরজ্জ্যোৎস্ন্যাংরাত্রৌ সিন্ধোঃ সমুদ্রস্যাবকলনয়া দৃষ্ট্যা জাতযমুনা ভ্রমাৎ ধাবন্ সন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব অস্মিন্ সিন্ধৌ নিমগ্নঃ সন্ অখিলাং রাত্রিং পয়সি জলে নিবসন্ প্রভাতে স্বৈঃ স্বরূপাদিভিঃ প্রাপ্তঃ। ইতি চং ॥১॥

যঃ (শচীসূনুঃ) শরজ্জ্যোৎস্ন্যাং সিন্ধোঃ অবকলনয়া জাতযমুনাভ্রমাৎ ধাবন্ হরিবিরহ তাপার্ণব ইব অস্মিন্ (সিন্ধৌ) নিমগ্নঃ মূর্চ্ছাণঃ অখিলাং রাত্রিং পয়সি নিবসন্ প্রভাতে স্বৈঃ (স্বরূপাদিভিঃ) প্রাপ্তঃ সঃ শচীসূনুঃ ইহ (সংসারে) নঃ (অস্মান্) অবতু। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

এই অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে শ্রীমহাপ্রভুর সমুদ্র পতনাদি লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

অথ ব্যাখ্যা

যিনি শরৎকালীন জ্যোৎস্নাবতী রাত্রিতে সমুদ্র দেখিয়া তাহাতে যমুনা ভ্রম হওয়াতে ধাবিত হইয়া যেন কৃষ্ণবিরহতাপসমুদ্র মতন সেই সমুদ্রে নিমগ্ন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া সেই সমুদ্র জলে সমস্ত রাত্রি বাস করেন, প্রাতে স্বরূপাদি ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হয়েন, সেই শচীনন্দন শ্রীচৈতন্য এই সংসারে আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥১॥

উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে।
রাসলীলার গীত শ্লোক পড়িতে শুনিতে ॥৪॥
কভু প্রেমাবেশে করেন গান নর্ত্তন।
কভু ভাবাবেশে রাসলীলানুকরণ ॥৫॥
কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি উতি ধায়।
ভূমে পড়ি কভু মূর্চ্ছা কভু পড়ি যায় ॥৬॥
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে শুনে।
পূর্ব্ববৎ তার অর্থ করেন আপনে ॥৭॥
এই মত রাসলীলায় হয় যত শ্লোক।
সবার অর্থ করে পায় কভু হর্ষ শোক ॥৮॥
সে সব শ্লোকের অর্থ সে সব বিকার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয়ত বিস্তার ॥৯॥
দ্বাদশ বৎসরে যে যে লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
অতি বাহুল্য ভয়ে গ্রন্থে না কৈল লিখনে ॥১০॥
পূর্ব্বে যেই দেখাঞাছি দিগ্‌দরশন।
তৈছে জানিহ বিকার প্রলাপ বর্ণন ॥১১॥
সহস্র বদনে যবে কহয়ে অনন্ত।
এক দিনের লীলার তভো নাহি পায় অন্ত ॥১২॥
কোটি যুগ পর্য্যন্ত যদি লিখয়ে গণেশ।
এক দিনের লীলার তভো নাহি পায় শেষ ॥১৩॥
ভক্তের প্রেম বিকার দেখি কৃষ্ণের চমৎকার।
কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত কেবা ছার আর ॥১৪॥
ভক্ত প্রেমার যে দশা যে গতি প্রকার।
যত দুঃখ যত সুখ যতেক বিকার ॥১৫॥

গীত এবং শ্লোক ॥৪—৬॥

পূর্ব্ববৎ—চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদাদ্যুক্তবৎ ॥৭॥

হর্ষ শোক—গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যাদিময় শ্লোকার্থে হর্ষ, আর যাদের ত্যাগময় শ্লোকার্থে শোক ॥৮।৯॥

গ্রন্থে—এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥১০॥

পূর্ব্বে—চতুর্দ্দশাদি পরিচ্ছেদে অথবা মধ্যের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ॥১১—১৪॥

কৃষ্ণহ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে।
ভক্তভাব অঙ্গীকরে তাহা আস্বাদিতে ॥১৬॥
কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমাভক্তেরে নাচায়।
আপনে নাচয়ে তিনে নাচে এক ঠায় ॥১৭॥
প্রেমার বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন।
চান্দ ধরিতে চাহে যেন হইয়া বামন ॥১৮॥
বায়ু যৈছে সিন্ধু জলের হরে এক কণ।
কৃষ্ণ প্রেম কর্ণের তৈছে জীবের স্পর্শন ॥১৯॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত।
জীব ছার কাঁহা তাহার পাইবেক অন্ত ॥২০॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদি গণ ॥২১॥
জীব হঞা করে যেই তাহার বর্ণন।
আপনা শোধিতে তার ছোঁয়ে এক কণ ॥২২॥
এই মত রাসের শ্লোক সকলি পড়িলা।
শেষে জলকেলির শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥২৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩৩ অ ২৩ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং ;—

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ,
ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুম রঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ,
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥২॥

যদি বল শ্রীচৈতন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইয়া তজ্জন্য বিলাপ করেন কেন? ইহাতে বলিতেছেন "ভক্ত" ইতি দুই পয়ার। অর্থাৎ ভক্তের প্রেমবিকার জানিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া সেই প্রেমবিকার আস্বাদন করেন বলিয়া বিলাপ করেন ॥১৫॥১৬॥

উহার প্রতি কারণ দেখাইতেছেন "কৃষ্ণেরে" ইতি। তিনে—কৃষ্ণ, ভক্ত ও প্রেম এই তিন। অর্থাৎ প্রেমের এমনিই প্রভাব যে, শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তভাব ধারণ করায় ॥১৭॥—॥২৩॥

এই মত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখিল আচম্বিতে ॥২৪॥
চন্দ্রকান্ত্যে উচ্ছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল ॥২৫॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধু জলে ঝাঁপ দিলা ॥২৬॥
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা কিছুই না জানে।
কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে ॥২৭॥
তরঙ্গে বহিয়া বুলে যেন শুষ্ক কাষ্ঠ।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট ॥২৮॥
কোনার্কের দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লঞা যায়।
কভু ডুবায় কভু রাখে ভাসায়্যা লঞা যায় ॥২৯॥

অথ জলকেলি মাহ তাভিরিতি। তাসা মঙ্গসঙ্গেন দৃষ্টা সংমর্দিতা যা স্রক্ তস্যাঃ অত স্তাসাং কুচকুঙ্কুম রঞ্জিতায়াঃ সম্বন্ধিভিঃ গন্ধর্ব্বপালিভিঃ গন্ধর্ব্বপাঃ গন্ধর্ব্ব পতয় ইব গায়ন্তি যে অলয় স্তৈ বনুদ্রুতঃ অনুগতঃ সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ বাঃ উদকং আবিশৎ। ভিন্নসেতু বিদারিত বপ্রঃ। স্বয়ং চাতিক্রান্তালোক মর্য্যাদঃ। ইতি শ্রীস্বামী ॥২॥

শ্রান্তঃ সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) শ্রমং অপোহিতুং তাভিঃ যুতঃ কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ অঙ্গসঙ্গদৃষ্টস্রজঃ (সম্বন্ধিভিঃ) গন্ধর্ব্বপালিভিঃ অনুদ্রুতঃ (সন্) ভিন্নসেতুঃ ইভরাট্ গজীভিঃ ইব বাঃ (জলং) আবিশৎ। ইত্যন্বয়ঃ ॥২॥

রাসরসে পরিশ্রান্ত সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রমাপনোদন নিমিত্ত গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়া এবং সেই গোপীগণের স্তন কুঙ্কুমদ্বারা রঞ্জিত অতএব তাহাদের অঙ্গ সঙ্গে সমর্দিত এরূপ পুষ্পমালা সম্বন্ধি ভ্রমরগণ কর্তৃক অনুগত হইয়া হস্তিনীগণের সহিত হস্তিরাজের মতন জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐ হস্তী যেমন ভগ্নসেতু, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি লোকমর্য্যাদাকে অতিক্রম করিয়াছেন ॥২॥

"এই মত রাসের শ্লোক" তাহা এই শ্লোক ॥২॥

শ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদাবস্থায় প্রথমতঃ তাঁহার উল্লূর্ণা (বৈবশ্যচেষ্টা) বলিতেছেন "এই মত" ইত্যাদি। আইটোটা—তন্নামক উদ্যান ॥২৪।২৫॥

"যমুনার ভ্রমে" ইত্যাদি বাক্যে উল্লূর্ণা বলা হইল ॥২৬॥—॥৩১॥

যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ করে মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে ॥৩০॥
ইহাঁ স্বরূপাদিগণ প্রভু না দেখিয়া।
কাহাঁ গেলা প্রভু কহে চমকিত হঞা ॥৩১॥
মনোবেগে গেলা প্রভু লখিতে নারিলা।
প্রভু না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা ॥৩২॥
জগন্নাথ দেখিতে কিবা দেবালয়ে গেলা।
অন্য উদ্যানে কিবা উন্মাদে পড়িলা ॥৩৩॥
গুণ্ডিচা মন্দিরে গেলা কিবা নরেন্দ্রেরে।
চটক পর্ব্বতে গেলা কিবা কোনার্কেরে ॥৩৪॥
এত বলি সবে ফিরে প্রভুরে চাহিয়া।
সমুদ্রের তীরে আইলা কত জন লঞা ॥৩৫॥
চাহি বেড়াইতে ঐছে শেষ রাত্রি হৈল।
অন্তর্দ্ধান হৈল প্রভু নিশ্চয় করিল ॥৩৬॥
প্রভুর বিচ্ছেদে দেহে নাহি রহে প্রাণ।
অনিষ্টাশঙ্কা বিনু কারো মনে নাহি আন ॥৩৭॥

তথাহি অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে ৪র্থ অঙ্কে শকুন্তলাং প্রতি প্রিয়ম্বদাবাক্যং ;—

অনিষ্টাশঙ্কীনিবন্ধু হৃদয়ানি ভবন্তি হি ॥৩॥

সমুদ্রের তীরে আসি যুকতি করিলা।
চটক পর্ব্বত দিশে কথো জন গেলা ॥৩৮॥
পূর্ব্ব দিশায় চলে স্বরূপ লঞা কথো জন।
সিন্ধু তীরে নীরে করে প্রভু অন্বেষণ ॥৩৯॥

লখিতে—লক্ষ করিতে ॥৩২॥—॥৩৬॥

যদি বল বিনা অন্তর্দ্ধানে তাহাদের সে আশঙ্কা হয় কেন? ইহাতে বলিতেছেন "অনিষ্ট" ইতি। অর্থাৎ তাহাদের মনের স্বভাবই এই যে, অনিষ্টই আশঙ্কা করে ॥৩৭॥

বন্ধুদিগের হৃদয় অনিষ্টই (অমঙ্গলই) আশঙ্কা করে ॥২॥

"অনিষ্ট" ইহার প্রমাণ এই শ্লোক ॥২॥

বেলাদে বিহ্বল সবে নাহিক চেতন।
তবু প্রেমে বুলে করি প্রভুর অন্বেষণ ॥৪০॥
দেখে এক জালুয়া আইসে কান্ধে জাল করি।
হাসে কান্দে নাচে গায় বলে হরি হরি ॥৪১॥
জালুয়ার চেষ্টা দেখি সবার চমৎকার।
স্বরূপ গোসাঞি তাঁরে পুছে সমাচার ॥৪২॥
কহ জালিক এই দিগে দেখিলে এক জন।
তোমার এই দশা কেনে কহত কারণ ॥৪৩॥
জালুয়া কহে ইহাঁ এক মনুষ্য না দেখিল।
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল ॥৪৪॥
বড় মৎস্য বলি আমি উঠাইল যতনে।
মৃতক দেখিতে মোরে ভয় হৈল মনে ॥৪৫॥
জাল খসাইতে তার অঙ্গ স্পর্শ হৈল।
স্পর্শমাত্রে সেই ভূত হৃদয়ে পশিল ॥৪৬॥
ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল।
গদ্গদ বাণী মোর উঠিল সকল ॥৪৭॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহন না যায়।
দর্শনমাত্রে মনুষ্যের পৈশে সেই কায় ॥৪৮॥
শরীর দীঘল তার হাত পাঁচ সাত।
এক হস্ত পদ তার তিন তিন হাত ॥৪৯॥
অস্থি সন্ধি ছুটি চর্ম্ম করে নড় বড়ে।
তাহারে দেখিতে প্রাণ নাহি রহে ধড়ে ॥৫০॥
মড়া রূপ ধরি রহে উত্তান নয়ন।
কভু গোঁ গোঁ করে কভু হয় অচেতন ॥৫১॥

"চটক" স্থানে কোথাও "চিরায়ু" ইতি পাঠ ॥৩৮॥—॥৪৯॥

তবু—তথাপি। প্রেমে—প্রেম বলে প্রভুর অন্বেষণ করি। বুলে—ভ্রমণ করে। ইত্যাদয় ॥৪০॥

জালুয়া—মৎস্যজীবী। কান্ধে—স্কন্ধে ॥৪১॥—॥৪৭॥

পৈশে—প্রবেশ করে। কায়—শরীর ॥৪৮॥৪৯॥ ধড়ে—শরীরে ॥৫০॥

উত্তান নয়ন—ঊর্দ্ধচক্ষু ॥৫১॥

সাক্ষাৎ দেখেছো মোরে পাল্য সেই ভূত।
মুঞি মৈলে মোর হৈছে জীবে স্ত্রী পুত্র ॥৫২॥
সেইত ভূতের কথা কহন না যায়।
ওঝা ঠাঞি যাই যদি সে ভূত ছাড়ায় ॥৫৩॥
একা রাত্রো বুলি মংস্য মারিয়ে নির্জ্জনে।
ভূত প্রেত না লাগে আমার নৃসিংহ স্মরণে ॥৫৪॥
এই ভূত নৃসিংহ নামে চাপয়ে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখিতে ভয় লাগে মনে ॥৫৫॥
ওথা না যাইহ আমি নিষেধি তোমারে।
তাহাঁ গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে ॥৫৬॥
এত শুনি স্বরূপ গোসাঞি সব তত্ত্ব জানি।
জালুয়াকে কিছু কহে সুমধুর বাণী ॥৫৭॥
আমি বড় ওঝা জানি ভূত ছাড়াইতে।
মন্ত্র পড়ি শ্রীহস্ত দিল তাহার মাথাতে ॥৫৮॥
তিন চাপড় মারি কহে ভূত পলাইল।
ভয় না পাইহ বলি সুস্থির করিল ॥৫৯॥
একে প্রেম আরে ভয় দ্বিগুণ অস্থির।
ভয় অংশ গেল সেই হৈল কিছু ধীর ॥৬০॥
স্বরূপ কহে যারে তুমি কর ভূত জ্ঞান।
ভূত নহে তেহো কৃষ্ণ চৈতন্য ভগবান ॥৬১॥
প্রেমাবেশে পড়িলা তিহোঁ সমুদ্রের জলে।
তাঁরে তুমি উঠায়্যাছ আপনার জালে ॥৬২॥
তাঁর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণ প্রেমোদয়।
ভূত প্রেত জ্ঞানে তোমার হৈল মহাভয় ॥৬৩॥
এবে ভয় গেল তোমার মন হৈল স্থিরে।
কাহাঁ তাঁরে উঠায়্যাছ দেখাহ আমারে ॥৬৪॥

পাল্য—পাইল ॥৫২॥ ওঝা—চিকিৎসক ॥৫৩॥—॥৫৬॥
সব তত্ত্ব জানি—অর্থাৎ তিনি শ্রীচৈতন্য ইত্যাদি জানিয়া ॥৫৭॥
মন্ত্র পড়ি—জালুয়ার সন্তোষ নিমিত্ত কল্পিত মন্ত্র পাঠ করিয়া ॥৫৮॥৫৯॥
দ্বিগুণ অস্থির—প্রেম জন্য অস্থির আর ভয় জন্য অস্থির ॥৬০॥—॥৬৭॥

জানুয়া কহে প্রভুকে মুঞি দেখ্যাছোঁ বার বার।
তিহোঁ নহেন, এই অতি বিকৃতি আকার ॥৬৫॥
স্বরূপ কহে ইঁহার হয়ে প্রেমের বিকার।
অস্থি সন্ধি ছাড়ি হয়ে অতি দীর্ঘাকার ॥৬৬॥
শুনি সেই জানুয়া অতি আনন্দিত হৈল।
সবা লঞা গেলা মহাপ্রভুকে দেখাইল ॥৬৭॥
ভূমে পড়িয়া আছেন অতি দীর্ঘ সব কায়।
জলে শ্বেত তনু বালু লাগিয়াছে গায় ॥৬৮॥
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম নট কায়।
দূর পথ উঠায়া আনা নাহি যায় ॥৬৯॥
আর্দ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাইয়া।
বহির্ব্বাসে শোয়াইল বালুকা ঝাড়িয়া ॥৭০॥
সবে মেলি উচ্চ করি করে সংকীর্ত্তনে।
উচ্চ করি কৃষ্ণ নাম কহে প্রভুর কাণে ॥৭১॥
কথোক্ষণে প্রভুর কর্ণে শব্দ প্রবেশিল।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিল ॥৭২॥
উঠিতেই অস্থি সব লাগিল নিজ স্থানে।
অর্দ্ধ বাহ্য ইতি উতি করেন দর্শনে ॥৭৩॥
তিন দশায় মহাপ্রভু রহেন সর্ব্ব কাল।
অন্তর্দ্দশা বাহ্যদশা অর্দ্ধবাহ্য আর ॥৭৪॥
অন্তর্দ্দশার কিছু ঘোর কিছু বাহ্য জ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত অর্দ্ধবাহ্য নাম ॥৭৫॥
অর্দ্ধবাহ্যে কহেন প্রভু প্রলাপ বচন।
আকাশে কহেন প্রভু শুনে ভক্তগণ ॥৭৬॥

কায়—শরীর ॥৬৮॥—॥৭৩॥

অন্তর্দ্দশা, বাহ্যদশা ও অর্দ্ধবাহ্য দশা, এই তিন দশা ॥৭৪॥

ঐ তিন দশার মধ্যে অর্দ্ধবাহ্য দশার লক্ষণ বলিতেছেন "অন্তর্দ্দশার" ইতি। অন্তর্দ্দশায় সম্পূর্ণ ঘোর অর্থাৎ বহির্জ্ঞান থাকে না। সেই অন্তর্দ্দশার কিছু ঘোর থাকে এবং কিছু বাহ্যজ্ঞান হয়, এরূপ দশাকে অর্দ্ধবাহ্য দশা বলে ॥৭৫॥

আকাশে—অর্থাৎ কাহাকে লক্ষ না করিয়া ॥৭৬॥—॥৭৮॥

কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি জলক্রীড়া করেন ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥৭৭॥
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে এক মেলি।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করেন কেলি ॥৭৮॥
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
এক সখী সখীগণে দেখায় সেই রঙ্গে ॥৭৯॥

যথা রাগঃ ;—

পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখী করে,
সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র পরিধান।
কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ, কৈলা জলাবগাহন,
জলকেলি রচিল সুঠান ॥৮০॥
সখিহে দেখ কৃষ্ণের জলকেলি রঙ্গে।
কৃষ্ণ মত্ত করিবর, চঞ্চল কর পুষ্কর,
গোপীগণ করি নিজ সঙ্গে ॥ধ্রু॥৮১॥
আরম্ভিল জলকেলি, অন্যোন্যে জল ফেলাফেলি,
হুড়াহুড়ি বর্ষে জলাসার।
সবে জয় পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়,
জল যুদ্ধ বাঢ়িল অপার ॥৮২॥

করএব পুষ্করঃ শুণ্ডঃ ॥৮১॥

এই তীরস্থ সখীরা কৃষ্ণভোগ্যা নহে, ইহাঁরা অপ্রাপ্তযৌবনা অর্থাৎ মঞ্জরীগণ, নচেৎ ইহারাও জলকেলিতে থাকিতেন, জানিবেন। অথবা এই সখীগণ বৃষেশ্বরী ভিন্ন জানিবেন, ইহারা নিজ নিজ বৃষেশ্বরীর শ্রীকৃষ্ণসহ জলক্রীড়া দেখিবার অভিলাষে তীরে অবস্থান করেন। এইটি পশ্চাদুক্ত "তীরে গোপীগণ" এই পয়ার উক্তির দৃষ্টি করিবেন ॥৭৯॥

উদ্ঘূর্ণাদ্যনন্তর শ্রীমহাপ্রভু উক্ত "তাভির্যুতঃ" এই শ্লোকের অর্থকরণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদোক্ত "চিত্রজল্পাদ্যাঃ" ৩ এতদুক্ত চিত্রজল্পের দশ প্রকার মধ্যে সুজল্পরূপ প্রলাপ বলিতেছেন, তাহাতে উক্ত "তাভির্যুতঃ" শ্লোকের অর্থ করিতেছেন "পট্টবস্ত্র" ইতি দুই পয়ারে। পট্টবস্ত্র—পরিধের পট্টবস্ত্র ॥৮০॥

করিবর—হস্তীপ্রধান, করপুষ্কর—হস্তরূপ শুণ্ড ॥৮১॥

বর্ষে স্থির তড়িদ্‌গণ, সিঞ্চে শ্যাম নবঘন,
ঘন বর্ষে তড়িত উপরে।
সখীগণের নয়ন, তৃষিত চাতকগণ,
সেই অমৃত সুখে পান করে ॥৮৩॥
প্রথমে যুদ্ধ জলাঞ্জলি, তবে যুদ্ধ করাকরি,
তার পাছে যুদ্ধ মুখামুখি।
তবে যুদ্ধ বদাবদি, তবে যুদ্ধ হৃদাহৃদি,
তবে হৈল যুদ্ধ নখানখি ॥৮৪॥

জলাসার ধারাবাহিক জলপাতনং ধারাসম্পাত আসার ইত্যমরাৎ। সবে ইতি সর্ব্বেষাং জয়পরাজয়ৌ কিন্তু একস্য জয় একস্য পরাজয় ইতি নিশ্চয়াভাব ইত্যর্থঃ ॥৮২॥

বর্ষে ইতি। স্থিরতড়িদ্‌গণেঽতিশয়োক্ত্যা গোপীগণঃ শ্যামনবঘনং শ্রীকৃষ্ণং সিঞ্চতি। ঘনঃ শ্রীকৃষ্ণস্তদুপরি গোপীগণোপরি বর্ষতি সিঞ্চতীত্যর্থঃ ॥৮৩॥

নিজাভিপ্রায়মতে ঐ জলকেলিকে বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিতেছেন "আরম্ভিল" ইত্যাদি দ্বারা। অন্যোন্যে—পরস্পর অর্থাৎ একপক্ষ শ্রীকৃষ্ণ, অপরপক্ষ গোপীগণ। জলাসার—ধারাবাহিকরূপে জলপাত।

"সবে" ইতি। অর্থাৎ সকলকার জয় পরাজয় আছে, কিন্তু একের জয় কি একের পরাজয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জয় পরাজয় কি গোপীগণের জয় পরাজয় ইহার নিশ্চয় হয় না ॥৮২॥

উক্ত অনিশ্চয়তা দেখাইতেছেন "বর্ষে" ইতি। গোপীরূপ স্থিরবিদ্যুৎ শ্রীকৃষ্ণরূপ মেঘের উপরি জল বর্ষণ করে, আর শ্রীকৃষ্ণরূপ মেঘ গোপীরূপ বিদ্যুৎ উপরি জল বর্ষণ করে, এই সমান বর্ষণে কাহার জয় পরাজয় নিশ্চয় হয় না, ইতিভাব। ইহাতে বিদ্যুৎ মেঘোপরি জল বর্ষণ করে, এইটিই অত্যাশ্চর্য্য। সখীগণের—তাঁহার সখীগণের। সেই অমৃত—সেই জলকেলিরূপ অমৃত ॥৮৩॥

জলাঞ্জলি—জলের অঞ্জলিদ্বারা। "জলাজলি" ইতি পাঠে, জলে জলে। করাকরি—হস্তে হস্তে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের অঙ্গে হস্ত দিতে যান, গোপীগণ তাহা হস্তদ্বারা নিবারণ করেন। মুখামুখি—মুখে মুখে, অর্থাৎ মুখ চুম্বনাদি দ্বারা।

বদাবদি—বাক্যে বাক্যে, অর্থাৎ কথোপকথন দ্বারা। হৃদাহৃদি—হৃদয়ে

সহস্র করে জল সেকে, সহস্র নেত্রে গোপী দেখে,
সহস্র পাদ নিকটে গমনে।
সহস্র মুখ চুম্বনে, সহস্র বপু সঙ্গমে,
গোপী নর্ম্ম শুনে সহস্র কাণে ॥৮৫॥
কৃষ্ণ রাধা লঞা বলে, গেলা কণ্ঠদ্বয় জলে,
ছাড়িল তাহা যাহা অগাধ পানি।
তিহোঁ কৃষ্ণ কণ্ঠ ধরি, ভাসে জলের উপরি,
গজোৎঘাতে যৈছে কমলিনী ॥৮৬॥

কণ্ঠদ্বয়জলে কণ্ঠার্দ্ধজলে। গজ ইতি গজেন উৎখাতা উৎপাটিতা পদ্মিনী তৎকণ্ঠলগ্না ভবতীতিভাবঃ ॥৮৬॥

হৃদয়ে, অর্থাৎ আলিঙ্গনাদি দ্বারা। আর "রদারদি" ইতি পাঠে, দন্তে দন্তে, অর্থাৎ অধর দংশনাদিদ্বারা। নখানখি—নখে নখে, অর্থাৎ নখাঘাতদ্বারা ॥৮৪॥

সহস্র করে—গোপীকারা সহস্র হস্তে। জল সেকে—জল সেচন করে শ্রীকৃষ্ণের উপরি ইতিশেষ। গোপী—তীরস্থ গোপীগণ। সহস্রপাদ—সূর্য্য। অর্থাৎ গোপীকারা এমনিই জল সেচন করেন যে, তাহা সূর্য্যের নিকট পর্য্যন্ত গমন করে, অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলকে আবরণ করিয়া অন্ধকার করে।

ইহাতে প্রথম যুদ্ধে জয় পরাজয় নিশ্চয় না হইলেও শেষে শ্রীকৃষ্ণেরই পরাজয় হয়, কেননা শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের জলসেককে নিবারণ করিতে পারেন নাই, নচেৎ তাহা অপ্রতিঘাতরূপে সূর্য্য পর্য্যন্ত গমন করিতে পারিত না; দ্বিতীয়তঃ গোপীগণের জলসেচনানন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেচন কথা নাই। গ্রন্থান্তরে ঐ পরাজয়ের স্পষ্ট বর্ণনা আছে। যথা পদামৃত সমুদ্রের জলকেলি প্রকরণে ;—

"দয়িত পরাজয় লক্ষণ সহসা" ইতি। উহার অর্থ, শ্রীরাধিকা জলবিহারে প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের পরাজয়চিহ্নে হাস্য করেন।

এবং শ্রীভাগবতের ১০ স্কং ৩৩ অং "সোঽন্তস্তলং" এই ২৪ শ্লোক তোষণী যথা ;—

"অতঃ স্বস্য জয়াদপি তাসাং জয়েন সন্তোষ ইতিভাবঃ" ইতি।

উহার অর্থ, শ্রীকৃষ্ণ জলক্রীড়ায় নিজ জয়াপেক্ষা গোপীগণের জয়ে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

যত গোপ সুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি,
সবার বস্ত্র করিল হরণে।
যমুনা জল নির্ম্মল, অঙ্গ করে ঝলমল,
সুখে কৃষ্ণ করেন দর্শনে ॥৮৭॥
পদ্মিনী লতা সখীচয়, কৈল কারো সহায়,
তার হস্তে পত্র সমর্পিল।
কেহো মুক্ত কেশ পাশ, আগে কৈল অধোবাস,
স্তনকে কাঁচুলি রচিল ॥৮৮॥

পদ্মিনীতি। পদ্মিনীলতাইব সখী সমূহঃ। স্তনকেতি। স্তনকঃমুদ্রা বিশেষ স্তেন পরস্পর সংমিলিত বাহনা ইত্যর্থঃ। "বন্ধনং বক্ষনারীণাং বাহোরুপরি বাহনা। স্তনদ্বয় পিধানায় স্তনকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ" ইতি ॥৮৮॥

নর্ম্ম—পরিহাস, অর্থাৎ তীরস্থ গোপীগণ সহস্রকর্ণে সেই পরিহাস শ্রবণ করেন ॥৮৫॥

বলে—বলপূর্ব্বক। কণ্ঠদ্বয়জলে—কণ্ঠপরিমিত জলে, অর্থাৎ আকণ্ঠজলে। তিহোঁ—শ্রীরাধা। "গজ" ইতি। হস্তীকর্ত্তৃক উৎপাটিত পদ্মিনী সেই হস্তী কণ্ঠে লগ্ন হইয়া যেমন শোভা পায়, তেমনি শ্রীরাধা জলের উপরি শ্রীকৃষ্ণ কণ্ঠ ধরিয়া শোভা পাইয়াছিলেন ইত্যর্থ ॥৮৬॥৮৭॥

পদ্মিনীলতাগণই সখীসমূহ, এইটি এখানে কর্ত্তৃপদ জানিবেন। কারো—শ্রীকৃষ্ণপরিহৃত বস্ত্র কোন গোপীর। তার—সেই গোপীর। পত্র—স্বপত্র অর্থাৎ পদ্মিনীপত্র। অর্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের বস্ত্রহরণ করিলে, পদ্মিনী-লতারূপ সখীগণ সেই কোন গোপীর সাহায্য করিলেন এই যে, নিজ পত্র তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন, তবে কিনা কোন গোপী পদ্মিনীপত্রদ্বারা অধোবাস করেন।

"কেহো" ইতি। অর্থাৎ কোন গোপী আলুলায়িত সুদীর্ঘ কেশ কলাপ দ্বারা সম্মুখের অধোবাস করেন।

স্তনক—মুদ্রাবিশেষ, স্তনদ্বয়াচ্ছাদন নিমিত্ত স্ত্রীলোকের বাহুর উপরে যে বাহুবন্ধন, তাহাকে স্তনক বলে। কাঁচুলি—স্তনাবরণ বস্ত্রখণ্ড বিশেষ। অর্থাৎ গোপীগণ সর্ব্বপ্রকৃতি হস্তদ্বয়দ্বারা স্তনদ্বয়কে (দক্ষিণ হস্তদ্বারা বাম স্তনকে, আর বাম হস্তদ্বারা দক্ষিণ স্তনকে) আবরণ করেন ॥৮৮॥

কৃষ্ণের কলহ রাধাসনে, গোপীগণ সেইক্ষণে,
হেমাব্জ বনে গেলা লুকাইতে।
আকণ্ঠ বপু জলে পৈশে, মুখ মাত্র জলে ভাসে,
পদ্মে মুখে না পারি চিহ্নিতে ॥৮৯॥
এথা কৃষ্ণ রাধা সনে, কৈল যে আছিল মনে,
গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা।
তবে রাধা সূক্ষ্ম মতি, জানিয়া সখীর স্থিতি,
সখী মধ্যে আসিয়া মিলিলা ॥৯০॥
যত হেমাব্জ জলে ভাসে, তত নীলাব্জ তার পাশে,
আসি আসি করয়ে মিলন।
নীলাব্জ হেমাব্জে ঠেকে, বুদ্ধ হয় প্রত্যেকে,
কৌতুক দেখে তীরে গোপীগণ ॥৯১॥
চক্রবাক মণ্ডল, পৃথক পৃথক যুগল,
জল হৈতে করিল উদ্গম।
উঠিল পদ্মমণ্ডল, পৃথক পৃথক যুগল,
চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন ॥৯২॥

যত ইতি। অতিশয়োক্ত্যা যাবন্তি গোপিকামুখানি তাবন্তি কৃষ্ণমুখানি তৎপার্শ্বে ইত্যর্থঃ। গোপীগণ স্বত্র যূথেশ্বরীভিন্নাঃ জ্ঞাতব্য স্বদ্গণস্ত স্বস্ব যূথেশায়াঃ শ্রীকৃষ্ণসহ জলক্রীড়াদর্শনাভিলাষত্বাৎ ॥৯১॥

হেমাব্জ—স্বর্ণপদ্ম। গোপীকারাও স্বর্ণবর্ণ বলিয়া স্বর্ণপদ্মবনে লুকাইতে যান। আকণ্ঠ বপু—কণ্ঠ পর্য্যন্ত শরীর। পদ্ম ও মুখ দুইই স্বর্ণবর্ণ বলিয়া কোনটি পদ্ম কোনটি মুখ ইহা চিনা যায় না ॥৮৯॥

যে আছিল মনে—অর্থাৎ সুরতক্রীড়া ॥৯০॥

যত হেমাব্জ—যে পরিমাণে স্বর্ণপদ্ম, অর্থাৎ গোপীগণের যত মুখ, তত নীলাব্জ—তত পরিমাণে নীলপদ্ম। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের তত মুখ। প্রত্যেকে—এক এক নীলাব্জ আর এক এক হেমাব্জ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের এক একটি মুখ গোপীকার এক একটি মুখ চুম্বনাদি করেন।

গোপীগণ এখানে যূথেশ্বরী ভিন্ন জানিবেন, কেননা ঐ গণ আপন আপন যূথেশ্বরীর শ্রীকৃষ্ণসহ জলক্রীড়া দর্শনাভিলাষে তীরে অবস্থান করেন ॥৯১॥

উঠিল বহু রক্তোৎপল, পৃথক পৃথক যুগল,
পদ্মগণের করে নিবারণ।
পদ্ম চাহে লুটি আনিতে, উৎপল চাহে রাখিতে,
চক্রবাক লাগি দুহাঁর রণ ॥৯৩॥
পদ্মোৎপল অচেতন, চক্রবাক সচেতন,
চক্রবাক পদ্ম আস্বাদয়।
ইহা দোঁহার উলটা স্থিতি, ধর্ম্ম হৈল বিপরীতি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ন্যায় হয় ॥৯৪॥

"চক্র" ইতি। এখানে এইটি জানিবেন, গোপীকাদের স্তনমণ্ডল চক্রবাক নামক পক্ষী বিশেষ, শ্রীকৃষ্ণের হস্ত পদ্মমণ্ডল, আর গোপীকাদের হস্ত রক্তোৎপল (রক্তপদ্ম) ইতি।

চক্রবাকমণ্ডল—গোপীস্তনমণ্ডল। পদ্মমণ্ডল—শ্রীকৃষ্ণ হস্ত, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দুইটি দুইটি হস্ত প্রত্যেক গোপীর দুইটি দুইটি স্তনকে গ্রহণ করেন ॥৯২॥

"রক্ত" ইতি। রক্তোৎপল—গোপীহস্ত। অর্থাৎ গোপীরা স্তনোপরিস্থ শ্রীকৃষ্ণহস্তকে নিবারণ করেন। "পদ্ম" ইতি। দোঁহার—পদ্ম ও উৎপলের। রণ—যুদ্ধ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের হস্তপদ্ম গোপীর স্তনচক্রবাককে ধরিতে যায়, গোপীর হস্ত রক্তোৎপল শ্রীকৃষ্ণহস্তপদ্মকে নিবারণ করে ॥৯৩॥

"পদ্ম" ইতি। অর্থাৎ স্তনস্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণহস্তস্পর্শে গোপিকার হস্ত সাত্বিকভাবের উদয় হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণের হস্তপদ্ম এবং গোপীর হস্ত রক্তোৎপল অচেতন, অর্থাৎ স্ব স্ব কার্য্যে অক্ষম, কিন্তু গোপীর স্তনচক্রবাক শ্রীকৃষ্ণের হস্তপদ্ম স্পর্শসুখ আস্বাদন করে।

ইহা—এখানে। দোঁহার—পদ্ম ও চক্রবাকের। উলটাস্থিতি—অর্থাৎ পদ্মোপরি চক্রবাক থাকে, কিন্তু এখানে তাহার বিপরীত, তবে কিনা গোপীর স্তনচক্রবাকোপরি শ্রীকৃষ্ণের হস্তপদ্ম এইটি উলটাস্থিতি। ধর্ম্ম হৈল বিপরীত—রীতির বৈপরীত্য হইল, অর্থাৎ চক্রবাক পদ্মোপরি থাকিয়া তাহার রস আস্বাদন করে, কিন্তু এখানে নীচে থাকিয়া তাহা আস্বাদন করে। তবে কিনা গোপীর স্তনচক্রবাক স্বোপরিস্থ শ্রীকৃষ্ণ হস্তস্পর্শসুখ আস্বাদন করিতেছে, এইটি রীতির বিপরীত হইল। ঐছে—ঐরূপ। অর্থাৎ ধর্ম্ম বিপরীত। ন্যায়—নীতি, অর্থাৎ ঐরূপ নীতি বিলাসস্থলে এবং শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীবেশ ধারণ ও গোপীর পুরুষবেশ ধারণ ইত্যাদি অনেক স্থলে আছে ॥৯৪॥

মিত্রের মিত্র সহবাসী চক্রে পদ্ম লুটে আসি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ব্যবহার।
অপরিচিত শত্রুর মিত্র, রাখে উৎপল এ বড় চিত্র,
এ বড় বিরোধ অলঙ্কার ॥৯৫॥

অপরিচিত ইতি। পরিচিতস্থ শত্রুস্থ মিত্রত্বাভাববদুৎপল মুদাসীন মিত্যর্থঃ ॥৯৫॥

আরও এক রীতি বলিতেছেন "মিত্রের" ইতি। মিত্রের—সূর্য্যের। অর্থাৎ পদ্মের মিত্র সূর্য্য, ইহার মিত্র চক্রবাক: সহবাসী—এক স্থান নিবাসী। অর্থাৎ পদ্ম ও চক্রবাক এ উভয়ে একত্র জলে বাস করে। অর্থ এই যে, মিত্রের মিত্র এবং সহবাসী হইয়াও পদ্ম চক্রবাককে লুণ্ঠন করে। ঐছে—ঐ লুণ্ঠন রূপ। অর্থাৎ মিত্র গোপগণের মিত্র তৎকন্যাগণ, এবং এক বৃন্দাবনবাসী, তথাপি সেই কন্যাগণকে এবং তাহাদের বস্ত্রাদি লুণ্ঠন করে, ইত্যাদি রূপ। ব্যবহার —প্রথা।

অপরিচিত—অজ্ঞাত। শত্রুর মিত্র—পদ্মের বন্ধু, এরূপ চক্রবাককে উৎপল রক্ষা করে, এ বড় আশ্চর্য্য। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হস্তস্পর্শে স্তম্ভ সাত্বিক ভাবজন্য গোপীর হস্ত অচেতন হওয়াতে স্তনের সহিত তখন পরিচয় নাই, এবং মিত্রের মিত্র ও সহবাসী বলিয়া অথবা শ্রীকৃষ্ণ হস্তস্পর্শসুখ আস্বাদন করিতেছে বলিয়া শত্রু শ্রীকৃষ্ণ হস্তের মিত্র, এরূপ স্তনমণ্ডলকে গোপী হস্ত রক্ষা করিতেছে, এইটি বড় আশ্চর্য্য, এবং বড় বিরোধ অলঙ্কার।

ঐ অলঙ্কারের লক্ষণ যথা কাব্যপ্রকাশে ১০ম, উল্লাসে ২৪ কারিকা;—

"বিরোধঃ সো হবিরোধেঽপি বিরুদ্ধত্বেন যদ্বচঃ ॥১॥
জাতিশ্চতুর্ভির্জাত্যার্দ্যৈ বিরুদ্ধা স্যাদ্গুণৌ স্ত্রিভিঃ।
ক্রিয়া দ্বাভ্যামপি দ্রব্যং দ্রব্যেণৈবেতি তে দশ"। ইতি ॥২॥

উহার অর্থ, বিরোধ না থাকিলেও বিরুদ্ধ রূপে যে বচন, তাহাকে বিরোধ অর্থাৎ বিরোধাভাস অলঙ্কার বলে ॥১॥

জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্য এই চারি দ্বারা জাতির; গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্য এই তিন দ্বারা গুণের; ক্রিয়া ও দ্রব্য দ্বারা ক্রিয়ার; দ্রব্য দ্বারা দ্রব্যের; পরস্পর বিরুদ্ধমতন দশ প্রকার এই বিরোধ প্রকাশ পায় ॥২॥

এখানে বলা হইল এই যে, পদ্ম মিত্রের মিত্র সহবাসীকে লুণ্ঠন করে, এবং উৎপল অপরিচিত শত্রুর মিত্রকে রক্ষা করে, এইটি আশ্চর্য্য এবং লুণ্ঠন ক্রিয়ার অনুপযুক্ততায় লুণ্ঠন করা আর রক্ষা ক্রিয়ার অনুপযুক্ততায় রক্ষা করা, এইটি

অতিশয় উক্তি বিরোধাভাস, দুই অলঙ্কার প্রকাশ,
করি কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল।
যাহা করি আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন,
নেত্র কর্ণযুগ্ম জুড়াইল ॥৯৬॥

অতীতি। উপমান দ্বারা উপমেয়স্ত প্রতীতি রতিশয়োক্তিঃ যতহেমাজ জলে ভাসে ইত্যাদৌ। আপততো বিরোধঃ প্রতীয়তে পরিণামেতু তদভাবো বিরোধাভাসঃ মিত্রের মিত্র সহবাসী ইত্যাদৌ ॥৯৬॥

এখানে ক্রিয়ার বিরোধ অলঙ্কার হইল, ইহার সমাধান এই যে, পুরুষস্বাভাব্যে উহা লুণ্ঠন করা আর স্ত্রী স্বাভাব্যে উহাকে রক্ষা করে।

তাহা হইলে সমস্ত পয়ারের ফলিতার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের হস্ত গোপিকার স্তন মণ্ডলকে ধরিতে যান, গোপিকার হস্ত সেই শ্রীকৃষ্ণ হস্তকে নিবারণ করেন ॥৯৫॥

অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের লক্ষণ যথা সাহিত্যদর্পণে দশম পরিচ্ছেদে ৬৯৩ কারিকা ;—

"সিদ্ধত্বেঽধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তি র্নিগদ্যতে"। ইতি।

ফলিতার্থ এই যে, উপমানদ্বারা উপমেয় প্রতীতিকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলে।

যেমন কোন স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণনা যথা ;—জলশূন্য স্থানে কমল, ঐ কমলে দুইটি নীলপদ্ম, ঐ কমল ও নীলপদ্ম স্বর্ণলতায়, ঐ লতা সুকুমার এবং সুভগা, অতএব একি উৎপাতা পরম্পরা। এখানে মুখ, চক্ষু ও অঙ্গকে যথাক্রমে কমল, নীলপদ্ম ও স্বর্ণলতারূপকে প্রতীতি করা হইল। তেমনি এখানে "যত হেমাজ্ জলে ভাসে" ইহাতে গোপীমুখকে হেমাজ রূপকে প্রতীত হইল।

বিরোধাভাসের লক্ষণ "মিত্রের মিত্র" এই পূর্ব্ব পয়ার ব্যাখ্যায় দেখিবেন, এবং উহার উদাহরণ ঐ পয়ারে দেখিবেন।

অর্থ হইল এই যে, শ্রীকৃষ্ণ জলবিহারে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার এবং বিরোধাবাস অলঙ্কার, এই দুই অলঙ্কার প্রকাশ করি—সাক্ষাৎ প্রকট করিয়া অর্থাৎ ঐ দুই অলঙ্কারকে কেহ কখন সাক্ষাৎ দেখাইতে পারে নাই, কিন্তু জলবিহারে শ্রীকৃষ্ণ তাহা সাক্ষাৎ প্রকাশ করিয়া দেখাইলেন।

যাহা—যে দুই উক্ত অলঙ্কার। আস্বাদন—অর্থাৎ সাক্ষাৎ অধিকরূপে দর্শন করিয়া। জলক্রীড়া দর্শনে নেত্রযুগ্ম, আর পরিহাসাদি বাক্য শ্রবণে কর্ণযুগ্ম, শীতল হইল ॥৯৬॥

ঐছে বিচিত্র ক্রীড়া করি, তীরে আইলা শ্রীহরি,
সঙ্গে লঞা সব কান্তাগণ।
গন্ধ তৈল মর্দ্দন, আমলকী উদ্বর্ত্তন,
সেবা করে তীরে সখীগণ ॥৯৭॥
পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্ক বস্ত্র পরিধান,
রত্ন মন্দিরে কৈল আগমন।
বৃন্দাকৃত সম্ভার, গন্ধ পুষ্প অলঙ্কার,
বন্য বেশ করিল রচন ॥৯৮॥
বৃন্দাবনের তরুলতা, অদ্ভুত তাহার কথা;
বারোমাস ধরে ফুল ফল।
বৃন্দাবনের দেবীগণ, কুঞ্জদাসী যত জন,
ফল পাড়ি আনিঞা সকল ॥৯৯॥
উত্তম সংস্কার করি, বড় বড় থালী ভরি,
রত্ন মন্দির পিণ্ডার উপরে।
ভক্ষণের ক্রম করি, ধরিয়াছে সারি সারি,
আগে আসন বসিবার তরে ॥১০০॥
এক নারিকেল নানা জাতি, এক আম্র নানা ভাতি,
কলাকোলী বিবিধ প্রকার।
পনস খর্জ্জুর কমলা, নারঙ্গ জাম সমতরা,
দ্রাক্ষা বাদাম মেয়া যত আর ॥১০১॥
খরমুজা ক্ষীরিণী তাল, কেশরি পানীফল মৃণাল,
বিল্ব পীলু দাড়িমাদি যত।

আমলকী উদ্বর্ত্তন—আমলাদ্বারা গাত্রমার্জ্জন ॥৯৭॥

'বৃন্দা' ইতি। বৃন্দা নাম্নী বনদেবী সম্ভার—সংগ্রহ করিয়াছেন যে গন্ধাদি, তদ্দ্বারা বন্যবেশ—বনবাসী জনতুল্য বেশ রচনা করিলেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণকে এবং গোপীগণকে কর্ত্তৃপদ উহ্য করিবেন ॥৯৮॥

দেবীগণ—বনদেবী সমূহ ॥৯৯॥১০০॥

কলা—কদলী। কোলী—কুলফল। পনস—কাঁটাল। কমলা—নেবু বিশেষ। নারঙ্গ—নেবুবিশেষ। সমতরা—মুরান্ন ক্ষুদ্রাকৃতি ফলবিশেষ। মেয়া—পেস্তা প্রভৃতি ॥১০১॥

কোন দেশে কারো খ্যাতি, বৃন্দাবনে সব প্রাপ্তি,
সহস্র জাতি লেখা যায় কত ॥১০২॥
গঙ্গাজল অমৃতকেলি, পীযূষ কান্তি কর্পূরকেলি,
সরপুলী অমৃত পদ্মচিনি।
খণ্ডক্ষিরি সার বৃক্ষ, ঘরে করি নানা ভক্ষ্য,
রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি ॥১০৩॥
ভক্ষ্যের পরিপাটী দেখি, কৃষ্ণ হৈলা মহাসুখী,
বসি কৈল বন্য ভোজন।
সঙ্গে লঞা সখীগণ, রাধা কৈল ভোজন,
দোঁহে কৈল মন্দিরে শয়ন ॥১০৪॥
কেহো করে ব্যজন, কেহো পাদ সম্বাহন,
কেহো করায় তাম্বূল ভক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা,
দেখি আমার সুখী হৈল মন ॥১০৫॥
হেন কালে মোরে ধরি, মহা কোলাহল করি,
তুমি সব ইহাঁ লঞা আইলা।
কাহাঁ যমুনা বৃন্দাবন, কাহাঁ কৃষ্ণ গোপীগণ,
সেই সুখে ভঙ্গ করাইলা ॥১০৬॥
এতেক কহিতে প্রভুর কেবল বাহ্য হৈল।
স্বরূপ গোসাঞিকে দেখি তাহাকে পুছিল ॥১০৭॥
ইহাঁ কেনে তোমরা সবে আমা লয়্যা আল্যা।
স্বরূপ গোসাঞি তবে কহিতে লাগিলা ॥১০৮॥

ক্ষীরিনী—ক্ষীর বিশেষ। তাল—তালবীজ। কেশরি—কেশর ॥১০২॥
গঙ্গাজল প্রভৃতি নিষ্টান্ন ॥১০৩॥ দোঁহে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা ॥১০৪॥১০৫॥
সেই সুখ—গোপীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ ক্রীড়া দর্শন সুখ।
এখানে "কাঁহা কৃষ্ণ গোপীগণ" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক জিজ্ঞাসা করাতে দশাঙ্গ চিত্রজল্পের মধ্যে সুজল্প বলা হইল। উহার লক্ষণ যথা;—
সগাস্তীর্য্য, সদৈন্য, সচাপল্য, সোৎকণ্ঠ, সরলতাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক যে জিজ্ঞাসা তাহাকে সুজল্প বলে। উহার মূল উজ্জ্বলের স্থায়ীভাব প্রকরণে দেখিবেন।

যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা।
সমুদ্র তরঙ্গে ভাসি এত দূর আইলা ॥১০৯॥
এই জালুয়া জালে করি তোমা উঠাইলা।
তোমার পরশে এই প্রেমে মত্ত হৈলা ॥১১০॥
সব রাত্রি সবে বেড়াই তোমারে অন্বেষিয়া।
জালুয়ার মুখে শুনি পাইনু আসিয়া ॥১১১॥
তুমি মূর্চ্ছা ছলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া।
তোমার মূর্চ্ছা দেখি সবে মনে পায় পীড়া ॥১১২॥
কৃষ্ণনাম লৈতে তোমার অর্দ্ধবাহ্য হৈল।
তাতে যে প্রলাপ করিলে তাহায় শুনিল ॥১১৩॥
প্রভু কহে স্বপ্নে দেখি গেলাম বৃন্দাবনে।
দেখি কৃষ্ণ রাস করেন গোপীগণ সনে ॥১১৪॥
জলক্রীড়া করি কৈল বন্য ভোজনে।
দেখি আমি প্রলাপ কৈল হেন লয় মনে ॥১১৫॥
তবে স্বরূপ গোসাঞি তাঁরে স্নান করাইয়া।
প্রভু লঞা ঘর আইলা আনন্দিত হঞা ॥১১৬॥
এইত কহিল প্রভুর সমুদ্র পতন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য চরণ ॥১১৭॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১১৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে সমুদ্রপতনং নাম অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥১৮॥

উহার মিল শ্রীভাগবতের ১০ স্কং ৪৭ অং ভ্রমরগীতার "অপি বত মধুপুর্য্যাং" এই শ্লোক।

তাহা হইলে "কাঁহা কৃষ্ণ" ইত্যাদি বাক্যে সোৎকণ্ঠ সরলভাবে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে এখানে সুজন্ন হইল ॥১০৬॥—॥১১০॥

অন্বেষিয়া—অন্বেষণ করিয়া ॥১১১॥১১২॥ তাহায়—তাহাও ॥১১৩॥—॥১১৮॥

ইতি অন্ত্য-সুধাসঞ্চারিণী নাম ব্যাখ্যা অষ্টাদশ ॥১৮॥

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং মাতৃভক্তশিরোমণিং।
প্রলপ্য মুখসংঘর্ষী মধূদ্যানে ললাস যঃ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥১॥
এই মত মহাপ্রভু কৃষ্ণ প্রেমাবেশে।
উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি দিবসে ॥২॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ।
যাহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ ॥৩॥
প্রতি বৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে।
বিচ্ছেদ দুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে ॥৪॥
নদীয়া চলহ পণ্ডিত, মাতাকে কহিও নমস্কার।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার ॥৫॥
কহিয় তাঁহাকে তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ ॥৬॥

---

১ মাতৃভক্ত শিরোমণিং মাতৃভক্তানাং শিরোভূষণং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। মধূদ্যানে বৈশাখীপূর্ণিমায়াং জগন্নাথবল্লভনাম কৃত্রিম বনে ললাস বিহরিতবান্। ইতি চং ॥১॥

মাতৃভক্তশিরোমণিং তং কৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে, মুখসংঘর্ষী যঃ প্রলপ্য মধূদ্যানে ললাস। ইত্যন্বয় ॥১॥

এই পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য প্রভুর মাতৃভক্তি এবং পরিজল্প আর উজ্জল্প এই দুইরূপ প্রলাপ বর্ণিত হইয়াছে।

অথ ব্যাখ্যা ;—

মাতৃভক্ত শিরোমণি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি, যিনি ভিত্তিতে মুখসংঘর্ষণ এবং প্রলাপ করিয়া বসন্তকালে বনে বিহার করেন ॥১॥

নদীয়া চলহ পণ্ডিত—হে পণ্ডিত! জগদানন্দ তুমি নবদ্বীপে গমন কর ॥৫॥

তোমার—মাতার ॥৬॥৭॥

যে দিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সে দিনে আসিয়া অবশ্য করি ভোজন ॥৭॥
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া কৈল নিজ ধর্ম্মনাশ ॥৮॥
এই অপরাধ তুমি না লৈহ আমার।
তোমার অধীন আমি পুত্র সে তোমার ॥৯॥
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ তোমা নারিব ছাড়িতে ॥১০॥
গোপলীলায় পায়েন যেই প্রসাদ বসনে।
মাতাকে পাঠান তাহা পুরীর বচনে ॥১১॥
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনিয়া যতনে।
মাতাকে পৃথক্ পাঠায় আর ভক্তগণে ॥১২॥
মাতৃভক্তগণের প্রভু হয় শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥১৩॥
জগদানন্দ নদীয়া গিয়া মাতাকে মিলিলা।
প্রভুর যত নিবেদন সকল কহিলা ॥১৪॥
আচার্য্যাদি ভক্তে মিলিলা প্রসাদ দিয়া।
মাতা ঠাঞি আজ্ঞা লৈয়া মাসেক রহিয়া ॥১৫॥
আচার্য্যের ঠাঞি গিয়া আজ্ঞা মাগিল।
আচার্য্য গোসাঞি প্রভুকে সন্দেশ কহিল ॥১৬॥

বাউল—ক্ষিপ্ত। নিজ ধর্ম্মনাশ, ইহা দৈন্যোক্তি, অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত হইয়া সন্ন্যাস করাতে তদ্ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলাম না, আর গৃহাশ্রমে থাকিয়া মাতৃসেবাও করিলাম না, অতএব নিজ ঐ দুই ধর্ম্মই নাশ করিলাম। তাহা হইলে এখানে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণে নিজধর্ম্ম নাশ বলিবার অভিপ্রায় নহে, কেননা সন্ন্যাসধর্ম্ম ভগবানের মস্তক হইতে প্রকট হওয়াতে তাহা সকল ধর্ম্মের উর্দ্ধতন ধর্ম্ম। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কং ১৭ অং ১২ শ্লোক;—

"সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ" ইতি ॥৮॥—॥১০॥

গোপলীলায়—শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসবে শ্রীমহাপ্রভু গোপবেশ ধারণ করিয়া নৃত্যাদি করিলে শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ এবং প্রসাদী বস্ত্র যাহা পায়েন তাহা শ্রীপরমানন্দ পুরীর বাক্যে প্রতি বৎসর শ্রীশচীমাতার নিকট পাঠাইয়া দেন ॥১১॥—॥১২॥

তর্জ্জা প্রহেলী আচার্য্য কহে ঠারে ঠোরে।
প্রভু মাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে ॥১৭॥
প্রভুকে কহিয় আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥১৮॥
"বাউলকে কহিয় লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিয় হাটে না বিকায় চাউল ॥১৯॥
বাউলকে কহিয় কাযে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিয় ইহা কহিয়াছে বাউল" ॥২০॥
এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি সব প্রভুকে কহিলা ॥২১॥

আজ্ঞা মাগিল—শ্রীক্ষেত্র প্রভু স্থানে যাইবার জন্য শ্রীঅদ্বৈতের নিকট আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন ইত্যর্থ। সন্দেশ—বার্ত্তা ॥১৬॥

তর্জ্জা এবং প্রহেলী এক পর্য্যায়, অথবা তর্জ্জা—ভঙ্গীযুক্ত বাক্য মধ্যে প্রহেলী—হেঁয়ালি। "বক্রীকৃত্য কমপ্যর্থং স্বরূপার্থস্য গোপনাৎ। যত্র বাহ্যান্তরার্থৌ স্যাতে সা প্রেহিলিকা" ইতি।

উহার অর্থ। স্বরূপার্থ গোপনপূর্ব্বক কোন অর্থকে প্রকাশ করিয়া যেখানে বাহ্য এবং আন্তরিক অর্থকে বলে, তাহাকে প্রহেলী বলে ॥১৮॥

সেই প্রহেলী বলিতেছেন "বাউলকে" ইতি দুই পয়ারে। বাউলকে—উন্মত্তকে। আউল—সুবিধা। আন্তরিক অর্থ এই যে, লোক হইল বাউল—লোক প্রেমোন্মত্ত হইল। না বিকায় চাউল—সকলেই প্রেমে পূর্ণ হওয়াতে গ্রাহক অভাবে প্রেমধন আর বিক্রয় হয় না। কাযে নাহিক আউল—প্রেমে জগৎ পূর্ণ হওয়াতে তদ্‌গ্রহণের ব্যক্তি না থাকায় প্রেমদান কার্য্যের সুবিধা নাই। তবে কিনা শ্রীঅদ্বৈত প্রভু জগতে প্রেম দিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে লইয়া আসেন, এক্ষণে তাহা পূর্ণ হওয়াতে তাঁহাকে স্বধামে বিদায় দিলেন; ঈশ্বরাবতারের এই নিয়ম, জগতের উপকার নিমিত্ত কোন যোগ্য ভক্ত ঈশ্বরকে আহ্বান করে, কার্য্য শেষ হইলে স্বধামে বিসর্জ্জন দেন। যেমন অসুর সংহারাদি নিমিত্ত ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া কার্য্যশেষে স্বধামে বিসর্জ্জন দেন, তেমনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু জগতে প্রেমদান নিমিত্ত শ্রীমহাপ্রভুকে আনিয়া কার্য্য শেষে তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিলেন, ইহা পশ্চাদুক্ত "প্রভু কহে আচার্য্য হয়" ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টই ব্যক্ত আছে ॥১৯॥২০॥

তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
তাঁর যেই আজ্ঞা বলি মৌন করিলা ॥২২॥
জানিয়ায় স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে পুছিল।
এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল ॥২৩॥
প্রভু কহে আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল ॥২৪॥
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কত কাল করে নিরোধন ॥২৫॥
পূজা নির্ব্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তরজার না জানি অর্থ কিবা তাঁর মন ॥২৬॥
মহাযোগীশ্বর আচার্য্য তরজাতে সমর্থ।
আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ ॥২৭॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপ গোসাঞি কিছু হইলা বিমন ॥২৮॥
সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল।
কৃষ্ণের বিরহ দশা দ্বিগুণ বাড়িল ॥২৯॥
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি দিনে।
রাধা ভাবাবেশে বিরহ বাঢ়ে অনুক্ষণে ॥৩০॥

হাসিতে লাগিলা ঐ প্রহেলীর অভিপ্রায় বুঝিয়া ইত্যর্থ ॥২১॥—॥২৩॥

উক্ত তর্জ্জার শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং করিতেছেন "প্রভু" ইতি সার্দ্ধ দুই পয়ারে। অর্থাৎ প্রেমদান কার্য্য নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈত আমাকে শ্রীচৈতন্যকে আনিয়াছিল এক্ষণ তাহা নির্ব্বাহ হওয়াতে স্বধামে যাইতে বলিয়াছেন ॥২৪॥—॥২৬॥

উহা সাধারণের নিকট গোপন করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন "তরজার" ইতি ॥২৭॥

বিস্মিত হৈলা—তাহার অভিপ্রায় না বুঝিয়া। বিমন হইলা—অভিপ্রায় বুঝিয়া অর্থাৎ প্রভু এই বার অন্তর্দ্ধান হইবেন ॥২৮॥২৯॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে "ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর উন্মাদ প্রলাপ" এই ১২ পয়ারে উন্মাদ প্রলাপের যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারই প্রবাহ চলিতেছে, আবার এখানে যে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা অধিক বলিবার জন্য, অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা উন্মাদ প্রলাপ অধিক হইল, এই জন্য তথায় "ক্রমে ক্রমে" এ

আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণ মথুরা গমন।
উদ্‌ঘূর্ণা দশা হৈল উন্মাদ লক্ষণ ॥৩১॥
রামানন্দের গলা ধরি করেন প্রলপন।
স্বরূপে পুছেন জানি নিজ সখীগণ ॥৩২॥
পূর্ব্বে যেন বিশাখাকে রাধিকা পুছিলা।
সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিলা ॥৩৩॥

তথাহি ললিতমাধবে ৩য়াঙ্কে ২০ শ্লোকে ;—

ক্ব নন্দ কুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ,
ক্ব মন্দমুরলীরবঃ ক্ব সুসুরেন্দ্র নীলদ্যুতিঃ।
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধিঃ,
নিধির্ম্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব তব হন্ত হা বিধ্বিধিং ॥২॥

হে সখি হে বিশাখে নন্দকুলচন্দ্রমা নন্দনন্দনঃ ক্ব কুত্র দর্শয় ইতি শেষঃ। শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ ময়ূরপুচ্ছভূষিতঃ ক্ব কুত্র। মন্দ মুরলীরবঃ গভীর বংশী-ধ্বনিঃ ক্ব কুত্র। ন ভো হে সখি সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ ইন্দ্রনীলমণিকান্তিঃ ক্ব কুত্র। রাসরসতাণ্ডবী রাসরসনর্ত্তনশীলঃ ক্ব কুত্র। জীবরক্ষৌষধী প্রাণরক্ষায় মুহৌষধিঃ ক্ব কুত্র। নিধিঃ অমূল্যরত্নঃ মম সুহৃত্তমঃ সঃ ক্ব কুত্র। বত হন্ত হা বিধিং ধিক্। ইতি চং ॥২॥

এখানেও পূর্ব্ব পয়ারে "বিরহ দশা দ্বিগুণ বাঢ়িল" বলিয়াছেন, জানিবেন ॥৩০॥

শ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদাবস্থায় প্রথমতঃ তাঁহার উদ্‌ঘূর্ণা (বৈবশ্য চেষ্টা) বলিতেছেন "আচম্বিতে" ইত্যাদি। রামানন্দ রায়ের কণ্ঠ ধরিয়া প্রলাপ এবং সখা জ্ঞানে স্বরূপকে জিজ্ঞাসা, ইত্যাদি বাক্যে উদ্‌ঘূর্ণা বলা হইল ॥৩১॥—॥৩৩॥

এ শ্লোকের অন্বয় সহজই আছে।

হে সখি! যিনি নন্দকুলসমুদ্রে চন্দ্র স্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ কোথায় আছেন আমাকে (শ্রীরাধাকে) দর্শন দেয়াও। যিনি ময়ূরপুচ্ছে অলঙ্কৃত সেই শ্রীকৃষ্ণ কোথায়। যাঁহার মধুর মুরলীশব্দ সেই শ্রীকৃষ্ণ কোথায়। যাঁহার ইন্দ্রনীলমণি মতন কান্তি সেই শ্রীকৃষ্ণ কোথায়। যিনি রাসরসাদ্যে নৃত্য করেন সেই শ্রীকৃষ্ণ কোথায়। যিনি আমার প্রাণরক্ষার একোপায়ভূত, অমূল্য রত্ন স্বরূপ এবং তোমার পরমবন্ধু সেই শ্রীকৃষ্ণ কোথায় আছেন আমাকে দর্শন দেয়াও। এ বড় দুঃখ বিধাতাকে ধিক্ থাকুক ॥২॥

"এই শ্লোক পড়ি" তাহা এই শ্লোক ॥৩৪॥

যথা রাগঃ।

ব্রজেন্দ্র কুল দুগ্ধসিন্ধু কৃষ্ণ তাঁহে পূর্ণ ইন্দু,
জন্মি কৈল জগৎ উজোর।
যাঁর কান্ত্যমৃত পীয়ে, নিরন্তর পীয়া জীয়ে,
ব্রজ জনের নয়ন চকোর ॥৩৪॥
সখিহে কোথা কৃষ্ণ করাহ দর্শন।
তিলেক যাহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখায়, না রহে জীবন ॥ধ্রু॥৩৫॥
এই ব্রজের রমণী, কামার্ক তপ্ত কুমুদিনী,
নিজ করামৃত দিয়া দান।
প্রফুল্লিত করে যেই, কাহাঁ মোর চন্দ্র সেই,
দেখাই সখি রাখ মোর প্রাণ ॥৩৬॥
কাহাঁ সে চূড়ার ঠান, শিখীপিঞ্ছের উড়ান,
নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা বকপাঁতি,
নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু ॥৩৭॥

কামঃ কন্দর্পঃ স এব অর্কঃ সূর্য্য স্তেন তপ্তা কুমুদিনীরূপা ব্রজরমণী ইত্যর্থঃ ॥৩৬॥

পীতাম্বরমেব তড়িৎ দ্যুতিঃ। মুক্তামালা এব বক পঙ্‌ক্তিঃ ॥৩৭॥

উদ্ঘূর্ণাদ্যনন্তর শ্রীমহাপ্রভু উক্ত "ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ" এই শ্লোকের অর্থ করণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদোক্ত "চিত্রজল্পাদ্যাঃ" ৩ এতদুক্ত চিত্রজল্পের দশ প্রকার মধ্যে পরিজল্পরূপ প্রলাপ বলিতেছেন, তাহাতে উক্ত শ্লোকের অর্থ করিতে প্রথমতঃ "ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ইহার অর্থ করিতেছেন। "ব্রজেন্দ্র" ইতি তিন পয়ারে। ব্রজেন্দ্র—শ্রীনন্দ। তাঁহে—সেই ব্রজেন্দ্রকুলদুগ্ধসিন্ধুতে। উজোর—উজ্জ্বল। যাঁর—যে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণইন্দুর। কান্ত্যমৃত পীয়ে—কান্তিরূপ অমৃত গেয় দ্রব্য। পীয়া—পান করিয়া। জীয়ে—জীবন ধারণ করে ॥৩৩॥৩৫॥

কাম—কন্দর্প। অর্ক—সূর্য্য। অর্থাৎ কন্দর্পরূপ সূর্য্যতাপে তপ্ত কুমুদিনীরূপা এই ব্রজরমণী। কর—হস্ত পক্ষে কিরণ ॥৩৬॥

শ্লোকোক্ত "ক শিখিচন্দ্রিকালকৃতি" ইহার অর্থ করিতেছেন "কাঁহা" ইতি

একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে,
কৃষ্ণতনু যেন আম্রের আঠা।
নারী মনে পশি যায়, যত্নে নাহি বাহিরায়,
তনু নহে সেয়াকুলের কাঁটা ॥৩৮॥
জিনিয়া তমাল দ্যুতি, ইন্দ্রনীল সম কান্তি,
যে কান্তি জগৎ মাতায়।
শৃঙ্গার রস সার ছানি, তাতে চন্দ্র জ্যোৎস্নাসানি,
জানি বিধি নিরমিল তায় ॥৩৯॥
কাহাঁ সে মুরলী ধ্বনি, নবাব্ভ গর্জ্জিত জিনি,
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার।
উঠি ধায় ব্রজজন, তৃষিত চাতকগণ,
আসি পীয়ে কান্ত্যমৃত ধার ॥৪০॥
মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা মহৌষধি,
সখি তোর তেহোঁ সুহৃত্তম।
দেহ জীয়ে তাহা বিনে, ধিক এই জীবনে,
বিধি করে এত বিড়ম্বন ॥৪১॥

নারী ইতি। নারীণাং মনসি প্রবিশ্য তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥৩৮॥
শৃঙ্গাররসং বস্ত্রপূতং কৃত্বা চন্দ্রকান্তিং মেলয়িত্বা ইত্যর্থঃ ॥৩৯॥

দুই পয়ারে। ঠান—স্থিতি অথবা সৌন্দর্য্য। উড়ান—উড্ডীনতা। বকপাঁতি—বক পঙ্‌ক্তি ॥৩৭॥

পশি যায়—প্রবেশ করে। সেয়াকুল—এক জাতীয় কণ্টক বৃক্ষ। ইহার কাঁটা সহজে প্রবেশ হয়, কিন্তু বহু কষ্টে বাহির হয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপ অনায়াসে মনে প্রবেশ করে, কিন্তু আর বাহির না হইয়া কণ্টকবৎ বেদনা দেয় ॥৩৮॥

শ্লোকোক্ত "ক নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "জিনিয়া" ইতি। ছানি—বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া। সানি—মেলাইয়া অর্থাৎ চট্‌কাইয়া। তায়—সেই কৃষ্ণকান্তি ॥৩৯॥

শ্লোকোক্ত "ক মন্দমুরলীরবঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "কাহাঁ" ইতি। নবাব্ভ—নূতন মেঘ। কান্ত্যমৃতধার—কান্তিরূপ অমৃত প্রবাহ ॥৪০॥

শ্লোকোক্ত "ক রাসরসতাণ্ডবী" ইহার অর্থ করিতেছেন "মোর" ইতি।

যে জন জীতে নাহি চায়, তারে কেনে জিয়ায়,
বিধি প্রতি উঠে ক্রোধ শোক।
বিধিকে করে ভৎর্সন, কৃষ্ণে দেয় ওলাহন,
পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক ॥৪২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩৯ অ, ১৭ শ্লোকে বিধাতারং প্রতি গোপীবাক্যং ;—

অহো বিধাত স্তব ন ক্বচিদ্দয়া,
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনক্ষ্যপার্থকং,
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥৩॥

শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গতিং বিধায় বিঘটয়তীতি বিধাতারং প্রত্যেব মাক্রোশন্ত্য আহুঃ অহো ইতি। মৈত্র্যা হিতাচরণেন প্রণয়েন স্নেহেন চ। অকৃতার্থান্ অপ্রাপ্ত-ভোগানপি বিযুনক্ষি বিযোজয়সি তস্মান্নতাবদ্দয়া বালিশোঽপিত্ব মিত্যাহুঃ অপার্থকমিতি। ইতি শ্রীস্বামী ॥৩॥

অহো বিধাতঃ (হে) তব ক্বচিৎ দয়া ন, (যতঃ) মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ সংযোজ্য অকৃতার্থান্ তান্ চ অপার্থকং বিযুনক্ষি, তে (তব) চেষ্টিতং অর্ভক-চেষ্টিতং যথা (ইব)। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩॥

সেই—শ্রীকৃষ্ণ। কলা—নৃত্যগীতাদি। তাহার নিধি—আশ্রয়, অর্থাৎ নৃত্য গীতাদিতে কুশল।

শ্লোকোক্ত "ক সখি জীরক্ষৌষধিঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "প্রাণ" ইতি। শ্লোকোক্ত "সুহৃত্তমঃ ক্ব তব" ইহার অর্থ করিতেছেন "সখি" ইতি। "নিধির্মম" ইহার অর্থ করিতেছেন "দেহ" ইতি। জীয়ে—জীবিত থাকে। তাহা—প্রাণ-রক্ষা মহৌষধি সেই শ্রীকৃষ্ণ। বিনে—বিনা। বিধি—বিধাতা। বিড়ম্বন—প্রতারণা। তবে বিনা সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও প্রতারণা করে, এ বড় আশ্চর্য্য, অথবা সৃষ্টিকর্ত্তা দৃষ্টকে যে প্রতারণা করে, তাহা নিবারণের উপায় নাই, যেমন পিতা পুত্রকে প্রতারণ করা ইতিভাব ॥৪১॥

শ্লোকোক্ত "হন্ত হা ধিক্ বিধিং" ইহার অর্থ করিতেছেন "যে জন" ইতি। জীতে—জীবিত থাকিতে। জীয়ায়—জীবিত রাখে।

"বিধিকে" এই বাক্যটি গ্রন্থকার বাক্য জানিবেন। ওলাহন—অন্যায় ব্যবহারজন্য দোষ ॥৪২॥

যথা রাগঃ।

না জানিস্ প্রেম মর্ম্ম, ব্যর্থ করিস্ পরিশ্রম,
তোর চেষ্টা বালক সমান।
তোর যদি লাগি পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে,
এমন যেন না করিস্ বিধান ॥৪৩॥
অরে বিধি তোঁ বড় নিষ্ঠুর।
অন্যোন্য দুর্লভ জন, করাইয়া সম্মিলন,
অকৃতার্থ কেনে করিস দূর ॥ধ্রু॥৪৪॥
অরে বিধি অকরুণ, দেখাইয়া কৃষ্ণানন,
নেত্র মন লোভাল্যে আমার।
ক্ষণেক করিতে পান, কাড়ি নিলি অন্য স্থান,
পাপ কৈলি দত্ত অপহার ॥৪৫॥
অক্রূর করে তোর দোষ, আমায় কেনে কর রোষ,
ইহা যদি কহ দুরাচার।
তুঞি অক্রূর মূর্ত্তি ধরি, কৃষ্ণ নিলে চুরি করি,
অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার ॥৪৬॥

এ বড় আশ্চর্য্য, হে বিধাতঃ! তোমার কি দয়া নাই, কেননা হিতাচরণ এবং স্নেহের সহিত প্রাণীকে যোগ করিয়া অকৃতার্থ সেই প্রাণীকে নিরর্থক বিযুক্ত কর, অতএব তোমার (বিধাতার) ব্যবহার বালকের ব্যবহার মতন ॥৩॥

"পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক" তাহা এই শ্লোক ॥৩॥

"অহো" এই ৩ শ্লোকোক্ত "বিচেষ্টিতং তে ঽর্ভকচেষ্টিতং যথা" ইহার অর্থ করিতেছেন "না জানিস" ইতি। প্রেম মর্ম্ম—প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব। পরিশ্রম—সৃষ্টিবিবরক ক্লেশ। বালক সমান—অর্থাৎ ক্রীড়া নিমিত্ত বালক গৃহাদি নির্ম্মাণ করে, আবার তখনই ভাঙ্গিয়া দেয় ॥৪৩॥

"অহো" এই ৩ শ্লোকোক্ত "অহো" ইত্যাদি তিন চরণের অর্থ করিতেছেন "অরে" ইতি। তোঁ—তুই। অকৃতার্থ—অপ্রাপ্তভোগ ॥৪৪॥

উক্ত শ্লোকের অভিপ্রেতার্থ প্রকাশ করিতেছেন "অরে" ইত্যাদি পাঁচ পয়ারে। অকরুণ—নির্দ্দয়। কৃষ্ণানন—শ্রীকৃষ্ণের মুখ। দত্ত অপহার—দান করিয়া অপহরণ ॥৪৫॥

তোর—গোপীর। অর্থাৎ অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাওয়াতে তাহারই

আপনার কর্ম্ম দোষ, তোরে কিবা করি রোষ,
তোর আমার সম্বন্ধ বিদূর।
যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যাঁর সাথ,
সেই কৃষ্ণ হইলা নিষ্ঠুর ॥৪৭॥
সব ত্যজি ভজি যারে, সেই আপন হাথে মারে,
নারী বধে কৃষ্ণের নাহি ভয়।
তাঁর লাগি আমি মরি, উলটি না চাহে হরি,
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয় ॥৪৮॥
কৃষ্ণে কেনে করি রোষ, আপন অদৃষ্ট দোষ,
পাকিল মোর এই পাপফল।
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন, তারে কৈলে উদাসীন,
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥৪৯॥

দোষ। আমার—বিধাতার প্রতি। "অন্যের" ইতি। অর্থাৎ মনুষ্য কখন ঐ রূপ নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে পারে না, অতএব তুমিই অক্রূরের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কৃষ্ণকে চুরি করিয়াছ ॥৪৬॥

সম্বন্ধ বিদূর—অর্থাৎ তোর এবং আমার কোনই সম্বন্ধ না থাকায় কেনই বা তুই আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা করিবি।

তবে কৃষ্ণের দোষ এইটি বলিতেছেন "যে" ইত্যাদি ॥৪৭॥৪৮॥

সেই পাপফল বলিতেছেন "যে কৃষ্ণ" ইতি। কৈলে—করিল। উদাসীন—সুখ দুঃখ রাহিত্য, এখানে অদৃষ্ট কর্ত্তৃপদ জানিবেন।

এখানে "যে আমার প্রাণনাথ" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দয়তাদি বলাতে দশম চিত্রজল্পের মধ্যে পরিজল্প বলা হইল। উহার লক্ষণ যথা;—

প্রভুর নির্দ্দয়তা শাঠ্য ও চাপল্যাদির প্রতিপাদন পূর্ব্বক যাহাতে ভঙ্গীদ্বারা নিজ বিচক্ষণতা প্রকাশ পায় তাহাকে পরিজল্প বলে। উহার মূল উজ্জ্বলের স্থায়ীভাব প্রকরণে দেখিবেন।

উহার মূল শ্রীভাগবতের ১০ম স্কং ৪৭ অং ভ্রমর গীতার "সকৃদধরসুধাং স্বাং" এই শ্লোক।

তাহা হইলে "যে আমার প্রাণনাথ" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দয়তাদি বলাতে এখানে পরিজল্প হইল ॥৪৯॥

এই মত গৌররায়, বিষাদে করে হায় হায়,
হাহা কৃষ্ণ তুমি গেলা কতি।
গোপীভাব হৃদয়ে, তাঁর বাক্য বিলপয়ে,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৫০॥
তবে স্বরূপ রামরায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন।
গায়েন সঙ্গম গীত, প্রভুর ফিরাল চিত,
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন ॥৫১॥
এই মত প্রলাপিতে অর্দ্ধ রাত্রি গেল।
গম্ভীরাতে স্বরূপ গোস্বামী প্রভু শোয়াইল ॥৫২॥
প্রভু শোয়াইয়া রামানন্দ গেলা ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ দুই শুইলা দুয়ারে ॥৫৩॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গর গর মন।
নাম সংকীর্ত্তন করি করে জাগরণ ॥৫৪॥
বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা।
গম্ভীরা ভিতরে মুখ ঘষিতে লাগিলা ॥৫৫॥
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার ॥৫৬॥
সব রাত্রি করে প্রভু মুখ সংঘর্ষণ।
গোঁ গোঁ শব্দ করেন স্বরূপ শুনিল তখন ॥৫৭॥
দীপজ্বালি ঘর গেলা দেখি প্রভুর মুখ।
স্বরূপ গোবিন্দ দুহাঁর হৈল বড় দুঃখ ॥৫৮॥

বিষাদে—দুঃখে। তাঁর—সেই গোপীর। অর্থাৎ প্রভুর হৃদয়ে গোপীভাব, এই জন্য সেই গোপীর গোবিন্দ রক্ষা কর ইত্যাদি বাক্যে বিলাপ করেন ॥৫০॥

সঙ্গম গীত—বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের মিল গান ॥৫১।৫২॥

দুয়ারে—গম্ভীরাদ্বারে ॥৫৩॥

শ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদাবস্থায় প্রথমতঃ তাঁহার অপর উদ্‌ঘূর্ণা বলিতেছেন "প্রেমাবেশে" ইত্যাদি। গর গর—ভাব প্রজ্বলিত। এখানে গম্ভীরাভিতরে মুখ ঘর্ষণ ইত্যাদি বাক্যে প্রভুর উদ্‌ঘূর্ণা (বিবশ চেষ্টা) বলা হইল ॥৫৪—৫৮॥

প্রভুকে শয্যাতে আনি সুস্থির করিল।
কাঁহা কৈলে তুমি এই স্বরূপ পুছিল ॥৫৯॥
প্রভু কহে উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে।
দ্বার চাহি বুলি শীঘ্র বাহির হইতে ॥৬০॥
দ্বার নাহি পাই, মুখ লাগি চারি ভিতে।
ক্ষত হয়ে রক্ত পড়ে না পারি যাইতে ॥৬১॥
উন্মাদ দশায় প্রভুর স্থির নহে মন।
যেই করেন যেই বলেন উন্মাদ লক্ষণ ॥৬২॥
স্বরূপ গোসাঞি তবে চিন্তা পাইল মনে।
ভক্তগণ লঞা বিচার কৈল আর দিনে ॥৬৩॥
সব ভক্তগণ মেলি প্রভুরে সাধিল।
শঙ্কর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল ॥৬৪॥
প্রভু পদতলে শঙ্কর করেন শয়ন।
প্রভু তাঁর উপরে করেন পাদ প্রসারণ ॥৬৫॥
প্রভু পাদোপধান বলি তাঁর নাম হৈল।
পূর্ব্বে উদ্ধব যেন শ্রীশুক বর্ণিল ॥৬৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ১৩ অ, ৪র্থ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং ;—

ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং,
সহস্রশীর্ষ্ণ শ্চরণোপধানং।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং,
প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট ॥৪॥

প্রভুপাদোপধান—মহাপ্রভুর পা বালিশ। পূর্ব্বে—শ্রীকৃষ্ণলীলায়, অর্থাৎ শ্রীশুকদেব শ্রীভাগবতে শ্রীউদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণের পা বালিশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এ পয়ারের "উদ্ধব" স্থানে "বিদুর" এই পাঠই সঙ্গত হয়, নচেৎ পশ্চাদুক্ত প্রমাণ বাক্যের সঙ্গতি হয় না, কেননা তাহাতে বিদুরকে শ্রীকৃষ্ণ পাদোপধান বলিয়াছেন।

তাহা হইলে পয়ারার্থ এই যে, পূর্ব্বে শ্রীশুকদেব শ্রীভাগবতে শ্রীবিদুরকে শ্রীকৃষ্ণের পা বালিশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ॥৬৬॥

শয়ন করেন প্রভুর পাদ সম্বাহন।
সেইরা পড়েন তৈছে করেন শয়ন ॥৬৭॥
উমাড় অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়।
প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাহারে জড়ায় ॥৬৮॥
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর স্বল্প চেতন।
বসি পাদ চাপি করে রাত্রি জাগরণ ॥৬৯॥
তাঁর ভয়ে নারেন প্রভু বাহিরে যাইতে।
তাঁর ভয়ে নারেন ভিত্তো মুখাব্জ ঘর্ষিতে ॥৭০॥
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস।
চৈতন্য স্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥৭১॥

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে ৬ষ্ঠ শ্লোকে ;—

স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদ সদৃশ গোষ্ঠস্য বিরহাৎ,
প্রলাপান্নুন্মাদাৎ সততমতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধু ঘর্ষেণ রুধিরং,
স্তোথং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৫॥

সহস্রশীর্ষঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তস্য চরণাবুপধীয়েতে যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রীত্যা যস্যোৎসঙ্গে চরণৌ প্রসারয়তীত্যর্থঃ। ত মভ্যচষ্ট অভ্যভাষত প্রণীয়মানঃ তেন প্রবর্ত্ত্যমানঃ। ইতি শ্রীস্বামী ॥৪॥

স্বকীয়স্য নিজস্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশস্য প্রাণেন্দ্রিয়াদিতুল্যস্য গোষ্ঠস্য ব্রজস্য বিরহাৎ অদর্শনাৎ উন্মাদাৎ মহাভাব্যুদয়াৎ সততং প্রলাপান্ কুর্ব্বন্ বিকলধীঃ

ভগবৎকথায়াং প্রণীয়মানঃ প্রহৃষ্টরোমা মুনিঃ (মৈত্রেয়ঃ) ইতি ক্রবাণং বিনীতং সহস্রশীর্ষ্ণঃ চরণোপধানং বিদুরং অভ্যচষ্ট। ইত্যন্বয়ঃ ॥৪॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদোপধান স্বরূপ বিদুর বিনীত ভাবে স্বায়ম্ভুব মনু-বিষয়ক প্রশ্ন করিলে ভগবৎ কথায় প্রবর্ত্ত্যমান মৈত্রেয় ঋষি আনন্দিত হইয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন ॥৪॥

"পূর্ব্বে" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৪॥

ঘুমাইয়া—অর্থাৎ প্রভু নিদ্রা যাইলে শঙ্কর শয়ন করেন ॥৬৭॥

উঘাড় অঙ্গে—অনাবৃত গাত্রে ॥৬৮॥৬৯॥

মুখাব্জ—মুখপদ্ম। এখানে মুখকে অব্জ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, অব্জ ঘর্ষণে পদ্ম যেমন ছিন্ন ভিন্ন হয়, এবং তদ্ঘর্ষণবেত্তা জনের তাহা যেমন অসহ্য

এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
প্রেমসিন্ধু মগ্ন রহে কভু ডুবে ভাসে ॥৭২॥
এক কালে বৈশাখ পৌর্ণমাসী দিনে।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে ॥৭৩॥
জগন্নাথবল্লভ নাম উদ্যান প্রধানে।
প্রবেশ করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥৭৪॥
প্রফুল্লিত বৃক্ষ বল্লী যেন বৃন্দাবন।
শুক শারী পিক ভৃঙ্গ করে আলাপন ॥৭৫॥
পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয় পবন।
গুরু হয়্যা তরুলতায় শিক্ষায় নাচন ॥৭৬॥
পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রিকার পরম উজ্জ্বল।
তরুলতাদি জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল ॥৭৭॥

ভিত্তৌ প্রাচারে শশ্বদ্রক্তরুরং বদনবিধুবর্ষেণ মুখচন্দ্র বর্ষেণ ক্ষতোত্থং রুধিরং দধৎ গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি উন্মত্তং করোতি। ইতি শ্রীশ্লোকমালা ॥৫॥

স্বকীয়স্ত প্রাণার্ব্বুদসদৃশ গোষ্ঠেন্দ্র বিরহাৎ উন্মাদাৎ সততং প্রলাপান্ অতি কুর্ব্বন্ বিকলধীঃ ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুবর্ষেণ ক্ষতোত্থং রুধিরং দধৎ গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি। ইত্যুবরঃ ॥৫॥

হয়, তেমনি শ্রীমহাপ্রভুর সুকোমল শ্রীমুখ অস্ত্র বর্ষণে ক্ষত বিক্ষত হয়, এবং ভক্তগণের তাহা অসহ্য হয় ॥৭০।৭১॥

অর্ব্বুদপ্রাণতুল্য নিজ বৃন্দাবনের বিরহ জন্য উন্মাদ বশতঃ সর্ব্বদা অতিশয় প্রলাপ করেন, এবং বিকল বুদ্ধি তন্নিমিত্ত ভিত্তিতে নিরন্তর মুখচন্দ্র বর্ষণ জনিত রক্তকে ধারণ করেন, সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥৫॥

"এই লীলা" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৫॥

প্রেমসিন্ধু মগ্ন—প্রেম সমুদ্রে মগ্ন ॥৭২॥

এক কালে—এক সময়ে ॥৭৩॥—॥৭৫॥

মলয় পবন কর্ত্তৃপদ। মলয় পবন পুষ্পগন্ধ লঞা বহে, এবং গুরু হয়্যা (নৃত্যশিক্ষায় গুরু হইয়া) তরুলতায় (বৃক্ষ এবং লতাকে) নাচন (নৃত্য) শিক্ষায়। ইত্যুবর ॥৭৬॥ তরুলতাদি কর্ত্তৃপদ ॥৭৭॥৭৮॥

ছয় ঋতুগণ যাঁর রসদ্ব প্রধান।
দেখি আনন্দিত হৈল গৌর ভগবান ॥৭৮॥
"ললিত লবঙ্গলতা" পদ গাওয়াইয়া।
নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজগণ লঞা ॥৭৯॥
প্রতি বৃক্ষ বল্লী প্রৈছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে ॥৮০॥
কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা।
আগে দেখি হাসি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হৈলা ॥৮১॥
আগে কৃষ্ণ পাইয়া তারে পুনঃ হারাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া ॥৮২॥
কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ গন্ধে ভরিছে উদ্যান।
সেই গন্ধ পাইয়া প্রভু হৈল অচেতন ॥৮৩॥
নিরন্তর নাসায় পৈশে কৃষ্ণ পরিমল।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল ॥৮৪॥
কৃষ্ণ গন্ধ লুব্ধ রাধা সখীকে যে কহিলা।
সেই শ্লোক পড়ি প্রভু অর্থ করিলা ॥৮৫॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ৮ম সর্গে ৬ষ্ঠ শ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং ;—

কুরঙ্গ মদজিদ্বপুঃ পরিমলোর্ম্মি হৃষ্টাঙ্গনঃ,
স্বকাঙ্গ নলিনাষ্টকে শশিযুতাজ গন্ধপ্রথঃ।
মদেন্দুবর চন্দনাগুরু সুগন্ধচর্চ্চাচিতঃ,
স মে মদনমোহনঃ সখিতনোতি নাসাস্পৃহাং ॥৬॥

স কৃষ্ণো মম নাসাস্পৃহাং তনোতি স্বসৌরভেনেতিশেষঃ। কুরঙ্গমদো মৃগমদস্তজ্জিদ্বপুঃ পরিমলোর্ম্মিভিরাকৃষ্টা অঙ্গনা উত্তমা নার্য্যো যেন সঃ। স্বকীয়াঙ্গরূপ নলিনাষ্টকে পাদদ্বয় করদ্বয় নেত্রদ্বয় নাভি মুখরূপাষ্ট কমলেষু শশিনঃ কর্পূর স্তদ্বদ্যুতাজস্য গন্ধং প্রথয়তি বিস্তারয়তি যঃ সঃ। মদঃ কস্তুরীচ ইন্দুঃ কর্পূরশ্চ বরচন্দনঞ্চ অগুরুঃ কৃষ্ণাগুরুশ্চ এতৈঃ কৃতাভিঃ সুগন্ধি বিশিষ্ট চর্চ্চাভি রঙ্গলেপকৈ রর্চ্চিতো বিশ্বঃ। ইতি সদানন্দবিধায়িনী ॥৬॥

"ললিত লবঙ্গলতা" এইটি শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম সর্গের পদ, তথায় তাহা দেখিবেন ॥৭৯॥—৮০॥ পরিমল—সুগন্ধ ॥৮৫॥

যথা রাগঃ।

কস্তূরিকা নীলোৎপল, তার যেই পরিমল,
তাহা যিনি কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ।
ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে, করে সর্ব্ব আকর্ষণে,
নারীগণে আঁখি করে অন্ধ ॥৮৬॥
সজনি কৃষ্ণ গন্ধ জগত মাতায়।
নারীর নাসাতে পৈশে, সর্ব্বকাল তাঁহা বৈসে,
কৃষ্ণ পাশ ধরি লয়্যা যায় ॥ধ্রু৮৭॥
নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ,
এই অষ্ট পদ্ম কৃষ্ণ অঙ্গে।
কর্পূর লিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল,
সেই গন্ধ অষ্ট পদ্ম সঙ্গে ॥৮৮॥

নারী ইতি। নারীণামনাং চক্ষুষাং মন্ত্রত্র গমনাবরণেন অন্ধঃ অন্ধজনকাবরণবিশেষঃ ঠুলি ইতি নীচ ব্যবহৃতিঃ ॥৮৬॥

এ শ্লোকের অন্বয় সহজই আছে।

মৃগনাভিকেও পরাভব করে এরূপ দেহের সদ্‌গন্ধ তরঙ্গ দ্বারা যিনি উত্তমা স্ত্রীগণকে আকর্ষণ করেন, এবং নিজাঙ্গের পদদ্বয় করদ্বয় নেত্রদ্বয় নাভি ও মুখ এই অষ্ট পদ্মে কর্পূরযুক্ত পদ্মগন্ধ বিস্তার করেন, এবং মৃগনাভি কর্পূর বরচন্দন ও অগুরু এই সকল দ্বারা সুগন্ধি বিশিষ্ট অঙ্গলেপন দ্বারা লিপ্ত, হে সখি! সেই মদনমোহন আমার নাসাভিলাষ বিস্তার করিতেছেন ॥৬॥

"সেই শ্লোক পড়ি" তাহা এই শ্লোক ॥৬॥

উদ্‌ঘূর্ণাদ্যনন্তর শ্রীমহাপ্রভু উক্ত "কুরঙ্গ" এই শ্লোকের অর্থ করণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদোক্ত "চিত্রজল্পাদ্যাঃ" ও এতদুক্ত চিত্রজল্পের দশ প্রকার মধ্যে উজ্জ্বলরূপ প্রলাপ বলিতেছেন, তাহাতে উক্ত শ্লোকের অর্থ করিতে প্রথমতঃ ঐ শ্লোকোক্ত প্রথম চরণের অর্থ করিতেছেন "কস্তরিকা" ইতি দুই পয়ারে।

কস্তরিকা—মৃগনাভি। নীলোৎপল—পদ্ম। পরিমল—সদ্‌গন্ধ। আঁখি—চক্ষু। করে অন্ধ—অর্থাৎ চক্ষুকে আবরণ করে, কিনা ঠুলি দেয় ॥৮৬॥

সজনি—হে সখি। পৈশে—প্রবেশ করে। বৈসে—বাস করে। পাশ—নিকটে ॥৮৭॥

হেম কিলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ,
তাহে অগুরু কুঙ্কুম কস্তুরী।
কর্পূর সনে চর্চ্চা অঙ্গে, মিলি তার গন্ধ সঙ্গে,
কামদেবের মন কৈল চুরি ॥৮৯॥
হরে নারীর তনু মন, নাসা করে ঘূর্ণন,
খশায় নীবি ছুটায় কেশবন্ধ।
করিয়া আগে বাউরী, নাচায় জগত নারী,
হেন কৃষ্ণের ভাকাতিয়া গন্ধ ॥৯০॥
সেই গন্ধ বশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা,
কভু পায় কভু নাহি পায়।
পাইলে পিয়া পেট ভরে, পিঙো পিঙো তভু করে,
না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায় ॥৯১॥
মদনমোহন নাট, পসারি চান্দের হাট,
জগন্নারী গ্রাহক লোভায়।
বিনি মূল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ,
ঘর যাত্যে পথ নাহি পায় ॥৯২॥
এই মত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মন চুরি,
ভৃঙ্গ প্রায় ইতি উতি ধায়।

হেম ইতি। মলয়চন্দনস্যাতিশৈত্যগুণেন ঘর্ষণ সময়ে হস্তস্পর্শাসামর্থ্যেন হেম কিলিতত্বং হস্তস্পর্শযোগ্য স্থানে স্বর্ণ বিদ্ধত্বং ॥৮৯॥

শ্লোকোক্ত দ্বিতীয় চরণের অর্থ করিতেছেন "নেত্র" ইতি। নেত্রদ্বয়, নাভি, বদন, কর যুগ ও চরণ যুগ এই অষ্ট পদ্ম। অষ্ট পদ্ম সঙ্গে—শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট অঙ্গ পদ্মে ॥৮৮॥

শ্লোকোক্ত তৃতীয় চরণের অর্থ করিতেছেন "হেম" ইতি তিন পয়ারে। হেমকিলিত—স্বর্ণ প্রোথিত, অর্থাৎ মলয় চন্দন অতি শীতল বলিয়া ঘর্ষণ সময়ে যাহা স্পর্শ করিতে হস্তের সমর্থ হয় না, এ নিমিত্ত যে স্থানে হস্ত দিয়া ধরিতে হয় তথায় স্বর্ণ বিদ্ধ। চর্চ্চা—লিপ্ত ॥৮৯॥

নীবি—বস্ত্র গ্রন্থি। বাউরী—পাগলিনী ॥৯০॥৯১॥

শ্লোকোক্ত চতুর্থ চরণের অর্থ করিতেছেন "মদন" ইতি। গ্রাহক—ক্রেতা ॥৯২॥

গৌরহরি—গৌরহরির। গন্ধে—কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধে। ভৃঙ্গ—ভ্রমর।

যায় বৃক্ষলতা পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে,
কৃষ্ণ না পায় গন্ধমাত্র পায় ॥৯৩॥
স্বরূপ রামানন্দ গায়, প্রভু নাচে সুখ পায়,
এইমতে প্রাতঃকাল হৈল।
স্বরূপ রামানন্দ রায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি কৈল ॥৯৪॥
মাতৃভক্তি প্রলাপন, ভিত্তে মুখ ঘর্ষণ,
কৃষ্ণ গন্ধ স্ফূর্ত্তি দিব্য নৃত্য।
এই চারি লীলা ভেদে, গাইল এই পরিচ্ছেদে,
কৃষ্ণদাস রূপ গোসাঞির ভৃত্য ॥৯৫॥
এই মত মহাপ্রভু পাইয়া চেতন।
স্নান করি কৈল জগন্নাথ দরশন ॥৯৬॥
অলৌকিক কৃষ্ণলীলা দিব্যশক্তি তাঁর।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাঁহার ॥৯৭॥
এই প্রেম সদা জাগে যাহার অন্তরে।
পণ্ডিতেহ তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে ॥৯৮॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তি লহর্য্যাং ১২শ শ্লোকে ;—

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥৭॥

এখানে "মদনমোহন নাট" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতারণাদি বলাতে দশাঙ্গ চিত্রজল্পের মধ্যে উজ্জল্প বলা হইল। উহার লক্ষণ যথা ;—

গর্ব্ব গর্ভিত ঈর্ষাদ্বারা কৃষ্ণের প্রতারণা কথন, এবং অসূয়ার সহিত তাঁহার যে আক্ষেপ, তাহাকে উজ্জল্প বলে। উহার মূল উজ্জ্বলের স্থায়ীভাব প্রকরণে দেখিবেন।

উহার মিল শ্রীভাগবতের ১০ স্কং ৪৭ অং ভ্রমর গীতার "দিবি ভুবি রসায়াং—" এই শ্লোক।

তাহা হইলে "মদনমোহন নাট" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতারণাদি বলাতে এখানে উজ্জল্প হইল ॥৯৩।৯৪।

অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া।
তর্ক না করিহ শুন বিশ্বাস করিয়া ॥৯৯॥
ইহার সত্যত্বে প্রমাণ শ্রীভাগবতে।
শ্রীরাধার প্রলাপ ভ্রমর গীতাতে ॥১০০॥
মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে।
পণ্ডিতে না বুঝে যার অর্থ বিশেষে ॥১০১॥
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ দোহাঁর দাসের দাস।
যাঁরে কৃপা করেন তার ইহাতে বিশ্বাস ॥১০২॥
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা শুনিতে মহা সুখ।
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি সকল দুঃখ ॥১০৩॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নিত্য নূতন।
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয় শ্রবণ ॥১০৪॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১০৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বিরহপ্রলাপ মুখ-সজ্জর্ষণাদি বর্ণনং নাম ঊনবিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥১৯॥

মাতৃভক্তি, প্রলাপন, ভিত্তে মুখঘর্ষণ ও কৃষ্ণগন্ধস্ফূর্ত্তি দিব্যনৃত্য, এই চারি ॥৯৫॥—॥৯৮॥

"ধন্যস্ত্বায়ং" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি মধ্যের ২৩শ, পরিচ্ছেদে ১৭শ শ্লোকে দেখিবেন। "এই প্রেম—" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৭॥

অনুমিতির হেতুভূত ব্যাপ্তি জ্ঞান না হওয়াতে উহাতে তর্ক করিওনা ইত্যর্থ ॥৯৯॥

শ্রীভাগবতের ১০ স্কং ৪৭ অং "মধুপ কিতব বন্ধো—" ১০ ইত্যাদি ভ্রমর গীতার দশটি শ্লোকে শ্রীরাধা দশ প্রকার যে প্রলাপ করিয়াছেন ॥১০০॥

শ্রীভাগবতের ১০ম স্কং ৯ম অং "তুরবি বিলপসি" ৭ ইত্যাদি দশটি শ্লোকে মহিষীরা গান করিয়া দশ প্রকার যে প্রলাপ করিয়াছেন, ঐ প্রলাপের অভিপ্রায়াদি পণ্ডিতেও বুঝে না ॥১০১।১০২॥

আধ্যাত্মিকাদি—শরীরের, মনের ও ইন্দ্রিয়ের দুঃখ ॥১০৩॥—॥১০৫॥

ইতি অন্ত্য-সুধাসঞ্চারিণী নাম ব্যাখ্যা ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ॥১৯॥

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

প্রেমোদ্ভাবিত হর্ষেদৈর্বোদ্বেগ দৈন্যার্ত্তি মিশ্রিতং।
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য ভাগ্যবদ্ভির্নিষেব্যতে ॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥১॥
এই মত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।
রজনী দিবস কৃষ্ণ বিরহে বিহ্বলে ॥২॥
স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জন সনে।
রাত্রি দিনে গীত শ্লোক করি আস্বাদনে ॥৩॥
নানা ভাব উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ।
দৈন্যোদ্বেগাদি উৎকণ্ঠা সন্তোষ ॥৪॥
সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদেন দুই বন্ধু লঞা ॥৫॥
কোন দিনে কোন ভাবে শ্লোক পঠন।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি জাগরণ ॥৬॥

প্রেমেতি। গৌরচন্দ্রস্য লপিতং প্রলাপাদিকং ভাগ্যবদ্ভিঃ সাধুভিঃ কর্ত্তৃভূতৈ র্নিষেব্যতে শ্রূয়তে ইত্যর্থঃ। কথম্ভূতং লপিতং প্রেমোদ্ভাবিতং প্রেম্নো হেতুভূতং হর্ষং আনন্দং ঈর্ষা গুণেষু দোষারোপণং উদ্বেগং ইতস্তত-ধাবনং দৈন্যং দীনতা আর্ত্তং মনঃপীড়া এতৈ র্মিশ্রিতং। ইতি শ্লোকমালা ॥১॥

ভাগ্যবদ্ভিঃ প্রেমোদ্ভাবিত হর্ষেদৈর্বোদ্বেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতং গৌরচন্দ্রস্য লপিতং নিষেব্যতে। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

এই বিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীমহাপ্রভু বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ নামের মহিমা এবং তাঁহার প্রলাপ বর্ণিত হইয়াছে।

অথ ব্যাখ্যা।

শ্রীগৌরাঙ্গের হর্ষ ঈর্ষা উদ্বেগ দৈন্য ও আর্ত্তি এই সমস্ত মিশ্রিত প্রলাপ বাক্যকে ভাগ্যবান জনেরা শ্রবণ করেন ॥১॥

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥৭॥
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ৫ম অ, ৩০শ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজন বাক্যং;—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ ॥২॥

নাম সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥৯॥

শ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদাবস্থার প্রথমতঃ তাঁহার উদ্‌ঘূর্ণা বলিতেছেন "স্বরূপ" ইত্যাদি। রাত্রি দিনে গীত ও শ্লোক আস্বাদন ইত্যাদি বাক্যে উদ্‌ঘূর্ণা (বৈবশ্য চেষ্টা) বলা হইল ॥৩॥—॥৬॥

"নাম সংকীর্ত্তন" ইতি। বিষ্ণু স্মরণাদি অপর ভক্ত্যঙ্গ থাকিতে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনের যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতা বলিয়াছেন, ইহার বিশেষ বিচার বৃহদ্ভাগবতামৃতের গোলোক মাহাত্ম্যে ৩য়ং "মন্যামহে" কীর্ত্তন মেব সত্তমং" ১৩২ ইত্যাদি শ্লোকে দেখিবেন।

তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, নামামৃতরস এক বাক্ ইন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া সকল ইন্দ্রিয়কে আপ্লাবিত করে এবং অপরাপর প্রাণীর উপকার করে, ইত্যাদি নানা কারণে কীর্ত্তনাঙ্গ ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥৭॥

নাম সংকীর্ত্তনের মহিমা বলিতেছেন "সংকীর্ত্তন" ইত্যাদি। সুমেধা—সুবুদ্ধিমান্।

"কৃষ্ণবর্ণং" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি আদির ৩য়ং ১২ শ্লোকে দেখিবেন। "সংকীর্ত্তন" এই পদার প্রমাণ এই শ্লোক ॥২॥

সর্ব্বানর্থ—সকল অনর্থের মূল বিবিধ সংসার বাসনা এবং এতন্নিবন্ধন নানা দুঃখ ইত্যর্থঃ।

এখানে যদি বল, তবে যে দেখা যায় নাম সংকীর্ত্তনে অনেকের দুঃখ নাশ হয় না? ইহার উত্তর বৃহদ্ভাগবতামৃতের গোলোক মাহাত্ম্যে তৃতীয় অধ্যায়ে

তথাহি পদ্যাবল্যাং ৭মাঙ্ক ধৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য শ্লোকঃ ;—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং,
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনং ॥৩॥

১৫১ শ্লোকে বলিয়াছেন, যথা ;—

"ইচ্ছাধেশাৎ পাপমুপাসকানাং,
ক্ষীয়েত ভোগোন্মুখ মপ্য মুষ্মাৎ।
প্রারব্ধ মাত্রং ভবতীতরেষাং,
কর্ম্মাবশিষ্টং তদবশ্য ভোগ্যং" ইতি ॥

উহার অর্থ, যাঁহারা নিরন্তর নাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের ইচ্ছাধীনে ভোগোন্মুখ পাপ এই নাম হইতে ক্ষয় হয়; আর যাঁহারা কোন সময়ে কোন কারণে নাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে প্রারব্ধ মাত্র ভোগ করিতে হয়, কিন্তু কূটাদি ভোগ করিতে হয় না ॥৯॥

চেত ইতি। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং কৃষ্ণগোবিন্দেতি নামোচ্চারণং পরং সর্ব্বোৎকর্ষং বিজয়তে। কথম্ভূতং কীর্ত্তনং চেতোদর্পণমার্জ্জনং চিত্তরূপদর্পণস্য মলাপকর্ষনং পুনঃ কীদৃশং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং সংসাররূপ বনাগ্নিনাশনং পুনং কীদৃশং শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং মঙ্গলরূপ কৌমুদী জ্যোৎস্না বিস্তারিতশীলং পুনঃ কীদৃশং বিদ্যাবধূ জীবনং বিদ্যারূপা বধূ তস্যাঃ প্রাণং, পুনঃ কীদৃশং আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং আনন্দরূপ সমুদ্রস্য বৃদ্ধিকরণং পুনঃ কীদৃশং প্রতিপদং পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনং সকল রসাস্বাদ কারণং পুনঃ কীদৃশং সর্ব্বাত্ম স্নপনং মন আদীয়ন্দ্রিয়গণতৃপ্তিজনকশীলং। ইতি শ্লোকমালা ॥৩॥

এ শ্লোকের অন্বয় সহজই আছে।

চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জ্জন করে অর্থাৎ চিত্তের বিবিধ দুর্ব্বাসনা সকলকে বিনাশ করে, সংসার তাপ সমস্ত নির্ব্বাণ করে, মঙ্গলরূপ কৌমুদীকে জ্যোৎস্না বিতরণ করে অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল প্রদান করে, বিদ্যারূপ বধূর প্রাণস্বরূপ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান প্রদাতা, আনন্দ সমুদ্রকে বৃদ্ধি করে, প্রতিপদেই সকল রসের আস্বাদন কারণ ও সকল ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করে এরূপ শ্রীকৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন সর্ব্বোপরি বিজয় করিতেছেন ॥৩॥

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্ত শুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম ॥১০॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥১১॥
উঠিল বিষাদ দৈন্য পঢ়ে নিজ শ্লোক।
যার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক ॥১২॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ১৯ অ, ধৃতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য শ্লোকঃ ;—

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি,
স্তত্রার্পিতানিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি,
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনিনানুরাগঃ ॥৪॥

অকারি ভগবতা ত্বয়া কর্ত্তৃভূতে নেতি শেষঃ। ইহ নাম্নি। ইতি চং ॥৪॥

নাম্নাং বহুধা অকারি, তত্র (নাম্নি) নিজ সর্ব্বশক্তিঃ অর্পিতা, স্মরণে কালঃ ন নিয়মিতঃ, ভগবন্ (হে) তব এতাদৃশী কৃপা, মম অপি ঈদৃশং দুর্দ্দৈবং, ইহ (নাম্নি) অনুরাগঃ ন অজনি। ইতাক্ষরঃ ॥৪॥

"নাম সংকীর্ত্তনে" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৩॥

উক্ত "চেতো দর্পণ" এই শ্লোকের অর্থ করিতেছেন "সংকীর্ত্তন" ইতি দুই পয়ারে, তাহাতে "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনং" এবং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং" ইহার অর্থ করিতেছেন "সংকীর্ত্তন" ইতি। শ্লোকোক্ত "চেতো-দর্পণ মার্জ্জনং" ইহার অর্থ "চিত্তশুদ্ধি"। শ্লোকোক্ত "শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিত-রণং" ইহার অর্থ "সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম"। ইহাতেই শ্লোকোক্ত "বিদ্যাবধূ-জীবনং" ইহার অর্থ বলা হইল ॥১০॥

শ্লোকোক্ত "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং" ইহার অর্থ "কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম"। শ্লোকোক্ত "প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং" ইহার অর্থ "প্রেমামৃত আস্বাদন। শ্লোকোক্ত "সর্ব্বাত্মস্নপনং" ইহার অর্থ "কৃষ্ণ" ইত্যাদি ॥১১॥

নিজ শ্লোক—শ্রীচৈতন্য প্রভুর নিজকৃত শ্লোক ॥১২॥

ভগবান্ নিজ নাম সকলের অনেক প্রকার প্রচার করিয়াছেন, সেই নামে নিজ শক্তি সকল অর্পণ করিয়াছেন, সেই নাম স্মরণে সময়ের নিয়ম করেন নাই, হে ভগবন্ এইরূপ তোমার কৃপা, কিন্তু আমার এরূপ দুর্দ্দৈব ঐ নামে

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে কহিল অনেক নামের প্রচার ॥১৩॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব্ব সিদ্ধি হয় ॥১৪॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈবে নামে নাহি অনুরাগ ॥১৫॥
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ শ্লোক শুন স্বরূপ রামরায় ॥১৬॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ২০শ্ব ধৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোক্ত শ্লোকঃ ;—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৫॥

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম ॥১৭॥

অনুরাগ জন্মিল না ॥৪॥

"পঢ়ে নিজ শ্লোক" তাহা এই শ্লোক ॥৫॥

ঐ শ্লোকের অর্থ করিতেছেন, তাহাতে "নাম্নামকারি বহুধা" ইহার অর্থ করিতেছেন "অনেক" ইতি। অর্থাৎ কাহার কৃষ্ণ এই নামে কাহার গোবিন্দ এই নামে কাহার হরি এই নামে বাঞ্ছা, তবে কিনা নানা লোকের নানা নামে বাঞ্ছা, এই নানা বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ হরি কৃষ্ণ ও গোবিন্দ ইত্যাদি অনেক নামের প্রচার করিয়াছেন। "এতাদৃশী তব কৃপা" ইহার অর্থও বলা হইল ॥১৩॥

শ্লোকোক্ত "নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "খাইতে" ইতি। কাল এবং দেশ—সময় এবং স্থান ॥১৪॥

শ্লোকোক্ত "নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা" ইহার অর্থ করিতেছেন "সর্ব্ব" ইতি। বিভাগ—অর্থাৎ প্রত্যেক নামে নিজ সর্ব্বশক্তি দিলেন।

শ্লোকোক্ত "দুর্দ্দৈব" এই শেষ চরণের অর্থ করিতেছেন "আমার" ইতি ॥১৫॥১৬॥

"তৃণাদপি" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি আদির ১৭ পং ৪ শ্লোকে দেখিবেন যে রূপে নাম লইলে প্রেমোদয় হয় তাহার লক্ষণ এই শ্লোকে বলিয়াছেন ॥

বৃক্ষ যেন কাটিলেহো কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয় ॥১৮॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহি আনের করয়ে রক্ষণ ॥১৯॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥২০॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয় ॥২১॥
কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাঢ়িলা।
শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ ঠাঞি মাগিতে লাগিলা ॥২২॥
প্রেমের স্বভাব যাহাঁ প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে কৃষ্ণ মোর নাহি ভক্ত গন্ধ ॥২৩॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ৮৫ অঙ্ক ধৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য শ্লোকঃ;—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরী,
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে,
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥৬॥

ন ধন মিতি। হে জগদীশ হে জগন্নাথ ত্বয়ি তগবতি ঈশ্বরে মম জন্মনি অহৈতুকী হেতুরহিতা শুদ্ধা ইত্যর্থঃ ভক্তিঃ ভবতাৎ ভবত্বিত্যর্থঃ। ধনং স্বর্ণ রত্নাদিকং জনং পরিচারকাদিকং সুন্দরীং অপ্সরা সদৃশী ভার্য্যাদিকং কবিতাং কাব্যরচনাশক্তিং ন কাময়ে ন বাচে অহং ইত্যর্থঃ। ইতি শ্লোকমালা ॥৬॥

জগদীশ (হে) ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা ন কাময়ে, ঈশ্বরে ত্বয়ি মম জন্মনি জন্মনি অহৈতুকী ভক্তিঃ ভবতাৎ। ইত্যন্বয়ঃ ॥৬॥

ঐ শ্লোকের অর্থ করিতেছেন "উত্তম" ইত্যাদি পাঁচ পয়ারে ॥১৭॥

কাটিলেও কিছু বলেনা, আর শুকাইয়া মরিলেও জল চাহে না, এই দুই প্রকার সহিষ্ণুতা ॥১৮॥

দেয় আপন ধন—অর্থাৎ বৃক্ষ যেমন নিজ ধন ফলপুষ্পাদি দান করে। ঘর্ম্ম—রৌদ্র। সহি—সহ্য করিয়া ॥১৯॥

ধন জন নাহি মাগোঁ কবিত্ব সুন্দরী।
শুদ্ধ ভক্তি কৃষ্ণ মোরে দেহ কৃপা করি ॥২৪॥
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি দান।
আপনাকে করে সংসারী জীব অভিমান ॥২৫॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ১৩ অঙ্ক ধৃত শ্রীচৈতন্যদেবস্য শ্লোকঃ;—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥৭॥

অন্বীতি। অয়ি কাতরে হে নন্দতনুজ নন্দাত্মজ তব কিঙ্করং বিষমে ভবাম্বুধৌ অপার সংসার সমুদ্রে পতিতং মজ্জিতং মাং কৃপয়া করণভূতয়া পাদপঙ্কজস্থিত ধূলী সদৃশং নিজ পাদপদ্মাশ্রিত রেণুতুল্যং বিচিন্তয় নিজদাসং কুরু ইত্যর্থঃ। ইতি শ্লোকমালা ॥৭॥

অয়ি নন্দতনুজ (হে) বিষমে ভবাম্বুধৌ পতিতং কিঙ্করং মাং কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলী সদৃশং বিচিন্তয়। ইত্যন্বয়ঃ ॥৭॥

"উত্তম" ইতি। বৈষ্ণব উত্তম হঞা (হইয়াও) নিরভিমান হবে, ইত্যন্বয়। জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন, এইটি জানিয়া জীবমাত্রে সম্মান দিবে ॥২০॥২১॥

ঠাঞি—স্থানে। মাগিতে—প্রার্থনা করিতে ॥২২॥

শুদ্ধ ভক্তির অভাব থাকায় কৃষ্ণ স্থানে তাহা যে মাগিতেছেন, ইহা নহে কিন্তু প্রেমের স্বভাবে সেই ভক্তির অভাব বলিতেছেন "প্রেমের" ইতি ॥২৩॥

হে জগদীশ্বর! স্বর্ণ রত্নাদি ধন, ভৃত্য প্রভৃতি জন ও সুন্দরী স্ত্রী, অথবা সুন্দরী কবিতা রচনা অর্থাৎ সুপাণ্ডিত্য ইত্যাদি কিছুই তোমার নিকট প্রার্থনা করি না, কিন্তু ঈশ্বর তোমাতে আমার জন্মে জন্মে ফলানুসন্ধান রহিত ভক্তি হউক, এইটি প্রার্থনা করি ॥৬॥

কৃষ্ণ ঠাঞি শুদ্ধভক্তি যে মাগিয়াছেন, তাহা এই শ্লোকে ॥৬॥

উক্ত "ন ধনং" এই শ্লোকের অর্থ করিতেছেন "ধন" ইতি। কবিত্ব—পাণ্ডিত্য। সুন্দরী—সুন্দরী স্ত্রী। "শুদ্ধ" ইতি। হে কৃষ্ণ! আমার কৃপা করিয়া আমাকে নির্ম্মল ভক্তি প্রদান কর ইত্যর্থ ॥২৩॥

"অতি" এই পয়ার গ্রন্থকার বাক্য, জানিবেন। আপনাকে—শ্রীমন্ আপনাকে ॥২৫॥

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা ॥২৬॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলী সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥২৭॥
পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হৈল উদ্গম।
কৃষ্ণ ঠাঞি মাগে প্রেম নাম সংকীর্ত্তন ॥২৮॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ৮৪ অঙ্ক ধৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্লোকঃ;—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদ রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈ র্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥৮॥

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥২৯॥

নয়ন মিতি হে প্রভো কদা কস্মিন্ কালে তব নাম গ্রহণে কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি নামোচ্চারণে গলদশ্রু ধারয়া নিচিতং যুক্তং নয়নং ভবিষ্যতি, গদ্‌গদ রুদ্ধয়া গিরা নিচিতং বদনং ভবিষ্যতি, পুলকৈঃ নিচিতং বপুঃ ভবিষ্যতি। ইতি শ্লোক-মালা ॥৮॥

তব নাম গ্রহণে কদা নয়নং গলদশ্রু ধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা বপুঃ পুলকৈঃ নিচিতং ভবিষ্যতি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৮॥

হে নন্দাত্মজ শ্রীকৃষ্ণ! বিষম সংসার সমুদ্রে পতিত কিঙ্কর আমাকে কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্ম পরমতুল্য জান, অর্থাৎ তোমার শ্রীচরণের দাস কর ॥৭॥

"অতি দৈন্যে" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৭॥

ঐ শ্লোকের অর্থ করিতেছেন "তোমার" ইতি। পাসরিয়া—বিস্মৃত হইয়া ॥২৬॥—॥২৮॥

হে প্রভো শ্রীকৃষ্ণ! তোমার নাম করিলে কোন কালে আমার নয়ন দুইটি অশ্রুধারায় ব্যাপ্ত হইবে, মুখ গদ্‌গদ স্বরে রুদ্ধ বাক্যে ব্যাপ্ত হইবে, পুলকিত দেহ পুলকে ব্যাপ্ত হইবে ॥৮॥

"কৃষ্ণ ঠাঞি" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৮॥

ঐ শ্লোকের অভিপ্রেতার্থ বলিতেছেন "প্রেম ধন" ইতি। দরিদ্র—দুঃখী প্রেম ধন বিনা ব্যর্থ। ইত্যন্বয় ॥২৯॥

রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগ স্ফুরণ।
উদ্বেগ বিষাদ দৈন্যে করে প্রলাপন ॥৩০॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ৩২৭ অঙ্ক ধৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোক্ত শ্লোকঃ ;—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে ॥৯॥

উদ্বেগে দিবস না যায়, ক্ষণ হৈল যুগ সম।
বর্ষা মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন ॥৩১॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে দেহ না যায় জীবন ॥৩২॥
কৃষ্ণ উদাসীন হৈলা করিতে পরীক্ষণ।
সখী সব কহে কৃষ্ণের কর উপেক্ষণ ॥৩৩॥

যুগায়িত মিতি। হে সখি বিশাখে গোবিন্দ বিরহেণ হেতুভূতেন মে মম নিমিষেণ ক্রটিলবকালেন যুগায়িতং তদ্বদাচরিতং চক্ষুষা নেত্রদ্বয়েন প্রাবৃষায়িতং বর্ষাকালীন মেঘবদাচরিতং সর্ব্বং জগৎ শূন্যায়িতং তদ্বদাচরতি স্ম। অতএব মৎপ্রাণনাথং দর্শয়িত্বা প্রাণং রক্ষ ইতিভাবঃ। ইতি শ্লোকমালা ॥৯॥

গোবিন্দ বিরহেণ মে নিমেষেণ যুগায়িতং, চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং, সর্ব্বং জগৎ শূন্যায়িতং। ইত্যন্বয়ঃ ॥৯॥

রসান্তরাবেশে—মধুর রসাবেশে ইত্যর্থ। অথবা বিরহ ব্যাকুলা শ্রীরাধার ভাবাবেশে। বিয়োগ—শ্রীকৃষ্ণ বিরহ ॥৩০॥

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে আমার (শ্রীরাধার) এক নিমেষকাল যুগের মতন হইয়াছে, অর্থাৎ অতি দুঃখে সময় যায়না বোধ হয়, চক্ষু বর্ষার মতন হইয়াছে, অর্থাৎ চক্ষে সর্ব্বদা জলধারা পড়িতেছে, সমস্ত জগৎ শূন্য বোধ হইতেছে, অর্থাৎ জগতে যেন আর কেহ নাই ॥৯॥

"করে প্রলাপন" ইহার এই শ্লোক ॥৯॥

ঐ শ্লোকের অর্থ করিতেছেন "উদ্বেগে" ইত্যাদি দুই পয়ারে ॥৩১॥

তুষানল—তুষাগ্নি ॥৩২॥

শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরাধাভাবে প্রলাপ করেন বলিয়া প্রথমতঃ সেই শ্রীরাধা ভাব বলিতেছেন "কৃষ্ণ" ইত্যাদি চারি পয়ারে। "কৃষ্ণ" ইতি। অর্থাৎ সর্

এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয়।
স্বাভাবিক প্রেমের ভাব করিল উদয় ॥৩৩॥
ঈর্ষা উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয়।
এত ভাব এক ঠাঞি করিল উদয় ॥৩৫॥
এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইল।
সখীগণ আগে প্রৌঢ়ি শ্লোক যে পড়িল ॥৩৬॥
সেই ভাবে সেই শ্লোক প্রভু উচ্চারিলা।
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনে হইলা ॥৩৭॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ১৩৪ অঙ্ক ধৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য শ্লোকঃ ;—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা,
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো,
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥১০॥

ভাবো এ ব্যভিচারিভাবো জ্ঞেয়ঃ ॥৩৪॥

আশ্লিষ্যেতি। হে সখি বিশাখে স প্রাণনাথঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পাদরতাং পাদদাসিকাং মাং আশ্লিষ্য আলিঙ্গ্য পিনষ্টু আত্মসাৎ করোতু বা, অদর্শনাৎ মর্ম্মহতাং মৃত্যু তুল্য পীড়িতাং করোতু বা, লম্পটঃ বহুবল্লভঃ স যথা তথা মাং হিত্বা অন্যাভিঃ বল্লভীভিঃ সহ বিহারং বিদধাতু করোতু বা, তু তথাপি স এব শ্রীকৃষ্ণ এব মৎ মম প্রাণনাথঃ ন অপরঃ। ইতি শ্লোকমালা ॥১০॥

সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পাদরতাং মাং আশ্লিষ্য পিনষ্টু বা, অদর্শনাৎ মর্ম্মহতাং করোতু বা, সঃ লম্পটঃ যথা তথা বিদধাতু বা, তু স এব মৎ প্রাণনাথঃ ন অপরঃ। ইত্যন্বয়ঃ ॥১০॥

শ্রীকৃষ্ণ বিরহব্যাকুলা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন, হে শ্রীরাধে! শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য অর্থাৎ আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) শ্রীরাধার কি পর্য্যন্ত অনুরাগ ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি তোমাতে উদাসীন হইল, অর্থাৎ উপকার ও অনুপকার করেন না।

"কৃষ্ণের কর উপেক্ষণ" ইতি, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসীন্যভাব সহ কর, কিনা হে শ্রীরাধে! শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষান্তে তোমাকে অঙ্গীকার করিবেন, ইতি-

আমি কৃষ্ণপদ দাসী, তিহোঁ রস সুখ রাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেন দরশন, না জানেন আমার তনু মন,
তভু তেহোঁ মোর প্রাণনাথ ॥৩৮॥
সখিহে শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুগত করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ, অন্য নয় ॥ধ্রু॥৩৯॥

রস সুখরাশি রস সুখয়ো রাশীত্যর্থঃ ॥৩৮॥

একেক চিন্তিতে—সখীগণের উক্ত বাক্য চিন্তা করিতে। ভাব—ব্যভিচারী ভাব। অর্থাৎ শ্রীরাধার নির্ম্মল হৃদয়ে স্বাভাবিক প্রেমের ব্যভিচারী ভাব উদয় হইল ॥৩৪॥

সেই ব্যভিচারী ভাব বলিতেছেন "ঈর্ষা" ইত্যাদি। প্রৌঢ়ি—ঔৎসুক্য। ঈর্ষাদির লক্ষণ রসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগে চতুর্থ লহরীতে দেখিবেন ॥৩৫॥

প্রৌঢ়ি—প্রতিভা। অর্থাৎ শ্রীরাধা অসাধারণ বুদ্ধি শক্তি দ্বারা যে ভাবে শ্লোক পাঠ করেন ॥৩৬॥

তদ্রূপ—শ্রীরাধারূপ। আপনে—শ্রীচৈতন্য প্রভু ॥৩৭॥

সেই শ্রীকৃষ্ণ নিজ দাসী আমাকে (শ্রীরাধাকে) আলিঙ্গন করিয়া আপনাতে পর্য্যাপ্ত করুন, বা দর্শন না দিয়া আমাকে মনঃপীড়া দেন, বা কামুক তিনি যথেচ্ছা করুন অর্থাৎ অন্য স্ত্রীর সহিত বিহার করুন, তথাপি তিনিই আমার প্রাণনাথ, অন্য কেহ নহে ॥১০॥

"সেই শ্লোক" তাহা এই শ্লোক ॥১০॥

উদ্‌ঘূর্ণাদ্যানন্তর শ্রীমহাপ্রভু উক্ত "আশ্লিষ্য" এই শ্লোকের অর্থ করণপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদোক্ত "চিত্রজল্পাদ্যাঃ ৩ এই শ্লোকোক্ত চিত্রজল্পের দশ প্রকার মধ্যে বিজল্প রূপ প্রলাপ বলিতেছেন, তাহাতে উক্ত শ্লোকের অর্থ করিতেছেন "আমি" ইতি। তিহোঁ—শ্রীকৃষ্ণ। রস সুখরাশি—শৃঙ্গারাদি রস ও সুখের রাশি। আলিঙ্গিয়া—আমাকে (শ্রীরাধাকে) আলিঙ্গন করিয়া ইত্যর্থ।

"কিবা" ইতি। অর্থাৎ আমার তনু—দেহ তাঁহার সেবাদি করিতে ইচ্ছা করে এবং মন তাঁহাকে সুখী করিতে ইচ্ছা করে, এইটি না জানায় দর্শন দিয়া যদি আমাকে কষ্ট দেন, তভু—তথাপি তিনি আমার প্রাণনাথ ॥৩৮॥

ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু মন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা সবারে দেন পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া ॥৪০॥
কিবা তিহোঁ লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সকপট,
অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোরে দিতে মনোপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তভু তিহোঁ মোর প্রাণনাথ ॥৪১॥
না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তার হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥৪২॥

উক্ত অর্থটি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন "সখি হে" ইতি। অন্য নয়—অন্য কেহ আমার প্রাণেশ্বর নহে, অথবা শ্রীকৃষ্ণ আমার পর নহে ॥৩৯॥

শ্লোকোক্ত "যথা তথা" এই তৃতীয় চরণের অর্থ করিতেছেন "ছাড়ি" ইতি দুই পয়ারে। মোর বশ তনু মন—তিনি দেহে এবং মনে আমার বশ হইয়া ইত্যর্থ। অর্থাৎ আমার অধীনে আমার সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া অন্য স্ত্রীগণকে যদি কষ্ট দেন, কিম্বা অন্য স্ত্রীগণ সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া আমাকে যদি কষ্ট দেন, তথাপি তিনি আমার প্রাণনাথ, ইতি পর পয়ারে অন্বয় ॥৪০॥

শঠের লক্ষণ এই যে, যে নায়ক সম্মুখে প্রিয় বাক্য বলে, পরোক্ষে অপ্রিয় কার্য্য করে এবং নিগূঢ় দোষ করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে শঠ বলে।

ধৃষ্টের লক্ষণ এই যে, অন্য তরুণী ভোগ চিহ্ন স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইলেও যে নায়ক নির্ভয়, এবং মিথ্যা কথার নিপুণ, তাহাকে ধৃষ্ট বলে। ইহার মূল উজ্জ্বলের নায়কভেদ প্রকরণে দেখিবেন ॥৪১॥

যদি বল দুঃখদ জন প্রাণনাথ হইতে পারে না? ইহা সত্য, কিন্তু তিনি আমার সুখদ, এই আশয়ে বলিতেছেন "না গণি" ইতি। বর্য—শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ কৃষ্ণ সুখেই আমার সুখ, আমাকে দুঃখ দিলে যদি তাঁর সুখ হয় সেইটি আমার অতএব তিনি আমার সুখদ, সুতরাং তিনি প্রাণনাথ, ইতিভাব ॥৪২॥

যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাই কাহে হয় দুঃখী।
মুঞি তার পায়ে পড়ি, লঞা যাঙ হাতে ধরি,
ক্রীড়া করাইয়া করোঁ সুখী ॥৪৩॥
কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায়েন সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন ভৎর্সনে।
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাথে সুখ পান,
ছাড়ে মান অল্প সাধনে ॥৪৪॥
সেই নারী জিয়ে কেনে, কৃষ্ণের মর্ম্ম নাহি জানে,
তভু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।
নিজ সুখে মানে লাভ, পড়ু তার মুণ্ডে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ ॥৪৫॥
যে গোপী মোর করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মুঞি তার ঘরে যায়্যা, তারে সেবোঁ দাসী হঞা,
তবে মোর সুখের উল্লাস ॥৪৬॥

সেই সুখ দেখাইতেছেন "যে নারীকে" ইতি। অর্থাৎ অত্যন্ত দুঃখকর বলিয়া স্ত্রীলোক নিজ কান্তকে অন্য স্ত্রী সম্ভোগ করাইতে পারে না, কিন্তু কৃষ্ণ-সুখই আমার সুখকর হয় বলিয়া আমি তাহা করিতে পারি, অতএব শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দুঃখ দিয়া সুখী হইলে তাঁহার সুখেই আমার সুখ হয়, ইতিভাব ॥৪৩॥

যদি বল তবে কেন সময়ে সময়ে মান কর? ইহাতে বলিতেছেন "কান্তা" ইতি। সাধনে—উপায়ে, চেষ্টায় ইত্যর্থ। অর্থাৎ মানে শ্রীকৃষ্ণ সুখ পায়েন বলিয়া মান করি ॥৪৪॥

ঐটিকেই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন "সেই" ইতি। জিয়ে—জীবিত থাকে। মর্ম্ম—মনোগত ভাব। অর্থাৎ মানে শ্রীকৃষ্ণ সুখ পায়েন, এইটি না জানিয়া যে নারী মান করে, সে কেন জীবিত থাকে।

নিজ সুখে মানে লাভ—আপনার সুখকেই লাভ বলিয়া মানে। মুণ্ডে—মস্তকে। বাজ—বজ্র ॥৪৫॥

আপেক্ষিক মানের সিদ্ধান্ত করিয়া পুনরায় সেই সুখের কথা বলিতেছেন

কুষ্ঠী বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা শিরোমণি,
পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা।
গুণ্ডিল সূর্য্যের গতি, জিয়াইল মৃত পতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা ॥৪৭॥
কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখী করোঁ,
এই মোর সদা রহে ধ্যান ॥৪৮॥

"যে গোপী" ইতি। অর্থাৎ যে গোপী কৃষ্ণকে সন্তোষ করে, তার সেবা করিলে যখন আমার সুখোল্লাস হয়, তখন আর কি বলিব কৃষ্ণ সুখে আমার সুখ হয়, ইহাত নিশ্চয়ই হয়, ইতিভাব ॥৪৬॥

উক্ত বিষয় সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত উহাতে উদাহরণ দিতেছেন "কুষ্ঠী" ইতি। কুষ্ঠী—কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত। জিয়াইল—জীবিত করিল। তিন দেবা—ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু।

উহার কথা এই যে, কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ কোন ব্রাহ্মণ কোন বেশ্যাকে ইচ্ছা করিলে তাহার পতিব্রতা পত্নী তাহা জানিয়া ধন না থাকায় সেই বেশ্যাকে সেবায় সন্তোষ করেন, বেশ্যা সেই বিপ্রপত্নীর অভিপ্রায় শুনিয়া ঐ বিপ্র সঙ্গমে সম্মতা হইলে গতিশক্তিবিহীন ঐ বিপ্রকে তাহার পত্নী স্বয়ং বহন করিয়া রাত্রিকালে সেই বেশ্যালয়ে লইয়া যাইতেছে, পথিমধ্যে শূলোপরি সমাধিস্থ মার্কণ্ডমুনি ঐ বিপ্র স্পর্শে সমাধি ভঙ্গ হওয়াতে তিনি শাপ দেন এই যে, রাত্রি প্রভাত হইলে উহার মৃত্যু হইবে, এতৎ শ্রবণে ঐ বিপ্রপত্নী বলিলেন তবে কি আমি বিধবা হইব অতএব এ রাত্রিও প্রভাত হইবে না, এই মুনিও সতীর বিবাদে রাত্রি প্রভাত না হওয়াতে মহা অনর্থ উপস্থিত হইল, তখন ব্রহ্মা শিব ও বিষ্ণু তথা আসিয়া সতীকে বলিলেন রাত্রি প্রভাত হউক তোমার পতিকে জীবিত করিব ইহাতে ঐ সতী সম্মতা হইলে রাত্রি প্রভাত হইল, ব্রহ্মাদি তিন দেবতা মৃত সেই বিপ্রকে জীবিত করিলেন, ব্যাধি আরোগ্য করিয়া সুন্দরাঙ্গ করিলেন, এবং ব্রহ্মাদির দর্শন প্রভাবে সেই বিপ্রের বেশ্যাসক্তিও দূরীভূত হইল, ইতি। ইহাকে মুনি সতী বিসম্বাদ বলে ॥৪৭॥

ঐ, যদি বল কৃষ্ণ সুখেই যদি তোমার সুখ হয় তবে কেন তাহাকে নিজদেহ দেও কর? ইহাতে বলিতেছেন "কৃষ্ণ" ইতি দুই পয়ার। প্রাণের সুখেই যেমন

মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেঙ দান।
কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি, কহে মোরে প্রাণেশ্বরী,
মোর হয় দাসী অভিমান ॥৪৯॥
কান্ত সেবা সুখপূর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর,
তাতে সাক্ষী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
নারায়ণের হৃদি স্থিতি, তভু পাদ সেবার মতি,
সেবা করে দাসী অভিমানী ॥৫০॥
এই রাধার বচন, শুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ,
আস্বাদয়ে শ্রীগৌর রায়।
ভাবে মন নহে স্থির, সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর,
মন দেহ ধারণ না যায় ॥৫১॥
ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
আত্ম সুখের যাহে নাহি গন্ধ।
সে প্রেম জানাতে লোকে, প্রভু কৈল এই শ্লোকে,
পদ কৈল অর্থের নির্ব্বন্ধ ॥৫২॥

দেহের সুখ, তেমনি কৃষ্ণ সুখেই আমার সুখ, আমার দেহ সঙ্গমে কৃষ্ণ সুখী হয়েন, এই নিমিত্ত আমি তাহাকে দেহ অর্পণ করি ॥৪৮॥৪৯॥

উহাতে উদাহরণ দিতেছেন "কান্ত" ইতি। পুর—প্রচুর।

এখানে "আমি কৃষ্ণপদ দাসী" ৩৮ ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষোক্তি থাকায় দশম চিত্রজল্পের মধ্যে বিজল্প বলা হইল। উহার লক্ষণ যথা ;—

গূঢ়রূপ মানমুদ্রা যাহার অন্তর্গত এরূপ স্পষ্ট অসূয়া দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে যে কটাক্ষোক্তি তাহাকে বিজল্প বলে। ইহার মূল উজ্জ্বলের স্থায়ীভাব প্রকরণে দেখিবেন।

উহার যেন শ্রীভাগবতের ১০ স্কং ৪৭ অং ভ্রমর গীতার "কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে" এই শ্লোক।

তাহা হইলে "আমি কৃষ্ণপদ দাসী" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণে কটাক্ষোক্তি হওয়াতে এখানে বিজল্প হইল ॥৫০॥

"এই" ইত্যাদি শ্রীগ্রন্থকার বাক্য। সাত্ত্বিকে—স্তম্ভাদি অষ্ট সা

এই মত প্রভু তত্তদ্ ভাবাবিষ্ট হঞা।
প্রলাপ করিল তত্তদ্ শ্লোক পড়িয়া ॥৫৩॥
পূর্ব্বে অষ্ট শ্লোক করি লোক শিক্ষা দিল।
সে অষ্ট শ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিল ॥৫৪॥
প্রভু শিক্ষা অষ্ট শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণ প্রেমভক্তি তার বাঢ়ে দিনে দিনে ॥৫৫॥
যদ্যপি প্রভু কোটি সমুদ্র গম্ভীর।
নানা ভাব চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির ॥৫৬॥
যেই যেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে।
রায়ের নাটকে যেই যেই কর্ণামৃতে ॥৫৭॥
সেই সেই ভাবে শ্লোক করিয়া পঠন।
সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদন ॥৫৮॥
দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রি দিনে।
কৃষ্ণরস আস্বাদিল দুই বন্ধু সনে ॥৫৯॥
সেই রস লীলা সব আপনে অনন্ত।
সহস্র বদনে বর্ণি নাহি পায় অন্ত ॥৬০॥
জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি তাহা কে পারে বর্ণিতে।
তার এক কণা স্পর্শি আপনা শোধিতে ॥৬১॥

ভাবে ॥৫১॥

জাম্বুনদ হেম—জাম্বুনদের স্বর্ণ যেমন মল বিহীন। যদি বল "আশ্লিষ্য বা" এই শ্লোকেইত ব্রজপ্রেম বলা হইল আবার "আমি কৃষ্ণপদ দাসী" ইত্যাদি পদ বলেন কেন? ইহাতে বলিতেছেন "পদ" ইতি। নির্ব্বন্ধ—নিয়ম। অর্থাৎ অর্থের নিয়ম নিমিত্ত পদ বলিয়াছেন ॥৫২॥

তত্তদ্ ভাবাবিষ্ট হঞা—শ্রীরাধার সেই সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া। তত্তৎ শ্লোক—চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ হইতে "সৌন্দর্য্যামৃত সিন্ধু—" ইত্যাদি এ পর্য্যন্ত "আশ্লিষ্য বা" এই সকল শ্লোক ॥৫৩॥

পূর্ব্বে—প্রথমে। অষ্ট শ্লোক—"চেতোদর্পণ মার্জ্জনং" ইত্যাদি আটটি শ্লোক। অর্থাৎ প্রথমে একটি শ্লোক, তৎপরে তাহার অর্থ, এইরূপে আটটি শ্লোক এবং তাহার অর্থ করেন ॥৫৪॥—॥৫৮॥

যত চেষ্টা যত প্রলাপ নাহি তার পার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার ॥৬২॥
বৃন্দাবন দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেই সব লীলার আমি সূত্র মাত্র কৈল ॥৬৩॥
তাঁর ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাঢ়িল ॥৬৪॥
অতএব সে সব লীলা না পারি বর্ণিবারে।
সমাপ্তি করিল লীলাকে করি নমস্কারে ॥৬৫॥
যে কিছু করিল এই দিগ্ দরশন।
এই অনুসারে হবে তার আস্বাদন ॥৬৬॥
প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধি প্রবেশ নাহি তাতে না পারি বর্ণিতে ॥৬৭॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্য চরিত্র বর্ণন কৈল সমাপন ॥৬৮॥
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ ॥৬৯॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর পার।
জীব হঞা কেবা সম্যক পারে বর্ণিবার ॥৭০॥
যাবৎ বুদ্ধ্যের গতি ততেক বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুইল ॥৭১॥
নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র বৃন্দাবন দাস।
চৈতন্য লীলার তেহোঁ হয়েন আদিব্যাস ॥৭২॥
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপিহ অল্প বর্ণি ছাড়িলেন আর ॥৭৩॥
যে কিছু বর্ণিল সেহো সংক্ষেপ করিয়া।
লিখিতে না পারি রাখিয়াছে উট্টঙ্কিয়া ॥৭৪॥

দুই বন্ধু—শ্রীস্বরূপ ও শ্রীরামানন্দ ॥৫৯—৬১॥

যত চেষ্টা—যে পরিমাণে বৈষ্ণব চেষ্টা ॥৬২—৭১॥

আদি—প্রথম। ব্যাস—বিস্তারক। অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যলীলা বিস্তার করেন।

চৈতন্যমঙ্গলে তেহোঁ লিখিছে স্থানে স্থানে।
সেই বচন শুন সেই পরম প্রমাণে ॥৭৫॥
সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় কথনে।
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিবে বর্ণনে ॥৭৬॥
চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সত্য কহেন ব্যাস আগে করিবেন বর্ণনে ॥৭৭॥
চৈতন্যলীলামৃত সিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি তেহোঁ কৈল পান ॥৭৮॥
তাঁর ঝারী শেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
ততেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা ॥৭৯॥
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী বাঙ্গাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী ॥৮০॥
তৈছে আমি এক কণ ছুইল লীলার।
এই দৃষ্টান্ত জানিবে প্রভুর লীলার বিস্তার ॥৮১॥
আমি লিখি ইহঁ মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠ পুতলী সমান ॥৮২॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥৮৩॥
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চ রোগ পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রি দিনে মরি ॥৮৪॥

উট্টঙ্কিয়া—উল্লেখ করিয়া ॥৭৪॥—॥৭৬॥

সত্য কহে—অর্থাৎ আমি গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণদাসকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যভাগবতের স্থানে স্থানে বলিয়াছেন, এই যে, ইহার পর ব্যাস শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণনা করিবে, ইহা সত্য।

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রথমাধ্যায়ে;—

"শেষ খণ্ডে চৈতন্যের অনন্ত বিলাস।
বিস্তারিয়া বর্ণিতে আছেন বেদব্যাস ॥ইতি॥৭৭॥

ঝারি—ভৃঙ্গার। ভরি—পূর্ণ করিয়া। তিহোঁ—শ্রীবৃন্দাবন দাস ॥৭৮॥৭৯॥

বাঙ্গাটুনি—তন্নামক ক্ষুদ্র পক্ষী বিশেষ ॥৮০॥—॥৮৩॥

পঞ্চ রোগ—পাঁচ প্রকার রোগ, ইহা অনিশ্চিত বাচক, জানিবেন ॥৮৪॥

ষষ্ঠে রঘুনাথ দাস প্রভুরে মিলিলা।
নিত্যানন্দ আজ্ঞায় চিড়া মহোৎসব কৈলা ॥১০২॥
দামোদর স্বরূপ ঠাঞি তাঁরে সমর্পিল।
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তাঁরে দিল ॥১০৩॥
সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভ ভট্টের মিলন।
নানামতে কৈল তার গর্ব্ব খণ্ডন ॥১০৪॥
অষ্টমে রামচন্দ্র পুরীর আগমন।
তার ভয়ে কৈল প্রভু ভিক্ষা সঙ্কোচন ॥১০৫॥
নবমে গোপীনাথ পট্টনায়ক মোচন।
ত্রিজগতের লোক প্রভুর পাল্য দর্শন ॥১০৬॥
দশমে কহিল ভক্তদত্ত আস্বাদন।
রাঘব পণ্ডিতের তাহাঁ ঝালির সাজন ॥১০৭॥
তার মধ্যে গোবিন্দের কৈল পরীক্ষণ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা নৃত্যের বর্ণন ॥১০৮॥
একাদশে হরিদাস ঠাকুর নির্য্যাণ।
ভক্তবাৎসল্য যাহাঁ দেখাল্য গৌর ভগবান ॥১০৯॥
দ্বাদশে জগদানন্দের তৈল ভঞ্জন।
নিত্যানন্দ কৈল শিবানন্দের তাড়ন ॥১১০॥
ত্রয়োদশে জগদানন্দ মথুরা দেখি আল্যা।
মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত শুনিলা ॥১১১॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের তাহাঁই মিলন।
প্রভু তাঁরে কৃপা করি পাঠাল্য বৃন্দাবন ॥১১২॥
চতুর্দ্দশে দিব্যোন্মাদ ভাব বর্ণন।
শরীর এথা প্রভুর মন গেলা বৃন্দাবন ॥১১৩॥
তার মধ্যে প্রভুর সিংহদ্বারে পতন।
অস্থি সন্ধি ত্যাগ অনুভাবের উদ্গম ॥১১৪॥
চটক পর্ব্বত দেখি প্রভুর ধাবন।
তার মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ বর্ণন ॥১১৫॥

ভিক্ষা—ভোজন ॥১০৫—১১৭॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদ্যান বিলাসে।
বৃন্দাবন ভ্রমে যাহাঁ করিল প্রবেশে ॥১১৬॥
তার মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ।
তার মধ্যে কৈল রাসে কৃষ্ণের অন্বেষণ ॥১১৭॥
সোড়শে কালীদাসে প্রভু মহা কৃপা কৈল।
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইল ॥১১৮॥
শিবানন্দের বালকে শ্লোক করাইল।
সিংহদ্বারের দ্বারী প্রভুকে কৃষ্ণ দেখাইল ॥১১৯॥
জগন্নাথপ্রসাদের তাহাঁ মহিমা বর্ণিল।
কৃষ্ণাধরামৃতের শ্লোক সব আস্বাদিল ॥১২০॥
সপ্তদশে গাভী মধ্যে প্রভুর পতন।
কূর্ম্মাকার অনুভাবের তাহাঞি উদ্গম ॥১২১॥
কৃষ্ণের শব্দ গুণে প্রভুর মন আকর্ষিল।
"কা স্ত্র্যঙ্গতে" শ্লোকের অর্থ আবেশে করিল ॥১২২॥
ভাব সাবল্যে পুনঃ কৈল প্রলাপন।
কর্ণামৃত শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ ॥১২৩॥
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন।
কৃষ্ণগোপী জলকেলি তাহাঁ দরশন ॥১২৪॥
তাহাঁঞি দেখিল কৃষ্ণের বন্য ভোজন।
জালুয়া উঠাইল প্রভু আইলা স্বভবন ॥১২৫॥
ঊনবিংশে ভিত্ত্যে প্রভুর মুখ সংঘর্ষণ।
কৃষ্ণের বিরহ স্ফূর্ত্তি প্রলাপ বর্ণন ॥১২৬॥
বসন্ত রজনী পুষ্পোদ্যানে বিহরণ।
কৃষ্ণের সৌরভ্য শ্লোকের অর্থ বিবরণ ॥১২৭॥
বিংশতি পরিচ্ছেদে নিজ শিক্ষাষ্টক পড়িয়া।
তার অর্থ আস্বাদিল প্রেমাবিষ্ট হইয়া ॥১২৮॥
ভক্ত শিক্ষায়িতে যে অষ্টক করিল।
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আস্বাদিল ॥১২৯॥

কৃপা—অন্যের দুঃখ দূর করিবেচ্ছা পান ॥১১৮॥—॥১২২॥
সাবল্য—সাদ্রিক [illegible] ভাবাভাব সকলের পরস্পর সংমর্দ্দকে

মুখ্য মুখ্য লীলার অর্থ করিল কথন।
অনুবাদ হৈতে স্মরে গ্রন্থ বিবরণ ॥১৩০॥
একেক পরিচ্ছেদের কথা অনেক প্রকার।
মুখ্য মুখ্য কহিল কহা না যায় বিস্তার ॥১৩১॥
শ্রীরাধা সহ শ্রীমদনমোহন।
শ্রীরাধা সহ শ্রীগোবিন্দ চরণ ॥১৩২॥
শ্রীরাধা সহ শ্রীল গোপীনাথ।
এই তিন ঠাকুর সর্ব্ব গৌড়িয়ার নাথ ॥১৩৩॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীযুত নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য শ্রীগৌরভক্ত বৃন্দ ॥১৩৪॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীব চরণ ॥১৩৫॥
নিজ শিরে ধরি এই সবার চরণ।
যাহা হৈতে হয় সব বাঞ্ছিত পূরণ ॥১৩৬॥
সবার চরণ কৃপা গুরু উপাধ্যায়ী।
মোর বাণী শিষ্যা, তারে বহুত নাচাই ॥১৩৭॥
শিষ্যার শ্রম দেখি গুরু নাচান রাখিল।
কৃপা না নাচায় বাণী বসিয়া রহিল ॥১৩৮॥

ভাবসাবল্য বলে ॥১২৩॥—॥১৩৫॥

শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ, এই বাক্যে কেহ কেহ বলেন গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণদাসের মন্ত্রগুরু শ্রীরঘুনাথ দাস, আর আদির প্রথম পরিচ্ছেদে "নিত্যানন্দ যার প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ। তাঁর পাদপদ্ম বন্দ যাঁর মুঞি দাস" এতদুক্ত "স্বরূপ প্রকাশ" এবং "যাঁর বুঞি দাস" এই বাক্যে কেহ কেহ বলেন শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার মন্ত্রগুরু, এই মতভেদের আন্দোলন করিবার কোনই প্রয়োজন নাই, কেননা তাহাতে কোন বিচারবিরুদ্ধ নাই ॥১৩৬॥১৩৭॥

সবার—"শ্রীরাধা সহ" ১৩৩ ইত্যাদ্যুক্ত সকলের। কৃপারূপ গুরু উপাধ্যায়—"যিনি অতি সুন্দরাকৃতি, নৃত্যের প্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত বাদ্যবাদন দক্ষ এবং বাগ্‌জাল বিস্তার করিতে ক্ষম, তাল ও লয়ের বিশেষজ্ঞ নৃত্য ও বাদ্য স্বয়ং করিতে পারগ, শিক্ষা শিক্ষার্থীদিগকেও প্রদানে নিপুণ হন, তাঁহাকে উ কহা। প্রকৃতিবাদ।

অনিপুণা বাণী আপনে নাচিতে না জানে।
যত নাচাইল নাচি করিল বিশ্রামে ॥১৩৯॥
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যাঁ সবার চরণ কৃপা শুভের কারণ ॥১৪০॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাহার চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে ॥১৪১॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তক ভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পিলে মোর সফল হয় শ্রম ॥১৪২॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৪৩॥
শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যাহেঽসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥১॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষাষ্টক-শ্লোকার্থ-স্বাদনং নামৈকবিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥২০॥

কৃপার বিশেষণ বলিয়া উপাধ্যায়ী স্ত্রীলিঙ্গে প্রয়োগ হইয়াছে, জানিবেন। মোর—আমার অর্থাৎ গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণদাসের, বাণীশিষ্যা—বাক্‌কৃপা শিষ্যা। তারে—সেই বাণীশিষ্যাকে। বহুত—অনেক ॥১৩৮॥১৩৯॥

অনিপুণা—অপটু। নাচি—নৃত্য করিয়া অর্থাৎ শ্রীরাধামদনমোহন প্রভৃতির শ্রীচরণ কৃপা যাহা বলাইলেন তাহাই বলিলাম ॥১৪০॥—॥১৪৩॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ—শ্রীরূপাদি শ্রীরঘুনাথ অন্ত, অর্থাৎ শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ, এই ছয় শিক্ষাগুরু ॥১৪৪॥

'শাকে' এই শ্লোকের টীকা নাই, অবয় সহজই আছে। উহার অর্থ এই যে, ১৫৩৭ পনের শত সাঁইত্রিশ শকে জ্যৈষ্ঠ মাসে রবিবারে কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথীতে শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় ॥১॥

ইতি অন্ত্য-সুধাসঞ্চারিণী নাম ব্যাখ্যা বিংশতি ॥২০॥

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।